বৈশাখ ১৩০০। এপ্রিল ১৮৯৩। শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্রাব্দাঃ ৪০৮।

সজ্জনতোষণী।

পরমার্থ সাধক সমস্ত বিষয় সমালোচনী মাসিক পত্রিকা।

৫ম খণ্ড। ১ম সংখ্যা।

শ্রীকেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ

সম্পাদক।

অশেষ-ক্লেশ-বিশ্লেষি-পরেশাবেশ-সাধিনী।
জীয়াদেষা পরাপত্রী সর্ব্ব-সজ্জনতোষণী॥

বিষয় বিবরণ।

কার্য্যাধ্যক্ষ

শ্রীরাধিকাপ্রসাদ দত্ত।

(ভক্তিভবন, ১৮১ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট, রামবাগান)

কলিকাতা

১৩৩ নং মস্‌জিদ্‌বাড়ী ষ্ট্রীট, "হরি যন্ত্রে"
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা এক টাকা ১।৵। ডাকমাশুল নাই।

সজ্জনতোষণীর নিয়মাবলী।

১। সজ্জনতোষণীর অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা সহর ও মফঃস্বল সর্ব্বত্র এক টা মাত্র। স্বতন্ত্র ডাক মাশুল নাই। যাঁহারা ভিঃ পিঃ ডাকে প্রে করিতে লিখিবেন তাঁহাদের নিকট কোন এক সংখ্যা পাঠাইয়া ম মণিঅর্ডার কমিশন ১৴০ উক্ত প্রকারে আনাইয়া লওয়া হয়। সজ্জ তোষণীর অনগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা ১৷৹ টাকা।

২। এই পত্রিকায় প্রকাশের জন্য উপযুক্ত প্রবন্ধ ও বিনিময়পত্র সক "সম্পাদক" মহাশয়ের নামে এবং মূল্য ও কার্য্য সংক্রান্ত পত্রাদি "কার্য ধ্যক্ষের" নামে সজ্জনতোষণী কার্য্যালয়, ১৮১ নং মাণিকতলা ষ্ট্রী রামবাগান, কলিকাতা" ঠিকানায় প্রেরণ করিতে হয়।

৩। বিনিময় পত্রিকা সকল নিয়মিত না পৌছিলে সেই সকল পত্রিকার না সজ্জনতোষণীও সেইরূপ প্রেরিত হইবে।

৪। গ্রাহক মহোদয়গণ ঠিকানা পরিবর্ত্তনকালীন কার্য্যাধ্যক্ষকে জানা বেন। তিন মাসের নিম্নে কম দিনের জন্য হইলে স্থানীয় ডাকঘ পরিবর্ত্তিত ঠিকানা লিখিয়া পাঠাইবেন।

৫। যিনি দশখানির অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা সংগ্রহ করিয়া ১০টী নূত গ্রাহকের নাম সহ টাকা পাঠাইবেন তিনি এক সেট সজ্জনতোষণী এ বৎসর বিনামূল্যে পাইবেন।

৬। পরমার্থ সম্বন্ধীয় সমস্ত বিজ্ঞাপনই সজ্জনতোষণীর মলাটে প্রকাশি হইতে পারে। বিজ্ঞাপনের নিয়ম পত্রদ্বারা জ্ঞাতব্য।

৭। কোন সংখ্যা পাইতে বিলম্ব হইলে অথবা না পাইলে সেই মাসের মধ্যে কার্য্যাধ্যক্ষকে লিখিয়া পাঠাইবেন। পরে কোন বিষয় জানাইে আমরা কিছুই করিতে পারিব না।

৮। ৫ম খণ্ডের অগ্রিম ভিক্ষাপ্রদাতা গ্রাহকগণের নাম মলাটে প্রাপি স্বীকার হয়। যথা ;—

শ্রীযুত ক্ষেত্রনাথ সরকার ভক্তিনিধি গোপালপুর।
„ রাধাচরণ সেন বৈদ্যপাড়া।
„ বনওয়ারীলালসোম দ্বারভাঙ্গা।
„ কৃষ্ণচৈতন্য দাস বৃন্দাবন।
„ প্রিয়নাথ মণ্ডল নওয়াপাড়া।

শ্রীযুত কুমার যোগেন্দ্রনাথ সিংহ দেব বাহাদুর কুচিয়াকোল।
„ শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায় রাইপুর।
„ রাধাগোবিন্দ চট্টোপাধ্যায় কলিকাতা।
„ শীতল প্রসাদ বসু ঐ

শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্রায় নমঃ।

সজ্জনতোষণী।

প্রার্থনা।

হে শচীনন্দন! জগতের সর্ব্বত্র তোমার জয় হউক। তুমি অসীম কৃপা প্রকাশ করিয়া আমাদিগকে তোমার বিশুদ্ধ মত প্রচারের জন্য নিযুক্ত করিয়াছ। তোমার কৃপা অহৈতুকী কেন না আমরা কোন প্রকারে তোমার কৃপার যোগ্য নহি। যথাসাধ্য আমরা তোমার বিশুদ্ধ মত প্রচার করিতে যত্ন পাইয়াছি। তাহাতে বহির্ম্মুখ জগতের যদি একটুমাত্র উপকার হইয়া থাকে তজ্জন্য আমরা তোমাকে পুনঃপুনঃ সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ প্রণাম করি। আমরা তোমার আদিষ্টকার্য্যে কয়েক বর্ষ পরমানন্দ লাভ করিয়াছি। এই পঞ্চমবর্ষে আমরা প্রবিষ্ট হইলাম, প্রার্থনা করি যে এ বৎসরেও আমাদের কর্ত্তব্য কার্য্য সাধনে তোমার অনুকম্পা পাই। তোমার কার্য্য তুমিই করিয়া থাক আমরা কেবল বৃথা কর্ত্তৃত্বাভিমান করি; এই অভিমানটুকু আমাদিগের হৃদয় হইতে দূর কর।

শ্রীশ্রীনামহট্ট।

শ্রীযুত যদুনাথ মুখোপাধ্যায় ভক্তিভূষণ মহাশয় ঘাটালচক্র হইতে লিখিয়াছেন;—"শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মদিনের পূর্ব্বে রামজীবনপুর ও হাজীপুর পাঠশালায় ভক্তিগ্রন্থাধ্যায়ী ছাত্রগণের পরীক্ষা গৃহীত হয়। ৬৬ জন ছাত্র পরীক্ষা দিয়াছিলেন; তন্মধ্যে ১০ জন প্রথম, ১০ জন দ্বিতীয় ও ১৬ জন তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া পুরস্কার পাইয়াছেন। স্থানীয় চাঁদা দাতাগণের সাহায্যে ভক্তমাল, ভক্তিতত্ত্বসার ও মনোশিক্ষা পুরস্কার দেওয়া হইয়াছে।"

পরীক্ষার প্রশ্নগুলীও সুন্দর হইয়াছিল। আমরা আশা করি সর্ব্বত্র এই প্রণালীতে বিদ্যালয়ে ভক্তিগ্রন্থ পাঠের উৎসাহ দেওয়া হয়।

জৈব ধর্ম্ম।

প্রথম অধ্যায়।

জীবের নিত্য ও নৈমিত্তিক ধর্ম্ম।

পৃথিবীর মধ্যে জম্বুদ্বীপ শ্রেষ্ঠ। জম্বুদ্বীপের মধ্যে ভারতবর্ষ প্রধান। ভারতের মধ্যে গৌড়ভূমি সর্ব্বোত্তম। গৌড়দেশের মধ্যে শ্রীনবদ্বীপ মণ্ডল পরম উৎকৃষ্ট। শ্রীনবদ্বীপ মণ্ডলের একদেশে ভাগীরথীকূলে শ্রীগোদ্রুম নামে একটী রমণীয় জনপদ নিত্য বিরাজমান। শ্রীগোদ্রুমের উপবনে প্রাচীনকালে অনেকগুলি ভজনানন্দী পুরুষ স্থানে স্থানে বাস করিতেন। যে স্থলে কোন সময়ে শ্রীসুরভি স্বীয় লতামণ্ডপে ভগবান গৌরচন্দ্রের আরাধনা করিয়াছিলেন, তাহার অনতিদূরে প্রদ্যুম্নকুঞ্জ নামে একটী ভজন কুটীর ছিল। তথায় নিবীড় লতাচ্ছন্ন একটী কুটীরের মধ্যে শ্রীভগবৎপার্ষদ প্রবর প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারীর শিক্ষা শিষ্য শ্রীপ্রেমদাস পরমহংস বাবাজী মহাশয় নিরন্তর ভজনানন্দে কালযাপন করিতেন।

শ্রীপ্রেমদাস বাবাজী সর্ব্বশাস্ত্রে পণ্ডিত হইয়াও শ্রীনন্দগ্রামের অভিন্ন তত্ব বোধে একান্ত মনে আশ্রয় করিয়াছিলেন। প্রত্যহ দুইলক্ষ হরিনাম এবং সর্ব্ব বৈষ্ণব উদ্দেশে শত শত দণ্ডবৎ ও গোপগৃহে মাধুকরী দ্বারা জীবন নির্ব্বাহ এই তাঁহার জীবনের নিয়ম হইয়া উঠিয়াছিল। যে সময়ে তিনি ঐ কার্য্য সকল হইতে বিশ্রাম করিতেন তখন কোনপ্রকার গ্রাম্যকথা না কহিয়া ভগবৎ পার্ষদ প্রধান শ্রীজগদানন্দের প্রেমবিবর্ত্ত সজল নয়নে পাঠ করিতেন। ঐ কালে নিকটস্থ কুঞ্জবাসীগণ আসিয়া ভক্তি সহকারে তাঁহার পাঠ শ্রবণ করিতেন। করিবেন না কেন, যেহেতু প্রেমবিবর্ত্তগ্রন্থ সমস্ত রস তত্বে পরিপূর্ণ আবার বাবাজী মহাশয়ের মধুশ্রাবী স্বর শ্রবণ করিলে সমস্ত ভক্তবৃন্দের হৃদয় হইতে বিষয় বিষানল বিদূরিত হইত।

একদা অপরাহ্নে নামসংখ্যা সম্পূর্ণ করিয়া পরমহংস বাবাজী মহাশয় শ্রীমাধবীমালতী-লতামণ্ডপে উপবেশন পূর্ব্বক শ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত পাঠ করিতে করিতে ভাব সমুদ্রে মগ্ন হইতেছেন এমত সময় একটী চতুর্থাশ্রমী তাপস আসিয়া তাঁহার চরণে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া অনেকক্ষণ পড়িয়া রহিলেন। বাবাজী মহাশয় প্রথমে ভাবানন্দে নিমগ্ন ছিলেন, কিন্তু অল্পক্ষণ মধ্যেই

তাঁহার বাহ্য স্ফূর্ত্তি হইলে সাষ্টাঙ্গ পতিত সন্ন্যাসী মহাত্মাকে দর্শন করিয়া আপনাকে তৃণাধিক নীচ জ্ঞানে সন্ন্যাসীর সম্মুখে পড়িয়া হা চৈতন্য হা নিত্যানন্দ! এই অধমকে কৃপা কর বলিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। ক্রমশ সন্ন্যাসী ঠাকুরকে সম্ভাষণ পূর্ব্বক কহিলেন প্রভো! আমি অতিশয় হীন ও দীন আমাকে আপনি কেন বিড়ম্বনা করিতেছেন। সন্ন্যাসী তখন বাবাজী মহাশয়ের পদধূলী লইয়া উপবিষ্ট হইলেন। বাবাজী মহাশয় ও তাঁহাকে কলার বল্কলাসন দিয়া এক পার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া প্রেমে গদ গদ বাক্যে কহিলেন। প্রভো! এ দীনব্যক্তি আপনার কি সেবা করিতে যোগ্য। কমণ্ডলু রাখিয়া যতীশ্বর তখন করযোড়ে কহিতে লাগিলেন।

প্রভো! আমি অতিশয় ভাগ্যহীন। সাংখ্য, পাতঞ্জল, ন্যায, বৈশেষিক, উত্তর পূর্ব্ব মীমাংসাদ্বয় এবং উপনিষদাদি শাস্ত্র বারাণস্যাদি বহুবিধ পুণ্যতীর্থে প্রচুর অধ্যয়ন পূর্ব্বক শাস্ত্র তাৎপর্য্য বিতর্কে অনেক কালযাপন করিয়া প্রায় দ্বাদশ বৎসর হইল শ্রীল সচ্চিদানন্দ সরস্বতী পাদের নিকট দণ্ডগ্রহণ করিয়াছি। দণ্ডগ্রহণ করিয়া সর্ব্বতীর্থ ভ্রমণ করিতে করিতে ভারতের সর্ব্বত্র শাঙ্করী সন্ন্যাসীদিগের সঙ্গ করিয়াছি। কুটীচর বহুদক হংস এই তিন অবস্থা অতিক্রম পূর্ব্বক কিছুদিন পরমহংস পদ লাভ করিয়াছিলাম। মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক বারাণসীক্ষেত্রে অহং ব্রহ্মাস্মি, প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম, তত্ত্বমসি প্রভৃতি শ্রীশঙ্করোদিত মহাবাক্য আশ্রয় করিয়াছিলাম। একদিবস কোন সাধুবৈষ্ণব উচ্চৈঃস্বরে হরিলীলা গান করিতে করিতে আমার সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেলেন। আমি চক্ষু উন্মীলন করত দেখিলাম যে সেই বৈষ্ণব অশ্রুধারায় স্নাত এবং সর্ব্ব শরীর পুলকে পরিপূর্ণ। গদ গদ স্বরে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ এই নামটী বলিতেছেন ও নৃত্য করিতে করিতে স্খলিত পদ হইয়া পড়িয়া যাইতেছেন। তাঁহাকে দেখিয়া ও তাঁহার গান শ্রবণ করিয়া আমার হৃদয়ে যে কি একটী অনির্ব্বচনীয় ভাব উদয় হইল। তাহা আমি আপনার নিকট বর্ণন করিতে অক্ষম। ভাব উদয় হইল বটে, তথাপি স্বীয় পরমহংস পদ মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য আমি আর তাহার সহিত আলাপ করিতে পারিলাম না। হা ধিক্! ধিক্ আমার পদমর্য্যাদা! ধিক্ আমার ভাগ্য! কেন বলিতে পারি না সেইদিন হইতে আমার চিত্ত শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যের শ্রীচরণে আকৃষ্ট হইল। পরে আমি ব্যাকুল হইয়া সেই বৈষ্ণবটীর অনেক অন্বেষণ করিলাম কিন্তু তাঁহাকে আর দেখিতে পাইলাম না। আমি

দেখিলাম যে সেই বৈষ্ণব দর্শনে ও তাঁহার মুখে নাম শ্রবণে আমার যে বিমলানন্দ হইয়াছিল তাহা আমি তৎপূর্ব্বে আর কখনই বোধ করিতে পারি নাই। মানব সত্তায় যে এরূপ সুখ আছে তাহা কখনই জানিতাম না। আমি কএকদিন বিচার করিয়া স্থির করিলাম যে আমার বৈষ্ণব চরণাশ্রয় করাই শ্রেয়। আমি বারাণসী পরিত্যাগ করিয়া শ্রীধাম বৃন্দাবনে গেলাম। তথায় অনেক বৈষ্ণব দেখিলাম। তাঁহারা শ্রীরূপ সনাতন জীব গোস্বামীর নাম করিয়া অনেক বিলাপ করেন। তাঁহারা শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলা স্মরণ করেন বটে, কিন্তু শ্রীনবদ্বীপ নাম করিয়া প্রেমে গড়াগড়ি দেন। আমার শ্রীনবদ্বীপ দর্শনে লালসা হইয়া উঠিল। শ্রীব্রজ ধামের চৌরাশী ক্রোশ ভ্রমণ করত আমি কএক দিবস হইল শ্রীমায়াপুরে আসিয়াছি। মায়াপুর নগরে আপনার মহিমা শ্রবণ করিয়া অদ্য আপনার চরণাশ্রয় করিলাম। আপনি এ দাসকে নিজ কৃপা পাত্র করিয়া চরিতার্থ করুন।

পরমহংস বাবাজী মহাশয় দন্তে তৃণ ধরিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে বলিলেন। সন্ন্যাসীঠাকুর আমি নিতান্ত অপদার্থ। উদর পূর্ত্তি নিদ্রা ও বৃথালাপে আমার জীবন বৃথা গেল। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রের লীলাস্থান আশ্রয় করিয়া দিনপাত করিতেছি। কিন্তু কৃষ্ণপ্রেম যে কি বস্তু তাহা আস্বাদন দ্বারা বুঝিতে পারিলাম না। আপনি ধন্য! যেহেতু এক মুহূর্ত্তের জন্যও বৈষ্ণব দর্শনে প্রেম আস্বাদন করিয়াছেন। আপনি কৃষ্ণচৈতন্যের কৃপা পাত্র। এই অধমকে প্রেম আস্বাদনের সময় এক একবার স্মরণ করিলে আমি চরিতার্থ হইব। এই বলিতে বলিতে বাবাজী মহাশয় সন্ন্যাসী ঠাকুরকে দৃঢ় আলিঙ্গন দিবার সময় চক্ষের জলে তাহাকে স্নান করাইলেন। সন্ন্যাসী ঠাকুর বৈষ্ণব অঙ্গ স্পর্শ করিয়া একটী অভূতপূর্ব্ব ভাব লাভ করিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে নৃত্য করিতে লাগিলেন। নৃত্য কালে তিনি এই পদ্য গান করিতে লাগিলেন।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শ্রীপ্রভু নিত্যানন্দ।
প্রেমদাস গুরু জয় ভজন আনন্দ॥

অনেকক্ষণ নৃত্য কীর্ত্তনের পর স্থির হইয়া উভয়ে পরস্পর অনেক কথা বার্ত্তা করিলেন। প্রেমদাস বাবাজী মহাশয় বিনীত ভাবে কহিলেন, হে মহাত্মন! আপনি এই প্রদ্যুম্ন কুঞ্জে কিয়দ্দিন বাস করিয়া আমাকে পবিত্র করুন। সন্ন্যাসী ঠাকুর কহিলেন আমি আপনার চরণে আমার দেহ সম-

র্পণ করিলাম। কিয়দ্দিনের কথা কেন আমার দেহত্যাগ পর্য্যন্ত আমি আপনার সেবা করিতে পাই ইহাই আমার প্রার্থনা।

সন্ন্যাসী ঠাকুর সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ। গুরু কুলে কিছুদিন বাস করিয়া গুরূপদেশ লইতে হয় তাহা তিনি ভালরূপ জানেন। অতএব পরমানন্দে সেই কুঞ্জে কএকদিন অবস্থিতি করিলেন। পরমহংস বাবাজী কএকদিন পরে কহিলেন হে মহাত্মন্! শ্রীপ্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী ঠাকুর কৃপা করিয়া আমাকে চরণে রাখিয়াছেন। তিনি আজকাল শ্রীনবদ্বীপমণ্ডলের একপ্রান্তে শ্রীদেবপল্লী গ্রামে শ্রীশ্রীনৃসিংহ উপাসনায় মগ্ন। আজ চলুন মাধুকরী সমাপ্তপূর্ব্বক তাঁহার চরণ দর্শন করিয়া আসি। সন্ন্যাসী ঠাকুর কহিলেন যে আজ্ঞা হয় তাহাই পালন করিব।

বেলা দুইটার পর তাঁহারা উভয়ে শ্রীঅলকানন্দা পার হইয়া শ্রীদেবপল্লীতে উপস্থিত হইলেন। সূর্য্যটীলা অতিক্রম করতঃ শ্রীনৃসিংহদেবের মন্দিরে ভগবৎ পার্ষদ শ্রীপ্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারীর চরণ দর্শন পাইলেন। দূর হইতে পরমহংস বাবাজী মহাশয় দণ্ডবন্নিপতিত হইয়া শ্রীগুরুদেবকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন। ব্রহ্মচারী ঠাকুর ভক্তবাৎসল্যে আর্দ্র হইয়া শ্রীমন্দিরের বাহিরে আগমনপূর্ব্বক পরমহংস বাবাজীকে উভয় হস্তের দ্বারা উত্তোলন করতঃ প্রেমালিঙ্গন করিয়া কুশল বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন। অনেকক্ষণ ইষ্ট গোষ্ঠীর পর পরমহংস বাবাজী সন্ন্যাসী ঠাকুরের পরিচয় দিলেন। ব্রহ্মচারী ঠাকুর সাদর বাক্যে কহিলেন ভাই! তুমি যথাযোগ্য গুরু পাইয়াছ। প্রেমদাসের নিকট প্রেমবিবর্ত্ত শিক্ষা কর।

কিবা বিপ্র কিবা ন্যাসী শূদ্র কেন হয়।
যেই কৃষ্ণ তত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়॥

সন্ন্যাসী ঠাকুর ও বিনীতভাবে পরমগুরুর পাদ পদ্মে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করতঃ কহিলেন প্রভো! আপনি চৈতন্য পার্ষদ আপনার কৃপা কটাক্ষে আমার ন্যায় শত শত অভিমানী সন্ন্যাসী পবিত্র হইতে পারে। কৃপা করুন।

সন্ন্যাসী ঠাকুর ভক্ত গোষ্ঠীর পরস্পর ব্যবহার পূর্ব্বে শিক্ষা করেন নাই। গুরু ও পরমগুরুতে যে প্রকার ব্যবহার দেখিলেন তাহাই সদাচার জানিয়া নিজ গুরুর প্রতি অকৈতবে সেই দিন হইতে তদ্রূপ ব্যবহার করিতে লাগিলেন। সন্ধ্যা আরাত্রিক দর্শন করতঃ উভয়ে শ্রীগোদ্রুমে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

কিছুদিন এই প্রকারে থাকিয়া সন্ন্যাসী ঠাকুর পরমহংস বাবাজীকে তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিতে বাসনা করিলেন। এখন বেশ ব্যতীত আর সমস্তই তাঁহার বৈষ্ণবের ন্যায় হইয়াছে। শমদমাদি গুণ সম্পন্ন হইয়া সম্পূর্ণরূপে ব্রহ্মনিষ্ঠা পূর্ব্বেই লাভ করিয়াছিলেন। এখন সেই নিষ্ঠার উপর আবার পরব্রহ্মের চিল্লীলা নিষ্ঠা জন্মিল। সঙ্গে সঙ্গে দীন ভাব প্রবল হইয়া উঠিল।

এক দিন অরুণোদয় সময়ে পরমহংস বাবাজী পরিষ্কৃত হইয়া তুলসী মালায় নাম সংখ্যা করিতে করিতে মাধবীমণ্ডপে বসিলেন। কুঞ্জ ভঙ্গ লীলাস্মৃতি জনিত প্রেমবারি তাঁহারা চক্ষুদ্বয় হইতে অনবরত পড়িতে লাগিল। স্বীয় সিদ্ধ ভাবে পরিভাবিত তৎকালোচিত সেবায় নিযুক্ত হইয়া আপনার স্থূল দেহস্মৃতি হারাইতে লাগিলেন। সন্ন্যাসী ঠাকুর তাঁহার ভাবে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার নিকট উপবেশন করতঃ তাঁহার সাত্বিকভাব সকল অবলোকন করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে পরমহংস বাবাজী কহিলেন সখি! কথ্থটীকে শীঘ্র নিস্তব্ধ কর, নতুবা আমার রাধা গোবিন্দের সুখ নিদ্রা ভঙ্গ হইলে সখী ললিতা দুঃখ পাইবেন এবং আমাকে ভৎর্সনা করিবেন। ঐ দেখ অনঙ্গমঞ্জরী তদ্বিষয়ে ইঙ্গিত করিতেছেন। তুমি রমণমঞ্জরী তোমার এই নির্দ্দিষ্ট সেবা। তুমি তাহাতে যত্নবতী হও। বলিতে বলিতে পরমহংস বাবাজী অচেতন হইলেন। সন্ন্যাসী ঠাকুর স্বীয় সিদ্ধ দেহ ও পরিচয় জানিয়া সেই হইতে সেই সেবায় নিযুক্ত হইলেন। ক্রমশঃ প্রাতঃকাল হইল। পূর্ব্বদিকে ঊষা আসিয়া শোভা বিস্তার করিতে লাগিল। পক্ষীগণ চারিদিকে আপন আপন গান করিতে লাগিল। মন্দ মন্দ সমীরণ বহিতে লাগিল। আলোক প্রবেশ সময়ে প্রদ্যুম্ন কুঞ্জের মাধবীমণ্ডপের যে অপূর্ব্ব শোভা হইল তাহা বর্ণনাতীত।

পরম হংস বাবাজী কদলী বল্কলাসনে উপবিষ্ট হইয়া আছেন। বাহ্যস্ফুর্ত্তি ক্রমে ক্রমে হইতেছে। নাম মালা করিতে লাগিলেন। সেই অবসরে সন্ন্যাসী ঠাকুর বাবাজীর পদতলে সাষ্টাঙ্গ হইয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করত সমীপে সমৃদ্ধ-ভাবে উপবেশনপূর্ব্বক করযোড়ে কহিতে লাগিলেন।

প্রভো! এই দীনজন একটী প্রশ্ন করিতেছে। উত্তর দান করিয়া তাহার প্রাণ শীতল করুন। ব্রহ্মজ্ঞানানলে দগ্ধ হৃদয়ে ব্রজ রসের সঞ্চার করুন।

বাবাজী কহিলেন আপনি যোগ্যপাত্র। আপনি যে প্রশ্ন করিবেন আমি যথাসাধ্য উত্তর করিব।

সন্ন্যাসী কহিলেন "প্রভো ! আমি অনেক দিন হইতে ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা শুনিয়া ধর্ম্ম কি তাহা অনেক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি। দুঃখের বিষয় যে তাঁহারা তদুত্তরে যাহা যাহা বলিয়াছেন সে সমস্ত পরস্পর অনৈক্য। অতএব আমাকে বলুন জীবের ধর্ম্ম কি ? এবং পৃথক পৃথক শিক্ষকেরা কেনই বা পৃথক পৃথক উপদেশকে ধর্ম্ম বলিয়া বলেন ! ধর্ম্ম যদি এক হয় তবে পণ্ডিতেরা সকলেই কেন সেই এক অদ্বিতীয় ধর্ম্মের অনুশীলন করেন না ?

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভুর পাদপদ্ম ধ্যান করিয়া পরমহংস বাবাজী মহাশয় কহিতে লাগিলেন। ওহে ভাগ্যবান্ ! ধর্ম্মতত্ত্ব যথা জ্ঞান বলিতেছি শ্রবণ কর। যে বস্তুর যাহা নিত্য স্বভাব তাহাই তাহার নিত্য ধর্ম্ম। বস্তুর গঠন হইতে স্বভাবের উদয় হয়। কৃষ্ণের ইচ্ছায় যখন কোন বস্তু গঠিত হয় তখন সেই গঠনের নিত্য সহচররূপ একটী স্বভাব হয়। সেই স্বভাবই সেই বস্তুর নিত্য ধর্ম্ম। পরে কোন ঘটনাবশতঃ বা অন্য বস্তু সঙ্গে সেই বস্তুর কোন বিকার হয় তখন তাহার স্বভাবও বিকৃত বা পরিবর্ত্তিত হয়। পরিবর্ত্তিত স্বভাব কিছু দিনে দৃঢ় হইলে নিত্য স্বভাবের ন্যায় সঙ্গী হইয়া পড়ে। এই পরিবর্ত্তিত স্বভাব, স্বভাব নয়। ইহার নাম নিসর্গ। নিসর্গ স্বভাবেরস্থলে বসিয়া আপনাকে স্বভাব বলিয়া পরিচয় দেয়। যথা জল একটী বস্তু। তারল্য তাহার স্বভাব। ঘটনা বশতঃ জল যখন শিলা হয় তখন কাঠিন্য তাহার নিসর্গ হইয়া স্বভাবের ন্যায় কার্য্য করে। বস্তুতঃ নিসর্গ নিত্য নয়, তাহা নৈমিত্তিক। কেননা কোন নিমিত্ত হইতে উদিত হয় এবং সেই নিমিত্ত বিদূরিত হইলে স্বয়ং বিগত হয়। কিন্তু স্বভাব নিত্য। বিকৃত হইলেও তাহা অনুদ্গত থাকে। কাল ও ঘটনা ক্রমে স্বভাব অবশ্যই নিজ পরিচয় দিতে পারেন।

বস্তুর স্বভাবই বস্তুর নিত্যধর্ম্ম। বস্তুর নিসর্গই বস্তুর নৈমিত্তিক ধর্ম্ম। যাঁহাদের বস্তুজ্ঞান আছে তাঁহারা নিত্য ও নৈমিত্তিক ধর্ম্মের প্রভেদ জানিতে পারেন। যাঁহাদের বস্তু জ্ঞান নাই তাঁহারা নিসর্গকে স্বভাব মনে করেন এবং নৈমিত্তিক ধর্ম্মকে নিত্য ধর্ম্ম মনে করেন।

সন্ন্যাসী ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন, "বস্তু কাহাকে বলে এবং স্বভাব শব্দের অর্থ কি ?"

পরমহংস কহিলেন বস ধাতুতে সংজ্ঞার্থে তু প্রত্যয় করিয়া বস্তু শব্দ হয়। অতএব যাহার অস্তিত্ব আছে বা প্রতীতি আছে, তাহাই বস্তু। বস্তু দুই প্রকার

অর্থাৎ বাস্তব বস্তু এবং অবাস্তব বস্তু। বাস্তব বস্তু পরমার্থ ভূত তত্ত্ব। অবাস্তব বস্তু দ্রব্যগুণাদি রূপ। বাস্তব বস্তুর অস্তিত্ব আছে। অবাস্তব বস্তুর অস্তিত্ব প্রতীত হয়। প্রতীতি কোন স্থলে সত্য কোন স্থলে ভাণ মাত্র। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের দ্বিতীয় শ্লোকে "বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং" এই কথায় বাস্তব বস্তু এক মাত্র পরমার্থ ইহা নির্ণীত হইয়াছে। ভগবান একমাত্র বাস্তব বস্তু। সেই বস্তুর পৃথক অংশ জীব ও সেই বস্তুর শক্তি মায়া। অতএব বস্তু শব্দে ভগবান্ জীব ও মায়া এই তিন তত্ত্বকে বুঝিতে হয়। এই তিনের পরস্পর সম্বন্ধ জ্ঞানকে শুদ্ধ জ্ঞান বলা যায়। এই তিন তত্ত্বের বহুবিধ প্রতীতি আছে। সে সমস্ত অবাস্তব বস্তু মধ্যে পরিগণিত। বৈশেষিকদিগের দ্রব্য ও গুণ সংখ্যা কেবল অবাস্তব বস্তুর আলোচনা মাত্র। বাস্তব বস্তুর যে বিশেষ গুণ তাহাই তাহার স্বভাব। জীব একটী বাস্তব বস্তু। জীবের যাহা নিত্য বিশেষ গুণ তাহাই তাহার স্বভাব।

সন্ন্যাসী ঠাকুর কহিলেন প্রভো! এই বিবরটী আমি ভাল করিয়া জানিতে চাই।

বাবাজী মহাশয় কহিলেন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কৃষ্ণদাস কবিরাজ নামক একটী কৃপাপাত্র আমাকে একখানি হস্তলিপি গ্রন্থ দেখাইয়াছেন। সেই গ্রন্থের নাম শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত। তাহাতে শ্রীমহাপ্রভুর এ বিষয়ে একটী উপদেশ আছে যথা ;—

জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।
কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ ॥
কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার দুঃখ ॥

কৃষ্ণ পরিপূর্ণ চিদ্বস্তু। তুলনাস্থলে অনেকে তাঁহাকে চিজ্জগতের এক মাত্র সূর্য্য বলিয়া থাকেন। জীব তাঁহার কিরণ কণা মাত্র। জীব অনেক। "জীব কৃষ্ণের অংশ" একথা বলিলে খণ্ড প্রস্তর যেমত পর্ব্বতের অংশ সেরূপ বলা হয় না। কেননা অনন্ত অংশরূপ জীব শ্রীকৃষ্ণ হইতে নিসৃত হইলেও কৃষ্ণের কোন অংশ ক্ষয় হয় না। এই জন্য বেদ সকল অগ্নির বিস্ফুলিঙ্গের সহিত জীবের একাংশে সাদৃশ্য বলিয়া থাকেন। বস্তুতঃ এ বিষয়ে তুলনার স্থল নাই। মহাগ্নির বিস্ফুলিঙ্গই বলুন, সূর্য্যের কিরণ পরমাণুই বলুন বা মণিপ্রসূত স্বর্ণই বলুন, কোন তুলনাই সর্ব্বাংশে সুন্দর হয় না। কিন্তু এই

সমস্ত তুলনার জড়ীয় ভাবাংশ পরিত্যাগ করিতে পারিলে সহজ হৃদয়ে জীব তত্ত্বের স্ফূর্ত্তি হয়। কৃষ্ণ বৃহচ্চিদ্বস্তু এবং জীব তাঁহার অণু চিদ্বস্তু। চিদ্ধর্ম্মে উভয়ের ঐক্য আছে কিন্তু পূর্ণতাও অপূর্ণতা ভেদে উভয়ের স্বভাব ভেদ অবশ্যই সিদ্ধ হয়। কৃষ্ণ জীবের নিত্য প্রভু, জীব কৃষ্ণের নিত্যদাস, ইহা স্বাভাবিক বলিতে হইবে। কৃষ্ণ আকর্ষক, জীব আকৃষ্ট। কৃষ্ণ ঈশ্বর, জীব ঈশিতব্য। কৃষ্ণ দ্রষ্টা, জীব দৃষ্ট। কৃষ্ণ পূর্ণ, জীব দীন ও ক্ষুদ্র। কৃষ্ণ সর্ব্ব শক্তিমান, জীব নিঃশক্তি। অতএব কৃষ্ণের নিত্য আনুগত্য বা দাস্যই জীবের নিত্য স্বভাব বা ধর্ম্ম। কৃষ্ণ অনন্ত শক্তিসম্পন্ন; অতএব চিজ্জগৎ প্রকাশে যেমত পূর্ণ শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় তদ্রূপ জীবসৃষ্টি বিষয়ে তাঁহার একটী তটস্থা শক্তির পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। অপূর্ণ জগৎ সংঘটনে কোন বিশেষ শক্তি কার্য্য করে। সেই শক্তির নাম তটস্থা। তটস্থা শক্তির ক্রিয়া এই যে চিদ্বস্তু ও অচিদ্বস্তু এই উভয়ের মধ্যে এমত একটী বস্তু নির্ম্মাণ করে যাহা চিজ্জগৎ ও অচিজ্জগৎ উভয়ের সহিত সম্বন্ধ রাখিতে যোগ্য হয়। শুদ্ধ চিদ্বস্তু অচিদ্বস্তুর বিপরীত, অতএব স্বভাবতঃ তাহার অচিদ্বস্তুর সহিত সম্বন্ধ ঘটনা হয় না। জীব চিৎকণ বটে কিন্তু কোন ঐশী শক্তিদ্বারা তাহা অচিৎ সম্বন্ধের উপযোগী হইয়াছে। সেই ঐশী শক্তির নাম তটস্থা। নদীর জল ও ভূমি উভয়ের মধ্যে তট। তট ভূমিও বটে জলও বটে। অর্থাৎ উভস্থ। উক্ত ঐশী শক্তি তটেস্থিত হইয়া ভূধর্ম্ম ও জলধর্ম্ম দুইই এক সত্তায় ধারণ করে। জীব চিদ্ধর্ম্মী বটে কিন্তু গঠন হইতেই জীব জড় ধর্ম্মের বশ হইবার যোগ্য। অতএব শুদ্ধ চিজ্জগতের ন্যায় জীব জড় সম্বন্ধাতীত নন। চিদ্ধর্ম্ম প্রযুক্ত তিনি জড় বস্তুও নন। জড় ও চিৎ এই দুই তত্ত্ব হইতে পৃথক্ বলিয়া একটী জীব তত্ত্ব হইয়াছে। ঈশ্বর ও জীবে এই জন্য নিত্য ভেদ স্বীকার করা কর্ত্তব্য। ঈশ্বর মায়ার অধীশ্বর অর্থাৎ মায়া তাঁহার বশীভূত তত্ত্ব। জীব মায়া-বশ্য অর্থাৎ কোন বিশেষ অবস্থায় তিনি মায়ার বশ হইয়া পড়িতে পারেন। অতএব ভগবান জীব ও মায়া এই তিন তত্ত্ব পারমার্থিক সত্য ও নিত্য। ইহাদের মধ্যে নিত্যো নিত্যানাং এই বেদ বাক্যদ্বারা ভগবান তিন তত্ত্বের মূল নিত্য তত্ত্ব।

জীব স্বভাবতঃ কৃষ্ণের নিত্যদাস ও তটস্থা শক্তির পরিচয়। এই বিচারে সিদ্ধান্তিত হয় যে জীব ভগবত্তত্ত্ব হইতে যুগপৎ ভেদ ও অভেদ, সুতরাং ভেদাভেদ প্রকাশ। জীব মায়াবশ কিন্তু ভগবান মায়ার নিয়ন্তা এই স্থলে

জীব ও ভগবানে নিত্য ভেদ। জীব স্বরূপতঃ চিদ্বস্তু ভগবান ও স্বরূপতঃ চিদ্বস্তু এবং জীব ভগবচ্ছক্তি বিশেষ। এই জন্যই এই অংশে তদুভয়ে নিত্য অভেদ। নিত্য ভেদ ও নিত্য অভেদ যদি যুগপৎ হয়, তবে নিত্য ভেদেরই পরিচয় প্রবল। কৃষ্ণের দাস্যই জীবের নিত্যধর্ম্ম। তাহা ভুলিয়া জীব মায়াবশ হইয়া পড়ে, সুতরাং তখন হইতে জীব কৃষ্ণ বহির্ম্মুখ। মায়িক জগতে আগমন সময় হইতেই যখন বহির্ম্মুখতা লক্ষিত হয় তখন মায়িক জগতের কালের মধ্যে জীবের পতন ইতিহাস নাই। এই জন্যই "অনাদি বহির্ম্মুখ" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। বহির্ম্মুখতা ও মায়া প্রবেশ কাল হইতেই জীবের নিত্যধর্ম্ম বিকৃত হইয়াছে। অতএব মায়া সঙ্গবশতঃ জীবের নিসর্গ উদয় হইলে নৈমিত্তিক ধর্ম্মের অবসর হইল। নিত্যধর্ম্ম এক, অখণ্ড ও নির্দ্দোষ। নৈমিত্তিক ধর্ম্ম নানা আকারে নানা অবস্থায় নানা লোক কর্তৃক নানারূপে বিবৃত হয়।

পরমহংস বাবাজী মহাশয় এইপর্য্যন্ত বলিয়া নিস্তব্ধ হইয়া হরিনাম করিতে আরম্ভ করিলেন। সন্ন্যাসী ঠাকুর ঐ সমস্ত তত্ত্ব কথা শ্রবণ করত দণ্ডবৎ প্রণতিপূর্ব্বক কহিলেন, প্রভো! আমি অদ্য এই সকল কথা আলোচনা করি। যে কিছু প্রশ্ন উদয় হয় কল্য আপনার চরণে জ্ঞাপন করিব।

[ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

এক দিনের খেলা।

"কোথা সে কুক্কুর ছানা?"
কুক্কুর শাবক বেঁধে রেখে ছিল,
অশুচী ভাবিয়া শচী ছেড়ে দিল;
খেলায় আছিল নিমাই আইল,
শাবক না দেখি তখনই কহিল;
"কোথা গেল সেই ছানা?"
শচী বলে "বাপ আপনি গিয়াছে,"
নিমাই চেঁচিয়া বলে "মিছে মিছে,
কে বুঝি তাহারে ছাড়িয়া দিয়াছে;
বল বল কোথা সে ছানাটী আছে?
আমার সুন্দর ছানা!"

শচী বলে "বাপ ধৈর্য্য ধর তুমি,
এখনি চাহিয়া এনে দিব আমি ;"
না শুনে নিমাই গড়ি যায় ভূমি,
বলে "কেন তারে ছেড়ে দিলে তুমি ;
সে মোর সুন্দর ছানা।"
এই যে শচীর নন্দন নিমাই,
চঞ্চলতা করে সদা ধাওয়া ধাই ;
এ বস্তুটী বিনে আর কিছু নাই,
ইহার চরণ সদা আমি চাই ;
যে কান্দিল বলি "ছানা।"
কুক্কুর হইতে অধম এ দীনে,
করিবে কি কৃপা সে শচী নন্দনে ,
বৈষ্ণব দাসের নাহি সেই বিনে,
মোহিত হয়েছি চঞ্চলতা গুণে ;
যে কান্দিল বলি "ছানা।"

সদ্গুণ ও ভক্তি।

শ্রীহরিভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে ভক্তির ছয়টী মাহাত্ম্যের মধ্যে শুভদত্ব একটী মাহাত্ম্য বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। শুভ কত প্রকার এই প্রশ্নের উত্তরে কথিত হইয়াছে ;—

শুভানি প্রীণনং সর্ব্বজগতামনুরক্ততা।
সদ্‌গুণাঃ সুখমিত্যাদীন্যাখ্যাতানি মনীষিভিঃ॥

ভক্তি যে পুরুষে উদিতা হন তিনি সমস্ত জগৎকে প্রীতি দান করেন এবং সর্ব্ব জগতের অনুরাগ ভাজন হন। তিনি অনায়াসে সমস্ত সদ্‌গুণের আধার হন এবং সমস্ত পবিত্র সুখলাভ ও অনেক অন্যপ্রকার শুভ লাভ করেন। পণ্ডিতগণ এই সকলকে শুভ বলিয়া বর্ণন করিয়া থাকেন।

ভক্ত পুরুষ যে সমস্ত সদ্‌গুণ সম্পন্ন হন তাহা নিম্নলিখিত শ্রীভাগবত বচনে কথিত হইয়াছে ;—

যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা
সর্ব্বৈগুণৈ স্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্‌গুণা
মনোরথে নাসতি ধাবতো বহিঃ॥

ভগবানে যাঁহার অকিঞ্চনা ভক্তি হয় তাঁহাতে সমস্ত গুণের সহিত দেবতাগণ আশ্রয় গ্রহণ করেন। অসৎ বহির্ব্যাপারে যাঁহার মন ধাবমান এমত অভক্তজনের মহদ্‌গুণ কিরূপে হইতে পারে।

স্কন্দ পুরাণে লিখিত আছে ;—

এতে নহ্যদ্ভুতা ব্যাধ তবাহিংসাদয়োগুণাঃ।
হরিভক্তৌ প্রবৃত্তা যেনতেস্যুরুপতাপিনঃ॥
অন্তঃশুদ্ধি র্বহিঃশুদ্ধি স্তপঃ শান্ত্যাদয়স্তথা।
অমীগুণাঃ প্রপদ্যন্তে হরি সেবাভিকামিনং॥

হে ব্যাধ! তোমার যে অহিংসাদিগুণ সকল হইবে ইহা অদ্ভুত নয়, যেহেতু যাঁহারা হরি ভক্তিতে প্রবৃত্ত তাঁহারা স্বভাবতঃ পর পীড়নে বিরত। অন্তঃশুদ্ধি ও বহিঃশুদ্ধি তথা তপ ও শান্ত্যাদিগুণ সকল ও হরিসেবা কামনা যুক্ত পুরুষকে স্বয়ং আশ্রয় করে।

সদ্‌গুণ সকল চরিতামৃতে সংগৃহীত হইয়াছে, যথা ;—

কৃপালু, অকৃত দ্রোহ, সত্যসার, সম।
নির্দ্দোষ, বদান্য, মৃদু, শুচি, অকিঞ্চন॥
সর্ব্বোপকারক, শান্ত, কৃষ্ণৈক শরণ।
অকাম, নিরীহ, স্থির, বিজিত ষড়্‌গুণ॥
মিতভুক, অপ্রমত্ত, মানদ, অমানী।
গম্ভীর, করুণ, মৈত্র, কবি, দক্ষ, মৌনী॥

এই সমস্ত সদ্‌গুণ ভক্তির সহচর। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে এই সকল অগ্রে সঞ্চিত হইলে ভক্তিদেবীর আবির্ভাব হয় কি ভক্তিদেবী আবির্ভূত হইলে এই সকল গুণগণ স্বয়ং ভক্তকে আশ্রয় করে?

এই প্রশ্নের উত্তর এই যে ভক্তিশাস্ত্রমতে জীবের কোন প্রকার ভক্তি বাসনারূপ সুকৃতি বলে ভক্তিতে শ্রদ্ধা হয়। শ্রদ্ধা হইলে জীব সাধু পদাশ্রয়

করিয়া ভজনে প্রবৃত্ত হয়। ভজনে প্রবৃত্ত হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বেও তাহার অনেক অনর্থ অর্থাৎ সদ্‌গুণ বিরোধী ধর্ম্ম থাকে। ভজন করিতে করিতে সে সমস্ত অনর্থ অনায়াসে ভক্তি ও সাধুসঙ্গ বলে দ্রবীভূত হয় এবং তাহাদের স্থানে সদ্‌গুণ সকল সহজেই উদয় হইয়া পড়ে। যে পর্য্যন্ত অনর্থনাশ ও সদ্‌গুণ প্রকাশ না হয় সে পর্য্যন্ত ভজনাভাস বা নামাভাস হইতে থাকে। অনর্থ নাশ ও সদ্‌গুণ প্রকাশ একদিকে ও শুদ্ধ ভজন বা শুদ্ধনাম অন্যদিকে যুগপৎ হইয়া থাকে। এই অবস্থার পরে আর অনর্থ বা পাপে সাধকের রুচি হয় না। অতএব শ্রীমহাপ্রভু বাক্য ;—

এক কৃষ্ণনামে করে সর্ব্বপাপ ক্ষয়।
নববিধ ভক্তিপূর্ণ নাম হৈতে হয়॥

কৃষ্ণভক্তির সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বজীবেদয়া, নিষ্পাপতা, সত্যসারতা, সমদর্শিত্ব, দৈন্য, শান্তি, গাম্ভীর্য্য, সরলতা, মৈত্রী, ফল দক্ষতা, অসৎ কথায় ঔদাসীন্য, পবিত্রতা, তুচ্ছকাম ত্যাগ ইত্যাদি সকল গুণ সহজে উদয় হয়। অন্য গুণ উদয় করিবার প্রয়াস করা ভক্তজনের পক্ষে বিধেয় নয়। শুদ্ধ ভক্তির অনু-শীলনই যথেষ্ট। অনর্থ হানি ও সদ্‌গুণোদয় অতি শীঘ্রই হইয়া থাকে।

যোগাভ্যাসে যে যম নিয়ম প্রত্যাহার শিক্ষার প্রথা আছে তাহা কষ্ট কল্প, বহুকাল ব্যাপী এবং অনেক অবান্তর ব্যাঘাতদ্বারা প্রতিহত হয়। যে পর্য্যন্ত ভক্ত্যুন্মুখী শ্রদ্ধা হয় নাই, সে পর্য্যন্ত জীবের যোগমার্গীয় গুণ সাধনের শ্রেয়তা দেখা যায়। অতএব উদিত শ্রদ্ধ পুরুষের সাধুসঙ্গে কেবল ভজন প্রয়াসেই সমস্ত গুণগণ উদয় হইবে। যোগমার্গে বা নৈতিকমার্গে গুণাভ্যাস হয় তাহাতে ভক্তের প্রয়োজনতা নাই। তত্তন্মার্গে লব্ধগুণ পুরুষ সকল ভক্তি-হীন হইলে কুরূপা স্ত্রীর অলঙ্কার পরিধানের ন্যায় সুন্দর শোভা লাভ করিতে পারেন না। পক্ষান্তরে তাঁহারা যদি সাধু কৃপায় ভক্ত্যুন্মুখী শ্রদ্ধা কোন ভাগ্য ক্রমে লাভ করিতে পারেন তাহা হইলে অতি শীঘ্রই উত্তমা ভক্তিসাধনে প্রবৃত্ত হইবেন সন্দেহ নাই। হে সদ্‌গুণ শালি ভ্রাতৃবর্গ! আপনারা বৃথা সময় নাশ না করিয়া লব্ধ সাদ্‌গুণ্যের উত্তম ফলরূপ ভক্ত সাধুর পদাশ্রয় করিয়া জীবন ও ধর্ম্ম সফল করুন। সদ্‌গুণ সঞ্চয় করিতে পারিলেই যে ভক্তি হইবে এরূপ নয়। কিন্তু ভক্তি হইলে সদ্‌গুণ অনায়াসে উপস্থিত হইবে। কৃষ্ণৈক শরণ ব্যতীত অন্য সদ্‌গুণ হইলেও যে পর্য্যন্ত ভক্তিতে শ্রদ্ধা না হয় সে পর্য্যন্ত

ভক্তি হইবে না। কৃষ্ণভক্তি ব্যতীত সমস্ত সদ্‌গুণেরও মাহাত্ম্য নাই। কৃষ্ণভক্তি বিহীন সদ্‌গুণ সম্পন্ন জীবেরও জীবন বিফল বলিয়া জানিবেন।

প্রতপ্তের প্রার্থনা।

ভকতি বিরোধী সংসারেতে বাস মোর।
দিবা নিশি যন্ত্রণায় কাতর অন্তর॥
সাধুসঙ্গ সদাচার কিছু নাই মোর।
বৃথা কার্য্যে ব্যতিব্যস্ত আছি নিরন্তর॥
ইচ্ছা নাই অবস্থায় কার্য্যে করে রত।
অকার্য্যে জীবন হায় হইতেছে গত॥
আপাতত সুমধুর পশ্চাতে বিরস।
হেন হেয় সুখে মজি কাটানু দিবস॥
ইতিপূর্ব্বে প্রাণতুল্য ভাবিতাম যাহা।
ক্রমে বুঝিতেছি এবে কিছু নহে তাহা॥
যে কার্য্য করিলে আত্ম গ্লানি নাহি হয়।
সুকার্য্য তাহাই তাতে নাহিক সংশয়॥
ভক্তি প্রতিকূল যত পার্থিব বিষয়।
একটীও স্বরূপত সুখপ্রদ নয়॥
ভক্তিহীন দীন আমি পশুর সমান।
ভক্তিমান ব্যক্তি ভবে ঠিক ভাগ্যবান॥
স্বমঙ্গল নাহি বুঝে ভক্তিহীন জন।
তুচ্ছসুখে উদ্‌ভ্রান্ত চিত্ত অনুক্ষণ॥
কামিনী কাঞ্চন করে জীবনের সার।
ভক্তিহীন আমি ধিক্ জীবনে আমার॥
কৃপাময় গৌর তুমি পতিত পাবন।
নিতান্ত পতিত আমি অধম দুর্জ্জন॥
তুমি বিনা পতিতের গতি নাই আর।
ধ্রুবরূপে এ বিশ্বাস হৃদয়ে আমার॥

রাধাকৃষ্ণ একীভূত তুমি গৌর চন্দ্র।
তোমাকে পাইলে পাই শ্রীরাধাগোবিন্দ॥
যেরূপে তোমারে পাই গৌর ভগবান।
সত্বরে করিয়া দাও মোরে সে বিধান॥
ভক্তিহীন এ রাজীব যাইবে কোথায়।
প্রার্থনা তোমারে ভজি পরাণ জুড়ায়॥

সমালোচনা।

শ্রীস্তবরাজ।—শ্রীলঅদ্বৈত আচার্য্য প্রভু বিরচিত ও শ্রীযুত রামদয়াল ঘোষ কর্ত্তৃক বিবিধছন্দে বঙ্গভাষায় অনুবাদিত। মূল্য ৵০। এই গ্রন্থে শ্রীনরহরি কৃত সপার্ষদ শ্রীগৌরাঙ্গ বন্দনা আছে। এই নরহরি বোধ হয় ভক্তিরত্নাকর রচয়িতা শ্রীঘনশ্যামদাস। স্তবরাজ গ্রন্থে সর্ব্বশুদ্ধ ৪২টী অনুষ্টুপ শ্লোক আছে। শ্লোকের রচনা দেখিলে বোধ হয় শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর কোন দাস কর্ত্তৃক অনেক পরে বিরচিত হইয়াছে। কেননা ৩৬ শ্লোকের ভাবে বোধ হয় যে, কোন সার্ব্বভৌমিক পরবর্ত্তী পণ্ডিত নিজ কবিত্ব শক্তি প্রকাশের জন্য এই শ্লোক গুলি শ্রীঅদ্বৈত প্রভুপাদের নামে লিখিয়াছেন। যাহাহউক স্তবটী মন্দ নহে।

শ্রীচৈতন্যশতক।—এই গ্রন্থে শ্রীগৌরাঙ্গের শতশ্লোকী একটী স্তব আছে। কিন্তু ইহার মধ্যে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ধৃত দুইটী শ্লোক দেখিতে পাওয়া যায় না। তথাপি এই গ্রন্থকে সমাদর করিবার কারণ আছে। অনেকগুলি শ্লোকে বিশেষ পাণ্ডিত্য ও শুদ্ধভক্তি লক্ষিত হয়। রামদয়াল বাবুর অনুবাদ পদ্যগুলি সুন্দর হইয়াছে।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত।—ভক্তবর শ্রীযুত রামদয়াল ঘোষ মহাশয় এই উপাদেয় গ্রন্থখানি স্বীয় রচিত পদ্যানুবাদের সহিত প্রকাশ করিয়াছেন। সমস্ত শুদ্ধভক্তগণের প্রতিদিন এই গ্রন্থ পাঠ করা কর্ত্তব্য। যাঁহারা সংস্কৃত বুঝিতে পারেন না তাঁহারা পদ্যগুলি পাঠ করিয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করিবেন। স্থানে স্থানে একটু একটু পরিবর্ত্তন করিলে ভাল হয়। প্রথম শ্লোকের অনুবাদে লিখিত হইয়াছে "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম করিলা স্বীকার"। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামটী প্রভুর নিত্যনাম ইহা "করিল প্রচার" বলিলে কিছুই দোষ হইত না। মূলে চৈতন্যাকৃতিং এই শব্দ আছে এবং শেষভাগে নবদ্বীপ প্রকট এই শব্দ

আছে ইহাতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের নাম ধাম ও রূপের নিত্যত্ব অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। ১৩১ শ্লোকে রূপের নিত্যত্ব বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীচন্দ্রামৃত গ্রন্থ গৌড়ীয় বৈষ্ণবদিগের কণ্ঠহার। এই সানুবাদ গ্রন্থখানি আদর করিয়া রাখা আবশ্যক।

শ্রীশ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকা।—শ্রীল শ্রীকবিকর্ণপুর গোস্বামী বিরচিত। শ্রীযুতরামদয়াল বাবু এই গ্রন্থ সানুবাদ প্রকাশ করিয়া বৈষ্ণব জগৎকে পবিত্র করিয়াছেন। এই গ্রন্থখানি বৈষ্ণবদিগের মহামান্য গ্রন্থ। পরিশিষ্ট খানি অত্যন্ত উপাদেয় হইয়াছে।

সঙ্গীত রত্নাবলী।—শ্রীযুতগোষ্ঠবিহারী কুণ্ডু সংকলিত। এই গ্রন্থে কতকগুলি গীত আছে।

শিশু মহাভারত ও শিশু রামায়ণ।—এই দুইখানি পুস্তক বিদ্যালয়ের বালক বালিকাদিগের পাঠ্য। ইহাতেও কিছু কিছু হরিকথা আছে।

শ্রীঅমিয় নিমাইচরিত।—শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের একান্ত দাস ভক্তপ্রবর শিশিরকুমার ঘোষ কর্তৃক বিরচিত। সুকোমল গদ্যে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর একটী জীবনচরিত প্রকাশ হয় আমরা আশা করিতেছিলাম। শিশির বাবু আমাদের সেই আশা পূরণ করিলেন। ভরসা করি স্বল্পদিনের মধ্যে গ্রন্থ খানির অন্যান্য খণ্ড প্রকাশ হইবে। গ্রন্থখানি পাঠ করিলে শিশির বাবুর রচনাশক্তি ও সরলভক্তি এবং অনুসন্ধানে আনুরক্তি সুন্দররূপে প্রতীয়মান হয়। গ্রন্থকর্ত্তা কিছুকাল জীবিত থাকিয়া আমাদের প্রাণেশ্বর শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ দেবকে বিশেষরূপে সেবা ও প্রচার করুন্ এই আমাদের প্রার্থনা। শুদ্ধবৈষ্ণবগণ গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া প্রেম উপলব্ধি করুন্।

শ্রীবংশীশিক্ষা।—মহানুভব শ্রীপ্রেমদাস মিশ্র বিরচিত। শ্রীহরেকৃষ্ণদাস বৈরাগী মহাশয় এই গ্রন্থের প্রকাশক। এই গ্রন্থে ৪টী উল্লাস আছে। প্রথম উল্লাসে শ্রীবংশীবদন প্রভুর জন্ম ও শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর নিকট শিক্ষা, দ্বিতীয় উল্লাসে শ্রীগুরুমাহাত্ম্য ও শক্তিতত্ত্ববিচার; তৃতীয় উল্লাসে ভক্তিতত্ত্ব, রসতত্ত্ব, গোকুলতত্ত্ব ও রসরাজ উপাসনা এবং চতুর্থ উল্লাসে রসিকলোকের ভজনবিধি নিষেধাদি বিচার ও আর আর কথা আছে। গ্রন্থের অনেকস্থানে অনেক সুন্দর বিচার দেখা যায় কিন্তু কোন কোন স্থানে কিছু কিছু এমত কথাও আছে যাহা সহজিয়া মতের পুষ্টি সাধন করে। গ্রন্থখানি সমগ্র বিচার করিলে ইহাকে সহজিয়া মতের গ্রন্থ বলিয়া বোধ হয় না।

সহজিয়ামত ও বিশুদ্ধ রসতত্ত্বে বাক্যভেদ অধিক নাই। ভাবভেদ ক্রমে রসতত্ত্ব সর্ব্বোত্তম ও সহজিয়ামত সর্ব্বাধম হইয়াছে। রসতত্ত্ব সম্পূর্ণরূপে অপ্রাকৃত। তাহাতে জড়দেহের স্ত্রীপুরুষ সম্বন্ধ নাই তাহাতে সমস্তই চিন্ময়। সহজিয়া মতে সমস্ত বিপরীত। তাহাতে জড়ীয় স্ত্রীপুরুষ সম্বন্ধই একমাত্র ভজন। চিন্ময় ধর্ম্মের গন্ধও নাই, সকলই প্রাকৃত। পাঠকবৃন্দ বিশেষ সতর্কতার সহিত চিন্ময় অর্থের অনুসন্ধান করিবেন। গ্রন্থকর্ত্তা প্রেমদাস অপ্রাকৃত রসে পণ্ডিত ছিলেন তাঁহার গ্রন্থে জড়গত স্ত্রীলোক লইয়া ভজন হইতে পাবে না। তিনি একজন শ্রীপাট বাঘ্নাপাড়ার উপযুক্ত শিষ্য।

শরণাগতি।

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪র্থ খণ্ডের ২১৪ পৃষ্ঠার পর]

(১৩)

আমার বলিতে প্রভু আর কিছু নাই।
তুমিই আমার মাত্র পিতা বন্ধু ভাই॥ ১॥
বন্ধু দারা সুত সুতা তব দাসীদাস।
সেইত সম্বন্ধে সবে আমার প্রয়াস॥ ২॥
ধনজন গৃহ দ্বার তোমার বলিয়া।
রক্ষা করি আমি মাত্র সেবক হইয়া॥ ৩॥
তোমার কার্য্যের তরে উপার্জ্জিব ধন।
তোমার সংসার ব্যয় করিব বহন॥ ৪॥
ভালমন্দ নাহি জানি সেবামাত্র করি।
তোমার সংসারে আমি বিষয় প্রহরী॥ ৫॥
তোমার ইচ্ছায় মোর ইন্দ্রিয় চালনা।
শ্রবণ দর্শন ঘ্রাণ ভোজন বাসনা॥ ৬॥
নিজ সুখ লাগি কিছু নাহি করি আর।
ভকতিবিনোদ বলে তব সুখ সার॥ ৭॥

(১৪)

বস্তুতঃ সকলি তব জীব কেহ নয়।
অহং মম ভ্রমে ভ্রমি ভোগে শোক ভয়॥ ১ ॥
অহং মম অভিমান এই মাত্র ধন।
বদ্ধ জীব নিজ বলি জানে মনে মন॥ ২ ॥
সেই অভিমানে আমি সংসারে পড়িয়া।
হাবু ডুবু খেয়ে ভব সিন্ধু সাঁতারিয়া॥ ৩॥
তোমার অভয় পদে লইয়া শরণ।
আজি আমি করিলাম আত্ম নিবেদন॥ ৪ ॥
অহং মম অভিমান ছাড়িল আমায়।
আর যেন মম হৃদে স্থান নাহি পায়॥ ৫ ॥
এই মাত্র বল প্রভু দিবেহে আমারে।
অহংতা মমতা দূরে পারি রাখিবারে॥ ৬॥
আত্ম নিবেদন ভাব হৃদে দৃঢ় রয়।
হস্তী স্নান সম যেন ক্ষণিক না হয়॥ ৭ ॥
ভকতিবিনোদ প্রভু নিত্যানন্দ পায়।
মাগে পরসাদ যাহে অভিমান যায়॥ ৮॥

[ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

তত্ত্ববিবেক

বা শ্রীসচ্চিদানন্দানুভূতিঃ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪র্থ খণ্ডের ২৩৬ পৃষ্ঠার পর)

জ্ঞানং সাহজিকং হিত্বা যুক্তি র্ন বিদ্যতে ক্বচিৎ।
কথং সা পরমে তত্ত্বে তং হিত্বা স্থাতু মর্হতি॥ ২২॥

আত্মার সহজ জ্ঞানজনিত যে যুক্তি তাহাই শুদ্ধ ও নির্দ্দোষ। তৎকর্ত্তৃক যে তত্ত্ব মীমাংসা তাহাই যথার্থ। সাহজিক জ্ঞানকে পরিত্যাগপূর্ব্বক যুক্তি থাকিতে পারে না। তবে যে বিষয়জ্ঞান সংসৃষ্টযুক্তি আমরা বিষয় কার্য্যে লক্ষ্য

করি তাহা অশুদ্ধ বা মিশ্র। মিশ্র যুক্তি যে সমস্ত তত্ব কথা বলিয়া থাকে তাহা সমুদায়ই অকিঞ্চিৎকর। ঈশ্বর নিরূপণ করিলেও তাহার মীমাংসা সুন্দর হয় না। পরমতত্বে মিশ্র যুক্তির যোজনা নাই। শুদ্ধযুক্তি সাহজিক জ্ঞান আশ্রয়পূর্ব্বক পরমতত্ব বিষয়ক যে সকল সিদ্ধান্ত করে সে সমুদায় যথার্থ। এস্থলে জিজ্ঞাস্য এই যে সাহজিক জ্ঞান কাহাকে বলি। আত্মা চিন্ময় অতএব জ্ঞানময়। তাহাতে স্বাভাবিক যে জ্ঞান আছে তাহার নাম সহজ জ্ঞান। সহজ জ্ঞান আত্মার সহিত নিত্য জাত। কোন জড়ীয়উপলব্ধি ক্রমে জন্মে না। সেই সহজ জ্ঞানের কোন প্রক্রিয়ার নাম শুদ্ধযুক্তি। সহজ জ্ঞানের পরিচয় এই যে বিষয় জ্ঞান জন্মিবার পূর্ব্ব হইতে জীবের এই কয়টী উপলব্ধি প্রতীত হয়।

১। আমি আছি।

২। আমি থাকিব।

৩। আমার আনন্দ আছে।

৪। আমার আনন্দের একটী বৃহদাশ্রয় আছে।

৫। সেই আশ্রয় অবলম্বন করা আমার স্বভাব।

৬। আমি সেই আশ্রয়ের নিত্য অনুগত।

৭। আশ্রয় অত্যন্ত সুন্দর।

৮। সেই আশ্রয় ত্যাগ করিবার আমার শক্তি নাই।

৯। আমার বর্ত্তমান অবস্থা শোচনীয়।

১০। শোচনীয় অবস্থা পরিত্যাগপূর্ব্বক পুনরায় আশ্রয়ানুশীলন করাই আমার উচিত।

১১। এ জগত আমার নিত্যস্থান নয়।

১২। এ জগতের উন্নতিতে আমার নিত্য উন্নতি নাই।

এবম্বিধ সাহজিক জ্ঞান অবলম্বন না করিলে যুক্তি জড়মিশ্রা হইযা কেবল মাত্র প্রলাপ করিতে থাকে। যুক্তি বিষয় সংস্রবে যে সকল বিজ্ঞান অনুসন্ধান করে সেই সকল বিজ্ঞানেও প্রথমে কএকটী সহজ জ্ঞান মানিয়া লইতে বাধ্য হয়। অঙ্ক বিদ্যা, জ্যোতিষ প্রভৃতি শাস্ত্রে প্রথমে কতকগুলি কথা মানিয়া না লইলে কোন বিদ্যারই উন্নতি করিতে পারে না। পরমার্থ তত্বে সেইরূপ কতকগুলি সহজ সন্দেশ স্বীকারপূর্ব্বক যে ধর্ম্মের সংস্থাপন করা যায়, তাহাই সত্য মূলক হয়॥ ২২॥

একত্বমপি তদ্‌দৃষ্ট্বা তৎ সমাধি চ্ছলেন চ।
স্থূলং ভিত্বা তু লিঙ্গে সা যোগাশ্রয়চরত্যহো ॥ ২৩ ॥

একদল লোক আছে যাহারা শুদ্ধ সাহজিক জ্ঞান অবলম্বনপূর্ব্বক নিজ মত স্থির করিতে পারে না, অথচ যুক্তিকে সর্ব্বত্র বিশ্বাস করে না। তাহারা কতকটা সাহজিক জ্ঞানকে স্বীকার করতঃ পরমেশ্বরকে একতত্ব বলিযা মানে। জ্ঞানাবিষ্ট হইয়া সমাধি অবলম্বন করে। সে সমাধি সহজ সমাধি নয়, যেহেতু তাহাতে কূট চিন্তা লক্ষিত হয়। কূট চিন্তাদ্বারা তাহারা স্থূল জগৎকে ভেদ করিয়াও চিজ্জগৎ দৃষ্টি করিতে পারে না, কেননা সহজ সমাধি ব্যতীত সহজ তত্ব প্রকাশিত হয় না। তাহারা লিঙ্গ জগৎকে লক্ষ্য করিয়া জীবের চরম আবাস দেখিয়াছি এরূপ বোধ করে। বাস্তবিক তাহারা জড় জগতের লিঙ্গকে আশ্রয় করিয়া অবস্থিতি করে। লিঙ্গ জগৎ ও জড় জগতে ভেদ এই যে জড় জগৎ ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য। লিঙ্গ জগত মানস গ্রাহ্য। লিঙ্গ জগতটী জড় জগতের সূক্ষ্ম প্রাগ্‌ভাব মাত্র। জড় জগৎ দুই প্রকার অর্থাৎ অত্যন্ত স্থূল জড়ময় জগৎ ও তদপেক্ষা সূক্ষ্ম জ্যোতির্ম্ময়। Theosophist দল যে Astral দেহের কথা বলে তাহা জ্যোতির্ম্ময় জড়দেহ। তদপেক্ষা লিঙ্গ দেহ আরও সূক্ষ্ম অর্থাৎ মনোময়। পাতঞ্জল শাস্ত্রে ও বৌদ্ধযোগীদিগের মতে যে সূক্ষ্ম বিভূতিময় জগৎ তাহাই লিঙ্গ জগৎ। চিত্তত্ব এ সমুদায় হইতে বিলক্ষণ। পাতঞ্জল শাস্ত্রে কৈবল্য অবস্থা যাহা বর্ণিত হইয়াছে তাহা স্থূল ও লিঙ্গের কোন বিপরীত ভাব মাত্র, কিন্তু কোন চিত্তত্বের আলোচনা তাহাতে লক্ষিত হয় না। সাধন পাদে যে ঈশ্বরের সহিত জীবের সাক্ষাৎকার হয়, কৈবল্য পাদে সে ঈশ্বর কোথায় বা কি অবস্থায় রহিলেন ও কৈবল্য প্রাপ্ত জীবের সহিত তাঁহার কি সম্বন্ধ তাহা কেহই বলিতে পারেন না। যদি কৈবল্য প্রাপ্ত জীব সমুদায় সেই ঈশ্বরের সহিত সাযুজ্য লাভ করে তবে তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে অদ্বৈতবাদ হইল। যোগশাস্ত্র, থিয়সফিই হউক বা পাতঞ্জলাদি যতই হউক, জীবের নিত্য কল্যাণকর নহে। নিতান্ত জড় হইতে বিশুদ্ধ চিত্তত্ব পর্য্যন্ত যে সকল অবান্তর অবস্থা আছে যোগশাস্ত্র তন্মধ্যে একটী অবান্তর পদ। অতএব তাহাতে চিৎসুখ অন্বেষণকারী জীবের কোন প্রকার আনন্দ হয় না ॥ ২৩ ॥

[ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

ভক্তিগ্রন্থ নিচয়।

নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি ভক্তিগ্রন্থালয়ের কার্য্যাধ্যক্ষ মহাশয়ের নিকট সজ্জনতোষণী কার্য্যালয়ে প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীশ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত,—মূল্য ৸৹ ডাঃ ৴৹ ভিঃ পিঃ ১৲।

২। শ্রীশ্রীবিষ্ণু সহস্র নাম,—মূল, বিদ্যাভূষণ ভাষ্য ও বিষদ বঙ্গানুবাদ, মূল্য ৷৷৹ ডাঃ মাঃ ৴১৹ ভিঃ পিতে ৸৹।

৩। শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয়,—বঙ্গ ভাষার আদি কাব্য-কৃষ্ণলীলা বিবরণ; মূল্য ৷৷৹ ডাঃ মাঃ ৴১৹ ভিঃ পিতে ৸৹।

৪। সজ্জনতোষণী,—২য় খণ্ড মূল্য ১৲ ডাঃ মাঃ ৴৹ ভিঃ পিঃ ১।৹।

৫। ঐ,—৪র্থ খণ্ড মূল্য ১৲ ডাঃ মাঃ ৴৹ ভিঃ পিঃ ১।৹।

৬। প্রেমপ্রদীপ,—মূল্য ।৹ ডাঃ মাঃ ৴১৹ ভিঃ পিতে ।৴৹।

৭। শিক্ষাষ্টক ভাবাবলী ও মনঃশিক্ষা,—মূল্য ।৹ ডাঃ মাঃ ৴১৹।

৮। শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত,—আদি খণ্ডের ১২শ পরিচ্ছেদ পর্য্যন্ত ডাক ব্যায়াদি ৴৹।

৯। শ্রীশ্রীচৈতন্যোপনিষদ্,—মূল, ভাষ্য ও অনুবাদ সহ, মূল্য ৴১৹।

১০। বৈষ্ণবসিদ্ধান্তমালা,—প্রতি গুটী ৴৫; ১০ খানি গুটী একত্রে ৴১৹ ডাক মাশুলে যায় [২য় গুটী হরিনাম, ৩য় গুটী নাম, ৪র্থ নামতত্ত্ব শিক্ষাষ্টক, ৫ম নামমহিমা, ৬ষ্ঠ নামপ্রচার]

১১। বার্ত্তাবলী,—মূল্য ৴৹ ডাঃ মাঃ ৴১৹।

১২। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গলীলা,—মূল্য ।৴৹ ডাঃ মাঃ ৴১৹।

১৩। গীতসিন্ধু,—মূল্য ।৴৹ ডাঃ মাঃ ৴১৹।

১৪। শ্রীশ্রীবংশীশিক্ষা, ১৲ ডাঃ মাঃ ৴৹ ভিঃ পিতে—১।৹ মাত্র।

সজ্জনতোষণী।

৫ম খণ্ড সজ্জনতোষণীর ১ম সংখ্যা প্রকাশিত হইল। গ্রাহক মহোদয়গণ নূতন বৎসরের দেয় অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষার টাকাটী এই সংখ্যা খানি পাইবা-মাত্র অনুগ্রহপূর্ব্বক অবিলম্বে পাঠাইয়া দিবেন। এই সামান্য ভিক্ষার টাকাটীর জন্য বারম্বার পত্র লিখিবার ব্যয় বহন করিতে সজ্জনতোষণী অক্ষম।

সজ্জনতোষণীর উন্নতির জন্য প্রত্যেক গ্রাহকমহাশয়ের নিকট ৩।৪টী নূতন গ্রাহকের নাম পাইবার আশা করি। পত্রিকার আকারবৃদ্ধি গ্রাহক মহোদয়গণের যত্নের উপর নির্ভর করিতেছে।

কার্য্যাধ্যক্ষ।

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

মূল, বেদান্ত সূত্র ভাষ্যকার শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ বিরচিত গীতাভূষণ ভাষ্য ও শ্রীযুত কেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ মহাশয় প্রণীত বিদ্বদ্‌রঞ্জন নাম বিশদ ভাষাভাষ্য (অনুবাদ) সহ।

সুন্দর অক্ষরে উত্তম কাগজে যতদূর সম্ভব নির্ভুলরূপে মুদ্রিত।

গীতা শাস্ত্রের যে কয়েকটী ভাষ্য আছে, তন্মধ্যে শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত ভাষ্যটী বিশেষ তাত্ত্বিক বলিয়া সিদ্ধান্তিত হইয়াছে। বেদ বেদান্ত বাক্যের দ্বারা গীতার্থ সর্ব্বত্র প্রতিপন্ন হইয়াছে। শাঙ্করী মতবাদ হইতে যাঁহারা নিরপেক্ষ, তাঁহাদিগের এ ভাষ্যটী নিতান্ত উপাদেয়।

অন্যান্য ভাষ্যে ও টীকায় যাহা যাহা উপাদেয় আছে, বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাহা সমুদায় সংক্ষেপে নিজ ভাষ্যে সংগ্রহ করিয়াছেন।

ভাষাভাষ্যে প্রতি অধ্যায়ের শেষে, অধ্যায়ের তাৎপর্য্যটী প্রাঞ্জলরূপে বর্ণিত হইয়াছে। ভাষ্যের শেষাংশে গীতাশাস্ত্রের সম্পূর্ণ সিদ্ধান্ত স্বল্পাক্ষরে বর্ণিত হইয়াছে।

আকার ডিমাই আটপেজী ৪০২ পৃষ্ঠা। মূল্য ১॥০, ডাক মাশুল ৵০, ভিঃ পিতে ১৸৶০; কাপড়ে বান্ধাই ১৸৶০ ডাঃ মাঃ।০ ভিঃ পিতে ২৶০ সজ্জন-তোষণীর কার্য্যাধ্যক্ষ মহাশয়ের নিকট প্রাপ্তব্য।

জ্যৈষ্ঠ ১৩০০। মে ১৮৯৩। শ্রীশ্রীগৌরক্রমচন্দ্রাব্দাঃ ৪০৮।

সজ্জনতোষণী।

পরমার্থ সাধক সমস্ত বিষয় সমালোচনী মাসিক পত্রিকা।

৫ম খণ্ড। ২য় সংখ্যা।

শ্রীকেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ

সম্পাদক।

অশেষ-ক্লেশ-বিশ্লেষি-পরেশাবেশ-সাধিনী।
জীয়াদেষা পরাপত্রী সর্ব্ব-সজ্জনতোষণী॥

বিষয় বিবরণ।

কার্য্যাধ্যক্ষ

শ্রীরাধিকাপ্রসাদ দত্ত।

(ভক্তিভবন, ১৮১ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট,—রামবাগান)

কলিকাতা;

১৩৩ নং মস্‌জিদ্‌বাড়ী ষ্ট্রীট "হরি যন্ত্রে"

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা এক টাকা মাত্র। ডাকমাশুল নাই।

প্রাপ্তি স্বীকার।

৫ম খণ্ডের অগ্রিম ভিক্ষা প্রদাতা গ্রাহকগণের নাম মলাটে প্রদত্ত হয়, যথা ;—

শ্রীযুত অন্নদাপ্রসাদ গুহ ফরিদপুর।
„ অবিনাশচন্দ্র ঘোষ পূর্ণীয়া।
„ যশোদাকিশোর শীল বৰ্দ্ধমান।
„ রায় রাধাগোবিন্দ রায় সাহেব দিনাজপুর।
„ রামচরণ সান্যাল রেফাইতপুর।
„ সুরেন্দ্রনারায়ণ রায় দিনাজপুর।
„ যোগেশচন্দ্র ঘোষ রাধাবল্লভ।
„ হরিপদ বরাট মহেশপুর।
„ হরিশ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী আলিপুর।
„ চন্দ্রকুমার রায় দালাল বাজার।
„ হরেকৃষ্ণ সরকার বারাকপুর।
„ বিপিনবিহারী মিত্র কলিকাতা।
„ সিদ্ধেশ্বর ঘোষ নৈহাটী।
„ নীলমণি সাহা কাদিরগঞ্জ।
„ কৃষ্ণধন চক্রবর্ত্তী হেতামপুর।
„ শ্রীনাথ ঘোষ চরণপুর।
„ বরদাপ্রসাদ বাগচী রঙ্গপুর।
„ রামকুমার বিশ্বাস পুঁটীজুরী।

অন্যান্য গ্রাহকমহোদয়গণ শীঘ্র ভিক্ষার টাকাটী প্রেরণ করিবেন। এই সামান্য ভিক্ষার টাকাটীর জন্য বারম্বার পত্র লিখিবার ব্যয় বহন করিতে সজ্জনতোষণী অক্ষম।

শ্রীশ্রীমায়াপুরে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর শ্রীমন্দির নির্ম্মাণ ও সেবা প্রকাশের জন্য শ্রীযুত বাবু গোবিন্দকুমার চৌধুরী মহাশয় ২৫৲ সাহায্য প্রদান করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীগোদ্রুমচন্দ্রায় নমঃ।

সজ্জনতোষণী।

জৈব-ধর্ম্ম।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

জীবের নিত্য-ধর্ম্ম পূর্ণ, শুদ্ধ ও সনাতন।

পরদিন প্রাতে প্রেমদাস বাবাজী মহাশয় স্বীয় ব্রজভাবে নিমগ্ন থাকায়, সন্ন্যাসীঠাকুর তাঁহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে অবসর পান নাই। মধ্যাহ্নকালে মাধুকরী প্রাপ্ত হইয়া উভয়েই শ্রীমাধবী মালতী মণ্ডপে উপবিষ্ট। পরমহংস বাবাজী মহাশয় কৃপাপূর্ব্বক কহিলেন, হে ভক্তপ্রবর! আপনি ধর্ম্ম বিষয়ের মীমাংসা শ্রবণ করিয়া কি স্থির করিলেন? এই কথা শ্রবণ করত সন্ন্যাসীঠাকুর পরমানন্দে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রভো! জীব যদি অণু পদার্থ হয় তবে তাঁহার নিত্য-ধর্ম্ম কিরূপে পূর্ণ ও শুদ্ধ হইতে পারে? জীবের গঠনের সহিত যদি তাঁহার ধর্ম্মের গঠন হইয়া থাকে, তবে সে ধর্ম্ম কিরূপে সনাতন হইতে পারে?

এই প্রশ্নদ্বয় শ্রবণ করিয়া শ্রীশচীনন্দনের পাদপদ্ম ধ্যানপূর্ব্বক সহাস্যবদনে পরমহংস বাবাজী কহিতে লাগিলেন। মহোদয়! জীব অণু পদার্থ হইলেও তাঁহার ধর্ম্ম পূর্ণ, শুদ্ধ ও সনাতন। অণুত্ব কেবল বস্তু পরিচয়। বৃহদ্বস্তু এক-মাত্র পরব্রহ্ম বা কৃষ্ণচন্দ্র। জীব সমূহ তাঁহার অখণ্ড পরমাণু। অখণ্ড অগ্নি হয়, অখণ্ড চৈতন্যস্বরূপ কৃষ্ণ হইতে তদ্রূপ জীব সমূহ নিসৃত হয়। অগ্নির একটী একটী বিস্ফুলিঙ্গ যেরূপ পূর্ণ অগ্নি শক্তি ধারণ করে প্রতি জীবও তদ্রূপ চৈতন্যের পূর্ণ ধর্ম্মের বিকাশ ভূমি হইতে সক্ষম। একটী বিস্ফুলিঙ্গ যেরূপ দাহ্য বিষয় লাভ করিয়া ক্রমশঃ মহাগ্নির পরিচয় দিয়া জগৎকে দহন করিতে

সক্ষম হয়, একটী জীবও তদ্রূপ প্রেমের প্রকৃত বিষয় যে কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহাকে লাভ করিয়া প্রেমের মহা বন্যা উদয় করিতে সক্ষম হয়। যে পর্য্যন্ত স্বীয় ধর্ম্মের প্রকৃত বিষয়কে সংস্পর্শ না করে সে পর্য্যন্ত সেই পূর্ণ ধর্ম্মের সহজ বিকাশ দেখাইতে অণু চৈতন্যস্বরূপ জীব অপারক হইয়া প্রকাশ পায়। বস্তুতঃ বিষয় সংযোগেই ধর্ম্মের পরিচয়।

জীবের নিত্য-ধর্ম্ম কি ইহা ভাল করিয়া অনুসন্ধান করুন। প্রেমই জীবের নিত্য-ধর্ম্ম। জীব অজড় অর্থাৎ জড়াতীত বস্তু। চৈতন্যই ইহার গঠন। প্রেমই ইহার ধর্ম্ম। কৃষ্ণ দাস্যই সেই বিমল প্রেম। অতএব কৃষ্ণদাস্যরূপ প্রেমই জীবের স্বরূপ ধর্ম্ম।

জীবের দুইটী অবস্থা অর্থাৎ শুদ্ধ অবস্থা ও বদ্ধ অবস্থা। শুদ্ধ অবস্থায় জীব কেবল চিন্ময়। তখন তাহার জড়সম্বন্ধ থাকে না। শুদ্ধ অবস্থাতেও জীব অণু পদার্থ। সেই অণুত্ব প্রযুক্ত জীবের অবস্থান্তর প্রাপ্তির সম্ভাবনা। বৃহৎচৈতন্য স্বরূপ কৃষ্ণের স্বভাবতঃ অবস্থান্তর নাই। তিনি বস্তুতঃ বৃহৎ, পূর্ণ, শুদ্ধ ও সনাতন। জীব বস্তুতঃ অণু, খণ্ড, অশুদ্ধ হইবার যোগ্য এবং অর্ব্বাচীন। কিন্তু ধর্ম্মতঃ জীব বৃহৎ, অখণ্ড, শুদ্ধ ও সনাতন। জীব যতক্ষণ শুদ্ধ ততক্ষণই তাঁহার স্বধর্ম্মের বিমল পরিচয়। জীব যখন মায়াসম্বন্ধে অশুদ্ধ হন তখনই তিনি স্বধর্ম্ম বিকার প্রযুক্ত অবিশুদ্ধ অনাশ্রিত ও সুখ দুঃখ পিষ্ট! জীবের কৃষ্ণদাস্য বিস্মৃত হইবামাত্রই সংসার গতি আসিয়া উপস্থিত হয়।

জীব যতক্ষণ শুদ্ধ থাকেন ততক্ষণ তাঁহার স্বধর্ম্মের অভিমান। তিনি আপনাকে কৃষ্ণদাস বলিয়া অভিমান করেন। মায়া সম্বন্ধে অশুদ্ধ হইলেই সেই অভিমান সঙ্কোচিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ করে। মায়া সম্বন্ধে জীবের শুদ্ধ স্বরূপ লিঙ্গ ও স্থূলদেহে আবৃত হয়। তখন লিঙ্গ শরীরের একটী পৃথক অভিমান উদয় হয়। সেই অভিমান আবার স্থূলদেহের অভিমানের সহিত মিশ্রিত হইয়া একটী তৃতীয় অভিমানরূপে পরিণত হয়। শুদ্ধ শরীরে জীব কেবল কৃষ্ণদাস। লিঙ্গ শরীরে জীব আপনাকে স্বকর্ম্ম ফলের ভোক্তা অর্থাৎ ভোগ কর্ত্তা বলিয়া মনে করেন। তখন কৃষ্ণদাসরূপ অভিমান লিঙ্গ দেহাভিমান দ্বারা আবৃত হইয়া থাকে। আবার স্থূল দেহ লাভ করিয়া আমি ব্রাহ্মণ, আমি রাজা, আমি দরিদ্র, আমি দুঃখী, আমি রোগ শোকদ্বারা অভি-ভূত, আমি স্ত্রী, আমি অমুকের স্বামী ইত্যাদি বহুবিধ স্থূলাভিমান দ্বারা পরিচয় দিয়া থাকেন।

এই প্রকার মিথ্যা অভিমান যুক্ত হইয়া জীবের স্বধর্ম্ম বিকৃত হয়। বিশুদ্ধ প্রেমই শুদ্ধ জীবের স্বধর্ম্ম। সুখ দুঃখ রাগদ্বেষরূপে সেই প্রেম বিকৃতভাবে লিঙ্গ শরীরে উদিত হয়। ভোজন পান ও জড়সঙ্গ সুখরূপে সেই বিকার অধিকতর গাঢ় হইয়া স্থূল শরীরে দেখা দেয়। এখন দেখুন জীবের নিত্য-ধর্ম্ম কেবল শুদ্ধ অবস্থায় প্রকাশ পায়। বদ্ধ অবস্থায় যে ধর্ম্ম উদয় হয় তাহা নৈমিত্তিক। নিত্য-ধর্ম্ম স্বভাবতঃ পূর্ণ, শুদ্ধ ও সনাতন। নৈমিত্তিক ধর্ম্ম আর এক দিবস ভাল করিয়া ব্যাখ্যা করিব।

শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রে যে বিশুদ্ধ বৈষ্ণব ধর্ম্ম লক্ষিত হয় তাহা নিত্যধর্ম্ম। জগতে যতপ্রকার ধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছে, সে সমুদায় ধর্ম্মকে তিন ভাগে বিভক্ত করিতে পারেন। নিত্যধর্ম্ম, নৈমিত্তিক ধর্ম্ম ও অনিত্য ধর্ম্ম। যে সকল ধর্ম্মে ঈশ্বরের আলোচনা নাই ও আত্মার নিত্যত্ব নাই সে সকল অনিত্যধর্ম্ম। যে সকল ধর্ম্মে ঈশ্বর ও আত্মার নিত্যত্ব স্বীকার আছে কিন্তু কেবল অনিত্য উপায় দ্বারা ঈশ্বর প্রসাদ লাভ করিতে চায় সে সকল নৈমিত্তিক। যাহাতে বিমল প্রেম দ্বারা কৃষ্ণদাস্য লাভ করিবার যত্ন আছে সেই সব ধর্ম্ম নিত্য। নিত্যধর্ম্ম দেশ ভেদে, জাতি ভেদে, ভাষা ভেদে পৃথক্ পৃথক্ নামে পরিচিত হইলেও তাহা এক ও পরম উপাদেয়। ভারতে যে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচলিত আছে তাহাই নিত্যধর্ম্মের আদর্শ। আবার আমাদের হৃদয়নাথ ভগবান শচীনন্দন যে ধর্ম্ম জগৎকে শিক্ষা দিয়াছেন, তাহাই বৈষ্ণবধর্ম্মের বিমল অবস্থা বলিয়া প্রেমানন্দী মহাজনগণ স্বীকার ও অবলম্বন করেন।

এইস্থলে সন্ন্যাসীঠাকুর করযোড়ে বলিলেন প্রভো! আমি শ্রীশচীনন্দ-নের প্রকাশিত বিমল বৈষ্ণব ধর্ম্মের সর্ব্ব উৎকর্ষ সর্ব্বক্ষণ দেখিতেছি। শঙ্করাচার্য্য প্রকাশিত অদ্বৈতমতের হেয়ত্ব অনুভব করিতেছি বটে, কিন্তু আমার মনে একটী কথা উদয় হইতেছে তাহা ভবদীয় শ্রীচরণে জ্ঞাপন না করিয়া রাখিতে চাহি না। সে কথাটী এই। প্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যে ঘনীভূত প্রেমের মহাভাব অবস্থা দেখাইয়াছেন তাহা কি অদ্বৈত সিদ্ধি হইতে পৃথক্ অবস্থা?

পরমহংস বাবাজী মহাশয় শ্রীশঙ্করাচার্য্যের নাম শুনিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম পূর্ব্বক কহিলেন, মহোদয়! শঙ্করঃ শঙ্করঃ সাক্ষাৎ একথা সর্ব্বদা স্মরণ রাখি-বেন। শঙ্কর বৈষ্ণবদিগের গুরু এই জন্য মহাপ্রভু তাঁহাকে আচার্য্য বলিয়া উল্লেখ করেন। শঙ্কর স্বয়ং পূর্ণ বৈষ্ণব। যে সময়ে তিনি ভারতে উদয়

হইয়াছিলেন সে সময় তাঁহার ন্যায় একটী গুণাবতারের নিতান্ত প্রয়োজন ছিল। ভারতে বেদ শাস্ত্রের আলোচনা ও বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের ক্রিয়াকলাপ বৌদ্ধদিগের শূন্যবাদে শূন্যপ্রায় হইয়াছিল। শূন্যবাদ নিতান্ত নিরীশ্বর। তাহাতে জীবাত্মার তত্ত্ব কিয়ৎ পরিমাণে স্বীকৃত থাকিলেও ঐ ধর্ম্ম নিতান্ত অনিত্য। সে সময়ে ব্রাহ্মণগণ প্রায়ই বৌদ্ধ হইয়া বৈদিক ধর্ম্ম প্রায় পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। অসাধারণ শক্তি সম্পন্ন শঙ্করাবতার উদয় হইয়া বেদ শাস্ত্রের সম্মান স্থাপন পূর্ব্বক শূন্যবাদকে ব্রহ্মবাদে পরিণত করেন। এই কার্য্যটী অসাধারণ। ভারতবর্ষ শ্রীশঙ্করের নিকট এই বৃহৎ কার্য্যের নিমিত্ত চিরঋণী থাকিবেন। কার্য্য সকল জগতে দুইপ্রকারে বিচারিত হয়। কতকগুলি কার্য্য তাৎকালিক ও কতকগুলি কার্য্য সার্ব্বকালিক। শঙ্করাবতারের সেই বৃহৎ কার্য্য তাৎকালিক। তদ্দ্বারা অনেক সুফল উদয় হইয়াছে। শঙ্করাবতার যে ভিত্তি পত্তন করিলেন সেই ভিত্তির উপর পরে শ্রীরামানুজাবতার ও শ্রীমাধ্বাদি আচার্য্যগণ বিশুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। অতএব শঙ্করাবতার বৈষ্ণব ধর্ম্মের পরম বন্ধু ও একজন প্রাগুদিত আচার্য্য।

শ্রীশঙ্কর যে বিচার পথ প্রদশন করিয়াছেন তাহার সম্পত্তি বৈষ্ণবগণ এখন অনায়াসে ভোগ করিতেছেন। জড়বদ্ধ জীবের পক্ষে সম্বন্ধ জ্ঞানের নিতান্ত প্রয়োজন। এই জড় জগতের স্থূল ও লিঙ্গদেহ হইতে চিদ্বস্তু পৃথক্ ও অতিরিক্ত তাহা বৈষ্ণবগণ ও শঙ্করাচার্য্য উভয়েই বিশ্বাস করেন। জীবের সত্তা বিচারে তাঁহাদের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। জড় জগতের সম্বন্ধ ত্যাগের নাম মুক্তি তাহা উভয়েই মানেন। মুক্তিলাভ করা পর্য্যন্ত শ্রীশঙ্করও বৈষ্ণবাচার্য্যগণের অনেক প্রকার ঐক্য আছে। হরি ভজন দ্বারা চিত্তশুদ্ধি ও মুক্তিলাভ ইহাও শঙ্করাচার্য্যের শিক্ষা। কেবল মুক্তিলাভের পর যে জীবের কি অপূর্ব্ব গতি হয় তদ্বিষয়ে শঙ্কর নিস্তব্ধ। শঙ্কর একথা ভালরূপ জানিতেন যে হরিভজন দ্বারা জীবকে মুক্তি পথে চালাইতে পারিলেই, ক্রমশঃ ভজন মুখে আবদ্ধ হইয়া জীবশুদ্ধ ভক্ত হইবে। এই জন্যই শঙ্কর পথ দেখাইয়া আর অধিক কিছু বৈষ্ণব রহস্য প্রকাশ করেন নাই। তাঁহার ভাষ্য সকল যাহারা বিশেষ বিচার করিয়া পড়িয়াছেন, তাঁহারা শঙ্করের গূঢ় মত বুঝিতে পারেন। যাঁহারা কেবল তাঁহার শিক্ষার বাহ্য অংশ লইয়া কালযাপন করেন তাঁহারাই কেবল বৈষ্ণবধর্ম্ম হইতে বিদূরিত হন।

অদ্বৈত সিদ্ধি ও প্রেম একপ্রকার বিচারে একই বলিয়া বোধ হয়।

অদ্বৈত সিদ্ধির যে সঙ্কোচিত অর্থ করা যায় তাহাতে তাহারও প্রেমের পার্থক্য হইয়া পড়ে। প্রেম কি পদার্থ তাহা বিচার করুন। একটী চিৎপদার্থ অন্য চিৎপদার্থের সহিত যে ধর্ম্মের দ্বারা স্বভাবত আকৃষ্ট হন তাহার নাম প্রেম। দুইটী চিৎপদার্থের পৃথক্ অবস্থান ব্যতীত প্রেম সিদ্ধ হয় না। সমস্ত চিৎপদার্থ যে ধর্ম্ম দ্বারা পরম চিৎপদার্থরূপ কৃষ্ণচন্দ্রে নিত্য আকৃষ্ট তাহার নাম কৃষ্ণ প্রেম। কৃষ্ণচন্দ্রের নিত্য পৃথক্ অবস্থান ও জীব নিচয়ের তাঁহার প্রতি যে অনুগত ভাবের সহিত নিত্য পৃথক্ অবস্থান তাহা প্রেম তত্ত্বে নিত্য সিদ্ধ তত্ত্ব। আস্বাদক আস্বাদ্য ও আস্বাদন এই তিনটী পৃথক্ ভাবের অবস্থিতি সত্য। যদি প্রেমের আস্বাদক ও আস্বাদ্যের একত্ব হয়, তবে প্রেম নিত্যসিদ্ধ হইতে পারেন না। যদি অচিৎ সম্বন্ধ শূন্য চিৎপদার্থের শুদ্ধ অবস্থাকে অদ্বৈত সিদ্ধি বলা যায়, তবে প্রেম ও অদ্বৈত সিদ্ধি এক তখন হয়। কিন্তু অধুনাতন শাঙ্করী পণ্ডিতগণ চিদ্ধর্ম্মের অদ্বৈত সিদ্ধিতে সন্তুষ্ট না হইয়া চিদ্বস্তুর একতা সাধনের যত্ন দ্বারা বেদোদিত অদ্বয় তত্ত্ব সিদ্ধির বিকার প্রচার করিয়া থাকেন। তাহাতে প্রেমের নিত্যত্ব হানি হওয়ায় বৈষ্ণব-গণ সে সিদ্ধান্তকে নিতান্ত অবৈদিক সিদ্ধান্ত বলিয়া স্থির করিয়াছেন। শঙ্করাচার্য্য কেবল চিত্তত্ত্বের বিশুদ্ধ অবস্থানকে অদ্বৈত অবস্থা বলেন, কিন্তু তাঁহার অর্ব্বাচীন চেলাগণ তাঁহার গূঢ়ভাব বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাকে ক্রমশঃ অপদস্থ করিয়া ফেলিতেছেন। বিশুদ্ধ প্রেমের অবস্থা সকলকে মায়িক বলিয়া মায়াবাদ নামক একটী সর্ব্বাধম মত জগতে প্রচার করেন। মায়াবাদী-গণ আদৌ একটী বই আর অধিক চিদ্বস্তু স্বীকার করেন না। চিদ্বস্তুতে যে প্রেমধর্ম্ম আছে তাহাও স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন যে ব্রহ্ম যতক্ষণ একাবস্থা প্রাপ্ত ততক্ষণ তিনি মায়াতীত। যখন তিনি কোন স্বরূপ গ্রহণ করেন ও জীবরূপে নানাকার প্রাপ্ত হন তখন তিনি মায়াগ্রস্ত। সুতরাং ভগবানের নিত্য শুদ্ধ চিদ্ঘন বিগ্রহকে মায়িক বলিয়া মনে করেন। জীবের পৃথক্ সত্তাকেও মায়িক মনে করেন। কাযে কাযেই প্রেম ও প্রেম বিকারকে মায়িক মনে করিয়া অদ্বৈত জ্ঞানকে নির্ম্মায়িক বলিয়া প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহাদের ভ্রান্তমতের অদ্বৈত সিদ্ধি ও প্রেম কখনই এক পদার্থ হয় না।

কিন্তু ভগবান চৈতন্যদেব যে প্রেম আস্বাদন করিতে উপদেশ করিয়াছেন এবং স্বীয় লীলা চরিতদ্বারা যাহা জগৎকে শিক্ষা দিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ মায়াতীত। বিশুদ্ধ অদ্বৈত সিদ্ধির চরম ফল। মহাভাব সেই বিশুদ্ধ প্রেমের

বিকার বিশেষ। তাহাতে কৃষ্ণ প্রেমানন্দ অত্যন্ত প্রবল সুতরাং সম্বেদক ও সম্বেদ্যের পার্থক্য ও নিগূঢ় সম্বন্ধ একটী অপূর্ব্ব অবস্থায় নীত হয়। তুচ্ছ মায়াবাদ এই প্রেমের কোন অবস্থায় কোন কার্য্য করিতে পারে না।

সন্ন্যাসীঠাকুর সসম্ভ্রমে কহিলেন প্রভো! মায়াবাদ যে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর তাহা আমার হৃদয়ে সম্পূর্ণ প্রতীত হইয়াছে এবং তৎসম্বন্ধে আমার যে সংশয় ছিল অদ্য আপনার কৃপায় তাহা দূর হইল। আমার যে মায়াবাদী সন্ন্যাসী বেশ তাহা পরিত্যাগ করিতে আমার নিতান্ত স্পৃহা হইতেছে।

বাবাজী মহাশয় কহিলেন মহাত্মন! আমি বেশের প্রতি কোন প্রকার রাগদ্বেষ রাখিতে উপদেশ করি না। অন্তের ধর্ম্ম পবিষ্কৃত হইলে বেশ সহজেই পরিষ্কার হইয়া পড়ে। যেখানে বাহ্য বেশের বিশেষ আদর সেখানে অন্তের ধর্ম্মের প্রতি বিশেষ অমনোযোগ। আমার বিবেচনায় প্রথমে অন্তঃ শুদ্ধি করিয়া যখন সাধুদিগের বাহ্যাচারে অনুরাগ হয় তখন বাহ্য বেশাদি নির্দ্দোষ হয়। আপনি স্বীয় হৃদয়কে সম্পূর্ণরূপে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অনুগত করুন। তাহা হইলে যে সকল বাহ্য সম্বন্ধে রুচি হইবে তাহা আচরণ করিবেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই বাক্যটী সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবেন।

মর্কট বৈরাগ্য না কর লোক দেখাইয়া।
যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হঞা॥
অন্তর নিষ্ঠাকর বাহ্যে লোক ব্যবহার।
অচিরাতে কৃষ্ণ তোমায় করিবেন উদ্ধার॥

সন্ন্যাসীঠাকুর সে বিষয়ের ভাব বুঝিয়া আর বেশ পরিবর্ত্তনের কথা উত্থাপন করিলেন না। করযোড়ে কহিতে লাগিলেন, প্রভো! আমি যখন আপনার শিষ্য হইয়া চরণাশ্রয় করিয়াছি তখন আপনি যে উপদেশ করিবেন আমি তাহা বিনা তর্কে মস্তকে ধারণ করিব। আপনার উপদেশ শ্রবণ করিয়া আমি বুঝিতে পারিলাম যে বিমল কৃষ্ণ প্রেমই একমাত্র বৈষ্ণব ধর্ম্ম। তাহাই জীবের নিত্য-ধর্ম্ম। সেই ধর্ম্ম পূর্ণ, শুদ্ধ ও সহজ। নানা দেশে যে নানাপ্রকার ধর্ম্ম প্রচলিত আছে, সে সব ধর্ম্মের বিষয় কিরূপ ভাবনা করিব?

বাবাজী মহাশয় বলিলেন, মহাত্মন্! ধর্ম্ম এক, দুই বা নানা নহে। জীব মাত্রেরই একটী ধর্ম্ম। সেই ধর্ম্মের নাম বৈষ্ণব ধর্ম্ম। ভাষাভেদে, দেশভেদে ও জাতিভেদে ধর্ম্ম ভিন্ন হইতে পারে না। অনেকে নানা নামে অভিহিত করেন কিন্তু পৃথক ধর্ম্মের সৃষ্টি করিতে পারেন না। পরম বস্তুতে অণু বস্তুর

যে নির্ম্মল চিন্ময় প্রেম তাহাই জৈব-ধর্ম্ম অর্থাৎ জীব সমূহের ধর্ম্ম। জীব সকল নানা প্রকৃতি সম্পন্ন হওয়ায় জৈব-ধর্ম্মটী কতকগুলি প্রাকৃত আকারের দ্বারা বিকৃতরূপে লক্ষিত হয়। এইজন্য বৈষ্ণব ধর্ম্ম নাম দিয়া জৈব-ধর্ম্মের শুদ্ধাবস্থাকে অভিহিত করা হইয়াছে। অন্যান্য ধর্ম্মে যে পরিমাণে বৈষ্ণব-ধর্ম্ম আছে সেই পরিমাণে সে ধর্ম্ম শুদ্ধ।

কিছু দিবস পূর্ব্বে আমি শ্রীব্রজধামে ভগবৎ পার্ষদ শ্রীল সনাতন গোস্বামীর শ্রীচরণে একটী প্রশ্ন করিয়াছিলাম। যাবনিক ধর্ম্মে যে এস্ক বলিয়া শব্দ আছে তাহার অর্থ কি নির্ম্মল প্রেম না আর কিছু এই আমার প্রশ্ন ছিল। গোস্বামী মহোদয় সর্ব্বশাস্ত্রে পণ্ডিত বিশেষতঃ যাবনিক ভাষায় তাঁহার পাণ্ডিত্যের অবধি নাই। শ্রীরূপ শ্রীজীব প্রভৃতি অনেক মহামহোপাধ্যায় সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। শ্রীল সনাতন গোস্বামী মহোদয় কৃপা করিয়া এই কথা গুলি বলিয়াছিলেন।

“হা, এস্ক শব্দের অর্থ প্রেম বটে। যাবনিক উপাসকগণ ঈশ্বর ভজন বিষয়েও এস্ক শব্দ ব্যবহার করেন। কিন্তু প্রায়ই এস্ক শব্দে মায়িক প্রেমকে লক্ষ্য করিয়া থাকেন। লয়লা মজনুর ইতিবৃত্ত ও হাফেজের এস্ক ভাব বর্ণন দেখিলে মনে হয় যে যবনাচার্য্যগণ শুদ্ধ চিৎ বস্তু যে কি তাহা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। স্থূল দেহের প্রেম বা কখন লিঙ্গ দেহের প্রেমকে তাঁহারা এস্ক বলিয়া লিখিয়াছেন। বিশুদ্ধ চিদ্বস্তুকে পৃথক্ করিয়া তাহার কৃষ্ণের প্রতি যে বিমল প্রেম তাহা অনুভব করেন নাই। সে রূপ প্রেম আমি যবনাচার্য্যের কোন গ্রন্থে দেখি নাই। কেবল বৈষ্ণব গ্রন্থেই দেখিতে পাই। যবনাচার্য্যদিগের রু যে শুদ্ধ জীব তাহা বোধ হয় না। বরং বদ্ধ ভাব প্রাপ্ত জীবকেই যে রু বলিয়া থাকেন এরূপ বোধ হয়। অন্য কোন ধর্ম্মেই আমি বিমল কৃষ্ণ প্রেমের শিক্ষা দেখি নাই। বৈষ্ণব-ধর্ম্মে সাধারণতঃ কৃষ্ণ প্রেম উল্লিখিত আছে। শ্রীমদ্ভাগবতে “প্রোজ্ঝিত কৈতব ধর্ম্ম” রূপ শ্রীকৃষ্ণ প্রেম বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু আমার হৃদয়ের শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যের পূর্ব্বে আর কেহ সম্পূর্ণ বিমল কৃষ্ণ প্রেম ধর্ম্মের শিক্ষা দেন নাই। আমার কথায় যদি তোমাদের শ্রদ্ধা হয় তবে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর। আমি এই উপদেশ শ্রবণ করিয়া সনাতন গোস্বামীকে বার বার দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়াছিলাম। সন্ন্যাসীঠাকুরও সেই সময় দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন।

পরমহংস বাবাজী মহাশয় কহিলেন ভক্তপ্রবর। আপনার দ্বিতীয় প্রশ্নের

উত্তর প্রদান করিতেছি, চিত্ত নিবেশপূর্ব্বক শ্রবণ করুন। জীব সৃষ্টি ও জীব গঠন এই সকল শব্দ মায়িক সম্বন্ধে ব্যবহার হয়। জড়ীয় বাক্য কতকটা জড়ভাব আশ্রয় করিয়া কার্য্য করে। ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই অবস্থায় যে কাল বিভক্ত, তাহা মায়াগত জড়ীয় কাল। চিজ্জগতের যে কাল তাহা সর্ব্বদা বর্ত্তমান। তাহাতে ভূত ও ভবিষ্যতরূপ বিভাগ গত ব্যবধান নাই। জীব ও কৃষ্ণ সেই কালে অবস্থান করেন। অতএব জীব নিত্য ও সনাতন এবং জীবের কৃষ্ণ প্রেমরূপ ধর্ম্ম ও সনাতন। এই জড় জগতে আবদ্ধ হইবার পর জীবের সৃষ্টি, গঠন পতন ইত্যাদি মায়িক কাল-গত ধর্ম্ম সকল জীবে আরোপিত হইয়াছে। জীব অণু পদার্থ হইলেও চিন্ময় ও সনাতন! জড় জগতে আসার পূর্ব্বেই তাঁহার গঠন। চিজ্জগতে কালের ভূত ভবিষ্যৎরূপ অবস্থা না থাকায় সেই কালে যাহা যাহা থাকে সকলই নিত্য বর্ত্তমান। জীব ও জীবের ধর্ম্ম বস্তুতঃ নিত্য বর্ত্তমান ও সনাতন। এ কথাটী আমি বলিলাম বটে কিন্তু আপনি যতদূর শুদ্ধ চিজ্জগতের ভাব পাইয়াছেন ততদূরই আপনার এ কথার যথার্থ অর্থ উপলব্ধি হইবে। আমি আভাসমাত্র দিলাম, আপনি অর্থটী চিৎসমাধিদ্বারা অনুভব করিয়া লইবেন। জড়-জাত যুক্তি ও তর্কদ্বারা এ সকল কথা বুঝিতে পারিবেন না। জড় বন্ধন হইতে অনুভব শক্তিকে যত শিথিল করিতে পারিবেন ততই জড়াতীত চিজ্জগতের অনুভব উদয় হইবে। আদৌ স্বায় শুদ্ধ স্বরূপের অনুভব এবং সেই স্বরূপে শুদ্ধ চিন্ময় কৃষ্ণনাম অনুশীলন করিতে করিতে জৈব-ধর্ম্ম প্রবলরূপে উদয় হইতে থাকিবে। অষ্টাঙ্গ যোগ বা ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা চিদনুভব বিশুদ্ধ হইবে না। সাক্ষাৎ কৃষ্ণানুশীলনই নিত্য সিদ্ধধর্ম্মোদয় করাইতে সক্ষম। আপনি নিরন্তর উৎসাহের সহিত হরিনাম করুন! হরিনাম অনুশীলনই একমাত্র চিদনুশীলন। কিছুদিন হরিনাম করিতে করিতে সেই নামে অপূর্ব্ব অনুরাগ জন্মিবে। সেই অনুরাগের সঙ্গে সঙ্গেই চিজ্জগতের অনুভব উদয় হইবে। ভক্তির যতপ্রকার অঙ্গ আছে তন্মধ্যে শ্রীহরিনাম অনুশীলনই প্রধান ও শীঘ্র ফলপ্রদ হয়। অতএব শ্রীকৃষ্ণদাসের উপাদেয় গ্রন্থে এই কথাটী শ্রীমহাপ্রভুর উপদেশ বলিয়া লিখিত আছে।

ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধ ভক্তি।
কৃষ্ণপ্রেম কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি॥
তার মধ্যে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ নাম সংকীর্ত্তন।
নিরপরাধে নাম কৈলে পায় প্রেমধন॥

মহাত্মন্! যদি আপনি একথা জিজ্ঞাসা করেন, যে কাহাকে বৈষ্ণব বলিব, আমি তাহার উত্তরে এই মাত্র বলিব যিনি নিরপরাধে কৃষ্ণ নাম করেন তিনি বৈষ্ণব। সেই বৈষ্ণব তিন প্রকার অর্থাৎ কনিষ্ঠ, মধ্যম ও উত্তম। যিনি মধ্যে মধ্যে কৃষ্ণ নাম করেন তিনি কনিষ্ঠ বৈষ্ণব। যিনি নিরন্তর কৃষ্ণ নাম করেন তিনি মধ্যম বৈষ্ণব। যাঁহাকে দেখিলে মুখে কৃষ্ণ নাম আইসে তিনি উত্তম বৈষ্ণব। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা মতে অন্য কোন প্রকার লক্ষণ দ্বারা বৈষ্ণব নির্ণয় করিতে হইবে না।

সন্ন্যাসী ঠাকুর বাবাজীর শিক্ষামৃতে নিমগ্ন হইয়া "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।" এই নাম গান করিতে করিতে নৃত্য করিতে লাগিলেন। সে দিন তাঁহার হরি নামে রুচি জন্মিল এবং সাষ্টাঙ্গে গুরু পাদপদ্মে পতিত হইয়া বলিলেন প্রভো! এ দীনের প্রতি কৃপা করুন।

শ্রীশ্রীনামহট্ট।

শ্রীযুত উমাচরণ বিদ্যারত্ন সেনাপতি মহাশয়, রামজীবনপুর, মেদিনীপুর হইতে লিখিয়াছেন,—"জেলা হুগলির অন্তঃপাতি, জাহানাবাদ মহকুমার অধীন বাজুয়া গ্রামে, ৭ই বৈশাখ বুধবার, অক্ষয় তৃতীয়াতে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ মহাপ্রভুর নামহট্টের সভা প্রতিষ্ঠিত হইল। বাজুয়া স্কুলের সেক্রেটারী ডাক্তার শ্রীযুত শ্রীনাথচন্দ্র পান মহাশয় সম্পাদক এবং প্রধান পণ্ডিত শ্রীযুত সূর্য্যনারায়ণ বন্দোপাধ্যায় মহাশয় আচার্য্য মনোনীত হইলেন।"

নামে প্রেম।

সুবুদ্ধি রায় গৌড়ের অধিকারী ছিলেন, সৈয়দ হুসেন খাঁ তাঁহার একজন সামান্য কার্য্যকারক। এই সৈয়দ হুসেন ভাগ্যবশে অবশেষে গৌড় সিংহাসন অধিকার করেন; এবং স্ত্রীর প্ররোচনাতে সুবুদ্ধিরায়ের জাতি নাশ করণাভি-প্রায়ে তাঁহার মুখে করোয়ার জল নিক্ষেপ করেন। ইহার প্রায়শ্চিত্তহেতু সুবুদ্ধিরায় কাশীতে গমন করেন। কাশীর পণ্ডিতবর্গ ব্যবস্থা দিলেন যে, তপ্ত ঘৃত ভক্ষণে প্রাণত্যাগ করিতে হইবে। অল্প দোষ বলিয়া কেহ কেহ এই ব্যবস্থায় অমতও করিলেন। নিশ্চিতরূপে মীমাংসা না হওয়ায় সুবুদ্ধি-রায়ের মনে সংশয় হইল, তিনি মরিলেন না, কাশীতেই রহিলেন।

এই সময়ে শ্রীগৌরাঙ্গ কাশীতে গমন করেন। কাশীতে গৌরাঙ্গের আগমন ধ্বনি উঠিল। অনেকে তাঁহাকে দেখিতে আসিলেন, সুবুদ্ধিরায়ও আসিলেন। সুবুদ্ধিরায় তাঁহার নিকটে গমন করতঃ প্রায়শ্চিত্তের কথা জিজ্ঞাসা করিলে প্রভু কহিলেন, "তোমার প্রাণত্যাগ করিতে হইবে না; প্রাণত্যাগ তমধর্ম্ম, তুমি বৃন্দাবনে যাও, আর নিরন্তর কৃষ্ণনাম সঙ্কীর্ত্তন কর।"

"এক নামাভাসে তোমার পাপদোষ যাবে।
আর নাম হৈতে কৃষ্ণ চরণ পাইবে॥"

নামের মহিমা এতাদৃশ। অপর শ্রীমন্নারদ বলেন যে নাম শ্রবণমাত্র মহা-পাতক পর্য্যন্ত দূরীভূত হয়। যথা বৃহন্নারদীয় পুরাণে ;—

যন্নাম শ্রবণে নাপি মহাপাতকিনোপি যে।
পাবনত্বং প্রপদ্যন্তে কথং স্তোষ্যামি ক্ষুণ্ণধীঃ॥

নান্দি পুরাণেও বলিয়াছেন যে, নাম কীর্ত্তনে সর্ব্বৈব পাতক বিনষ্ট হইয়া থাকে। যথা ;—

সর্ব্বত্র সর্ব্বকালেষু যেঽপি কুর্ব্বন্তি পাতকং।
নাম সঙ্কীর্ত্তনং কৃত্বা যান্তি বিষ্ণোঃ পরং পদং॥

বিশেষতঃ শাস্ত্র কলিতে নামের প্রভাব প্রবলরূপে পরিবর্ণন করিয়াছেন। যথা বিষ্ণু রহস্যে ;—

22,674

যদভ্যর্চ্চ্য হরিং ভক্ত্যা কৃতে ক্রতু শতৈরপি।
ফলং প্রাপ্নোত্যবিকলং কলৌ গোবিন্দ কীর্ত্তনাৎ॥

কলিযুগে নাম সঙ্কীর্ত্তনইমাত্র ধর্ম্ম। যথা ভাগবতে দ্বাদশ স্কন্ধে ;—

কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতোমখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌতদ্ধরি কীর্ত্তনাৎ॥

প্রভু বাক্য এবং শাস্ত্রোক্তিতে নামের মহিমা এইরূপ কথিত হইয়াছে। কিন্তু পাতক হারিত্ব বা মুক্তিমাত্রই নামের ফল নহে। প্রভু বাক্য যথা "নামের ফল কৃষ্ণ পদে প্রেম উপজয়।" এবং "আনুসঙ্গিক ফল নামের মুক্তি পাপ নাশ।" ইহাই যদি হইল, তবে নাম নিলে প্রেম হয় না কেন? ইহার কারণ দেখা যাক, শাস্ত্রে কিছু পাওয়া যায় কি না। এই সম্বন্ধে চরিতামৃত বলিতেছেন ;

"হেন কৃষ্ণ নাম যদি লয় বহুবার।
তবু যদি প্রেম নহে নহে অশ্রুধার॥
তবে জানি অপরাধ তাহাতে প্রচুর।
কৃষ্ণ নাম বীজ তাহা না হয় অঙ্কুর॥"

পূর্ব্বোদ্ধৃত শাস্ত্র প্রমাণে নামের পাতকহারিত্বের কথা বলা গিয়াছে, তাহার সহিত শ্রীচরিতামৃতের উদ্ধৃতাংশ স্থূল দৃষ্টিতে আপাততঃ যেন বিরুদ্ধ বাদের ন্যায় লক্ষিত হইতেছে; বস্তুতঃ তাহা বিরুদ্ধ বাদ নহে। চরিতামৃতের অপরাধ শব্দ সেবা ও নামাপরাধাদি সম্বন্ধে ব্যবহৃত এবং ইহা প্রতিকুল বাক্য হওয়া দূরে থাকুক, এতদ্দ্বারা বরং পূর্ব্ব বাক্যের সমাধান হইতেছে। এতৎ প্রমাণ যথা পাদ্মে;—

সর্ব্বাপরাধ কৃদপি মুচ্যতে হরি সংশ্রয়ঃ।
হরেরপ্যপরাধান্ যঃ কুর্য্যদ্দ্বিপদ পাংশলঃ॥
নামাশ্রয়ঃ কদাচিৎ স্যাৎ তরত্যেব সনামতঃ।
নাম্নোহি সর্ব্ব সুহৃদোহ্যপরাধাৎ পতত্যধঃ॥

অর্থাৎ হরি-চরণাশ্রিত ব্যক্তি সর্ব্ববিধ অপরাধ হইতে পরিত্রাণ পায়েন। কিন্তু যে অধম হরির চরণারবিন্দে অপরাধী, সেও যদি তদীয় নামের আশ্রয় লয়, তবে নাম তাহাকে অপরাধ হইতে ত্রাণ করিতে পারেন। নামের শক্তি এতদূর। এবম্বিধ সুহৃত্তম নামে যাহার অপরাধ হয়, তাহাকে পরিত্রাণ করিতে আর কেহই নাই; সে অধোলোকে নিপতিত হয়।

এই নামাপরাধ দশটী। যথা;—

(১) সাধু নিন্দা, (২) বিষ্ণু নাম হইতে পৃথক ভাবে শিব নামাদি কীর্ত্তন, (৩) গুরু অবজ্ঞা, (৪) বেদ এবং বেদানুগত শাস্ত্র নিন্দা, (৫) নাম মাহাত্ম্যে অবিশ্বাস অর্থাৎ স্তুতি মাত্র মনে করা, (৬) প্রকারান্তরে নামের অর্থ কল্পন, (৭)অন্য শুভ কর্ম্মের সহিত নামের তুল্যতা চিন্তা, (৮) নাম বলে পাপ করা, (৯)শ্রদ্ধা বিহীনকে নমোপদেশ দান, (১০)নাম মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া তাহাতে অপ্রীতি। এতদ্ভিন্ন শাস্ত্রে দ্বাত্রিংশ প্রকার সেবাপরাধ নির্দ্দিষ্ট আছে।

এখন, অপরাধ পরিশূন্য হইয়া নির্ম্মলান্তঃকরণে যদি নাম গ্রহণ করা যায়, তবে তাঁহার ফল প্রত্যক্ষ প্রতীয়মান হইবে, সন্দেহ নাই। কলিযুগে নামই পরম ধর্ম্ম, নাম বিনে কলি জীবের গতি নাই।

যথা—বৃহন্নারদীয়ে ;—

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলং।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥

এস্থলে—"দার্ঢ্য লাগি হরের্নাম উক্তি তিন বার।
জড় লোক বুঝাইতে পুনরেব কার ॥"

অপর, দুইটী শব্দ তিন তিন বার উচ্চারণের অন্য অভিপ্রায়ও আছে। কলিধর্ম্ম কীর্ত্তনের "কৃতে যদ্ধ্যায়তেতি" শ্লোকটী পূর্ব্বে বলা গিয়াছে, তাহাতে (পূর্ব্ব যুগত্রয়ে ধ্যান ধারণাদি বিভিন্ন ধর্ম্ম থাকিলেও) কলিতে হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনই ধর্ম্ম, এরূপ বলিয়াছেন। বক্ষ্যমান শ্লোকে তাহাই বিশেষরূপে অনুমোদন করিতেছেন। অর্থাৎ সত্যে ধ্যান, (কলৌ নাস্ত্যেব) কলিতে তাহা নহে; হরিনামই কলিজীবের ধর্ম্ম। ত্রেতায় যজ্ঞ, কলিতে তাহাও নহে, নাম গানই কলি জীবের ধর্ম্ম। দ্বাপরে পরিচর্য্যা, কলিতে ইহাও নহে, ঐ হরিনাম কীর্ত্তনই কলি জীবের একমাত্র ধর্ম্ম। শাস্ত্র বলেন যে, নাম এবং নামীতে কোন ভেদ নাই, এই জন্যই নামের এত প্রভাব।

সে যাহা হউক, পূর্ব্বোক্ত সেবা ও নামাপরাধিরূপ আবর্জ্জনা বর্জ্জনপূর্ব্বক শ্রবণ কীর্ত্তনরূপ জলে নিরন্তর বিধৌত না করিলে হৃদয় নির্ম্মল হয় না। মলিন অপবিত্র হৃদয়ে ভুক্তি, মুক্তিরূপ পিশাচী নিয়ত বাস করে, তাহাতে নাম, তথা প্রেম স্ফুরিত হন না। ভক্তি রসামৃতের একটী শ্লোক এই ;—

ভুক্তি মুক্তিস্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে।
তাবদ্ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ ॥

ইহার ভাব এই—ভুক্তি মুক্তি প্রভৃতি বিবিধ বাসনাযুক্ত মনে ভক্তি উদিতা হন না। ভক্তির উদয় ব্যতীত প্রেম কোথা হইতে হইবে? অতএব প্রেম বাঞ্ছা করিলে সর্ব্বাগ্রে অপরাধ বর্জ্জন চাই, যত কুবাসনা পরিত্যাগ করা চাই, এবং মনটী নির্ম্মল রাখা চাই। অতএব জৈমিনিসংহিতায় বলিতেছেন ;—

তস্মিংশ্চ ভগবন্নাম্নি জগদেকোপকারিণি।
বিশ্বৈব সেব্যে মতিমানপরাধান্ বিবর্জ্জয়েৎ ॥

এরূপ অবস্থায় যদি নাম গ্রহণ করা যায়, তবে প্রেম হইবে না কেন? সুতরাং শাস্ত্রে বিসম্বাদি কিছু নাই, দোষ যত আমাদেরই। শাস্ত্র অতি নির্ম্মল—ভাস্কর সদৃশ; শাস্ত্র প্রতিপদে চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া আমাদিগকে সাব-

ধান করিতেছেন। আমরা সে কথা শুনিব না, এ দোষ কাহার? অপরাধ-বিহীন নির্ম্মল অন্তঃকরণে নাম লও, প্রেম হইবে; ইহাই সমস্ত শাস্ত্রের তাৎপর্য্য। ইতি।

বৈষ্ণব দাসানুদাস।

শ্রীঅচ্যুতচরণ দাস চৌধুরী।

মৈনা, শ্রীহট্ট।

শরণাগতি।

(১৫)

[পূর্ব্ব প্রকাশিত ১৮ পৃষ্ঠার পর]

নিবেদন করি প্রভু তোমার চরণে।
পতিত অধম আমি জানে ত্রিভুবনে॥ ১॥
আমা সম পাপী নাহি জগত ভিতরে।
মম সম অপরাধী নাহিক সংসারে॥ ২॥
সেই সব পাপ আর অপরাধ আমি।
পরিহারে পাই লজ্জা সব জান তুমি॥ ৩॥
তুমি বিনা কার আমি লইব শরণ।
তুমি সর্ব্বেশ্বরেশ্বর ব্রজেন্দ্র নন্দন॥ ৪॥
জগত তোমার নাথ তুমি সর্ব্বময়।
তোমা প্রতি অপরাধ তুমি কর ক্ষয়॥ ৫॥
তুমিত স্খলিত পদ জনের আশ্রয়।
তুমি বিনা আর কিবা আছে দয়াময়॥ ৬॥
সেইরূপ তব অপরাধী জন যত।
তোমার শরণাগত হইবে সতত॥ ৭॥
ভকতিবিনোদ পদে লইয়া শরণ।
তুয়াপদে করে আজ আত্ম সমর্পণ॥ ৮॥

(১৬)

আত্ম নিবেদন, তুয়া পদে করি, হইনু পরম সুখী।
দুঃখ দূরে গেল, চিন্তা না রহিল, চৌদিকে আনন্দ দেখি॥ ১॥
অশোক অভয়, অমৃত আধার, তোমার চরণদ্বয়।
তাহাতে এখন, বিশ্রাম লভিয়া, ছাড়িনু ভবের ভয়॥ ২॥
তোমার সংসারে, করিব সেবন, নহিব ফলের ভোগী।
তব সুখ যাহে, করিব যতন, হয়ে পদে অনুরাগী॥ ৩॥
তোমার সেবায়, দুঃখ হয় যত, সেওত পরম সুখ।
সেবা সুখ দুঃখ, পরম সম্পদ, নাশয়ে অবিদ্যা দুঃখ॥ ৪॥
পূর্ব্ব ইতিহাস, ভুলিনু সকল, সেবা সুখ পেয়ে মনে।
আমিত তোমার, তুমিত আমার, কি কাজ অপর ধনে॥ ৫॥
ভকতিবিনোদ, আনন্দে ডুবিয়া, তোমার সেবার তরে।
সব চেষ্টা করে, তব ইচ্ছামত, থাকিয়া তোমার ঘরে॥ ৬॥

(১৭)

কি জানি কিবলে, তোমার ধামেতে, হইনু শরণাগত।
তুমি দয়াময়, পতিত পাবন, পতিত তারণে রত॥ ১॥
ভরসা আমার, এই মাত্র নাথ, তুমিত করুণাময়।
তব দয়া পাত্র, নাহি মোর সম, অবশ্য ঘুচাবে ভয়॥ ২॥
আমারে তরিতে, কাহারো শকতি. অবনী ভিতরে নাহি।
দয়াল ঠাকুর, ঘোষণা তোমার, অধম পামরে ত্রাহি॥ ৩॥
সকল বুঝিয়া, আসিয়াছি আমি, তোমার চরণে নাথ।
আমি নিত্যদাস, তুমি পালয়িতা, তুমি গোপ্তাজগন্নাথ॥ ৪॥
তোমার সকল, আমি মাত্র দাস, আমারে তারিবে তুমি।
তোমার চরণ, করিনু বরণ, আমার নহিত আমি॥ ৫॥
ভকতিবিনোদ, কাঁদিয়া শরণ, লয়েছে তোমার পায়।
ক্ষমি অপরাধ, নামে রুচি দিয়া, পালন করহে তায়॥ ৬॥

(১৮)

দারা পুত্র নিজদেহ কুটুম্ব পালনে।
সর্ব্বদা ব্যাকুল আমি ছিনু মনে মনে॥ ১॥

কেমনে অর্জ্জিব অর্থ যশ কিসে পাব
কন্যা পুত্র বিবাহ কেমনে সম্পাদিব ॥ ২ ॥
এবে আত্ম সমর্পণে চিন্তা নাহি আর।
তুমি নির্ব্বাহিবে প্রভু সংসার তোমার ॥ ৩ ॥
তুমিত পালিবে মোরে নিজ দাস জানি।
তোমার সেবায় প্রভু বড় সুখ মানি ॥ ৪ ॥
তোমার ইচ্ছায় প্রভু সব কার্য্য হয়।
জীববলে করি আমি সেত সত্য নয় ॥ ৫ ॥
জীব কি করিতে পারে তুমি না করিলে।
আশা মাত্র জীব করে, তব ইচ্ছা ফলে ॥ ৬ ॥
নিশ্চিন্ত হইয়া আমি সেবিব তোমায়।
গৃহে ভাল মন্দ হলে নাহি মোর দায় ॥ ৭ ॥
ভকতিবিনোদ নিজস্বাতন্ত্র্য ত্যজিয়া।
তোমার চরণ সেবে অকিঞ্চন হইয়া ॥ ৮ ॥

(১৯)

সর্ব্বস্ব তোমার, চরণে সঁপিয়া, পড়েছি তোমার ঘরে।
তুমিত ঠাকুর, তোমার কুকুর, বলিয়া জানহ মোরে ॥ ১ ॥
বাঁধিয়া নিকটে, আমারে পালিবে, রহিব তোমার দ্বারে।
প্রতীপজনেরে, আসিতে না দিব, রাখিব গড়ের পারে ॥ ২ ॥
তব নিজজন, প্রসাদ সেবিয়া, উচ্ছিষ্ট রাখিবে যাহা।
আমার ভোজন, পরম আনন্দে, প্রতিদিন হবে তাহা ॥ ৩ ॥
বসিয়া শুইয়া, তোমার চরণ, চিন্তিব সতত আমি।
নাচিতে নাচিতে, নিকটে যাইব, যখন ডাকিবে তুমি ॥ ৪ ॥
নিজের পোষণ, কভু না ভাবিব, রহিব ভাবের ভরে।
ভকতিবিনোদ, তোমারে পালক, বলিয়া বরণ করে ॥ ৫ ॥

[ক্রমশঃ প্রকাশ্যঃ

তত্ত্ববিবেক

বা শ্রীসচ্চিদানন্দানুভূতিঃ।

[পূর্ব্ব প্রকাশিত ২০ পৃষ্ঠার পর]

কেচিদ্বদন্তি বিশ্বং বৈ পরেশ নির্ম্মিতং কিল।
জীবানাং সুখভোগায় ধর্ম্মায় চ বিশেষতঃ ॥ ২৪ ॥

কেহ কেহ সিদ্ধান্ত করেন, যে এই বিশ্ব পরমেশ্বর আমাদের ভোগের জন্য নির্ম্মাণ করিয়াছেন। নিষ্পাপরূপে এই জগৎকে ভোগ করিতে করিতে আমরা ধর্ম্ম অর্জ্জন করিলে ঈশ্বরের প্রসাদ লাভ করি। ইহাতে বিতর্ক এই হয় যে, জীবের সুখপ্রাপ্তির জন্য যদি এই বিশ্ব নির্ম্মিত হইত তাহা হইলে ঈশ্বর এই বিশ্বকে এতদূর অসম্পূর্ণরূপে সৃষ্টি করিতেন না। তিনি সর্ব্বশক্তিমান ও সিদ্ধসঙ্কল্প। যখন যাহা ইচ্ছা করেন তখন তাহা অবিলম্বে হয়। এই বিশ্বজীবের ভোগের জন্য সৃষ্টি হওয়া মনে করিলে ঈশ্বরে দোষারোপ করিতে হয়। যদি ধর্ম্মশিক্ষার জন্যই ইহা নির্ম্মিত হইত তাহা হইলেও বিশ্ব কিছু বিভিন্নাকারে হইত সন্দেহ নাই। কেন না এ অবস্থায় বিশ্বে সকলেরই ধর্ম্ম লাভ হয় না॥ ২৪॥

আদি জীবাপরাধাদ্বৈ সর্ব্বেষাং বন্ধনং ধ্রুবং।
তথান্য জীবভুতস্য বিভোর্দ্দণ্ডেন নিষ্কৃতিঃ ॥ ২৫ ॥

এই নৈতিক একেশ্বর বাদের দোষাদোষ চিন্তা করিয়া কোন কোন ধর্ম্মাচার্য্য এই সিদ্ধান্ত করিলেন যে, জীবের পক্ষে এ বিশ্ব বিশুদ্ধ সুখলাভের স্থান নহে ; বরং এখানে দুঃখই অধিক। বিশ্বকে জীবের দণ্ডাগার বলিয়া অনুমান হয়। অপরাধ হইলেই দণ্ড, নতুবা দণ্ডের প্রয়োজন কি ? জীব কি অপরাধ করিয়াছে ? এই প্রশ্নের সদুত্তরে অসক্ত হইয়া সংকীর্ণ বুদ্ধি প্রসূত ধর্ম্ম সকলে একটী অদ্ভুত মত গৃহীত হইয়াছে। তাহা এই, ঈশ্বর কোন আদি জীবকে সৃষ্টি করিয়া তাহাকে কোন সুখময় বনে সস্ত্রীক হইয়া থাকিতে দিলেন। জ্ঞান বৃক্ষের ফল ভক্ষণে নিষেধ করিলেন। কোন দুর্গত জীবের কুপরামর্শে ঐ আদি দম্পতী জ্ঞান বৃক্ষ ফল সেবন করিয়া ঈশ্বরাজ্ঞা অবহেলাপরাধে সেই স্থানচ্যুত হইয়া ক্লেশময় বিশ্বে নিপতিত হইলেন। তাঁহাদিগের অপরাধে এই সমস্ত জীব অপরাধী হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেন,জীব কর্ত্তৃক সেই অপরাধ ক্ষয়িত হইতে পারিল না দেখিয়া ঈশ্বরের একাঙ্গস্বরূপ একটি তত্ত্ব জীবসদৃশ হইয়া

মানব মধ্যে জন্মগ্রহণ করতঃ সকল অনুগত জীবের পাপ নিজ স্কন্ধে লইয়া তিনি মৃত্যু স্বীকার করিলেন। যে সকল জীব তাঁহার অনুগত হইল তাহারা অনায়াসে মুক্তিলাভ করিল, যাহারা অনুগত হইল না তাঁহারা চির নরকে নিপতিত হইল। জীবভুত বিভুর দণ্ডের দ্বারা অন্য জীবের নিষ্কৃতি এই মতটী সহজ বুদ্ধিতে আয়ত্ত করা যায় না ॥ ২৫ ॥ ক্রমশঃ প্রকাশ্য

বৈষ্ণব নিন্দা।

জীব যতপ্রকার অপরাধ করিতে পারেন তন্মধ্যে বৈষ্ণব নিন্দা তুল্য আর ভয়ঙ্কর অপরাধ নাই। অতএব বৈষ্ণব নিন্দা কাহাকে বলে ইহার যথা শাস্ত্র বিচার করা আবশ্যক। স্কন্দ পুরাণে লিখিত হইয়াছে ;—

নিন্দাং কুর্ব্বন্তি যে মূঢ়া বৈষ্ণবানাং মহাত্মনাং।
পতন্তি পিতৃভিঃ সার্দ্ধং মহারৌরব সংজ্ঞিতে ॥
হন্তি নিন্দন্তি বৈদ্বেষ্টি বৈষ্ণবান্নাভিনন্দতি।
ক্রুধ্যতে যাতি নো হর্ষং দর্শনে পতনানি ষট্ ॥

যে মূঢ় ব্যক্তি মহাত্মা বৈষ্ণবের নিন্দা করে সে তাহার পিতৃলোকের সহিত মহারৌরব নামক নরকে পতিত হয়। যে বৈষ্ণবকে হনন করে, নিন্দা করে, বিদ্বেষ করে, বৈষ্ণবকে দেখিয়া অভিনন্দন করেনা, ক্রোধ করে বা বিমর্ষ হয় তাহার পক্ষে এই ছয়টী গর্হিত আচার পতনের কারণ হয়।

ভাগবতে লিখিয়াছেন ;—

নিন্দাং ভগবতঃ শৃণ্বং স্তৎ পরস্য জনস্য বা।
ততো না পৈতি যঃ সোপি যাত্যধঃ সুকৃতাচ্চ্যুতঃ ॥

যেস্থলে ভগবান বা বৈষ্ণবের নিন্দা হইতেছে যিনি সেই স্থান ত্যাগ করিয়া না যান তিনি সমস্ত সুকৃতি হইতে চ্যুত হইয়া অধোগতি প্রাপ্ত হন।

বৈষ্ণব নিন্দা হইতে যখন এরূপ সতর্ক হইতেছে তখন প্রথমে বৈষ্ণব নির্দ্দেশ করা ও যে যে কার্য্য দ্বারা বৈষ্ণবাপরাধ হয় তাহা স্থির করা নিতান্ত প্রয়োজন। জীব সকলকে চারি প্রকারে বিভাগ করা প্রয়োজন। জীব

সাধারণ, ধার্ম্মিক জীব, ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবপ্রায় জীব ও বৈষ্ণব জীব এই প্রকার জীবের চারিটী বিভাগ। জীব মাত্রই শ্রীকৃষ্ণের অধিষ্ঠান এই বুদ্ধিতে সকল জীবকেই আদর করা উচিত। তন্মধ্যে ধার্ম্মিক জীবগণকে একটু বিশেষ আদর করা আবশ্যক। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবপ্রায় জীবগণকে সম্মান করা কর্ত্তব্য। বৈষ্ণব জীবের চরণ ভজন করাই বিধেয়। জীবের আদর, ধার্ম্মিক জীবের বিশেষ আদর ও ব্রাহ্মণ এবং বৈষ্ণবপ্রায় জীবের সম্মান না করিলে পাপ হয়। বৈষ্ণব জীবের অনাদর ও অসম্মান করিলে অপরাধ হয়। পাপ সমূহ সামান্য প্রায়শ্চিত্তে ক্ষয় হয় কিন্তু অপরাধ সহজে যায় না। পাপ স্থূল ও লিঙ্গ শরীর নিষ্ঠ। অপরাধ জীবের আত্ম-নিষ্ঠ পতন বিশেষ। অতএব যাঁহারা ভগবদ্ভজন করিবেন, তাঁহাদের পক্ষে অপরাধ হইতে বিশেষ আশঙ্কা।

শ্রীমদ্ভাগবতে নিম্নলিখিত তিনটী শ্লোক দ্বারা বৈষ্ণব, বৈষ্ণবতর ও বৈষ্ণবতম এই বিভাগক্রমে বৈষ্ণব নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

কনিষ্ঠ বৈষ্ণব যথা ;—

অর্চ্চায়ামেব হরয়ে পূজাং যঃ শ্রদ্ধয়েহতে।
ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু সভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ॥

যিনি লোক পরম্পরা প্রাপ্ত শ্রদ্ধা সহকারে শ্রীমূর্ত্তিতে হরি পূজা করেন কিন্তু হরি ভক্তের পূজা করেন না, তিনি কনিষ্ঠ বৈষ্ণব অর্থাৎ ভক্তি তত্বে প্রবেশ মাত্র করিতেছেন। পরম্পরা প্রাপ্ত শ্রদ্ধা ও শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধার প্রভেদ এই যে পরম্পরা প্রাপ্ত শ্রদ্ধা কেবল লৌকিক শিক্ষা হইতে উদয় হয়। শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধাতে শাস্ত্র বাক্যে গাঢ় বিশ্বাস ও তদ্বাক্য প্রমাণ দ্বারা বৈষ্ণব জন প্রতি শ্রদ্ধা উদয় হয়। শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা উদয় হইলেই জীব মধ্যমাধিকারস্থ বৈষ্ণব হন। যে পর্য্যন্ত তাহার উদয় না হয় সে পর্য্যন্ত সাধকের কর্ম্মাধিকার ক্ষয় হয় না। তাহাকে শ্রীমন্মহাপ্রভু এইরূপ বলেন ;—

শুদ্ধ বৈষ্ণব নহে কিন্তু বৈষ্ণবের প্রায়।

প্রকৃত সাধুসঙ্গ হইলেই কনিষ্ঠ বৈষ্ণব অর্থাৎ বৈষ্ণবপ্রায় জীব শুদ্ধ বৈষ্ণব হইতে পারেন।

মধ্যম বৈষ্ণব যথা ;—

ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসুচ।
প্রেম মৈত্রী কৃপোপেক্ষা যঃ করোতি সমধ্যমঃ॥

যিনি ঈশ্বরে প্রেম, বৈষ্ণবে মৈত্রী, বালিশ অর্থাৎ ভক্তিতত্ত্বানভিজ্ঞ বৈষ্ণবপ্রায় জীবে কৃপা এবং ভগবদ্বিদ্বেষী ও বৈষ্ণব বিদ্বেষী জনের প্রতি উপেক্ষা অর্থাৎ অবস্থা ক্রমে ঔদাসীন্য সহিষ্ণুতা বা পরিত্যাগ করেন তিনি মধ্যম বৈষ্ণব বিদ্বেষীগণ ও বালিশ এরূপ বুদ্ধিতে তাহাদিগকে যথাযোগ্য কৃপাও করেন। মধ্যম বৈষ্ণবদিগেরই বৈষ্ণব সেবায় অধিকার যেহেতু কনিষ্ঠ বৈষ্ণবেরা তাহা করেন না বলিয়া তাঁহাদিগকে বৈষ্ণব প্রায় বলা যায় ; বৈষ্ণব বলা যায় না।

উত্তম বৈষ্ণব যথা ;—

সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ॥

যিনি সর্ব্বভূতে আত্মাভীষ্ট ভগবদাবির্ভাব দৃষ্টি করেন এবং সেই সমস্ত ভূতকে স্বীয় চিত্তে স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত ভগবত্তত্ত্বে অনুভব করেন অর্থাৎ তদাশ্রিত বোধে জগৎকে বৈষ্ণব বলিয়া দেখেন তিনি উত্তম বৈষ্ণব। এরূপ বৈষ্ণবের বৈষ্ণবাবৈষ্ণব রূপভেদ দৃষ্টি নাই।

এতদ্দ্বারা ইহাই স্থির হইল যে কনিষ্ঠ শ্রেণীতে যাঁহারা শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা লাভ করতঃ বৈষ্ণব সেবা করিবার যোগ্য হইয়াছেন তাঁহারাই মধ্যম বৈষ্ণবের অন্যান্য লক্ষণ না পাওয়া পর্য্যন্ত কনিষ্ঠ বৈষ্ণব অর্থাৎ বৈষ্ণব। মধ্যম বৈষ্ণবই বৈষ্ণবতর। উত্তম বৈষ্ণবই বৈষ্ণবতম। এই তিনপ্রকার বৈষ্ণবকে মহাপ্রভু যেরূপে আমাদিগকে দেখাইয়াছেন তাহা এস্থলে বিচার্য্য।

অতএব যার মুখে এক কৃষ্ণ নাম।
সেইত বৈষ্ণব তার করহ সম্মান॥
কৃষ্ণ নাম নিরন্তর যাহার বদনে।
সেই সে বৈষ্ণব ভজ তাহার চরণে॥
যাঁহার দর্শনে মুখে আইসে কৃষ্ণ নাম।
তাঁহারে জানিহ তুমি বৈষ্ণব প্রধান॥
ক্রম করি কহে প্রভু বৈষ্ণব লক্ষণ।
বৈষ্ণব বৈষ্ণবতর আর বৈষ্ণবতম॥

শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশে কৃষ্ণ নামোচ্চারণ মাত্রই বৈষ্ণবত্ব কনিষ্ঠ শ্রেণীর মধ্যে যাঁহারা বৈষ্ণব প্রায় অর্থাৎ বৈষ্ণবাভাস বলিয়া দর্শিত হইয়াছেন,

তাঁহারা নামাভাসমাত্র উচ্চারণ করেন, নাম উচ্চারণ করেন না। যিনি এক-বার শুদ্ধ নাম উচ্চারণ করিতে পারেন তিনি শুদ্ধ বৈষ্ণব। যিনি সেই শুদ্ধ নাম নিরন্তর উচ্চারণ করেন তিনি বৈষ্ণবতর। যাঁহাকে দেখিলে মুখে কৃষ্ণ নাম আইসে তিনি বৈষ্ণব তম। এস্থলে আরও দ্রষ্টব্য এই যে শুদ্ধ বৈষ্ণব হইবার জন্য দীক্ষাদির অপেক্ষা নাই। বৈষ্ণব প্রায় হইবার জন্য অর্চ্চাতে হরিপূজোপযোগী মন্ত্র গ্রহণকে দীক্ষা বলে। সে দীক্ষা নাম তত্ত্বে আবশ্যক। যথা প্রভু বাক্য ;—

প্রভু কহে যার মুখে শুনি একবার।
কৃষ্ণ নাম, পূজ্য সেই, শ্রেষ্ঠ সবাকার॥
এক কৃষ্ণ নামে করে সর্ব্ব পাপ ক্ষয়।
নববিধ ভক্তি পূর্ণ নাম হইতে হয়॥
দীক্ষা পুরশ্চর্য্যা বিধি অপেক্ষা না করে।
জিহ্বা স্পর্শে আচণ্ডাল সবারে উদ্ধারে॥
অনুসঙ্গ ফলে করে সংসারের ক্ষয়।
চিত্ত আকর্ষয়ে করে কৃষ্ণ প্রেমোদয়॥
অতএব যার মুখে এক কৃষ্ণ নাম।
সেই বৈষ্ণব করি তার পরম সম্মান॥

নাম ও নামাভাসের পার্থক্য বিচার করিবার এথানে অবকাশ নাই। সময়ান্তরে বিশেষরূপে সে বিষয়ের বিচার করিব। এই পর্য্যন্ত এস্থলে বলিতে পারি যে শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা অর্থাৎ শুদ্ধ শরণাগতির সহিত কৃষ্ণ নাম উচ্চারিত হইলে নাম হয়। অন্যাভিলাষিতাযুক্ত বা জ্ঞান কর্ম্মযোগ বৈরাগ্যাদিদ্বারা আবৃত যে নাম তাহা নামাভাস। নামাভাসে মুক্তি পর্য্যন্ত ফলোদয় হইলেও বৈষ্ণবের মুখে নামাভাস উচ্চারিত হয় না, শুদ্ধ নাম উচ্চারিত হয়। নামের স্বরূপ জ্ঞান, নাম নামীর অভিন্নত্ব বুদ্ধি, জীবের শুদ্ধ চিদিন্দ্রিয়ে নামের উৎপত্তি স্থান অনুভবেরদ্বারা যে নাম উচ্চারিত হয় তাহাই নাম। তদ্রূপ এক নাম যাঁহার জিহ্বায় উদয় হয় তিনি বৈষ্ণব। নাম উদয় হইতে হইতে সমস্ত প্রারব্ধ ও অপ্রারব্ধ পাপ ক্ষয় হয়। উদয় হইবামাত্র প্রেম উদিত হইয়া পড়ে।

[ক্রমশঃ

আষাঢ় ১৩০০। জুন ১৮৯৩। শ্রীশ্রীগৌরাব্দ ৪০৮।

সজ্জনতোষণী।

পরমার্থ সাধক সমস্ত বিষয় সমালোচনী মাসিক পত্রিকা।

৫ম খণ্ড। ৩য় সংখ্যা।

শ্রীকেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ

সম্পাদক।

অশেষ-ক্লেশ-বিশ্লেষি-পরেশাবেশ-সাধিনী।
জীয়াদেষা পরাপত্রী সর্ব্ব-সজ্জনতোষণী॥

বিষয় বিবরণ।

কার্য্যাধ্যক্ষ

শ্রীরাধিকাপ্রসাদ দত্ত।

(ভক্তিভবন, ১৮১ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট,—রামবাগান)

কলিকাতা;

১৩৩ নং মস্‌জিদ্‌বাড়ী ষ্ট্রীট "হরি যন্ত্রে"
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা একটাকা মাত্র। ডাকমাশুল নাই।

প্রাপ্তি স্বীকার।

৫ম খণ্ডের অগ্রিম ভিক্ষা প্রদাতা গ্রাহকগণের নাম মলাটে প্রদত্ত হয়, যথা;—

শ্রীযুত মহেন্দ্রলাল ঘোষ আজিমগঞ্জ।
" হরিনাথ দাস ঐ।
" কৃষ্ণদাস মহান্ত ডুমকল।
" অধরচন্দ্র দে পাঁসকুড়া।
" শ্রীনাথচন্দ্র পাল জাহানাবাদ।
" শীতিকণ্ঠ সরকার আমলাযোড়া।
" শ্যামসুন্দর সরকার ঐ।
" ধীরকৃষ্ণ সরকার সিমলাহিল।
" অন্নদাপ্রসাদ নারায়ণ বাবু মানবাজার।
" রাজীবলোচন দাস মৈনা।
" নবচৈতন্য দেবশর্ম্মা জামতাড়া।
" মহানন্দ সাহা মালদহ।
" গোপালচন্দ্র দাস ঐ।
" বনওয়ারীলাল সিংহ মাদারিপুর।
" গোপালচন্দ্র দাস গোস্বামী বাঁকুড়া।
" রাসবিহারী মিত্র দুবরাজপুর।
" শ্রীরাম মজুমদার মাধবপুর।
" রুদ্রনারায়ণ দাস মহাপাত্র মেদিনীপুর।
" ললিতলাল ঘোষ চৌকীডাঙ্গা।
" কুঞ্জকিশোর অধিকারী শ্রীহট্ট।
" শ্রীপতিচরণ দে মেদিনীপুর।
" প্রেমচাঁদ পাল পিঙ্গলা।
" দ্বারকানাথ বসাক ঢাকা।
" ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ পুরুলিয়া।
" রাধামাধব সিংহ ঐ।
" তীর্থনাথ সাহা পাবনা।
" হরিশঙ্কর দত্ত চাইবাসা।
" অনুকুলচন্দ্র সরখেল রাইপুর।
" নিমানন্দ গোস্বামী মানবাজার।

শ্রীশ্রীগোদ্রুমচন্দ্রায় নমঃ।

সজ্জনতোষণী।

জৈব-ধর্ম্ম।

তৃতীয় অধ্যায়।

নৈমিত্তিক ধর্ম্ম অসম্পূর্ণ, হেয়মিশ্র ও অচিরস্থায়ী।

এক দিবস এক প্রহর রাত্রের পর সন্ন্যাসী ঠাকুর হরিনাম গান করিতে করিতে শ্রীগোদ্রুমের উপবনের একান্তে একটী উচ্চ ভূমিতে বসিয়া উত্তর দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। তখন পূর্ণচন্দ্র উদয় হইয়া শ্রীনবদ্বীপ-মণ্ডলে একটী অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিয়াছিল। অনতিদূরে শ্রীমায়াপুর নয়ন গোচর হইতে লাগিল। সন্ন্যাসী ঠাকুর বলিতে লাগিলেন আহা! ঐ যে একটী আশ্চর্য্য আনন্দময় ধাম দেখিতেছি। বৃহৎ বৃহৎ রত্নময় অট্টালিকা, মন্দির ও তোরণ সমূহ কিরণ মালা বিস্তার করিয়া জাহ্নবীর তীর-মণ্ডলকে উজ্জলিত করিতেছে। অনেক স্থানে হরিনাম সংকীর্ত্তনের শব্দ তুমুল হইয়া গগন মণ্ডলকে বিদারিত করিতেছে। নারদের ন্যায় কত শত ভক্তগণ বীণা যন্ত্রে নাম গান করিতে করিতে নৃত্য করিতেছেন। কোন দিকে শ্বেত কলেবর দেব দেব মহাদেব ডম্বরু ধরিয়া হা বিশ্বম্ভর দয়া কর বলিয়া উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে করিতে পতিত হইতেছেন। চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা কোন স্থলে বসিয়া বেদবাদী ঋষিদিগের সভায় "মহান্ প্রভুর্বৈ পুরুষঃ সত্বস্যৈষঃ প্রবর্ত্তকঃ। সুনির্ম্মলা মিমাং শান্তি মীশানো জ্যোতিরব্যয়ঃ॥" এই বেদ মন্ত্র পাঠ করিয়া ইহার নির্ম্মল ব্যাখ্যা করিতেছেন। কোন স্থলে ইন্দ্রাদি দেবতাগণ জয় প্রভু গৌরচন্দ্র, জয় নিত্যানন্দ" বলিয়া লম্ফ ঝম্প প্রদান করিতেছেন। পক্ষী সকল ডালে বসিয়া "গৌর নিতাই" বলিয়া রব করিতেছে। ভ্রমর সকল

গৌর নাম রস পানে মত্ত হইয়া চতুর্দ্দিকে পুষ্পোদ্যানে গুণ গুণ শব্দ করিতেছে। প্রকৃতি দেবী সর্ব্বত্র গৌর রসে উন্মত্ত হইয়া আপন শোভা বিস্তার করিতেছেন। আহা! আমি দিবসে যখন শ্রীমায়াপুর দর্শন করি তখন ত এ ব্যাপার দেখিতে পাই না! আজ বা কি দেখিতেছি। তখন শ্রীগুরুদেবকে স্মরণ করিয়া বলিতেছেন। প্রভো! আজ জানিলাম, আপনি আমাকে কৃপা করিয়া অপ্রাকৃত মায়াপুর দর্শন করাইলেন। আজ হইতে আমি শ্রীগৌরচন্দ্রের নিজ জন বলিয়া পরিচয় দিবার একটী উপায় সৃজন করিব। আমি দেখিতেছি যে অপ্রাকৃত নবদ্বীপে সকলেই তুলসী মালা তিলক ও নামাক্ষর ধারণ করিয়াছেন। আমিও তাহা করিব। বলিতে বলিতে সন্ন্যাসী ঠাকুরের একপ্রকার অচেতন অবস্থা উপস্থিত হইল।

অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই আবার ঠাকুরের জ্ঞান হইল। জ্ঞান হইল বটে, কিন্তু সে অপূর্ব্ব চিন্ময় ব্যাপার সকল আর নয়ন গোচর হইল না। তখন সন্ন্যাসী ঠাকুর কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, আমি বড় সৌভাগ্যবান যেহেতু শ্রীগুরু কৃপা লাভ করিয়া ক্ষণকাল শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শন করিলাম।

পরদিন সন্ন্যাসী ঠাকুর স্বীয় দণ্ডটী জলে বিসর্জ্জন দিয়া গলদেশে ত্রিকণ্ঠী তুলসী মালা ও ললাটে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ করিয়া হরি হরি বলিয়া নাচিতে লাগিলেন। গোদ্রুমবাসী বৈষ্ণববর্গ তাঁহার অপূর্ব্ব নূতন বেশ ও ভাব দর্শন করিয়া তাঁহাকে ধন্য ধন্য বলিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিতে লাগিলেন। সন্ন্যাসী ঠাকুর ঐ সময়ে একটু লজ্জিত হইয়া বলিলেন ভাল! আমি বৈষ্ণবদিগের কৃপাপাত্র হইবার জন্য বৈষ্ণব বেশ গ্রহণ করিলাম, কিন্তু এ আবার একটী দায় উপস্থিত হইল। আমি শ্রীগুরুদেবের মুখে বারম্বার একথাটী শুনিয়াছি।

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥

এখন যে বৈষ্ণবগণকে গুরু বলিয়া মনে করি তাঁহারা আমাকে প্রণাম করিতেছেন, আমার কি গতি হইবে? এই রূপ চিত্তে আলোচনা করিতে করিতে পরমহংস বাবাজীর নিকট গমন করতঃ তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন।

মাধবী মণ্ডপে আসীন হইয়া বাবাজী মহাশয় হরি নাম করিতেছিলেন। সন্ন্যাসী ঠাকুরের সম্পূর্ণ বেশ পরিবর্ত্তন ও নামে ভাবোদয় দেখিয়া প্রেমাশ্রু

বর্ষণদ্বারা স্বীয় শিষ্যকে স্নান করাইতে করাইতে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। বলিলেন ওহে বৈষ্ণবদাস! আজ তোমার মঙ্গলপূর্ণ দেহ স্পর্শ করিয়া আমি কৃতার্থ হইলাম।

এই কথা বলিবামাত্র সন্ন্যাসী ঠাকুরের পূর্ব্ব নাম দুর হইল। এখন বৈষ্ণব দাস নামে তিনি পরিচিত হইলেন। সন্ন্যাসী ঠাকুর আজ হইতে একটী অপূর্ব্ব জীবন লাভ করিলেন। মায়াবাদী সন্ন্যাসী বেশ, সন্ন্যাসাশ্রমের অহংকার পূর্ণ নাম আপনাকে মহদ্বুদ্ধি এ সমস্ত দুর হইল।

অপরাহ্নে শ্রীপ্রদ্যুম্ন কুঞ্জে অনেকগুলি শ্রীগোদ্রুম ও শ্রীমধ্যদ্বীপবাসী বৈষ্ণবগণ পরমহংস বাবাজী মহাশয়কে দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। পরমহংস বাবাজী মহাশয়কে পরিবেষ্টন করিয়া সকলে বসিয়াছেন। সকলেই তুলসী মালায় হরিনাম জপ করিতেছেন। কেহ কেহ হা গৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ, কেহ কেহ হা সীতানাথ এবং কেহ কেহ হে জয়শচীনন্দন এইরূপ বলিতে বলিতে চক্ষের জলে ভাসিতেছেন। বৈষ্ণব সকল পরস্পর ইষ্টগোষ্ঠী করিতেছেন। সমাগত বৈষ্ণব সকল তুলসী পরিক্রমা করিয়া বৈষ্ণবদিগকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিতেছেন। এমত সময় বৈষ্ণব দাস আসিয়া শ্রীবৃন্দাদেবীকে পরিক্রমা করিয়া বৈষ্ণবগণের পদরজে গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। কোন কোন মহাত্মা কর্ণাকর্ণী করিয়া বলিতে লাগিলেন ইনিই না সেই সন্ন্যাসী ঠাকুর! আজ ইঁহার কি আশ্চর্য্যমূর্ত্তি হইয়াছে।

বৈষ্ণবগণের সম্মুখে গড়াগড়ি দিতে দিতে বৈষ্ণবদাস বলিতেছেন।

অদ্য আমি বৈষ্ণব পদরজ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইলাম। শ্রীগুরুদেবের কৃপায় আমি ভালরূপে জানিয়াছি যে জীবের বৈষ্ণব পদরজ ব্যতীত আর গতি নাই। বৈষ্ণবের পদরজ বৈষ্ণবের চরণামৃত ও বৈষ্ণবের অধরামৃত এই তিন বস্তু ভবরোগের ঔষধ ও ভবরোগীর পথ্য। ইহাতে কেবল ভবরোগ বিগত হয় এরূপ নয়, কিন্তু বিগতরোগ পুরুষের পরম ভোগ লাভ হয়। হে বৈষ্ণবগণ! আমি যে নিজের পাণ্ডিত্য অহঙ্কার প্রকাশ করিতেছি এরূপ মনে করিবেন না। আমার হৃদয় আজ কাল সমস্ত অহঙ্কার শূন্য হইয়াছে। ব্রাহ্মণ কুলে জন্ম হইয়াছিল, সর্ব্ব শাস্ত্র পাঠ করিয়াছিলাম, চতুর্থাশ্রমে প্রবেশ করিয়াছিলাম। তখন আর আমার অহঙ্কারের ইয়ত্তা ছিল না। যদবধি আমি বৈষ্ণব তত্ত্বে আকৃষ্ট হইয়াছি ততদিন আমার হৃদয়ে একটী দৈন্য বীজ রোপিত হইয়াছে। আমি ক্রমে ক্রমে আপনাদের কৃপায় জন্মাহঙ্কার, বিদ্যা-

মদ ও আশ্রম গৌরব দূর করিয়াছি। এখন আমার মনে হয় যে আমি একটী নিরাশ্রিত ক্ষুদ্র জীব। বৈষ্ণব চরণাশ্রয় ব্যতীত আমার আর কোন প্রকার গতি নাই। ব্রাহ্মণত্ব বিদ্যা ও সন্ন্যাস ইহারা আমাকে ক্রমশঃ অধঃপতন করিতেছিল। আমি সরল ভাবে আপনাদের চরণে সকল কথা বলিলাম। এখন আপনাদের দাসকে যাহা করিতে হয় করুন।

বৈষ্ণবদাসের দৈন্যোক্তি শ্রবণ করিয়া অনেকেই বলিয়া উঠিলেন "হে ভাগবত প্রবর! আপনার ন্যায় বৈষ্ণবের চরণ রেণুর জন্য আমরা লালায়িত। কৃপা করিয়া আমাদিগকে পদধূলি দিয়া কৃতার্থ করুন। আপনি পরমহংস বাবাজী মহাশয়ের কৃপা পাত্র। আমাদিগকে সঙ্গী করিয়া পবিত্র করুন। বৃহন্নারদীয় পুরাণে লিখিয়াছেন যে আপনার ন্যায় সঙ্গী লাভ করিলে ভক্তি হয় যথা ;—

ভক্তিস্তু ভগবদ্ভক্ত সঙ্গেন পরিজায়তে।
সৎসঙ্গঃ প্রাপ্যতে পুংভিঃ সুকৃতৈঃ পূর্ব্বসঞ্চিতৈঃ ॥

আমাদের পুঞ্জ পুঞ্জ ভক্তি পোষক সুকৃতি ছিল, সেই বলেই আপনার সৎসঙ্গ আমরা লাভ করিলাম। এখন আপনার সঙ্গ বলে আমরা হরিভক্তি লাভ করিবার আশা করিতেছি।

বৈষ্ণবদিগের পরস্পর দৈন্য ও প্রণতি সমাপ্ত হইলে সেই ভক্ত গোষ্ঠীতে বৈষ্ণবদাস মহাশয় এক পার্শ্বে বসিয়া গোষ্ঠীর শোভা বর্দ্ধন করিলেন। তাঁহার হস্তে নূতন হরিনামের মালা দীপ্তি লাভ করিয়াছিল।

সেই গোষ্ঠীতে সে দিবস আর একটী ভাগ্যবান লোক বসিয়াছিলেন। তিনি বাল্যকাল হইতে যাবনিক ভাষা পাঠ করিয়া অনেকটা মুসলমান রাজাদিগের ব্যবহার অনুকরণ করিয়া দেশের মধ্যে একটী গণ্য মান্য লোক বলিয়া পরিচয় লাভ করিয়াছিলেন। নিবাস শান্তিপুর, ব্রাহ্মণজাতির মধ্যে কুলীন, অনেক ভূসম্পত্তির অধিকারী, এবং দলাদলী কার্য্যে বিশেষ পটু। বহুদিন ঐ সকল পদ ভোগ করিয়া, তাহাতে সুখলাভ করেন নাই। অবশেষে হরিনাম সংকীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করেন। অল্প বয়সে তিনি দিল্লির কালওয়াতদিগের নিকট রাগ রাগিণী শিক্ষা করেন। সেই শিক্ষা বলে তিনি হরিনাম সংকীর্ত্তনেও মণ্ডল হইয়া পড়িলেন। যদিও বৈষ্ণবগণ তাঁহার কালায়তি সুর ভাল বাসিতেন না তথাপি সংকীর্ত্তনে একটু একটু কালায়তি টান দিয়া

নিজের মাহাত্ম্য প্রকাশ করিতে করিতে অপরের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতেন। কিছুদিন এইরূপ করিতে করিতে তাঁহার একটু নামে সুখ বোধ হইল। তদনন্তর তিনি শ্রীনবদ্বীপে বৈষ্ণবদিগের নিকট গান কীর্ত্তনে যোগ দিবার জন্য শ্রীগোদ্রুমে আসিয়া একটী বৈষ্ণবাশ্রমে বাসা গ্রহণ করেন। সেই বৈষ্ণবের সহিত প্রদ্যুম্ন কুঞ্জে আসিয়া মালতী মাধবী মণ্ডপে বসিয়াছিলেন। বৈষ্ণবদিগের পরস্পর ব্যবহার ও দৈন্য এবং বৈষ্ণবদাসের কথাগুলি শুনিয়া তাঁহার মনে কএকটী সন্দেহ হইল। তিনি বাগ্মীতায় পটু ছিলেন বলিয়া সাহসপূর্ব্বক সেই বৈষ্ণব সভায় এই বিষয়টী জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহার প্রশ্ন যথা ;—

মন্বাদি ধর্ম্ম শাস্ত্রে ব্রাহ্মণ বর্ণকে সর্ব্বোত্তম বলিয়াছেন। নিত্যকর্ম্ম বলিয়া ব্রাহ্মণের পক্ষে সন্ধ্যা বন্দনাদি নির্ণয় করিয়াছেন। যদি সেই কার্য্য নিত্য হয় তবে বৈষ্ণব ব্যবহার সকল কেন তাহার বিরুদ্ধ হয় ?

বৈষ্ণবগণ বিতর্ক ভাল বাসেন না। কোন তার্কিক ব্রাহ্মণ এরূপ প্রশ্ন করিলে তাঁহারা কলহের ভয়ে কোন উত্তর দিতেন না, কিন্তু সমাগত প্রশ্ন কর্ত্তা হরিনাম গান করেন বলিয়া সকলে কহিলেন শ্রীযুত পরমহংস বাবাজী মহাশয় এই প্রশ্নের উত্তর দিলে আমরা সকলে সুখী হইব। পরমহংস বাবাজী মহাশয় বৈষ্ণববর্গের আদেশ শ্রবণ করিয়া দণ্ডবৎ প্রণতিপূর্ব্বক কহিলেন মহোদয়গণ! যদি আপনাদের ইচ্ছা হয় তাহা হইলে ভক্তপ্রবর শ্রীবৈষ্ণব দাস উক্ত প্রশ্নের সম্যক্ উত্তর দিবেন। সে কথায় সকলেই অনুমোদন করিলেন।

বৈষ্ণবদাস শ্রীগুরুদেবের বাক্য শ্রবণ করত আপনাকে ধন্য জানিয়া দৈন্য পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন। আমি অতি অধম ও অকিঞ্চন। এরূপ মহামান্য বিদ্বৎসভায় আমার কিছু বলা নিতান্ত অন্যায়, তবে গুরু আজ্ঞা সর্ব্বদা শিরোধার্য্য। আমি গুরুদেবের মুখপদ্ম নিসৃত যে তত্ব উপদেশরূপ মধুপান করিয়াছি তাহাই স্মরণপূর্ব্বক যথাসাধ্য বক্তৃতা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। ইহা বলিয়া বৈষ্ণবদাস পরমহংস বাবাজী মহাশয়ের পদধূলি সর্ব্বাঙ্গে মৃক্ষণ করত দণ্ডায়মান হইয়া বলিতে লাগিলেন।

যিনি সাক্ষাৎ পরমানন্দময় ভগবান, ব্রহ্ম যাঁহার অঙ্গ কান্তি এবং পরমাত্মা যাঁহার অংশ সেই সমস্ত প্রকাশ ও বিলাসের আধাররূপ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য আমাদিগকে বুদ্ধিবৃত্তি প্রেরণ করুন। মন্বাদি ধর্ম্ম শাস্ত্র বেদ শাস্ত্রের অনুগত বিধি নিষেধ নির্ণায়ক শাস্ত্র বলিয়া জগতের সর্ব্বত্র মান্য হইয়াছেন। মানব প্রকৃতি

দুই প্রকার বৈধী ও রাগানুগা। যতদিন মানববুদ্ধি মায়ার অধীন ততদিন মানব প্রকৃতি অবশ্যই বৈধী থাকিবে। মায়া বদ্ধ হইতে মানববুদ্ধি পরিমুক্ত হইলে আর বৈধী প্রবৃত্তি থাকে না। রাগানুগা প্রবৃত্তি প্রকটিত হয়। রাগানুগা প্রকৃতিই জীবের শুদ্ধ প্রকৃতি,—স্বভাব সিদ্ধ, চিন্ময় ও জড়মুক্ত। শ্রীকৃষ্ণ ইচ্ছায় শুদ্ধ চিন্ময় জীবের জড় সম্বন্ধ দূরীভূত হয় কিন্তু যতদিন কৃষ্ণের ইচ্ছা না হয়, ততদিন জড় সম্বন্ধ ক্ষয়োন্মুখ হইয়া থাকে। সেই ক্ষয়োন্মুখ অবস্থায় মানব বুদ্ধি স্বরূপতঃ জড়-মুক্ত অর্থাৎ তখনও বস্তুতঃ জড়মুক্তি হয় নাই। বস্তুত জড়মুক্ত হইলে শুদ্ধ জীবের রাগাত্মিকা বৃত্তি স্বরূপতঃ ও বস্তুতঃ উদয় হয়। ব্রজজনের যে প্রকৃতি তাহা রাগাত্মিকা প্রকৃতি। ক্ষয়োন্মুখ অবস্থায় সেই প্রকৃতির অনুগত হইয়া জীব সকল রাগানুগা হইয়া পড়েন। জীবের পক্ষে এ অবস্থা বড়ই উপাদেয়। এই অবস্থা যে পর্য্যন্ত না হয় সে পর্য্যন্ত মানব বুদ্ধি মায়িক বস্তুতেই অনুরাগ করে। নিসর্গ ক্রমে মায়িক বিষয়ের অনুরাগকে মূঢ়জীব স্বীয় অনুরাগ বলিয়া মনে করে। চিদ্বিষয়ের বিশুদ্ধ অনুরাগ তখনও হয় না। মায়িক বিষয়ে আমি ও আমার এই দুইটী বুদ্ধি গাঢ়রূপে কার্য্য করিতে থাকে। এই দেহ আমার ও এই দেহই আমি এই বুদ্ধিক্রমে এই জড় দেহের সুখ সাধক ব্যক্তিও বস্তুতে প্রীতি ও সুখ বাধক ব্যক্তি ও বস্তুতে দ্বেষ সহজেই হইয়া থাকে। এই রাগদ্বেষের বশীভূত হইয়া মূঢ় জীব অন্যের প্রতি শারীরিক, সামাজিক ও নৈতিক প্রীতি ও বিদ্বেষ প্রকাশ করত অন্যকে শত্রু মিত্র জ্ঞান করিয়া থাকে। বিষয় লইয়া বিবাদ করে। কনক ও কামিনীতে অযথা প্রীতি করিয়া সুখ দুঃখের অধীন হইয়া পড়ে। ইহার নাম সংসার। এই সংসারে আসক্ত হইয়া জন্ম মরণ, কর্ম্মফল, উচ্চ নীচ অবস্থা লাভ করিয়া মায়াবদ্ধ জীব সকল ভ্রমণ করিতেছে। এই সকল জীবের চিদনুরাগ সহজ বলিয়া বোধ হয় না। চিদনুরাগ যে কি তাহাও উপলব্ধি হয় না। আহা! যে চিদনুরাগই জীবের স্বধর্ম্ম ও নিত্য প্রকৃতি তাহা ভুলিয়া জড়ানুরাগে বিভোর হইয়া চিৎকণস্বরূপ জীব স্বীয় অধোগতি ভোগ করিতেছে। সংসারে প্রায় সকলেই এই দুর্দ্দশাকে দুর্দ্দশা বলিয়া মনে করে না।

রাগাত্মিকা প্রকৃতির কথা ত দূরে থাকুক মায়া বদ্ধ জীবের রাগানুগা প্রকৃতি ও নিতান্ত অপরিচিত। কখনও সাধুকৃপা বলে জীবের হৃদয়ে রাগানুগা প্রকৃতির উদয় হয়। রাগানুগা প্রকৃতি সুতরাং বিরল ও দুর্ল্লভ। সংসার ঐ প্রকৃতি হইতে বঞ্চিত।

কিন্তু ভগবান সর্ব্বজ্ঞ ও কৃপাময়। তিনি দেখিলেন মায়া বদ্ধ জীব চিৎপ্রবৃত্তি হইতে বঞ্চিত হইল। কি প্রকারে তাহার মঙ্গল হইবে। কি করিলেই বা মায়ামুগ্ধ জীবের কৃষ্ণ স্মৃতি জ্ঞান পাইবার একটী উপায় হয়। সাধু সঙ্গ হইলে জীব আপনাকে কৃষ্ণদাস বলিয়া জানিতে পারিবে। সাধু সঙ্গের কোন নির্দ্দিষ্ট বিধি নাই। তাহা যে সকলের প্রতি ঘটনীয় হইবে ইহারই বা আশা কোথায়? অতএব সাধারণের জন্য একটী বিধিমার্গ না করিলে তাহাদের উপকার হয় না। ভগবানের এইরূপ কৃপা দৃষ্টি হইতে শাস্ত্র উদয় হইল। আর্য হৃদয়রূপ আকাশে ভগবৎ কৃপা প্রসূত শাস্ত্র-সূর্য্য উদিত হইয়া সর্ব্বসাধারণের নিকট আজ্ঞা বিধি সকল প্রচার করিল।

আদৌ বেদ শাস্ত্র। বেদ শাস্ত্রের কোন অংশে কর্ম্ম, কোন অংশে জ্ঞান ও কোন অংশে প্রীতিরূপ ভক্তি আদিষ্ট হইল। মায়ামুগ্ধ জীব সকল নানা অবস্থাপন্ন। কেহ নিতান্ত মূঢ়, কেহ কিয়ৎ পরিমাণে বিজ্ঞ। কেহ বা বহু বিষয়ে বিজ্ঞ। জীবের যে রূপ বুদ্ধির অবস্থা, শাস্ত্রে তাহার প্রতি সেইরূপ আদেশ। ইহার নাম অধিকার। অধিকার যদিও জীবের সংখ্যানুসারে অনন্ত তথাপি সেই অনন্ত অধিকার প্রধান লক্ষণ অনুসারে তিন ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। অর্থাৎ কর্ম্মাধিকার, জ্ঞানাধিকার ও প্রেমাধিকার। বেদশাস্ত্রে এই প্রকার ত্রিবিধাধিকার নিদ্দিষ্ট আছে। বেদ বিধি নির্ম্মাণ পূর্ব্বক এই তিন অধিকার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্ণয় করিয়াছেন বলিয়া নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মের নাম বৈধ ধর্ম্ম। জীব যে প্রবৃত্তি ক্রমে ঐ ধর্ম্ম গ্রহণ করে সেই প্রবৃত্তির নাম বৈধী প্রবৃত্তি। বৈধী প্রবৃত্তি যাহার নাই তিনি নিতান্ত অবৈধ। অবৈধ ব্যক্তি পাপাচরণে রত। তাহার জীবন সর্ব্বদা অবৈধ কার্য্যে ন্যস্ত। তিনি বেদ বহির্ভূত ম্লেচ্ছ ইত্যাদি নামে নির্দ্দিষ্ট। বেদ শাস্ত্রে যে ত্রিবিধ অধিকার নির্ণয় করিয়াছেন, তাহাই ঋষিগণ সংহিতা শাস্ত্রে পরিবর্দ্ধন করিয়া বেদানুগত অন্যান্য শাস্ত্র প্রকাশ করিয়াছেন। মন্বাদি পণ্ডিতগণ বিংশতি ধর্ম্ম শাস্ত্রে কর্ম্মাধিকার লিখিয়াছেন। দর্শনবাদীগণ তর্ক ও বিচার শাস্ত্রে জ্ঞানাধিকার বিচার করিয়াছেন। পৌরাণিক ও বিশুদ্ধ তান্ত্রিক মহোদয়গণ ভক্তি তত্ত্বের অধিকার গত উপদেশ ও ক্রিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। সকলেই বৈদিক বটে। ঐ ঐ শাস্ত্রের নবীন মীমাংসকগণ সর্ব্ব শাস্ত্র তাৎপর্য্যের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া কোন কোন স্থলে একাঙ্গের সর্ব্বোৎকৃষ্টতা বর্ণন করিয়া অনেককে বিতর্কে ও সন্দেহ গর্ত্তে ফেলিয়াছেন। ঐ সকল শাস্ত্রের অপূর্ব্ব

মীমাংসা রূপ গীতা শাস্ত্র দৃষ্টি করিলে জানা যায় যে কর্ম্ম জ্ঞানকে উদ্দেশ না করিলে পাষণ্ড কর্ম্ম বলিয়া পরিত্যাজ্য হয়। আবার কর্ম্ম জ্ঞান উভয় যোগে ভক্তিকে উদ্দেশ না করিলে কর্ম্ম ও জ্ঞান উভয়েই পাষণ্ড হইয়া পড়ে। কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ বস্তুতঃ একই যোগ মাত্র। ইহাই বেদোদিত বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত।

মায়ামুগ্ধ জীবের প্রথমেই কর্ম্মাশ্রয়। পরে কর্ম্ম যোগ, পরে জ্ঞান যোগ ও অবশেষে ভক্তিযোগ। মায়ামুগ্ধ জীবকে একটী সোপান না দেখাইলে তিনি কোন ক্রমেই ভক্তি মন্দিরে উঠিতে পারেন না।

কর্ম্মাশ্রয় কি? জীবনধারণ-পূর্ব্বক শরীর ও মনের দ্বারা যাহা করা যায় তাহাই কর্ম্ম। সেই কর্ম্ম দুই প্রকার শুভ ও অশুভ। শুভকর্ম্ম দ্বারা জীবের শুভ ফল হয়। অশুভ কর্ম্ম দ্বারা জীবের অশুভ ফল হয়। অশুভ কর্ম্মকে পাপ বা বিকর্ম্ম বলে। শুভ কর্ম্মের অকরণকে অকর্ম্ম বলে। দুই প্রকারই মন্দ। শুভ কর্ম্মই ভাল। তাহা আবার তিন প্রকার অর্থাৎ নিত্য নৈমিত্তিক ও কাম্য। কাম্যকর্ম্ম নিতান্ত ঃস্বার্থপর বলিয়া হেয়। নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্ম শাস্ত্রে উপদিষ্ট। হেয় ও উপাদেয় বিচার পূর্ব্বক শাস্ত্রে নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য কর্ম্মকেই কর্ম্ম বলেন, অকর্ম্ম ও বিকর্ম্মকে কর্ম্ম বলেন না। কাম্য কর্ম্মও যখন হেয় বলিয়া ত্যজ্য হইয়াছে তখন নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্মই কর্ম্ম। শরীর, মন, সমাজ ও পর লোকের মঙ্গলজনক কর্ম্মকে নিত্য কর্ম্ম বলেন। নিত্যকর্ম্ম সকলেরই কর্ত্তব্য কর্ম্ম। যে সকল কর্ম্ম কোন নিমিত্তকে আশ্রয় করিয়া কখন কখন নিত্যকর্ম্মের ন্যায় কর্ত্তব্য হয়। তখন তাঁহাকে নৈমিত্তিক কর্ম্ম বলে। সন্ধ্যা বন্দনা, পবিত্র উপায় দ্বারা শরীর ও সমাজ সংরক্ষণ, সত্য ব্যবহার ও পাল্য পালন এই সকল নিত্যকর্ম্ম। মৃত পিতা মাতার প্রতি কর্ত্তব্যাচরণ প্রভৃতি ও পাপ উপস্থিত হইলে প্রায়শ্চিত্ত, এ সমস্ত নৈমিত্তিক।

এই নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্ম সুন্দররূপে জগতে অনুষ্ঠিত হইতে পারে এইরূপ বিধান করিবার অভিপ্রায় শাস্ত্রকর্ত্তাগণ মানবগণের স্বভাব ও স্বাভাবিক অধিকার বিচার পূর্ব্বক বর্ণাশ্রম নামে একটী ধর্ম্ম ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই ব্যবস্থার মর্ম্ম এই যে কর্ম্মানুষ্ঠান যোগ্য মানববৃন্দ স্বভাবতঃ চারি প্রকার অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। তাঁহারা যে অবস্থা অবলম্বন পূর্ব্বক সংসারে অবস্থিত হন তাহা চারি প্রকার। তাহার

নাম আশ্রম। গৃহস্থ, ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস এই চারিটী আশ্রম। যাহারা অকর্ম্ম ও বিকর্ম্ম প্রিয় তাঁহারা অন্ত্যজ বর্ণ ও নিরাশ্রমী। বর্ণ সকল স্বভাব, জন্ম ও ক্রিয়া লক্ষণের দ্বারা নিরূপিত হয়। যেখানে কেবল জন্মের দ্বারা বর্ণ নিরূপণ সেখানে তাৎপর্য্য হানিই এক মাত্র ফল। বিবাহিত অবস্থা, অবিবাহিত অবস্থা ও স্ত্রী সঙ্গ ত্যাগের পর বিরাগের অবস্থা অনুসারে আশ্রম সকল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বিবাহিত অবস্থায় গৃহস্থাশ্রম। অবিবাহিত অবস্থায় ব্রহ্মচারীর আশ্রম। স্ত্রীসঙ্গ বিরক্ত অবস্থায় বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস। সন্ন্যাসই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠাশ্রম। ব্রাহ্মণই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ বর্ণ।

সর্ব্বশাস্ত্র শিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রে এইরূপ সিদ্ধান্তিত হইয়াছে ;—

বর্ণানামাশ্রমানাঞ্চ জন্ম ভূম্যনুসারিণী।
আসন্ প্রকৃতয়ো নৃণাং নীচৈর্নীচোত্তমোত্তমাঃ ॥
শমোদমস্তপঃ শৌচং সন্তোষঃ ক্ষান্তিরার্জ্জবং।
মদ্ভক্তিশ্চ দয়া সত্যং ব্রহ্ম প্রকৃতয়স্ত্বিমাঃ ॥
তেজোবলং ধৃতিঃ শৌর্য্যং তিতিক্ষৌদার্য্যমুদ্যমঃ ॥
স্থৈর্য্যং ব্রহ্মণ্যমৈশ্বর্য্যং ক্ষত্র প্রকৃতয়স্ত্বিমাঃ ॥
আস্তিক্যং দান নিষ্ঠাচ অদম্ভো ব্রহ্ম সেবনং।
অতুষ্টিরর্থোপচয়ে বৈশ্যপ্রকৃতয়স্ত্বিমাঃ ॥
শুশ্রূষণং দ্বিজগবাং দেবানাঞ্চাপ্যমায়য়া।
তত্র লব্ধেন সন্তোষঃ শূদ্র প্রকৃতয়স্ত্বিমাঃ ॥
অশৌচ মনৃতং স্তেয়ং নাস্তিক্যং শুষ্কবিগ্রহঃ।
কামঃ ক্রোধশ্চ তর্ষশ্চ স্বভাবোঽন্ত্যবসায়িনাং ॥
অহিংসা সত্যমস্তেয় মকাম ক্রোধ লোভতা।
ভূত প্রিয় হিতে হাচ ধর্ম্মোয়ং সার্ব্ববর্ণিকঃ ॥

এই বিদ্বৎ সভায় শাস্ত্রবাক্য বলিবামাত্র সকলেই অর্থ অনুভব করিতেছেন, অতএব আমি শ্লোকগুলির অনুবাদ করিতেছি না। আমি কেবল এইমাত্র বলিতেছি যে বর্ণ এবং আশ্রম ব্যবস্থাই বৈধ জীবনের মূল। যে দেশে যত দূর বর্ণাশ্রম ব্যবস্থার অভাব, সে দেশে তত দূরই অধার্ম্মিকতা প্রবল।

এখন বিচার্য্য এই যে কর্ম্ম বিচারে যে নিত্য ও নৈমিত্তিক শব্দ দুইটী ব্যবহার হয় তাহা কি প্রকার। শাস্ত্রের নিগূঢ় তাৎপর্য্য বিচার করিয়া দেখিলে কর্ম্ম সম্বন্ধে ঐ দুইটী শব্দ পারমার্থিক ভাবে ব্যবহার হয় না, কেবল ব্যবহারিক বা ঔপচারিক ভাবে ব্যবহার হয়। নিত্যধর্ম্ম, নিত্যকর্ম্ম, নিত্য-তত্ত্ব, নিত্যসত্য প্রভৃতি শব্দ গুলি কেবল জীবের বিশুদ্ধ চিন্ময় অবস্থা ব্যতীত আর কিছুতেই ব্যবহার হইতে পারে না। তবে যে উপায় বিচারে কর্ম্মকে লক্ষ্য করিয়া নিত্য শব্দ প্রয়োগ করা, সে কেবলে সংসারে নিত্যতত্ত্বের দূর উদ্দেশক বলিয়া উপচার ভাবে কর্ম্মকে নিত্য বলা যায়। কর্ম্ম কখনই নিত্য নয়। কর্ম্ম যখন কর্ম্মযোগ দ্বারা জ্ঞানকে অনুসন্ধান করে এবং জ্ঞান ভক্তিকে উদ্দেশ করে তখনই কর্ম্ম ও জ্ঞান উপচার ভাবে নিত্য বলিয়া অভিহিত হন। ব্রাহ্মণের সন্ধ্যাবন্দনা নিত্য কর্ম্ম বলিলে এই মাত্র বুঝায় যে শারীরিক ভৌতিক ক্রিয়ার মধ্যে ভক্তিকে দূর হইতে উদ্দেশ করিবার যে পন্থা করা হইয়াছে, তাহা নিত্য সাধক বলিয়া নিত্য। বস্তুতঃ নিত্য নয়। ইহার নাম উপচার।

বস্তুতঃ বিচার করিলে জীবের পক্ষে কৃষ্ণপ্রেমই একমাত্র নিত্যকর্ম্ম। ইহার তাত্ত্বিক নাম বিশুদ্ধ চিদনুশীলন। সেই কার্য্য সাধিবার জন্য যে জড়ীয় কার্য্য অবলম্বন করা যায় তাহা নিত্যকর্ম্মের সহায়, অতএব নিত্য বলিয়া যে অভিধান হইয়াছে, তাহাতে দোষ নাই। তাত্ত্বিকভাবে দেখিলে তাহাকে নিত্য না বলিয়া নৈমিত্তিক বলাই ভাল। কর্ম্মব্যাপারে যে নিত্য নৈমিত্তিক বিভাগ তাহা ব্যবহারিক মাত্র, তাত্ত্বিক নয়।

বস্তু বিচার করিলে শুদ্ধ চিদনুশীলনই কেবল জীবের নিত্যধর্ম্ম হয়। আর যত প্রকার ধর্ম্ম সকলই নৈমিত্তিক। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম, অষ্টাঙ্গযোগ, সাংখ্যজ্ঞান ও তপস্যা সমুদায়ই নৈমিত্তিক। জীব যদি বদ্ধ না হইত তবে ঐ সকল ধর্ম্মের আবশ্যকতা থাকিত না। জীব বদ্ধ হওয়ায় মায়ামুগ্ধ অবস্থাই এক নিমিত্ত। সেই নিমিত্তজনিত ঐ সকল ধর্ম্ম, ধর্ম্ম হইয়াছে, অতএব তাত্ত্বিক বিচারে সমস্তই নৈমিত্তিক ধর্ম্ম।

ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব, সন্ধ্যাবন্দনাদি কর্ম্ম ও তাঁহার কর্ম্মত্যাগপূর্ব্বক সন্ন্যাস গ্রহণ এ সমস্তই নৈমিত্তিক ধর্ম্ম। এই সমস্ত কর্ম্ম ধর্ম্মশাস্ত্রে প্রশস্ত ও অধি-কার ভেদে নিতান্ত উপাদেয়। তথাপি নিত্যকর্ম্মের নিকট ইহার কোন সম্মান নাই, যথা ;—

বিপ্রাদ্দ্বিষড় গুণযুতাদরবিন্দনাভ
পাদারবিন্দ বিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠং ॥
মন্যে তদর্পিত মনো বচনে হিতার্থ
প্রাণং পুণাতি স্বকুলং নতুভূরি মানঃ ॥

সত্য, দম, তপ, অমাৎসর্য্য, তিতিক্ষা, অনসূয়া, যজ্ঞ, দান, ধৃতি, বেদ-শ্রবণ ও ব্রত এই দ্বাদশটী ব্রাহ্মণধর্ম্ম। এবম্ভূত দ্বাদশগুণবিশিষ্ট ব্রাহ্মণ জগতে পূজনীয় বটে, কিন্তু যদি ঐ সকল গুণ যুক্ত হইয়াও কৃষ্ণভক্তি শূন্য হন তবে সেই ব্রাহ্মণ অপেক্ষা ভক্ত চণ্ডালও শ্রেষ্ঠ। তাৎপর্য্য এই যে চণ্ডাল বংশে জন্ম লাভ করিয়া সাধুসঙ্গরূপ সংস্কার দ্বারা যিনি জীবের নিত্যধর্ম্মরূপ চিদনুশীলনে প্রবৃত্ত তিনি ব্রাহ্মণ বংশে জাত শুদ্ধ চিদনুশীলনরূপ নিত্যধর্ম্ম অনুশীলনে বিরত নৈমিত্তিক ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ।

জগতে মানব দুই প্রকার অর্থাৎ উদিত-বিবেক ও অনুদিত-বিবেক। অনুদিত-বিবেক মানবই প্রায় সংসারকে পরিপূর্ণ করিয়া আছেন। উদিত-বিবেক বিরল। অনুদিত-বিবেক নরগণের পক্ষে ব্রাহ্মণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং তদ্বর্ণোচিত সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্য কর্ম্ম সকল ব্যাপারের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। উদিত-বিবেক ব্যক্তিদিগের নামান্তর "বৈষ্ণব"। বৈষ্ণবদিগের ব্যবহার ও অনুদিত-বিবেক ব্যক্তিগণের ব্যবহার অবশ্য পৃথক্ হইবে। পৃথক্ হইলেও বৈষ্ণব ব্যবহার, অনুদিত-বিবেক পুরুষদিগের শাসন জন্য নির্ম্মিত স্মার্ত্ত বিধানের তাৎপর্য্য বিরুদ্ধ নয়। শাস্ত্র তাৎপর্য্য সর্ব্বত্রই এক। অনুদিত-বিবেক পুরুষেরা শাস্ত্রের স্থূল বাক্যের এক দেশে আবদ্ধ থাকিতে বাধ্য আছেন। উদিত বিবেক পুরুষেরা শাস্ত্রের তাৎপর্য্যকে বন্ধু ভাবে গ্রহণ করেন। ক্রিয়া ভেদেও তাৎপর্য্য ভেদ নাই। অনধিকারীর চক্ষে উদিত-বিবেক পুরুষদিগের ব্যব-হার সাধারণ ব্যবহারের বিরুদ্ধ বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু বস্তুতঃ পৃথক্ ব্যব-হারেরও মূল তাৎপর্য্য এক।

উদিত-বিবেক পুরুষদিগের চক্ষে সাধারণের জন্য নৈমিত্তিক ধর্ম্ম নিতান্ত উপদেশ যোগ্য, কিন্তু নৈমিত্তিক ধর্ম্ম বস্তুতঃ অসম্পূর্ণ, হেয় মিশ্র ও অচিরস্থায়ী।

নৈমিত্তিক ধর্ম্মে সাক্ষাৎ চিদনুশীলন নাই। চিদনুশীলনের অনুগত করিয়া জড়ানুশীলনকে গ্রহণ করায়, তাহা কেবল চিদনুশীলনরূপ উপেয় প্রাপ্তির উপায় হইয়া থাকে। উপায় উপেয়কে দিয়া নিরস্ত হয়। অতএব উপায় কখন

সম্পূর্ণ নয়। উপেয় বস্তুর খণ্ডাবস্থা মাত্র। অতএব নৈমিত্তিক ধর্ম্ম কখনই সম্পূর্ণ নয়। উদাহরণ স্থল এই যে ব্রাহ্মণের সন্ধ্যা বন্দনা তাঁহার অন্যান্য কর্ম্মের ন্যায় ক্ষণিক ও বিধিসাধ্য। সহজ প্রবৃত্তি হইতে ঐ সকল কার্য্য হয় না। পরে বহুদিন বৈধব্যাপারে থাকিতে থাকিতে যখন সাধুসঙ্গ সংস্কার দ্বারা চিদনুশীলনরূপ হরিনামে রুচি হয়, তখন কর্ম্মাকারে আর সন্ধ্যা বন্দনাদি থাকে না। হরিনাম সম্পূর্ণ চিদনুশীলন। সন্ধ্যা বন্দনাদি কেবল উক্ত প্রধান কার্য্যের উপায় মাত্র। ইহা কখন সম্পূর্ণ তত্ত্ব হয় না।

নৈমিত্তিক ধর্ম্ম সদুদ্দেশক বলিয়া আদৃত হইলেও উহা হেয় মিশ্র। চিত্তত্ত্বই উপাদেয়। জড় ও জড়সঙ্গই জীবের পক্ষে হেয়। নৈমিত্তিক ধর্ম্মে অধিক জড়ত্ব আছে। আবার তাহাতে এত অবান্তর ফল আছে যে জীব সেই সকল ক্ষুদ্র ফলে না পড়িয়া থাকিতে পারে না। যথা ব্রাহ্মণের ঈশোপাসনা ভাল বটে, কিন্তু আমি ব্রাহ্মণ অন্য জীব আমা অপেক্ষা হীন এইরূপ মিথ্যা অহঙ্কার ব্রাহ্মণের উপাসনাকে হেয় ফল জনক করিয়া তুলে। অষ্টাঙ্গ যোগাদিতে বিভুতি নামক একটী অপকৃষ্ট ফল জীবের পক্ষে অত্যন্ত অমঙ্গল জনক। ভুক্তি মুক্তি এই দুইটী নৈমিত্তিক ধর্ম্মের অনিবার্য্য সহচরী। ইহাদের হাত হইতে বাঁচিতে পারিলে তবে মূল উদ্দেশ যে চিদনুশীলন তাহা হইতে পারে। অতএব নৈমিত্তিক ধর্ম্মে জীবের পক্ষে হেয় ভাগ অধিক।

নৈমিত্তিক ধর্ম্ম অচিরস্থায়ী। নৈমিত্তিক ধর্ম্ম জীবের সর্ব্বাবস্থায় সর্ব্বকালে থাকে না। যথা ব্রাহ্মণের ব্রহ্মধর্ম্ম ক্ষত্রিয়ের ক্ষাত্রধর্ম্ম ইত্যাদি নৈমিত্তিক ধর্ম্ম, নিমিত্ত শেষ হইলেই বিগত হয়। এক ব্যক্তি ব্রাহ্মণ জন্মের পর চণ্ডাল জন্ম লাভ করিলেন তখন তাঁহার ব্রাহ্মণ বর্ণগত নৈমিত্তিক ধর্ম্ম আর স্বধর্ম্ম নয়। স্বধর্ম্ম শব্দটীও এস্থলে ঔপচারিক। জন্মে জন্মে জীবের স্বধর্ম্ম পরিবর্ত্তন হয় কিন্তু কোন জন্মেই জীবের নিত্যধর্ম্ম পরিবর্ত্তন হয় না। নিত্যধর্ম্মই বস্তুতঃ জীবের স্বধর্ম্ম। নৈমিত্তিক ধর্ম্ম অচিরস্থায়ী।

তবে যদি বলেন বৈষ্ণবধর্ম্ম কি ? এই ধর্ম্ম জীবের নিত্য ধর্ম্ম। বৈষ্ণব জীব জড়মুক্ত অবস্থায় বিশুদ্ধ চিদাকারে কৃষ্ণ প্রেমের অনুশীলন করেন। এবং জড় বদ্ধ অবস্থায় উদিত-বিবেক হইয়া জড় ও জড়সম্বন্ধের মধ্যে চিদনুশীলনের সমস্ত অনুকূলবিষয় আদরপূর্ব্বক গ্রহণ করেন এবং প্রতিকূল সমস্তই বর্জ্জন করেন। শাস্ত্রের বিধি নিষেধের বশীভূত হইয়া কার্য্য করেন না। যে বিধি যখন হরি ভজনের অনুকূল তখনই তাহাকে আদর করেন। যখন প্রতিকূল তখনই

তাহাকে অনাদর করেন। নিষেধ সম্বন্ধেও বৈষ্ণবের ব্যবহার তদ্রূপ। বৈষ্ণবই জগতের সার পদার্থ। বৈষ্ণবই জগতের বন্ধু। বৈষ্ণবই জগতের মঙ্গল। আজ এই বৈষ্ণবসভায় আমি বিনীতভাবে আপনার বক্তব্য সকল বলিলাম। তাঁহারা আমার সমস্ত দোষ মার্জ্জন করুন।

এই বলিয়া বৈষ্ণবদাস যখন সাষ্টাঙ্গে বৈষ্ণব সভাকে প্রণাম করিয়া এক-পার্শ্বে বসিলেন, তখন বৈষ্ণবদিগের নয়নবারি প্রবলরূপে বহিতে লাগিল। সকলেই একবাক্যে ধন্য ধন্য বলিয়া উঠিলেন। গোদ্রুমের কুঞ্জ সকল চতুর্দ্দিক হইতে ধন্য ধন্য বলিয়া উত্তর দিল।

জিজ্ঞাসু গায়ক ব্রাহ্মণটী বিচারের অনেক স্থলে নিগূঢ় সত্য দেখিতে পাইলেন। আবার কোন কোন স্থলে কিছু কিছু সন্দেহের বিষয়ও উপস্থিত হইল। যাহা হউক তাঁহার মনে বৈষ্ণবধর্ম্মের শ্রদ্ধাবীজ একটু গাঢ় হইয়া উঠিল। তিনি করযোড়পূর্ব্বক বলিলেন মহোদয়গণ! আমি বৈষ্ণব নই, কিন্তু হরিনাম শুনিতে শুনিতে বৈষ্ণবপ্রায় হইয়াছি। আপনারা কৃপা করিয়া যদি আমাকে কিছু কিছু শিক্ষা দেন, তাহা হইলে আমার অনেকগুলি সন্দেহ দূর হয়।

শ্রীপ্রেমদাস পরমহংস বাবাজী মহাশয় কৃপা করিয়া বলিলেন, আপনি সময়ে সময়ে শ্রীমান্ বৈষ্ণবদাসের সঙ্গ করিবেন। ইনি সর্ব্বশাস্ত্রে পণ্ডিত। বেদান্তশাস্ত্র গাঢ়রূপে পাঠ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া বারাণসীতে ছিলেন। আমাদের প্রাণপতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অসীম কৃপা প্রকাশ করিয়া ইহাঁকে এই শ্রীনবদ্বীপে আকর্ষণ করিয়াছেন। এখন ইনি বৈষ্ণবতত্ত্বে সম্পূর্ণ বিজ্ঞ। শ্রীহরিনামে ইহাঁর গাঢ় প্রীতি জন্মিয়াছে।

জিজ্ঞাসু মহাশয়ের নাম শ্রীকালীদাস লাহিড়ী। তিনি বাবাজী মহাশয়ের ঐ বাক্য শ্রবণ করিয়া বৈষ্ণবদাসকে মনে মনে গুরু করিয়া বরণ করিলেন। তাঁহার মনে এই হইল যে, এ ব্যক্তির ব্রাহ্মণকুলে জন্ম এবং ইনি সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং ব্রাহ্মণকে উপদেশ করিবার যোগ্য। আবার বৈষ্ণব তত্ত্বে ইহাঁর বিশেষ প্রবেশ দেখিতেছি, তাহাতে বৈষ্ণবধর্ম্মের অনেক কথাই ইহার নিকট জানা যাইবে। এই মনে করিয়া লাহিড়ী মহাশয় বৈষ্ণবদাসের চরণে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া বলিলেন, মহোদয় আপনি আমাকে কৃপা করিবেন। বৈষ্ণবদাস তাঁহাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া উত্তর দিলেন আপনি আমাকে কৃপা করিলেই আমি চরিতার্থ হই।

সে দিবস সন্ধ্যাকাল প্রায় উপস্থিত হইল। তখন সকলে নিজ নিজ স্থানে গমন করিলেন। বৈষ্ণবদাস শ্রীপ্রদ্যুম্ন কুঞ্জেই রহিলেন। লাহিড়ী মহাশয় নিজ স্থানে গমন করিলেন।

লাহিড়ী মহাশয়ের স্থানটী পল্লির মধ্যে একটী গোপনীয় স্থান। সেটীও একটী কুঞ্জ। মধ্যস্থলে মাধবীমণ্ডপ ও বৃন্দাদেবীর মঞ্চ। দুই দিকে দুই-খানি ঘর। উঠানটী চিতের বেড়ায় বেষ্টিত। বেলগাছ, নিমগাছ ও আর কএকটী ফল ও ফুলের গাছ তথায় শোভা পায়। সেই কুঞ্জের অধিকারী মাধবদাস বাবাজী। বাবাজীটী প্রথমে ভালই ছিলেন, কিন্তু সঙ্গদোষে তাঁহার বৈষ্ণবতার বিশেষ হানি হইয়াছে। যোষিৎসঙ্গদোষে দুষ্ট হইয়া ভজনাদি খর্ব্ব হইয়া পড়িয়াছে। অর্থাভাব বশতঃ নিজের ব্যয় ভালরূপ চলে না। তিনি অনেক স্থান হইতে ভিক্ষা করেন এবং একখানি গৃহ ভাড়া দেন। সেই গৃহখানিতে লাহিড়ী মহাশয় বাসা করিয়াছেন।

অর্দ্ধরাত্রে লাহিড়ি মহাশয়ের নিদ্রা ভাঙ্গিয়াছে। তিনি বৈষ্ণবদাস বাবা-জীর বক্তৃতার সারার্থ মনে মনে বিচার করিতেছিলেন। প্রাঙ্গনে এই সময়ে একটী শব্দ হইল। বাহির হইয়া দেখেন, মাধবদাস বাবাজী একটী স্ত্রীলো-কের সহিত প্রাঙ্গনে দাঁড়াইয়া কথোপকথন করিতেছেন। তাঁহাকে দেখিবা-মাত্র স্ত্রীলোকটী অদর্শন হইল। লাহিড়ী মহাশয়ের নিকটে লজ্জিত হইয়া মাধবদাস নিস্তব্ধভাবে দাঁড়াইলেন।

লাহিড়ী মহাশয় কহিলেন, বাবাজী এ কি ব্যাপার ?

মাধবদাস সজলনয়নে কহিলেন আমার মাথা ! আর কি বলিব। হায় ! আমি কি ছিলাম আবার কি হইলাম ! পরমহংস বাবাজী মহাশয় আমাকে কত শ্রদ্ধা করিতেন। এখন তাঁহার নিকট যাইতে আমার লজ্জা হয়।

লাহিড়ী মহাশয় কহিলেন কথাটা স্পষ্ট করিয়া বলিলে আমরা বুঝিতে পারি।

মাধব দাস বলিলেন, যে স্ত্রীলোকটীকে দেখিলেন উনি আমার পূর্ব্বাশ্রমে বিবাহিত পত্নী ছিলেন। আমি ভেকগ্রহণ করিলে উনি কিছু দিন পরে শ্রীপাট শান্তিপুরে আসিয়া গঙ্গাতীরে একখানি কুটীর বাঁধিয়া বাস করিলেন। এইরূপ অনেক দিন গেল। আমি শ্রীপাট শান্তিপুরে গিয়া গঙ্গাতীরে তাঁহাকে দেখিয়া কহিলাম, তুমি কেন গৃহ ত্যাগ করিলে ? উনি আমাকে বুঝাইলেন যে সংসার আর ভাল লাগে না। আপনার চরণ সেবা হইতে

বঞ্চিত হইয়া আমি তীর্থবাস করিতেছি। ভিক্ষা শিক্ষা করিয়া খাইব। আমি তাহাতে আর কিছু না বলিয়া শ্রীগোক্রমে আসিলাম। উনি ক্রমে ক্রমে গোক্রমে আসিয়া একটী সদ্গোপের বাটীতে রহিলেন। প্রত্যহই কোন স্থানে না কোন স্থানে উহাঁর সহিত দেখা হয়। আমি যত উহাঁর হাত ছাড়াইতে ইচ্ছা করি, উনি ততই ঘনিষ্ঠতা করিতে লাগিলেন। উনি এখন একটী আশ্রম করিয়াছেন। অধিক রাত্রে আসিয়া আমার সর্ব্বনাশ করিবার যত্ন করেন। আমার অযশ সর্ব্বত্র ঘোষণা হইতেছে। উহাঁর সঙ্গে আমার ভজনাদি অত্যন্ত খর্ব্ব হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদাসদিগের মধ্যে আমি কুলাঙ্গার। ছোট হরিদাসের দণ্ড হওয়ার পর, আমিই এক দণ্ডযোগ্য ব্যক্তি হইয়া উঠিয়াছি। শ্রীগোক্রমস্থ বাবাজীগণ কৃপা করিয়া আজও আমাকে দণ্ড করেন নাই, কিন্তু আর শ্রদ্ধা করেন না।

লাহিড়ী মহাশয় ঐ কথা শ্রবণ করিয়া কহিলেন, মাধবদাস বাবাজী! আপনি এখন হইতে সাবধান হউন। এই কথা বলিয়া তিনি গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। বাবাজীও নিজ গদিতে বসিলেন।

লাহিড়ী মহাশয়ের নিদ্রা হইল না। মনে মনে করিলেন, মাধবদাস বাবাজীত বান্তাশী হইয়া অধঃপথে গেলেন। আমার এখানে থাকা উচিত হয় না, কেন না সঙ্গদোষ না হইলেও বিশেষ নিন্দা হইবে। শুদ্ধ বৈষ্ণবগণ শ্রদ্ধা সহকারে আর আমাকে শিক্ষা দিবেন না।

প্রাতঃকালেই তিনি প্রদ্যুম্নকুঞ্জে আসিয়া শ্রীবৈষ্ণবদাসকে যথাবিধি অভি-বাদন পুরঃসর ঐ কুঞ্জে থাকিবার জন্য একটু স্থান চাহিলেন। বৈষ্ণবদাস পরমহংস বাবাজী মহাশয়কে সে কথা জানাইলে তিনি কুঞ্জের একপার্শ্বে একটী কুটীরে তাঁহাকে রাখিবার আদেশ করিলেন। তদবধি লাহিড়ী মহা-শয় ঐ কুটীরে থাকেন ও নিকটস্থ কোন ব্রাহ্মণ বাটীতে প্রসাদ পাইবার ব্যবস্থা করিলেন।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

শরণাগতি।

[পূর্ব্ব প্রকাশিত ৩৫ পৃষ্ঠার পর]

(২০)

তুমি সর্ব্বেশ্বরেশ্বর ব্রজেন্দ্রকুমার।
তোমার ইচ্ছায় বিশ্বে সৃজন সংহার॥ ১॥
তব ইচ্ছামত ব্রহ্মা করেন সৃজন।
তব ইচ্ছামত বিষ্ণু করেন পালন॥ ২॥
তব ইচ্ছামতে শিব করেন সংহার।
তব ইচ্ছামতে মায়া সৃজে কারাগার॥ ৩॥
তব ইচ্ছামতে জীবের জনম মরণ।
সমৃদ্ধি নিপাত দুঃখ সুখ সংঘটন॥ ৪॥
মিছে মায়াবদ্ধ জীব আশা পাশে ফিরে।
তব ইচ্ছা বিনা কিছু করিতে না পারে॥ ৫॥
তুমিত রক্ষক আর পালক আমার।
তোমার চরণ বিনা আশা নাহি আর॥ ৬॥
নিজ বল চেষ্টা প্রতি ভরসা ছাড়িয়া।
তোমার ইচ্ছায় আছি নির্ভর করিয়া॥ ৭॥
ভকতিবিনোদ অতি দীন অকিঞ্চন।
তোমার ইচ্ছায় তার জীবন মরণ॥ ৮॥

চতুর্থত তুমি আমাকে অবশ্য রক্ষা করিবে বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস।

(২১)

এখন বুঝিনু প্রভু তোমার চরণ।
অশোক অভয়ামৃত পূর্ণ সর্ব্বক্ষণ॥ ১॥
সকল ছাড়িয়া তুয়া চরণকমলে।
পড়িয়াছি আমি নাথ তব পদতলে॥ ২॥

তব পাদপদ্মনাথ রক্ষিবে আমারে।
আর রক্ষাকর্ত্তা নাহি এ ভব সংসারে ॥ ৩ ॥
আমি তব নিত্যদাস জানিনু এবার।
আমার পালন ভার এখন তোমার ॥ ৪ ॥
বড় দুঃখ পাইয়াছি স্বতন্ত্র জীবনে।
সব দুঃখ দূরে গেল ও পদ বরণে ॥ ৫ ॥
যে পদ লাগিয়া রমা তপস্যা করিল।
যে পদ পাইয়া শিব শিবত্ব লভিল ॥ ৬ ॥
সে পদ লভিয়া ব্রহ্মা কৃতার্থ হইল।
সে পদ নারদমুনি হৃদয়ে ধরিল ॥ ৭ ॥
সেই সে অভয়পদ শিরেতে ধরিয়া।
পরম আনন্দে নাচি পদগুণ গাইয়া ॥ ৮ ॥
সংসার বিপদ হতে অবশ্য উদ্ধার।
ভকতিবিনোদ পদ করিবে তোমার ॥ ৯ ॥

(২২)

তুমিত মারিবে যারে, কে তারে রাখিতে পারে,
তব ইচ্ছাবশ ত্রিভুবন।
ব্রহ্মা আদি দেবগণ, তব দাস অগণন,
করে তব আজ্ঞার পালন ॥ ১ ॥
তব ইচ্ছা মতে যত, গ্রহগণ অবিরত,
শুভাশুভ ফল করে দান।
রোগ শোক মৃতি ভয়, তব ইচ্ছামতে হয়,
তব আজ্ঞা সদা বলবান ॥ ২ ॥
তব ভয়ে বায়ু বয়, চন্দ্র সূর্য্য সমুদায়,
স্ব স্ব নিয়মিত কার্য্য করে।
তুমিত পরমেশ্বর, পর ব্রহ্ম পরাৎপর,
তব বাস ভকত অন্তরে ॥ ৩ ॥
সদা শুদ্ধ সিদ্ধ কাম, ভকত বৎসল নাম,
ভকতজনের নিত্য স্বামী।

তুমিত রাখিবে যারে, কে তারে মারিতে পারে,
সকল বিধির বিধি তুমি ॥ ৪ ॥
তোমার চরণে নাথ, করিয়াছে প্রণিপাত,
ভকতিবিনোদ তব দাস।
বিপদ হইতে স্বামী, অবশ্য তাহারে তুমি,
রক্ষিবে তাহার এ বিশ্বাস ॥ ৫ ॥

[ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

তত্ত্ববিবেক

বা শ্রীসচ্চিদানন্দানুভূতিঃ।

[পূর্ব্ব প্রকাশিত ৩৭ পৃষ্ঠার পর]

জন্মতোজীব সদ্ভাবো মরণান্তে ন জন্মবৈ।
যৎকৃতং সংসৃতৌ তেন জীবস্য চরমং ফলং ॥ ২৬ ॥

এই মত বাদ মিশ্রধর্ম্মে আস্তা করিতে গেলে কএকটী অযুক্ত কথা বিশ্বাস করিতে হয়। জন্ম হইতে মরণ পর্য্যন্তই জীব তত্ত্ব। জন্মের পূর্ব্বে জীব ছিল না এবং মরণান্তেও আর জীবের কর্ম্মক্ষেত্রে অবস্থিতি নাই। আবার জীব বলিলে মানব বই আর কেহ লক্ষিত হয় না। এই বিশ্বাসটী নিতান্ত সংকীর্ণ প্রজ্ঞার পরিচয়। জীব একটী চিন্ময় তত্ত্ব হন না। জড়েই ঘটনা ক্রমে বা ঈশ্বর ইচ্ছা-ক্রমে তাহার সৃষ্টি কল্পনা করিতে হয়। কেনই বা অসমান অবস্থায় জীবের উদয় হয় তাহাও বলা যায় না। কোন ব্যক্তি দুঃখীর ঘরে, কেহ সুখীর ঘরে, কোন ব্যক্তি ভক্তের ঘরে কেহ বা অসুর প্রায় অভক্তের ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়া জন্ম সুবিধাক্রমে সৎ ও জন্ম অসুবিধা ক্রমে অসৎ হইতে কেন বাধ্য হন বলা যায় না। ইহাতে ঈশ্বরকে অবিবেচক বলিতে হয়।

আবার পশুগণ জীবমধ্যে কেনই যে পরিগণিত না হন তাহাও বলা যায় না। পশু পক্ষী যে মানবের আদ্য বস্তু হইবে ইহাই বা কেন? এক জন্মে মানব যাহা করিলেন তদ্দ্বারাই যে তাঁহার চিরস্বর্গ বা চিরনরক হইবে এ বিশ্বাসও দয়াময় ঈশ্বরানুগত লোকের পক্ষে নিতান্ত অগ্রাহ্য ॥ ২৬ ॥

অত্র স্থিতস্য জীবস্য কর্ম্মজ্ঞানানুশীলনাৎ।
বিশ্বোন্নতি বিধানেন কর্ত্তব্যমীশতোষণম্ ॥ ২৭ ॥

যে সম্প্রদায় এই মতে স্থিত হন তাঁহারা ঈশ্বরের নিঃস্বার্থ ভজন করিতে পারেন না। তাঁহাদের সাধারণ মত এই হয় যে কর্ম্ম ও জ্ঞানের অনুশীলন পূর্ব্বক বিশ্বোন্নতি চেষ্টা দ্বারা কর্ত্তব্য বোধে ঈশ্বরকে পরিতুষ্ট করিতে হয়। চিকিৎসালয় বিদ্যালয় ও ইষ্টাপূর্ত্ত ক্রিয়া দ্বারা জগতের মঙ্গল বিধান করিলে পরমেশ্বর সন্তুষ্ট হন। কর্ম্মচর্চ্চা ও জ্ঞানচর্চ্চাই তাঁহাদের মধ্যে প্রবল, কিন্তু কর্ম্ম জ্ঞান চেষ্টা রহিত শুদ্ধাভক্তি তাঁহারা কখনই জানিতে পারেন না। কর্ত্তব্য জ্ঞানে ঈশ্বরভজন কখনই নিঃস্বার্থ বা স্বাভাবিক হয় না। ঈশ্বর আমাদিগকে দয়া করিয়াছেন। অতএব আমরা তাঁহার ভজন করিব, এই বুদ্ধি নিকৃষ্ট কেননা ইহার প্রকারান্তর এই হয় যে ঈশ্বর যদি দয়া না করিতেন আমি তাঁহাকে ভজিতাম না। ভাবী দয়া করিবেন এরূপ দুষ্ট আশাও থাকে। দয়া এস্থলে যদি ভক্তি বৃত্তি দান হয়, তাহা হইলে দোষ হয় না। এধর্ম্মে সে কথা দেখা যায় না। দয়া এখানে জীবন যাত্রায় যে সুবিধা ও সুখদান তাহাই লক্ষ্য করে ॥ ২৭ ॥

[ক্রমশঃ।

বৈষ্ণব নিন্দা।

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪০ পৃষ্ঠার পর]

বৈষ্ণব স্বভাবতঃ সর্ব্বগুণ সম্পন্ন ও সর্ব্বদোষ বিবর্জ্জিত। চরিতামৃতে ;—

সর্ব্ব মহাগুণগণ বৈষ্ণব শরীরে।
কৃষ্ণ ভক্তে কৃষ্ণের গুণ সকল সঞ্চারে ॥
বিধি ধর্ম্ম ছাড়ি ভজে কৃষ্ণের চরণ।
নিষিদ্ধ পাপাচারে তার কভু নহে মন ॥
অজ্ঞানেও হয় যদি পাপ উপস্থিত।
কৃষ্ণ তারে শুদ্ধ করেন, না করি প্রায়শ্চিত্ত ॥
অহিংসা নিয়মাদি বুলে কৃষ্ণ সঙ্গ।
অসৎসঙ্গ ত্যাগ এই বৈষ্ণব আচার।
স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর ॥

যেদিন হইতে এক কৃষ্ণ নাম জিহ্বায় উদয় হয় সেই দিন হইতে আর জীবের পাপে রুচি থাকে না। পাপে রুচি হওয়া দূরে থাকুক পুণ্যেতেও

রুচি থাকে না। বৈষ্ণব, বৈষ্ণবতর ও বৈষ্ণবতম সকলেই নিরঞ্জন, নির্ম্মল ও নিষ্পাপ। যদি পাপের আদর দেখা যায়, তবে তাহাকে বৈষ্ণব মধ্যে পরিগণিত করা যায় না। কনিষ্ঠ বৈষ্ণবেরও পাপ ও পুণ্যে রুচি থাকে না। যিনি শুদ্ধ বৈষ্ণব হইয়াছেন, তাঁহার দোষ নাই। অতএব নিন্দাও নাই। যিনি তাঁহার নিন্দা করিবেন তিনি বৈষ্ণবের মিথ্যা অপবাদ আরোপ করিবেন। বৈষ্ণবের তিন প্রকার কথা লইয়া দুষ্টলোকে বিদ্বেষ পূর্ব্বক আলোচনা করিতে পারে। শুদ্ধ ভক্তি উদয় হইবার পূর্ব্বে সেই ব্যক্তির যে সকল দোষ ছিল তাহা একপ্রকার দুষ্ট লোকের আলোচ্য হয়। ভক্তি উদয় হইলে দোষ সমূহ শীঘ্র বিনষ্ট হয়। বিনষ্ট হইতে হইতে যে কিছুকাল অতিবাহিত হয়, সেই সময়ে তাহার অবশিষ্ট দোষের বিষয়ে দুষ্ট লোকে আলোচনা করিয়া থাকে। দুষ্ট লোকের তৃতীয় আলোচ্য বিষয় এই যে বিশুদ্ধ বৈষ্ণবের দোষে স্পৃহা না থাকিলেও কখন দৈবাৎ কোন নিষিদ্ধাচার উপস্থিত হয়। সেই দোষ বৈষ্ণবে কখনই স্থায়ী হয় না। তথাপি দুষ্ট লোকে ঐ দোষের আলোচনা করিয়া বৈষ্ণব নিন্দার দোষে পতিত হয়। অতএব নামতত্ত্বরত্নমালায় এরূপ কারিকা দৃষ্ট হয়;—

প্রাগ্‌ভক্তেরুদয়াদ্দোষঃ ক্ষয়াবশিষ্ট এবচ।
দৈবোৎপন্নশ্চ ভক্তানাং নৈবালোচ্যঃ কদাচন॥
সদুদ্দেশ্যমৃতে যস্তু মৃষাপবাদমেবচ।
দোষানালোচয়ত্যেব স সাধুনিন্দকোঽধমঃ॥

হে পাঠকবর্গ! বৈষ্ণবের ভক্তি উদয়ের পূর্ব্বে যে সমস্ত দোষ ছিল তাহা সদুদ্দেশ্য ব্যতীত কথনই আলোচনা করিবেন না। পূর্ব্ব দোষের ক্ষয়াবশিষ্ট দোষ লইয়া বৈষ্ণবকে নিন্দা করিবেন না যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ্গীতায় কহিয়াছেন;—

অপিচেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব সমন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ॥
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি নমে ভক্তঃ প্রণশ্যতি॥

[ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

শ্রাবণ ১৩০০। জুলাই ১৮৯৩। শ্রীশ্রীগৌরাদ্রুমচন্দ্রাব্দাঃ ৪০৮।

সজ্জনতোষণী।

পরমার্থ সাধক সমস্ত বিষয় সমালোচনী মাসিক পত্রিকা।

৫ম খণ্ড। ৪র্থ সংখ্যা।

শ্রীকেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ
সম্পাদক।

অশেষ-ক্লেশ-বিশ্লেষি-পরেশাবেশ-সাধিনী।
জীয়াদেষা পরাপত্রী সর্ব্ব-সজ্জনতোষণী॥

বিষয় বিবরণ।

কার্য্যাধ্যক্ষ
শ্রীরাধিকাপ্রসাদ দত্ত।
(ভক্তিভবন, ১৮১ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট,—রামবাগান)

কলিকাতা;
১৩৩ নং মস্‌জিদ্‌বাড়ী ষ্ট্রীট "হরি যন্ত্রে"
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।

ভক্তিগ্রন্থ নিচয়।

নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি সজ্জনতোষণীর কার্য্যাধ্যক্ষ মহাশয়ের নিকট প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীশ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ;—মূল্য ৸৹ ডাঃ ৵৹ ভিপিতে ১৲

২। শ্রীশ্রীবিষ্ণু সহস্র নাম ;—মূল, ভাষ্য ও অনুবাদ, মূল্য ॥৹ ডাঃ ⁄১৹

৩। শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয় ;—মূল্য ॥৹ ডাঃ মাঃ ⁄১৹ ভিপিতে ৸৹

৪। সজ্জনতোষণী (২য় খণ্ড) মূল্য ১৲ ; ডাঃ ৵৹ ভিঃ পিঃ ১।৹

৫। সজ্জনতোষণী (৪র্থ খণ্ড একত্রে বাঁধাই) মূল্য ১।৹ ডাঃ মাঃ ৶৹

৬। প্রেমপ্রদীপ ;—মূল্য ।৹ ডাঃ মাঃ ৻১৹

৭। শিক্ষাষ্টকমনঃশিক্ষা ও ভাবাবলী ; মূল্য ।৹ ডাঃ ৻১৹

৮। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (১১ পর্য্যন্ত) ডাক ব্যয়াদি ৵৹

৯। শ্রীশ্রীচৈতন্যোপনিষদ, মূল, ভাষ্য ও অনুবাদ মূল্য ৻১৹

১০। বৈষ্ণবসিদ্ধান্তমালা ;—

(ক) ৩য় গুটী নাম … ৻৫ ডাঃ ৻১৹

(খ) ৪র্থ " নামতত্ত্বশিক্ষাষ্টক … ৻৫ ডাঃ ৻১৹

(গ) ৫ম " নামমহিমা … ৻৫ ডাঃ ৻১৹

(ঘ) ৬ষ্ঠ " নামপ্রচার … ৻৫ ডাঃ ৻১৹

১১। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গলীলা মূল্য ।৵৹ ডাঃ ৻১৹

১২। গীতসিন্ধু মূল্য ।৵৹ ডাঃ ৻১৹

১৩। বার্ত্তাবলী মূল্য ৵৹ ডাঃ মাঃ ৻১৹

১৪। শ্রীশ্রীবংশীশিক্ষা (শ্রীশ্রীরসোরাজোপাসনা) শ্রীশ্রীমচ্চৈতন্যদেবের অন্তরের উপদেশপূর্ণ নিগুঢ়তত্ত্বাত্মক। মূল্য ১৲ ডাঃ ৵৹ ভিঃ পিঃ ১।৹

শ্রীশ্রীগোদ্রুমচন্দ্রায় নমঃ।

সজ্জনতোষণী।

জৈব-ধর্ম্ম।

চতুর্থ অধ্যায়।

নিত্যধর্ম্মের নামান্তর বৈষ্ণবধর্ম্ম।

লাহিড়ী মহাশয়ের কুটীর ও শ্রীবৈষ্ণবদাসের কুটীর পরস্পর পার্শ্ববর্ত্তী। নিকটে কএকটী আম্র ও কাঁঠাল বৃক্ষ। চতুর্দ্দিকে ছোট ছোট পূগ বৃক্ষে সুশোভিত। অঙ্গনে একটী প্রশস্ত চক্রাকার চবুতরা। যেকালে শ্রীপ্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী ঐ কুঞ্জে বাস করিতেন, সেই সময় হইতে ঐ চবুতরাটী আছে। অনেক দিন হইতে বৈষ্ণবগণ ঐ চবুতরাকে সুরভি চবুতরা বলিয়া প্রদক্ষিণ করিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া থাকেন।

সন্ধ্যার পর শ্রীবৈষ্ণবদাস নিজ কুটীরে একটী পত্রাসনের উপর উপবিষ্ট হইয়া হরিনাম করিতেছেন। কৃষ্ণপক্ষ রাত্র ক্রমশঃ অধিক অন্ধকার হইয়া উঠিল। লাহিড়ী মহাশয়ের কুটীরে একটী প্রদীপ মিট মিট করিয়া জ্বলিতেছে। তাঁহার দ্বারের নিকটে একটী সর্পের আকৃতি দেখা গেল। লাহিড়ী মহাশয় তৎক্ষণাৎ একটী লগুড় লইয়া ঐ সর্পটী মারিবার উদ্যোগে আলোটীকে প্রদীপ্ত করিলেন। আলোক লইয়া বাহিরে আসিতে আসিতে সর্পটী অদর্শন হইল। লাহিড়ী মহাশয় শ্রীবৈষ্ণবদাসকে বলিলেন "আপনি একটু সাবধানে থাকিবেন; একটী সর্প আপনার কুটীরে প্রবেশ করিয়াছে।" বৈষ্ণবদাস বলিলেন লাহিড়ী মহাশয় আপনি কেন সর্পের জন্য ব্যস্ত হইতেছেন। আসুন আমার কুটীরে নির্ভয়ে বসুন। লাহিড়ী মহাশয় তাঁহার কুটীরে প্রবেশ পূর্ব্বক একটী পত্রাসনে বসিলেন বটে কিন্তু তাঁহার মন সর্প বিষয়ে বিশেষ চঞ্চল ছিল। তিনি বলিলেন "মহাশয় আমাদের শান্তিপুর এ বিষয়ে ভাল।

সহর স্থান সাপ টাপের ভয় নাই। নদীয়ায় সর্ব্বদাই সর্প ভয়। বিশেষতঃ গোক্রুমাদি বনময় স্থানে ভদ্রলোকের বাস করা কঠিন।”

শ্রীবৈষ্ণবদাস বাবাজী মহাশয় বলিলেন, লাহিড়ী মহাশয়! এই সকল বিষয়ে চিত্ত চঞ্চল করা নিতান্ত মন্দ। আপনি শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থে পরীক্ষিত মহারাজার কথা অবশ্য শ্রবণ করিয়াছেন। তিনি সর্পভয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রীহরিকথামৃত অচঞ্চল চিত্তে শ্রীমচ্ছুকদেবের মুখে শ্রবণ করত পরমানন্দ লাভ করিয়াছিলেন। মানবের চিদ্দেহে এই সকল সর্প আঘাত করিতে পারে না। কেবল ভগবৎ কথা বিরহরূপ সর্পই সে দেহের ব্যাঘাত জনক সর্প। জড় দেহ নিত্য নয়। অবশ্য একদিন পরিত্যক্ত হইবে। জড় দেহের জন্য কেবল শারীর কর্ম্ম সকল বিহিত। কৃষ্ণের ইচ্ছায় যখন এই দেহ পতন হইবে, তখন কোন চেষ্টা দ্বারা ইহাকে রক্ষা করা যাইতে পারিবে না। যতদিন শরীরের ভঙ্গকাল উপস্থিত হয় নাই, ততদিন সর্পের পার্শ্বে শয়ন করিলেও সর্প কিছু বলিবে না। অতএব সর্পভয় আদি ত্যাগ করিলে বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় হইতে পারে। এই সকল ভয়ে চিত্ত যদি সর্ব্বদা চঞ্চল রহিল তবে কিরূপে হরিপাদ পদ্মে নিযুক্ত হইবে? সর্পভয় ও তজ্জনিত সর্প বধের চেষ্টা অবশ্যই পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

লাহিড়ী মহাশয় একটু সশ্রদ্ধ হইয়া কহিলেন, মহাশয়! আপনার সাধু বাক্যে আমার হৃদয় নির্ভয় হইল। আমি জানিলাম যে হৃদয় উচ্চ করিতে পারিলেই পরমার্থ লাভের যোগ্য হওয়া যায়। গিরিকন্দরে যে সকল মহাত্মারা ভগবদ্ভজন করেন তাঁহারা কখনই বন্য জন্তুর ভয় করেন না। বরং অসাধু সঙ্গকে ভয় করিয়া বন্য জন্তুদিগের সহিত বনে বাস করেন।

বাবাজী মহাশয় কহিলেন “ভক্তি দেবী হৃদয়ে আবির্ভূত হইলে হৃদয় সহজে উন্নত হয়। জগতের সমস্ত জীবের প্রিয় হওয়া যায়। সাধু ও অসাধু জীব সকলেই ভক্তকে অনুরাগ করেন। অতএব মানব মাত্রের বৈষ্ণব হওয়া কর্ত্তব্য।

লাহিড়ী মহাশয় এই কথা শুনিবামাত্র কহিলেন “আপনি নিত্যধর্ম্মের প্রতি আমার শ্রদ্ধা উদয় করাইয়াছেন এবং নিত্যধর্ম্মের সহিত বৈষ্ণব ধর্ম্মের কিছু নিকট সম্বন্ধ আছে এরূপ আমার মনে প্রতীতি হইয়াছে। কিন্তু নিত্য-ধর্ম্ম ও বৈষ্ণবধর্ম্মের একতা আমার এখনও বোধ হয় নাই। প্রার্থনা করি আপনি এই কথাটী আমাকে ভালরূপে বুঝাইয়া দিবেন। বৈষ্ণবদাস বাবাজী কহিতে লাগিলেন ;—

জগতে বৈষ্ণবধর্ম্ম নামে দুইটী পৃথক্ পৃথক্ ধর্ম্ম চলিতেছে। একটী শুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্ম আর একটী বিদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্ম। শুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্ম তত্ত্বে এক হইলেও রসভেদে চারিপ্রকার। অর্থাৎ দাস্যগত বৈষ্ণবধর্ম্ম, সখ্যগত বৈষ্ণবধর্ম্ম, বাৎসল্য গত বৈষ্ণবধর্ম্ম ও মধুররস গত বৈষ্ণবধর্ম্ম। বস্তুত শুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্ম এক, অদ্বিতীয়। ইহার অন্যতর নাম নিত্যধর্ম্ম বা পরোধর্ম্ম। যজ্জ্ঞাতে সর্ব্বং বিজ্ঞাতং ভবতি এই শ্রুতিবাক্যে এই শুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্মকে লক্ষ্য করেন। ইহার বিবৃতি আপনি ক্রমশঃ জানিবেন।

বিদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্ম দুইপ্রকার অর্থাৎ কর্ম্মবিদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্ম ও জ্ঞানবিদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্ম। স্মার্ত্তমতে যে সকল বৈষ্ণবধর্ম্মের পদ্ধতি আছে সে সমস্তই কর্ম্মবিদ্ধ-বৈষ্ণবধর্ম্ম। সেই বৈষ্ণবধর্ম্মে বৈষ্ণব মন্ত্র দীক্ষা থাকিলেও বিশ্বব্যাপী পুরুষরূপ বিষ্ণুকে কর্ম্মাঙ্গরূপে স্থাপন করা হয়। সেই মতে বিষ্ণু সকল দেবতার নিয়ন্তা হইলেও তিনি স্বয়ং কর্ম্মাঙ্গ ও কর্ম্মাধীন। বিষ্ণুর ইচ্ছাধীন কর্ম্ম নয়। কর্ম্মের ইচ্ছাধীন বিষ্ণু। এই মতে উপাসনা ভজন ও সাধন সমস্তই কর্ম্মাঙ্গ যেহেতু কর্ম্ম অপেক্ষা উচ্চ তত্ত্ব আর নাই। জরন্মীমাংসকদিগের বৈষ্ণবধর্ম্ম এইরূপ বহুদিন হইতে চলিতেছে। ভারতে ঐ মতের অনেকেই আপনাদিগকে বৈষ্ণব বলিয়া অভিমান করেন। শুদ্ধ বৈষ্ণবকে বৈষ্ণব বলিয়া স্বীকার করিতে চান না। সে কেবল তাঁহাদের দুর্ভাগ্য মাত্র।

ভারতে জ্ঞানবিদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্মও প্রচুররূপে চলিতেছে। জ্ঞানী সম্প্রদায়ের মতে অজ্ঞের ব্রহ্ম তত্ত্বই সর্ব্বোচ্চ তত্ত্ব। সেই মতে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম পাইবার জন্য সবিশেষ সূর্য্য, গণেশ, শক্তি, শিব ও বিষ্ণুকে উপাসনা করা আবশ্যক। জ্ঞান পূর্ণ হইলে সবিশেষ উপাস্য দূর হয়। শেষে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মতা লাভ হয়। এই মতে অনেক মনুষ্য অবস্থিত হইয়া শুদ্ধ বৈষ্ণবকে অনাদর করেন। পঞ্চ উপাসনার মধ্যে যে বিষ্ণু উপাসনা তাহাতে দীক্ষা, পূজা সমস্ত বিষ্ণু বিষয়ক, কথন রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক হইলেও তাহা শুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্ম নয়।

এবম্ভূত বিদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্মকে পৃথক্ করিলে যে শুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্ম উদয় হয় তাহাই প্রকৃত বৈষ্ণবধর্ম্ম। কলিদোষে অনেকেই শুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া বিদ্ধ বৈষ্ণব ধর্ম্মকেই বৈষ্ণবধর্ম্ম বলেন।

শ্রীমদ্ভাগবত সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে মানবের পরমার্থ প্রবৃত্তি তিনপ্রকার। অর্থাৎ ব্রাহ্ম প্রবৃত্তি, পারমাত্ম্য প্রবৃত্তি ও ভাগবত প্রবৃত্তি। ব্রাহ্ম-প্রবৃত্তিক্রমে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মতত্ত্বে কাহার কাহার রুচি হয়। তাঁহারা যে উপায়

অবলম্বন করিয়া নির্ব্বিশেষ হইতে চেষ্টা করেন সে সকল উপায় কালে পঞ্চ দেবতার উপাসনা বলিয়া পরিচিত হয়। তন্মধ্যেই জ্ঞানবিদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্ম উদয় হইয়া থাকে।

পারমাত্ম্য প্রবৃত্তি ক্রমে সূক্ষ্ম পরমাত্মা স্পর্শী যোগ তত্ত্বে কাহার কাহার রুচি হয়। তাঁহারা যে উপায় অবলম্বন করিয়া পারমাত্ম্য সমাধি আশা করেন সে সকল কর্ম্মযোগ, অষ্টাঙ্গাদি যোগ বলিয়া পরিচিত। এই মতে বিষ্ণুমন্ত্র দীক্ষা, বিষ্ণুপূজা ও ধ্যানাদি সমস্তই কর্ম্মাঙ্গ। তন্মধ্যেই কর্ম্মবিদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্ম উদয় হইয়া থাকে।

ভাগবত প্রবৃত্তি ক্রমে শুদ্ধ সবিশেষ ভগবৎ স্বরূপানুগত ভক্তিতত্ত্বে সমস্ত ভাগ্যবান জীবের রুচি হয়। ইহাঁরা যে ভগবদারাধনাদি করেন, সে সকল কর্ম্ম বা জ্ঞানাঙ্গ নয় শুদ্ধ ভক্তির অঙ্গ। এই মতের বৈষ্ণব ধর্ম্মই শুদ্ধ বৈষ্ণব-ধর্ম্ম। শ্রীমদ্ভাগবত বচন যথা ;—

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ং।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥

দেখুন ব্রহ্ম পরমাত্মাভেদী ভগবত্তত্ত্বই সমস্ত তত্ত্বের চরম। ভগবত্তত্ত্বই শুদ্ধ বৈষ্ণব তত্ত্ব। সেই তত্ত্বের অনুগত জীবই শুদ্ধ জীব। তাঁহার প্রবৃত্তির নাম ভক্তি। হরিভক্তিই শুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্ম, নিত্যধর্ম্ম, জৈবধর্ম্ম, ভাগবতধর্ম্ম, পরমার্থধর্ম্ম, পরোধর্ম্ম বলিয়া বিখ্যাত। ব্রাহ্ম প্রবৃত্তি ও পারমাত্ম্য প্রবৃত্তি হইতে যতপ্রকার ধর্ম্ম হইয়াছে সে সমস্তই নৈমিত্তিক। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মানু-সন্ধানে নিমিত্ত আছে, অতএব নৈমিত্তিক অর্থাৎ নিত্যময়। জড়বিশেষে আবদ্ধ হইয়া যে জীব বন্ধন মোচনের জন্য ব্যতিব্যস্ত সে জড়বন্ধনকে নিমিত্ত করিয়া নির্ব্বিশেষ গতি অনুসন্ধান রূপ নৈমিত্তিক ধর্ম্মকে আশ্রয় করে। অতএব ব্রাহ্মধর্ম্ম নিত্য নয়। যে জীব সমাধি সুখ বাঞ্ছায় পারমাত্ম্য ধর্ম্ম অবলম্বন করে সে জড় সূক্ষ্ম ভুক্তিকে নিমিত্ত করিয়া নৈমিত্তিক ধর্ম্মকে অবলম্বন করিয়াছে। অতএব পারমাত্ম্য ধর্ম্ম নিত্য নয়। কেবল বিশুদ্ধ ভাগবত ধর্ম্মই নিত্য।

এই পর্য্যন্ত শ্রবণ করিয়া লাহিড়ী মহাশয় কহিলেন, মহোদয়! শুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্ম যাহাকে বলে তাহা আমার নিকট বর্ণন করুন। আমি এই অধিক বয়সে আপনার চরণাশ্রয় করিলাম, আপনি কৃপা করিয়া আমাকে

গ্রহণ করুন। আমি শুনিয়াছি যে অপাত্রের দ্বারা পূর্ব্বে দীক্ষা ও শিক্ষা হইয়া থাকিলেও সুপাত্র লাভ করিলে পুনরায় দীক্ষিত ও শিক্ষিত হওয়া উচিত। আমি কএকদিবস হইতে আপনার সাধু উপদেশ শ্রবণ করিয়া বৈষ্ণবধর্ম্মে জাত-শ্রদ্ধ হইয়াছি, এখন আপনি কৃপা করিয়া প্রথমে বৈষ্ণবধর্ম্মে শিক্ষা এবং অবশেষে দীক্ষা দিয়া আমাকে পবিত্র করুন।

বাবাজী মহাশয় একটু ব্যস্ত হইয়া কহিলেন দাদা ঠাকুর! আমার সাধ্যমত আমি আপনাকে শিক্ষা দিব। আমি দীক্ষাগুরু হইবার যোগ্য নই। সে যাহা হউক আপনি এখন শুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্ম শিক্ষা করুন।

জগতের আদিগুরু শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু বলিয়াছেন যে বৈষ্ণবধর্ম্মে তিনটী তত্ব আছে। সম্বন্ধতত্ব, অভিধেয় তত্ব ও প্রয়োজন তত্ব। এই তিন তত্ব অবগত হইয়া যিনি যথাযথ আচরণ করেন তিনিই শুদ্ধ বৈষ্ণব ও শুদ্ধ ভক্ত।

সম্বন্ধ তত্বে তিনটী বিষয়ের পৃথক্ পৃথক্ শিক্ষা আছে। জড় জগত বা মায়িক তত্ব, জীব বা অধীনতত্ব ও ভগবান বা প্রভুতত্ব। ভগবান এক ও অদ্বিতীয় সর্ব্বশক্তি সম্পন্ন, সর্ব্বাকর্ষক, ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যের একমাত্র নিলয়, মায়া ও জীব শক্তির একমাত্র আশ্রয়। তিনি মায়া ও জীবের আশ্রয় হইয়াও সর্ব্বদা সুন্দররূপে একটী স্বতন্ত্র স্বরূপ। তাঁহার অঙ্গকান্তি সুদূরবর্ত্তী হইয়া নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মরূপে প্রতিভাত। তাঁহার ঐশীশক্তি জগৎ ও জীব সৃজন করিয়া অংশে পরমাত্মা স্বরূপে জগৎ প্রবিষ্ট পরমেশ্বর তত্ব। ঐশ্বর্য্য প্রধান প্রকাশে তিনি পরব্যোমে নারায়ণ। মাধুর্য্য প্রকাশে তিনি গোলোক বৃন্দাবনে গোপীজনবল্লভ শ্রীশ্রীকৃষ্ণচন্দ্র। তাঁহার প্রকাশ ও বিলাস সমুদায় নিত্য ও অনন্ত। তাঁহার সমান কেহ বা কিছুই নাই। তাঁহার অধিকের ত কথাই নাই। তাঁহার পরাশক্তিক্রমে সমস্ত প্রকাশ ও বিলাস। পরাশক্তির বিবিধ বিক্রমের মধ্যে জীবের নিকট তিনটী বিক্রমের পরিচয় মাত্র আছে। একটীর নাম চিদ্বিক্রম যদ্দ্বারা তাঁহার সম্বন্ধে সমস্তই সিদ্ধ হইয়াছে। আর একটীর নাম জীব বিক্রম বা তটস্থ বিক্রম, যদ্দ্বারা অনন্ত জীবের উদয় ও অবস্থিতি। তৃতীয় বিক্রমের নাম মায়া বিক্রম, যদ্দ্বারা জগতের সমস্ত মায়িক বস্তু, কাল ও কর্ম্ম সৃষ্টি হইয়াছে। জীবের সহিত ভগবানের যে সম্বন্ধ, ভগবানের সহিত জীবের ও জড়ের যে সম্বন্ধ এবং জড়ের সহিত ভগবান ও জীবের যে সম্বন্ধ এই সম্বন্ধের নাম সম্বন্ধ তত্ব। সম্বন্ধ তত্ব

সম্যক্ জানিতে পারিলে সম্বন্ধ জ্ঞান হয়। সম্বন্ধ জ্ঞানহীন ব্যক্তিগণ কোন প্রকারেই শুদ্ধ বৈষ্ণব হইতে পারেন না।

লাহিড়ী মহাশয় কহিলেন আমি বৈষ্ণবদিগের নিকট শুনিয়াছি যে বৈষ্ণব-গণ কেবল ভাবুকতার অধীন, তাঁহাদের কোন জ্ঞানের প্রয়োজন নাই। এ কথা কিরূপ? আমি এ পর্য্যন্ত হরিনাম কীর্ত্তনে ভাব সংগ্রহ করিবারই যত্ন করিয়াছি সম্বন্ধ জ্ঞান জানিতে চেষ্টা করি নাই।

বাবাজী কহিলেন বৈষ্ণবের ভাবোদয়ই চরম ফল বটে। কিন্তু শুদ্ধ হওয়া আবশ্যক। যাঁহারা অভেদ ব্রহ্মানুসন্ধানকে চরম ফল জানিয়া সাধন মধ্যে ভাব শিক্ষা করেন, তাঁহাদের ভাব ও চেষ্টা শুদ্ধ ভাব নয় অর্থাৎ শুদ্ধ ভাবের ভান মাত্র। শুদ্ধ ভাব একবিন্দু হইলেও জীবকে চরিতার্থ করে, কিন্তু জ্ঞান-বিদ্ধ ভাবুকতা কেবল জীবের পক্ষে উৎপাত বলিয়া জানিবেন। হৃদয়ে যাঁহার অভেদ ব্রহ্মভাব, তাঁহার ভক্তিভাব কেবল লোক বঞ্চনা মাত্র। অতএব শুদ্ধ ভক্তদিগের সম্বন্ধ জ্ঞান নিতান্ত আবশ্যক।

লাহিড়ী মহাশয় সশ্রদ্ধ হইয়া বলিলেন ব্রহ্ম অপেক্ষা উচ্চ তত্ব কি আছে! ভগবান হইতে যদি ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা তাহা হইলে জ্ঞানী লোক সকল কেন ব্রহ্ম ত্যাগ করিয়া ভগবদ্ভজন করেন না?

বাবাজী মহাশয় একটু হাস্য করিয়া কহিলেন ব্রহ্মা, চতুঃসন, শুক, নারদ দেবদেব মহাদেব সকলেই অবশেষে ভগবচ্চরণ আশ্রয় করিয়াছেন।

লাহিড়ী মহাশয় বলিলেন ভগবান রূপবিশিষ্ট তত্ব অতএব সীমা বিশিষ্ট তিনি কিরূপ অসীম ব্রহ্মের আশ্রয় হইতে পারেন?

বাবাজী কহিলেন জড় জগতে একটী আকাশ বলিয়া বস্তু আছে তাহাও অসীম? এমত স্থলে ব্রহ্মের অসীম হইয়া কি অধিক মাহাত্ম্য হইল? ভগবান নিজ অঙ্গ কান্তিরূপ শক্তি ক্রমে অসীম হইয়াও যুগপৎ স্বরূপবিশিষ্ট এমত আর কোন বস্তু দেখিয়াছেন? এই অদ্বিতীয় স্বভাববশতঃ ভগবান ব্রহ্মতত্ব অপেক্ষা সুতরাং উচ্চ। একটী অপূর্ব্ব সর্ব্বাকর্ষক স্বরূপ তাহাতে সর্ব্বব্যাপীত্ব, সর্ব্বজ্ঞত্ব, সর্ব্বশক্তিত্ব, পরমদয়া, পরমানন্দ পূর্ণরূপে বিরাজমান। এরূপ স্বরূপ ভাল, কি কোন গুণ নাই, কোন শক্তি নাই একটী অজ্ঞাত সর্ব্বব্যাপী অস্তিত্ব ভাল? বস্তুত ব্রহ্ম ভগবানের নির্ব্বিশেষ আবির্ভাব। ভগবানে নির্ব্বশেষত্ব ও সবিশেষত্ব দুইই সুন্দররূপে যুগপৎ অবস্থিত। ব্রহ্ম তাহার এক অংশ মাত্র। নিরাকার, নির্ব্বিকার নির্ব্বিশেষ অপরিজ্ঞেয় ও অপরিমেয় ভাবটী অদূরদর্শী ব্যক্তিদের

প্রিয় হয়, কিন্তু যাঁহারা সর্ব্বদর্শী তাঁহারা পূর্ণ তত্ত্ব ব্যতীত আর কিছুতেই রতি করেন না। বৈষ্ণবেরা নিরাকার তত্ত্বকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতে পারেন না যেহেতু তাহা নিত্যধর্ম্মের বিরোধী ও শুদ্ধ প্রেমের বিরোধী। পরমেশ্বর কৃষ্ণচন্দ্র সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ উভয় তত্ত্বের আশ্রয়, পরমানন্দের সমুদ্র এবং সমস্ত শুদ্ধ জীবের আকর্ষক।

লা। শ্রীকৃষ্ণের জন্ম কর্ম্ম ও দেহত্যাগ আছে। তাঁহার মূর্ত্তি কিরূপে নিত্য হইতে পারে?

বা। শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তি সচ্চিদানন্দ। তাহাতে জড় সম্বন্ধীয় জন্ম কর্ম্ম ও দেহত্যাগাদি নাই।

লা। তবে কেন মহাভারতাদি গ্রন্থে সেরূপ বর্ণন করিয়াছেন?

বা। নিত্য তত্ত্ব বর্ণনার অতীত। শুদ্ধ জীব আপন চিদ্বিভাগে কৃষ্ণমূর্ত্তি ও কৃষ্ণ-লীলা পরিদর্শন করেন। বাক্যের দ্বারা বর্ণন করিতে গেলে জড়ীয় ইতি-হাসের ন্যায় কাযেকাযেই বর্ণিত হইয়া থাকে। যাঁহারা মহাভারতাদি গ্রন্থের সার গ্রহণ করিতে সক্ষম তাঁহারা কৃষ্ণলীলাদি যেরূপ অনুভব করেন জড়বুদ্ধি লোকেরা ঐ সকল বর্ণন শুনিয়া অন্যপ্রকার অনুভব করিয়া থাকেন।

লা। কৃষ্ণ মূর্ত্তি ধ্যান করিতে গেলে একটী দেশকাল পরিচ্ছিন্ন ভাব হৃদয়ে উদয় হয়। তাহাকে অতিক্রম করিয়া আর কি প্রকার শ্রীমূর্ত্তির ধ্যান হইতে পারে?

বা। ধ্যান মনের কর্ম্ম। মন যতক্ষণ শুদ্ধ চিন্ময় না হয় ততক্ষণ ধ্যান কখন চিন্ময় হইতে পারে না। ভক্তি ভাবিত মন ক্রমশ চিন্ময় হইয়া পড়ে, সেই মনে যে ধ্যান হয় তাহা অবশ্য চিন্ময়। ভজনানন্দী বৈষ্ণবগণ যখন কৃষ্ণ নাম করেন তখন জড় জগৎ আর তাঁহাদিগকে স্পর্শ করে না। তাঁহারা চিন্ময়। চিন্ময় জগতে বসিয়া শ্রীকৃষ্ণের দৈনন্দিন লীলা ধ্যান করেন এবং অন্তরঙ্গ সেবা সুখভোগ করিতে থাকেন।

লা। আপনি কৃপা করিয়া ঐ চিদনুভব আমাকে প্রদান করুন।

বা। আপনি সমস্ত জড়ীয় সন্দেহও বিতর্ক পরিত্যাগ করিয়া যখন অহরহ নাম আলোচনা করিবেন, তখন অতি অল্পদিনের মধ্যেই চিদনুভব উদয় হইবে। যত বিতর্ক করিবেন ততই জড় বন্ধনে মনকে আবদ্ধ করিবেন। যতই নাম রস উদয় করাইবেন ততই জড়বন্ধন শিথিল হইবে ও চিজ্জগৎ হৃদয়ে প্রকাশ হইবে।

লা। আমি ইচ্ছা করি আপনি কৃপা করিয়া আমাকে তাহা কি, তাহা বলিয়া দেন।

বা। মন বাক্যের সহিত সে তত্বকে না পাইয়া প্রতিনিবৃত্ত হয়। কেবল চিদানন্দের অনুশীলনেই তাহা পাওয়া যায়। আপনি বিতর্ক ছাড়িয়া কিছুদিন নাম করুন তাহা হইলে আপনা আপনি সমস্ত সন্দেহ দূর হইবে এবং আপনি আর কাহাকেও কোন বিষয় প্রশ্ন করিবেন না।

লা। আমি জানিলাম যে শ্রীকৃষ্ণে শ্রদ্ধা করিয়া তাঁহার নাম রস পান করিলে সমস্ত পরমার্থ পাওয়া যায়। আমি সম্বন্ধ জ্ঞান ভাল করিয়া বুঝিয়া লইয়া নামাশ্রয় করিব।

বা। এ কথা সর্ব্বোৎকৃষ্ট। আপনি সম্বন্ধ জ্ঞান ভাল করিয়া অনুভব করুন।

লা। ভগবত্তত্ব আমি এখন বুঝিয়াছি। ভগবানই এক পরম তত্ব। ব্রহ্ম পরমাত্মা তাঁহার অধীন। তিনি সর্ব্বব্যাপী হইয়াও চিজ্জগতে স্বীয় অপূর্ব্ব শ্রীবিগ্রহে বিরাজমান। তিনি ঘনীভূত সচ্চিদানন্দ পুরুষ এবং সর্ব্বশক্তি সমন্বিত। সকল শক্তির অধীশ্বর হইয়াও হ্লাদিনী শক্তির সঙ্গসুখে সর্ব্বদা প্রমত্ত। এখন আমাকে জীবতত্ব বলুন।

বা। শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত শক্তির মধ্যে তটস্থ বলিয়া একটী শক্তি আছে। চিজ্জগৎ ও জড় জগতের মধ্যবর্ত্তী উভয় জগতের সঙ্গ যোগ্য একটী তত্ব সেই শক্তি হইতে নিসৃত হয়। তাহার নাম জীব তত্ব। জীবের গঠন কেবল চিৎপরমাণু। লঘুতা প্রযুক্ত তাহা জড় জগতে আবদ্ধ হইবার যোগ্য। কিন্তু শুদ্ধ গঠন প্রযুক্ত একটু চিদ্বল পাইলেই পরমানন্দে চিজ্জগতের নিত্য নিবাসী হইতে পারেন। সেই জীব দুই প্রকার অর্থাৎ মুক্ত অর্থাৎ চিজ্জগত নিবাসী ও বদ্ধ অর্থাৎ জড় জগৎ নিবাসী। বদ্ধ জীব দুই প্রকার উদিত বিবেক ও অনুদিত বিবেক। মানবগণের মধ্যে যাহাদের পরমার্থ চেষ্টা নাই ও পশু পক্ষীগণ ইহারা অনুদিত বিবেক বদ্ধ জীব। যে সকল মানব বৈষ্ণব পথাবলম্বী তাহারা উদিত বিবেক। যেহেতু বৈষ্ণব ব্যতীত আর কাহারও পরমার্থ চেষ্টা নাই। এই জন্য বৈষ্ণব সেবা ও বৈষ্ণব সঙ্গ সকল কর্ম্মের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। যে শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা অনুসারে উদিত বিবেক জীব কৃষ্ণনামানুশীলনে উদিত প্রবৃত্ত হন তাহাতেই বৈষ্ণব সঙ্গ সহজে প্রতিষ্ঠিত হয়। অনুদিত বিবেক পুরুষেরা শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা দ্বারা কৃষ্ণ

নাম করেন না কেবল পরম্পরা আচার অনুসারে কৃষ্ণমূর্ত্তি সেবা করেন কিন্তু বৈষ্ণব সম্মানের প্রতিষ্ঠা তাঁহাদের হৃদয়ে আরূঢ় হয় না।

লা। কৃষ্ণ তত্ব ও জীব তত্ব বুঝিলাম। এখন মায়া তত্ব বুঝাইয়া দেন।

বা। মায়া অচিৎ ব্যাপার। মায়া একটী কৃষ্ণ শক্তি। ইহার নাম অপরা শক্তি বা বহিরঙ্গা শক্তি। যেমত আলোকের ছায়া আলোক হইতে দূরে থাকে, তদ্রূপ মায়া কৃষ্ণ ও কৃষ্ণ ভক্ত হইতে দূরে থাকে। মায়া জড় জগতের চৌদ্দ ভুবন, ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও আকাশ, মন, বুদ্ধি ও জড়ীয় দেহে আমিত্বরূপ অহঙ্কার প্রকাশ করিয়াছে। বদ্ধজীবের স্থূল ও লিঙ্গ উভয় দেহই মায়িক। মুক্ত হইলে জীবের চিদ্দেহ পরিষ্কৃত হয়। জীব যতদূর মায়াবদ্ধ ততদূর কৃষ্ণ বহির্ম্মুখ। যতদূর মায়া মুক্ত ততদূর কৃষ্ণ সাম্মুখ্য প্রাপ্ত। বদ্ধ জীবের ভোগায়তন স্বরূপ মায়িক ব্রহ্মাণ্ড কৃষ্ণ ইচ্ছায় উদ্ভূত হইয়াছে। এই মায়িক জগতে জীবের নিত্যবাস নয়। এ জগৎ কেবল জীবের কারাগার মাত্র।

লা। প্রভো! আপনি এখন মায়া জীব ও কৃষ্ণের নিত্য সম্বন্ধ বলুন।

বা। জীব চিদণু অতএব নিত্য কৃষ্ণদাস। মায়িক জগৎ জীবের কারাগার। এখানে সৎসঙ্গ বলে নামানুশীলন করিয়া কৃষ্ণ কৃপা ক্রমে জীব চিজ্জগতে নিজ সিদ্ধ চিৎস্বরূপে কৃষ্ণসেবা রস ভোগ করেন। ইহাই তিন তত্বের পরস্পর নিগূঢ় সম্বন্ধ। এই জ্ঞান না হইলে ভজন কিরূপে হইবে?

লা। যদি বিদ্যা চর্চ্চাক্রমে জ্ঞান লাভ করিতে হয় তবে বৈষ্ণব হইবার পূর্ব্বে কি পাণ্ডিত্যের প্রয়োজন আছে?

বা। বৈষ্ণব হইবার জন্য কোন বিদ্যা বা ভাষা বিশেষ আলোচনা করিতে হয় না। জীবের মায়া ভ্রম দূর করিবার জন্য সদ্গুরু সদ্বৈষ্ণবের চরণাশ্রয় করা আবশ্যক। তিনি বাক্যেরদ্বারা এবং স্বীয় আচরণদ্বারা সম্বন্ধ জ্ঞান উদয় করিয়া দেন। ইহারই নাম দীক্ষা ও শিক্ষা।

লা। দীক্ষা শিক্ষার পর কি করিতে হয়?

বা। সচ্চরিত্রের সহিত কৃষ্ণানুশীলন করিতে হয়। ইহার নাম অভিধেয় তত্ব। এই তত্ব বেদাদি সমস্ত শাস্ত্রে প্রবলরূপে অভিহিত হইয়াছে বলিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু ইহাকে অভিধেয় তত্ব বলেন।

সজল নয়নে লাহিড়ী। গুরো! আমি আপনার শ্রীচরণ আশ্রয় করিলাম। আপনার মধুমাখা কথা শুনিয়া আমার সম্বন্ধ জ্ঞান হইল এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে

কি জানি আপনার কৃপা বলে, বর্ণগত, বিদ্যাগত ও শিক্ষাগত সমস্ত পূর্ব্ব সংস্কার দূর হইল। আপনি কৃপা করিয়া আমাকে অভিধেয় তত্ত্ব শিক্ষা দেন।

বা। আর চিন্তা নাই। আপনার যখন দীনতা উপস্থিত হইয়াছে, তখন শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য আপনাকে অবশ্য কৃপা করিয়াছেন। জড় জগতে আবদ্ধ হইয়া জীবের পক্ষে সাধুসঙ্গই এক মাত্র উপায়। সাধু গুরু কৃপা করিয়া ভজন শিক্ষা দেন। সেই ভজন বলে ক্রমশঃ প্রয়োজন লাভ হয়। হরি ভজনই অভিধেয়।

লা। আমাকে বলুন কি করিলে হরি ভজন হয়।

বা। ভক্তিই হরি ভজন। ভক্তির তিনটী অবস্থা। সাধন, ভাব ও প্রেম। প্রথমে সাধন ভক্তি। সাধন করিতে করিতে ভাবোদয় হয়। ভাব সম্পূর্ণ হইলে তাহাকে প্রেম বলে।

লা। সাধন কত প্রকার ও কি প্রণালীতে করিতে হয় আজ্ঞা করুন।

বা। শ্রীহরিভক্তিরসামৃত গ্রন্থে শ্রীরূপগোস্বামী এ সমস্ত বিষয় বিস্তৃতরূপে লিখিয়াছেন। আমি সংক্ষেপে বলি। সাধন নববিধ।

> শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনং।
> অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনং ॥

শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবা, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য, আত্মনিবেদন এই নববিধ সাধন ভক্তি শ্রীমদ্ভাগবতে লিখিত হইয়াছে। এই নয় প্রকারকে ইহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ধরিয়া চৌষট্টি প্রকার করিয়া গোস্বামী পাদ বর্ণন করিয়াছেন। ইহার মধ্যে একটু বিশেষ কথা এই যে সাধন ভক্তি বৈধী ও রাগানুগা ভেদে দুই প্রকার। তন্মধ্যে বৈধী ভক্তি নববিধ। রাগানুগা সাধন ভক্তি কেবল ব্রজজনের অনুগত হইয়া তাঁহাদের ন্যায় মানসে কৃষ্ণ সেবা। যে ব্যক্তি যে প্রকার ভক্তির অধিকারী তিনি সে প্রকার সাধন করিবেন।

লা। সাধন ভক্তিতে কিরূপে অধিকার বিচার হয়।

বা। যে শ্রদ্ধাবান ব্যক্তি বিধির অধীন থাকিবার অধিকারী গুরুদেব তাঁহাকে বৈধী সাধন ভক্তি প্রথমে শিক্ষা দিবেন। যিনি রাগানুগা ভক্তির অধিকারী তাঁহাকে রাগ মার্গীয় ভজন শিক্ষা দিবেন।

লা। অধিকার কিরূপে জানা যাইবে?

বা। যাঁহার আত্মায় রাগ তত্ত্বের উপলব্ধি হয় নাই এবং যিনি শাস্ত্র শাসন মতে উপাসনাদি করিতে ইচ্ছা করেন তিনি বৈধী ভক্তির অধিকারী। যিনি হরি ভজনে শাস্ত্র শাসনের বশোবর্ত্তী হইতে ইচ্ছা করেন না কিন্তু তাঁহার আত্মার হরি ভজনে স্বাভাবিক রাগ উদয় হইয়াছে, তিনি রাগানুগা ভজনের অধিকারী।

লা। প্রভো! আমার অধিকার নির্ণয় করুন তাহা হইলে আমি অধিকার তত্ত্ব বুঝিতে পারিব। বৈধী ও রাগানুগাভক্তি আমি বুঝিতে পারিতেছি না।

বা। আপনার চিত্তকে আপনি পরীক্ষা করিলেই স্বীয় অধিকার বুঝিতে পারিবেন। আপনার মনে এমত কি আছে যে শাস্ত্রমতে না চলিলে ভজন হয় না?

লা। আমি মনে করি যে শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট মত সাধন ভজন করিলে বিশেষ লাভ হয়। কিন্তু আমার মনে আজ কাল ইহাও স্থানপাইতেছে যে হরি ভজনে রসের সমুদ্র আছে তাহা ক্রমশঃ ভজন বলে পাওয়া যায়।

বা। এখন দেখুন শাস্ত্র বিধি আপনার হৃদয়ের প্রভু। অতএব আপনি বৈধী ভক্তি অবলম্বন করুন। ক্রমশঃ রাগ তত্ত্ব হৃদয়ে উদয় হইবে। এই কথা শুনিয়া লাহিড়ী মহাশয় সজলনয়নে বাবাজীর পাদস্পর্শ পূর্ব্বক কহিলেন আপনি কৃপা করিয়া আমার যাহাতে অধিকার তাহাই প্রদান করুন। আমি এখন অনধিকার চর্চ্চা করিতে চাই না। বাবাজী মহাশয় তাঁহাকে আলিঙ্গন প্রদান করিয়া বসাইলেন।

লা। আমি এখন কিরূপ ভজন করিব স্পষ্ট করিয়া আজ্ঞা করুন।

বা। আপনি হরিনাম গ্রহণ করুন। যত প্রকার ভজন আছে সর্ব্বাপেক্ষা নামাশ্রয় ভজনই বলবান। নাম ও নামীতে ভেদ নাই। নিরপরাধে নাম করিলে অতিশীঘ্র সমস্ত সিদ্ধি লাভ হয়। আপনি বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত নাম গ্রহণ করুন। নাম করিতে করিতে নববিধ ভজনই হইয়া থাকে। নাম উচ্চারণ করিলে শ্রবণ কীর্ত্তন উভয়ই হয়। হরিলীলা নামের সহিত স্মরণ ও মানসে পাদসেবা, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন সকলই হয়।

লা। আমার চিত্ত ব্যগ্র হইয়াছে প্রভো! কৃপা করিতে বিলম্ব করিবেন না।

বা। মহাশয় আপনি নিরপরাধে নিরন্তর এই কথা বলুন;

হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

এই কথা বলিতে বলিতে বাবাজী মহাশয় লাহিড়ী মহাশয়ের হস্তে একটী তুলসী মালা প্রদান করিলেন। লাহিড়ী মহাশয় সেই মালায় উক্ত নাম উচ্চারণ করিতে করিতে কাঁদিতে লাগিলেন। বলিলেন প্রভো! আজ আমি যে কি আনন্দ লাভ করিলাম বলিতে পারি না। আনন্দে অচেতন হইয়া বাবাজীর পদতলে পড়িলেন। বাবাজী মহাশয় তাঁহাকে যত্ন করিয়া ধরিয়া রহিলেন। অনেকক্ষণ পরে লাহিড়ী মহাশয় বলিলেন আমি আজ ধন্য হইলাম। এ প্রকার সুখ আমি কখনই পাই নাই।

বা। মহোদয়! আপনি ধন্য যেহেতু শ্রদ্ধা-পূর্ব্বক হরিনাম গ্রহণ করিলেন। আপনি আমাকে ও ধন্য করিলেন।

সে দিবস লাহিড়ী মহাশয়ের মালা গ্রহণ করিয়া নিজ কুটীরে নির্জ্জনে নাম করিতে লাগিলেন। এইরূপ কিছুদিন অতিবাহিত হইল। লাহিড়ী মহাশয় এখন দ্বাদশ তিলক করেন। প্রসাদান্ন ব্যতীত আর কিছুই সেবা করেন না। দুই লক্ষ হরিনাম প্রত্যহ করেন। শুদ্ধ বৈষ্ণব দেখিলেই দণ্ডবৎ প্রণাম করেন। পরমহংস বাবাজীকে প্রত্যহ দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া অন্য কার্য্য করেন। নিজ গুরুদেবের সর্ব্বদা সেবা করেন। বৃথা কথা ও কালওয়াতি গানে আর রুচি নাই। লাহিড়ী মহাশয় আর সে লাহিড়ী মহাশয় নাই। এখন বৈষ্ণব হইয়াছেন।

এক দিবস বৈষ্ণবদাস-বাবাজী-মহাশয়কে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রভো! প্রয়োজন তত্ত্ব কি?

বা। কৃষ্ণ প্রেমই জীবের প্রয়োজন তত্ত্ব। সাধন করিতে করিতে ভাব হয়। ভাব পূর্ণ হইলে প্রেম নাম হইয়া থাকে। তাহাই জীবের নিত্য ধর্ম্ম, নিত্যধন ও চরম প্রয়োজন। সেই প্রেমের অভাবেই কষ্ট, জড়বন্ধন ও বিষয়সংযোগ। প্রেম অপেক্ষা আর অধিক উৎকৃষ্ট কিছুই নাই। কৃষ্ণ কেবল প্রেমের রস। প্রেম চিন্ময় তত্ত্ব। আনন্দ ঘনীভূত হইয়া প্রেম হয়।

লা। (কাঁদিতে কাঁদিতে) আমি কি প্রেম লাভ করিবার যোগ্য হইব?

বা। (আলিঙ্গন করিয়া) দেখুন স্বল্প দিবসের মধ্যেই আপনি সাধন ভক্তিকে ভাব ভক্তি করিয়াছেন। আর কিছু দিনেই কৃষ্ণ আপনাকে অবশ্যকৃপা করিবেন।

এই কথা শুনিয়া লাহিড়ী মহাশয় আনন্দে গড়াগড়ি দিয়া বলিতে লাগি-
ন আহা! গুরু ব্যতীত আর বস্তু নাই। আহা! আমি এতদিন কি
রিতেছিলাম। গুরুদেব আমাকে অপার কৃপা করিয়া বিষয় গর্ত্ত হইতে
ার করিলেন।

দীক্ষা-গ্রহণ।

এমন লোকও দেখা যায়, যাঁহাদের শ্রদ্ধা ভক্তি আছে, ভগবানে বিশ্বাস
াছে, সকলই মানেন, কিন্তু গুরুর আবশ্যকতা অর্থাৎ দীক্ষা গ্রহণের নিত্যতা
কার করেন না। এটী যে বিজাতীয় ভাব, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। ভাবিয়া
খিলে শিষ্যত্ব আমাদের স্বভাব; জন্মের পর হইতেই শিষ্যত্ব আরম্ভ,
রু ব্যতীত আমরা এক পদও অগ্রসর হইতে পারি না। প্রকৃতিই আমা-
গকে শিষ্য করিয়া রাখিয়াছেন।

শ্রীঅবধূত অনেক জনকেই গুরু বলিয়া প্রণাম করিয়াছিলেন, এপ্রসঙ্গ
গবতে আছে। ফলতঃ কেহ একেবারে গুরুর আবশ্যকতা অস্বীকার
রিতে পারিবেন না। তবে তৎসম্বন্ধে কোনও প্রশ্ন উত্থাপন করা বিড়ম্বনা
ত্র।

শাস্ত্রে গুরুধ্যান আছে, গুরুদেব উপাস্য, তাঁহার ধ্যানের প্রয়োজন;
ন্তু তিনি তজ্জন্য কোন "কাল্পনিক কিম্বা মানসিক ব্যাপার (Ideal)"
হেন। তিনি সাক্ষাৎ সুন্দর পুরুষ, তিনি করুণাময়, প্রফুল্ল, শান্ত; তিনি
াষ্যকে অভীষ্ট প্রদানে সদা প্রস্তুত; তিনি বরদ। এই "মধ্যবর্ত্তীর চরণে
াধীনতা বিক্রয়" করিতে কুণ্ঠিত হও, বিশ্বস্তভাবে ইহাঁকেই সাক্ষাৎ জ্ঞান
র,—কোন অভাব থাকিবে না। সাক্ষাৎ রূপেই তিনি ফল দিবেন।

"ভগবদারাধনে কোনও মধ্যবর্ত্তীর প্রয়োজন নাই, বলিয়া যাঁহারা গুরু-
ত্ব অস্বীকার করেন, ভক্তিপক্ষপাতিই হউন, আর ভগবানই মানুন, শাস্ত্র
নুসারে তাঁহারা পাষণ্ড ব্যতীত নহেন। এতৎসম্বন্ধে অদ্য অতি সংক্ষেপে
একটীশাস্ত্রীয় উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি, তাহাতেই দৃষ্ট হইবে যে দীক্ষা-গ্রহণ
র্থাৎ গুরুপাদাশ্রয় ব্যতীত কখনই সিদ্ধি লাভ হয় না।

যাহাতে ভগবদ্বিষয়ে সুনির্ম্মল জ্ঞানোৎপত্তি হয়, তাহারই নাম দীক্ষা।
বিষ্ণুযামলে যথা;—

"দিব্যং জ্ঞানং যদা দদ্যাৎ কুর্য্যাৎ পাপস্যসংক্ষয়ং।
তস্মাদ্দীক্ষেতি সা প্রোক্তা দেশিকৈস্তত্ত্বকোবিদৈঃ ।।"

এই দীক্ষা গুরুপাদাশ্রয় ব্যতিরেকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। অদীক্ষিত (অবিদ্যাবদ্ধ) ব্যক্তি পশুতুল্য, তাঁহার জীবন ধারণই বৃথা, স্কন্দ পুরাণে এইরূপ বলিয়াছেন। যথা ;—

"তে নরাঃ পশবোলোকে কিংতেষাং জীবনে ফলং।
যৈর্নলব্ধা হরের্দীক্ষা নার্চ্চিতো বা জনার্দ্দনঃ ॥"

বিষ্ণুযামলে কথিত হইয়াছে যে, অদীক্ষিতের সমস্ত ক্রিয়াই নিষ্ফল হইয়া থাকে এবং সে অধমযোনি প্রাপ্ত হয়। যথা ;—

"অদীক্ষিতস্য বামোরু কৃতং সর্ব্বং নিরর্থকং।
পশুযোনিমবাপ্নোতি দীক্ষা বিরহিতো জনঃ ।।"

পক্ষান্তরে প্রাপ্তদীক্ষা ব্যক্তি দ্বিজত্ব প্রাপ্ত হন, অর্থাৎ তদীয় দেহ ভগবদু পাসনার উপযোগী হয়। যথা তত্ত্বসাগরে ;—

"যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রস বিধানতঃ।
তথা দীক্ষা বিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাং ।।"

অতএব এতাদৃশ অমৃতপ্রদ দীক্ষা লাভার্থ সদ্গুরুর পদাশ্রয় আবশ্যক যথা একাদশে ;—

"তস্মাদ্‌গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয়উত্তমং।
শাব্দে পরেচ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপসমাশ্রয়ং ।।"

উক্ত শ্লোকে প্রসঙ্গতঃ গুরু লক্ষণও কথিত হইল।

গুরুকে সামান্য জ্ঞান করা অকর্ত্তব্য ; গুরু দেব শিষ্যকে যাহা দান করেন, তৎপরিবর্ত্তে জগতে এমন কোন বস্তু নাই, যাহা প্রদান পূর্ব্বক অঋণী হওয়া যাইতে পারে। (একমপ্যক্ষরং যস্মাদ্ গুরুঃ শিষ্যে নিবেদয়েৎ। পৃথিব্যাং নাস্তি তদ্বস্তু যদ্দত্বা চানৃণী ভবেৎ ॥) অতএব এবম্প্রকার গুরু দেবকে মানুষ বুদ্ধি করিতে নাই, তিনি ভগবানের স্বরূপ বিশেষ। যথৈকাদশে শ্রীভগবদ্বাক্যং ;—

"আচার্য্যংমাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
নমর্ত্ত্য বুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ ।।

স্মৃতিতেও বলিয়াছেন। যথা ;—

"গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্ব্বিষ্ণু গুরুর্দ্দেবো মহেশ্বরঃ।
গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মাৎ সংপূজয়েৎ সদা ।।"

বামন কল্পে ব্রহ্ম বাক্য এই যে, গুরু সন্তুষ্ট হইলেই হরি তুষ্ট হয়েন, কেননা মন্ত্র, গুরু এবং ভগবানে কোন প্রভেদ নাই। যথা ;—

"যো মন্ত্রঃ সগুরুঃ সাক্ষাৎ যো গুরুঃ স হরিঃ স্মৃতঃ।
গুরু র্যস্য ভবেত্তুষ্টস্তস্যতুষ্টো হরিঃস্বয়ং ॥"

গুরু শিষ্যকে সর্ব্বত্র রক্ষা করেন, কিন্তু গুরুদেবে অবজ্ঞাদি অপরাধ হইলে কেহই রক্ষা করিতে পারেন না। যথা উর্দ্ধাম্নায় সংহিতায়াং ;—

"দেবে ক্রুদ্ধে গুরু স্ত্রাতা গুরৌ ক্রুদ্ধে নকশ্চনঃ।"

অতএব—

"সর্ব্বথা সর্ব্বযত্নেন গুরুমেব সমাশ্রয়েৎ।"

অতএব—

"অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ।।"

বৈষ্ণবদাসানুদাস শ্রীঅচ্যুত চরণ দাস চৌধুরী।

তত্ত্ববিবেক

বা শ্রীসচ্চিদানন্দানুভূতিঃ।

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫৭ পৃষ্ঠার পর]

ঈশরূপ বিহীনস্তু সর্ব্বগো বিধিসেবিতঃ।
পূজিতোঽত্র ভবত্যেব প্রার্থনা বন্দনাদিভিঃ ।। ২৮ ।।

এই মতে এবং এই মতের অনুগত অন্যান্য নবীন মতে ঈশ্বর নিরাকার ও সর্ব্বব্যাপী। জ্ঞানানুশীলনই এই মতের একটী প্রধান কর্ম্ম। ঈশ্বরকে সাকার বলিলে তাঁহার খর্ব্বতা হয় এই জ্ঞানগত বুদ্ধি তাহাদের চিত্তকে সর্ব্বদা ব্যস্ত করে। ঈশ্বরকে আমরা জ্ঞানমার্গে যেরূপ নিরাকার ও সর্ব্বব্যাপী করিয়া

প্রস্তুত করিতেছি তিনি তাহা ব্যতীত আর কিছুই হইতে পারেন না। বস্তু
এই মার্গগত সংকীর্ণবুদ্ধি ব্যক্তিদিগের ঈশ্বরভাব অত্যন্ত জড়কুণ্ঠিত পৌত্তলিক
হইয়া পড়ে। জড়ে যে আকাশ আছে তাহাও সর্ব্বব্যাপী ও নিরাকার
ইহাঁদের ঈশ্বরও তদ্রূপ। ইহারই নাম জড় ভজন। চব্বিশ তত্ত্বের অতী
যে জীবাত্মা তাহা হইতে অনন্তগুণে গুণিত যে অপ্রাকৃত সবিশেষ স্বরূ
সম্প্রাপ্ত অথচ সর্ব্বব্যাপী নির্ব্বিশেষাদি বিরুদ্ধগুণের অধিপতি পরম কারুণি
জীববন্ধুস্বরূপ যে ভগবান পরমেশ্বর তাঁহাকে এই মত বাদীরা কখনই সুন্দ
রূপে উপলব্ধি করিতে সক্ষম হন না। এই মতবাদীগণের ঈশ্বর আরাধনা
নিতান্ত সদোষ ও অসম্পূর্ণ। প্রার্থনা ও বন্দনা মাত্রই উপাসনা। প্রার্থনা
বন্দনাতে যে সকল কথা ব্যবহৃত হয় তাহাও নিতান্ত প্রাকৃত। জ্ঞান চর্চ্চ
ক্রীতদাস হইয়া ইহারা অপ্রাকৃত শ্রীবিগ্রহ উপাসনায় অত্যন্ত ভীত হন এ
কি ব্যতিব্যস্ত হইয়া অন্যান্য লোককে এই পরামর্শ দেন যে কখনই চি
মূর্ত্তি কল্পনা করিও না। মূর্ত্তি ভাবিলেই ভূতপূজক হইয়া পড়িবে। এই দূ
গ্রহ ক্রমে তাঁহারা জড়াতীত সচ্চিদানন্দ তত্ত্বের বিশেষ অনুভব করিতে অ
হন। ইহাঁরা প্রায়ই স্ব স্ব প্রধান। গুরু পাদাশ্রয় করিলে পাছে কুশি
হয় এই ভয়ে সদ্‌গুরু লাভের যত্ন ও তদ্রূপ গুরু পাইলেও তাঁহাকে ভ
করেন না। অসদ্‌গুরুগণ কুপথগত করেন বলিয়া সদ্‌গুরু পর্য্যন্ত ইহাদে
পরিত্যজ্য হয়। কেহ কেহ বলেন যে সত্য তত্ত্ব যখন আত্মায় নিহিত আ
তখন নিজ চেষ্টার দ্বারা তাহাকে জানিতে পারা যায়, অতএব গুরুপদা
শ্রয়ের প্রয়োজন নাই। কেহ কেহ বলেন যে প্রধানাচার্য্য বরণ করিলে
যথেষ্ট। প্রধান আচার্য্যই ঈশ্বর, গুরু ও ত্রাণকর্ত্তা। তিনি আমাদের স্বর
পের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া আমাদের পাপাশয় ধ্বংশ করেন। অন্যমনুষ্যগুরু
প্রয়োজনাভাব। ইহাঁদের মধ্যে কেহ কেহ কোন একখানিগ্রন্থ সংগ্রহকে
ঈশ্বর দত্ত ধর্ম্মগ্রন্থ বলিয়া মানেন। কেহ বা ধর্ম্মগ্রন্থ মানিতে গেলে অনে
ভ্রম মানিতে হয় এই ভয়ে গ্রন্থমাত্রেই মানেন না ॥ ২৮ ॥

[ক্রমশঃ প্রকাশ্য

শরণাগতি।

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫৮ পৃষ্ঠার পর]

(২৩)

আত্ম সমর্পণে গেলা অভিমান।
নাহি করবুঁ নিজ রক্ষা বিধান ॥ ১ ॥

তুয়া ধন জানি তুহুঁ রাখবি নাথ।
পাল্য গোধন জনি করি তুয়া সাথ ॥ ২ ॥
চরাওবি মাধব যামুন তীরে।
বংশী বাজাওত ডাকবি ধীরে ॥ ৩ ॥
অঘ বক মারত রক্ষা বিধান।
করবি সদা তুহুঁ গোকুল কান ॥ ৪ ॥
রক্ষা করবি তুহুঁ নিশ্চয় জানি।
পান করবুঁ হাম যামুন পানি ॥ ৫ ॥
কালীয় দোখ করবি বিনাশা।
শোধবি নদীজল বাড়াওবি আশা ॥ ৬ ॥
পিয়ত দাবানল রাখবি মোয়।
গোপাল গোবিন্দ নাম তব হোয় ॥ ৭ ॥
সুরপতি দুর্ম্মতি নাশ বিচারি।
রাখবি বর্ষণে গিরিবরধারী ॥ ৮ ॥
চতুরানন করব যব চোরি।
রক্ষা করাব যুঝে গোকুল হরি ॥ ৯ ॥
ভকতিবিনোদ তুয়া গোকুল ধন।
রাখবি কেশব করত যতন ॥ ১০ ॥

[ক্রমশঃ প্রকাশ্য

শ্রীদরিয়াদাস।

বেহার প্রদেশে আরাজেলার অন্তর্গত শশরাম মহকুমা। তথায় ধনগাঁই বলিয়া একটী থানা আছে। সেই থানার অন্তর্গত দিনারা বিভাগ। তথায় ধরকান্দা নামে একটী গ্রাম আছে। ঐ গ্রামে একটী মুসলমান দরজীর ঘরে দরিয়া সাহেব ফকীর জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৮৩৭ সম্বৎ ভাদ্র কৃষ্ণা চতুর্থী দিবসে পরলোক গমন করেন।

দরিয়াদাস সত্যযুগে টাটানগরে যোগধীর রাজার সুকৃত নামে পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। ত্রেতাযুগে করুনামে ধর্ম্মসেন রাজার পুত্র হন। দ্বাপরযুগে

মুনীন্দ্র নামে পণ্ডিতের পুত্র হন। কলিকালে কাশীনগরে মুমা মাতার গর্ভে নিরুর ঔরষে কবীর হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। যিনি কবীর দাস বলিয়া বিখ্যাত তিনিই আবার দরিয়া সাহেব হন। ইহাতে বুঝিতে হইবে যে দরিয়া সাহেবের মত ও কবীরদাসের মত এক। দরিয়াদাস ১১৪ বৎসর হইল কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন।

এই ১১৪ বৎসরের মধ্যে এ প্রদেশে অর্থাৎ আরা প্রদেশে দরিয়া সাহেবের মত অনেক প্রচার হইয়াছে। এখন প্রায় তাঁহার মতের শতাধিক ফকীর এবং সহস্রাধিক গৃহস্থ চেলা পাওয়া যায়। শোন নদের ধারে নাসিরিগঞ্জ নামে একটী বণিক নগর আছে। তথায় প্রায় সমস্ত বণিকগণ দরিয়া সাহেবের মতস্থ। কোন কার্য্যবশত আমরা সেই নগরে গিয়াছিলাম। তথায় দরিয়া সাহেবের গৃহস্থ চেলার মধ্যে গাঁড়েরী ভিকম ভকতনামে একজন পণ্ডিত শিষ্য আছেন। তাঁহাকে আনাইয়া আমরা গ্রন্থ সকল আলোচনা করত দরিয়া সাহেবের মত কি তাহা জানিতে পারিলাম।

দরিয়া সাহেব নিজে কোন গ্রন্থ রচনা করেন নাই। তিনি যাহা যাহা আজ্ঞা করিয়াছেন তাহা তাঁহার প্রিয় শিষ্য উজীর দাস গ্রন্থাকারে লিখিয়াছেন। গ্রন্থগুলির নাম যথা ;—

১ দরিয়া সাগর।	৮ অমর সার।
২ জ্ঞান দীপক।	৯ নির্ভয় জ্ঞান।
৩ জ্ঞান রতন।	১০ চেতাওলি।
৪ ভক্তি হেতু।	১১ জ্ঞান গোষ্ঠী।
৫ প্রেম মূলা।	১২ আলেক নামা।
৬ জ্ঞান মূল।	১৩ বৈত নামা।
৭ অগ্র জ্ঞান।	১৪ দরিয়া নামা।
	১৫ শব্দ।

এই সকল গ্রন্থ পাঠ করিয়া এবং তাঁহার চরিত্রের বিষয় অনুসন্ধান করত জানা গিয়াছে যে দরিয়া সাহেব শুদ্ধ চরিত্র ও দয়ালু লোক ছিলেন। তাঁহার মতটীও নিতান্ত হেয় নয় বরং জ্ঞানী ও কর্ম্মীদিগের পক্ষে সম্পূর্ণ শ্রদ্ধেয়।

দরিয়াদাস একেশ্বর বাদী পুরুষ ছিলেন। তাঁহার মতে অমরপুরা নামে একটী জড়াতীত ধাম আছে। তথায় সত্য পুরুষ নাম ধেয় এক পরমেশ্বর নিত্য বিরাজমান। তাঁহার রূপ জ্ঞান দীপক গ্রন্থে এইরূপ বর্ণিত আছে ;—

সত্য পুরুষ নাম অনুপ। কথিকায়াক এহে রূপ ॥
দিব্য দৃষ্টি যেই উজিয়ার। জগজ্যোতি আগম অপার ॥
এহ চাঁদ উড়িগগণ যেত। এহে দেখিয়ে সব শ্বেত ॥
এহে ভাল ছকি ছবি ভান। কথি নাম নির্গুণ জ্ঞান ॥
যেহি দশন দমক তনুর। জিভিনাশা শ্রবণপুর ॥
আমি বলত বয়ন সুগন্ধ। করি করত সর্ব্ব অঙ্গ ॥
মই ভুজা অতি প্রচণ্ড। সাতদ্বীপ হেয় নব খণ্ড ॥
উর অঙ্গ সত্য সুবাস। রোম রোম পরিমল বাস ॥
কটিক সেহ বস্ত্র শ্বেত। এহ প্রেম সুন্দর হেত ॥
এহ জঙ্গ যুগল যোর। রম রহত সবসে ওর ॥
পদ পায় শাস্ত অধীন। তেহি চরমচিত লওলীন ॥
ভবঃভরম ভঞ্জননীত। করু সব তঁহি প্রীত ॥
গুরু জ্ঞান ভব পরকাশ। মিটিতম তিমির ত্রাস ॥
যম করত নাহি যোর। এই বাঁচ নরকো অঘোর ॥
জড় জানিয়ে এহ সাচ। মন ত্যজ মমিতা কাচ ॥
এ দরশ দরিয়া পায়। কলি করম জাত বিহায় ॥

যে রূপটী বর্ণিত হইয়াছে তাহা নিরাকারবাদীদিগের রূপক বর্ণন মাত্র। জ্ঞানী কবীরের শিক্ষা লাভ করিয়া দরিয়াদাস ও সম্পূর্ণ জ্ঞান বাদ শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। জ্ঞানবাদে যাহা যাহা প্রয়োজন সেই সকল শিক্ষা দরিয়াদাস দিয়াছেন।

বর্ণাশ্রম সম্বন্ধে তাঁহার মত এই ;—

বহুত পুণ্য কিয়ে হো পূর্ব্বলিমে ভয়ে হো ব্রাহ্মণ অবতারা।
আবকি বার সামার পণ্ডিত বড়ু তহ মরু ধারা ॥

হে পণ্ডিত ব্রাহ্মণ তুমি পূর্ব্ব জন্মে অনেক পুণ্য সঞ্চয় করিয়া ব্রাহ্মণ জন্ম পাইয়াছ। এবার আপনাকে সাবধান কর যেন ভবনদীর মধ্যে ডুবিয়া না যায়।

দরিয়াদাস পাপ হইতে শিষ্যকে সাবধান করিতেছেন যথা ;—

পরনারী সে অঙ্গ ছুয়াওয়ে, অনেক জন্মতে কাল নাচাওয়ে।
আভই ভোজন কর ইচ্ছাভর নিত্যন্ মাস বনাই।
যেতা জীব ঝটকন্ সো মার উহাঁ লিখা সব যাই ॥

অবহি পরধন লুট লেয়াও স্বার্থ কারণ নিকা।
চিত্রগুপ্ত যব লেখা মাগিহে পরি বচন সব ফিকা॥
আবহি নিন্দা কর সাধুন্‌কে যোতোহরে মন ভাওয়ে।
পরগ্ পরগ্ পর কাঁণ্টা ছুরি সে ফল আগে পাওয়ে॥

দরিয়াদাস সাধু লক্ষণ এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন যথা ;—

শত সাধ লক্ষণ নিজ বরণা।
বিকসিত নয়ন বোল সত্যবাণী, দেখ কমলদল চরণা॥
উচেনীচে চলে বিচারি সমুজ্ সমুজ্ পগ্ ধরণা।
পরস্বাবর্থ, পরপীড় যো জানে পর আত্মাকো ভরণা॥
দয়া দীনতালীন চরণমে এক দশা নিজ ধরণা।
কহেন দরিয়া সুকৃত দিল সাচ ভবসাগরমে তরণা॥

দরিয়াদাস গৃহস্থ ও সন্ন্যাস উভয় আশ্রম স্বীকার করিয়াছেন যথা ;—

গৃহস্থ ফকীর দুই দফা হামরা।
সত্য গহে সো উতরে পারা॥

সন্ন্যাস ও গৃহস্থ দুই প্রকার আশ্রমেই যিনি সত্য ব্যবহার করেন তিনিই পার হন।

দরিয়া দাস স্ত্রীলোকদিগের ধর্ম্ম বলিয়াছেন যথাঃ—

ত্রিয়া ভবনবিছ ভক্ত হোরহে প্রিয়াকে পাশ।
মন উদাস ন চাহিয়ে চরণ কমলকি আশ॥

স্ত্রীলোক গণ আপন আপন স্বামীর গৃহে থাকিয়া ভক্তি পথ অবলম্বন করিবেন। তাঁহাদের ঔদাস্যের প্রয়োজনতা নাই। তাঁহারা গৃহেই সত্যপুরুষের চরণ কমল আশা করুন।

দরিয়া দাস ভক্ত গণের বাহ্য অপেক্ষা অন্তর্নিষ্ঠাকে প্রশংসা করিয়াছেন যথা ;—

আসল আকুপ গুন নির্ব্বাণা।
দিল কি কণ্ঠি আসল ইমানা॥

হে নির্বৃত পুরুষগণ! আসল কথা এই যে হৃদয়ে যে কণ্ঠি ধারণ করা যায় তাহাই সত্য ধর্ম্ম।

আহার্য্য বস্তু সম্বন্ধে দরিয়া দাস বাবাজীর মত এই :—

অন্ন নেহি ছুতি, পানী নেহি ছুতি, ছুতিয়া করম বিকারা।
মীন মাসকি হাঁড়িয়া ছুতিয়া এই বিধি কর বিচারা॥ [ক্রমশঃ

ভাদ্র ১৩০০। আগষ্ট ১৮৯৩। শ্রীশ্রীগৌরাব্দা: ৪০৮।

সজ্জনতোষণী।

পরমার্থ সাধক সমস্ত বিষয় সমালোচনী মাসিক পত্রিকা।

৫ম খণ্ড। ৫ম সংখ্যা।

শ্রীকেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ

সম্পাদক।

অশেষ-ক্লেশ-বিশ্লেষি-পরেশাবেশ-সাধিনী।
জীয়াদেষা পরাপত্রী সর্ব্ব-সজ্জনতোষণী॥

বিষয় বিবরণ।

কার্য্যাধ্যক্ষ

শ্রীরাধিকাপ্রসাদ দত্ত।

(ভক্তিভবন, ১৮১ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট,—রামবাগান)

কলিকাতা;

১৩৩ নং মস্‌জিদ্‌বাড়ী ষ্ট্রীট "হরি যন্ত্রে"
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।

প্রাপ্তি স্বীকার।

৫ম খণ্ডের অগ্রিম ভিক্ষা প্রদাতা গ্রাহকগণের নাম মলাটে প্রদত্ত হয়, যথা ;—

শ্রীযুত হরসুন্দর চক্রবর্ত্তী বসীরহাট।
„ নবীনকৃষ্ণ সিংহ পূর্ণা।
„ কুঞ্জলাল মুখোপাধ্যায় কাটোয়া।
„ হরমোহন বসু ডায়মণ্ড হারবার।
„ নিত্যানন্দ পাত্র কুতলপুর।
„ সূর্য্যনারায়ণ বিশ্বাস সোনামুখী।
„ চিন্তামণি রায় কটক।
„ সম্পাদক, ভগবৎ হরিভক্তি-প্রদায়িনী সভা পাবনা।
„ দ্বারকানাথ কাননগো পটাশপুর।
„ নৃত্যগোপাল গোস্বামী হারোয়া।
„ গোকুলানন্দ দেব গোস্বামী সাউরী।

শ্রীযুত নিত্যানন্দ দে বড় মোহনপুর।
„ সীতানাথ দাস মহাপাত্র সাউরী।
„ গোলোকনাথ দাস মহাপাত্র ঐ।
„ রাধাশ্যাম দাস মহাপাত্র ঐ।
„ উমাপ্রসাদ দে মেদিনীপুর।
শ্রীমতী শরৎকুমারী দাসী ভাগলপুর।
„ নগেন্দ্রবালা বিশ্বাস দিনাজপুর।
শ্রীযুত মধুসূদন দত্ত কলিকাতা।
„ বিহারীলাল পাইন ঐ।
„ লোকনাথ হোড় ঐ।
„ কাশিনাথ মুখোপাধ্যায় ঐ।
„ বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ঐ।
„ গুরুদাস ঘোষ ঐ।
„ কুঞ্জবিহারী মল্লিক ঐ।
„ হরিপদ যশ ঐ।

শ্রীশ্রীগোদ্রুমচন্দ্রায় নমঃ।

সজ্জনতোষণী।

জৈব-ধর্ম্ম।

পঞ্চম অধ্যায়।

বৈধী-ভক্তি নিত্যধর্ম্ম, নৈমিত্তিক নয়।

লাহিড়ী মহাশয়ের শান্তিপুরের বাটীতে অনেক লোক জন। দুইটী সন্তান লেখা পড়া শিখিয়া মানুষ হইয়াছেন। একটীর নাম চন্দ্রনাথ তাঁহার বয়স প্রায় ৩৫ বৎসর। তিনি জমিদারী ও গৃহের সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। চিকিৎসাশাস্ত্রে পণ্ডিত। ধর্ম্মের সম্বন্ধে কোন ক্লেশ স্বীকার করেন না। ব্রাহ্মণ সমাজে প্রভূত সম্মান। দাস দাসী দ্বারবান প্রভৃতি রাখিয়া গৃহকার্য্য সম্মানের সহিত নির্ব্বাহ করিতেছেন। দ্বিতীয় পুত্রের নাম দেবীদাস। ইনি বাল্যকাল হইতে ন্যায়শাস্ত্র ও স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া বাটীর সম্মুখে একটী চতুষ্পাঠী স্থাপন পূর্ব্বক ১০। ১৫টী ছাত্র পড়াইয়া থাকেন। ইহাঁর উপাধি বিদ্যারত্ন।

এক দিবস শান্তিপুরে একটা রব উঠিল যে কালীদাস লাহিড়ী ভেক লইয়া বৈষ্ণব হইয়াছেন। ঘাটে বাজারে পথে সর্ব্বত্র এই কথা। কেহ কেহ কহিতেছে যে বুড় বয়সে ধেড়ে রোগ। এত দিন মানুষের মত থাকিয়া এখন বুড় ক্ষিপ্ত হইয়াছে। কেহ বলিতে লাগিল, ভাল, এ আবার কি রোগ। ঘরে সুখ আছে। জাতিতে ব্রাহ্মণ। পুত্র পরিবার স্ববশে। এমত লোক কেন কোন দুঃখে ভেক লয়? কেহ বলিল ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়া এখানে সেখানে বেড়াইলে এইরূপ দুর্গতিই শেষে হয়। কোন কোন শিষ্ট লোক বলিলেন যে কালীদাস লাহিড়ী মহাশয় পুণ্যাত্মা বটে। সংসারে সমস্তই আছে, অথচ হরিনামে শেষে রতি হইল। এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, কোন ব্যক্তি এই সকল কথা শুনিয়া দেবী বিদ্যারত্ন মহাশয়কে কহিলেন।

বিদ্যারত্ন বিশেষ চিন্তান্বিত হইয়া দাদার নিকট গমনপূর্ব্বক কহিলেন।

দাদা, বাবার ত বড়ই মুস্কিল দেখিতেছি। তিনি শরীর ভাল থাকে বলিয়া নদীয়া গোদ্রুমে থাকেন, কিন্তু সেখানে তাঁহার সঙ্গদোষ হইয়াছে। গ্রামে ত আর কান পাতা যায় না।

চন্দ্রনাথ বলিলেন ভাই! আমিও কিছু কিছু কথা শুনিয়াছি আমাদের ঘরটা এত বড় কিন্তু বাবার কথা শুনিয়া আর মুখ দেখাইতে পারি না। অদ্বৈতপ্রভুর বংশকে আমরা অনাদর করিয়া আসিয়াছি। এখন নিজের ঘরে কি হইল? এস অন্দরে চল। মাতা ঠাকুরাণীর সহিত এ বিষয়ে আলোচনা করিয়া যাহা হয় কর।

দোতালা বারন্দায় চন্দ্রনাথ ও দেবীদাস আহার করিতে বসিয়াছেন। একটী বিধবা ব্রাহ্মণের কন্যা পরিবেশন করিতেছেন। গৃহিণী-ঠাকুরাণী বসিয়া তাঁহাদিগকে ভোজন করাইতেছেন। চন্দ্রনাথ কহিলেন মা! বাবার কথা কিছু শুনিয়াছ?

মাতা-ঠাকুরাণী কহিলেন কেন কর্ত্তা ভাল আছেন ত? তিনি হরিনামে মত্ত হইয়া শ্রীনবদ্বীপে আছেন। তোমরা কেন তাঁহাকে এখানে আন না।

দেবীদাস কহিলেন মা! কর্ত্তা ভাল আছেন। কিন্তু যেরূপ শুনিতেছি তাহাতে তাঁহার ভরসা আর নাই। বরং তাঁহাকে এখানে আনিলে আমাদের সমাজে পতিত হইতে হইবে!

মাতা-ঠাকুরাণী জিজ্ঞাসা করিলেন কর্ত্তার কি হইয়াছে। আমি সেদিন বড় গোস্বামীর বধূর সহিত গঙ্গাতীরে অনেক কথা বার্ত্তা করিয়াছিলাম। তিনি কহিলেন আপনার কর্ত্তার বিশেষ সুমঙ্গল হইয়াছে। তিনি বৈষ্ণবদের মধ্যে বিশেষ সম্মান লাভ করিয়াছেন।

দেবীদাস কহিলেন সম্মান লাভ করিয়াছেন, আমাদের মাথা করিয়াছেন! এই বৃদ্ধ বয়সে ঘরে থাকিয়া আমাদের সেবা গ্রহণ করিবেন না এখন তিনি কৌপীন ধারীদের উচ্ছিষ্ট খাইয়া আমাদের উচ্চবংশে কলঙ্ক আরোপ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। হায়রে কলি! এত দেখিয়া শুনিয়া বাবার কি বুদ্ধি হইল?

মাতা-ঠাকুরাণী কহিলেন তবে তাঁহাকে এখানে আনিয়া একটী গুপ্তস্থানে রাখ এবং বুঝাইয়া সুঝাইয়া মত ফিরাইয়া দেও।

চন্দ্রনাথ বলিলেন ইহা বই আর কি করা যাইতে পারে দেবী ২।৪টী লোক সঙ্গে গোদ্রুমে গিয়া গোপনে গোপনে কর্ত্তা মহাশয়কে এখানে আমুন।

দেবী কহিলেন আপনারা ত জানেন, কর্ত্তা মহাশয় আমাকে নাস্তিক বলিয়া অনাদর করেন। আমি গেলে পাছে কোন কথা না কন তাহাই ভাবিতেছি।

দেবীদাসের মামাত ভাই শম্ভুনাথ কর্ত্তার প্রিয়। শম্ভুনাথ কর্ত্তার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া অনেকদিন সেবা করিয়াছে। স্থির হইল যে দেবীদাস ও শম্ভুনাথ দুই জনে গোদ্রুমে যাইবেন। গোদ্রুমে একটী ব্রাহ্মণ বাটীতে বাসা স্থির করিবার জন্য একটী চাকর সেই দিবসেই প্রেরিত হইল।

পর দিবস আহারান্তে শম্ভুনাথ ও দেবীদাস গোদ্রুম যাত্রা করিলেন। নিরূপিত বাটীতে শিবিকাদ্বয় হইতে তাঁহারা নাবিয়া বেহারাদিগকে বিদায় করিলেন। তথায় একজন পাচক ব্রাহ্মণ ও দুইটী সেবক রহিল।

সন্ধ্যার সময় দেবীদাস ও শম্ভুনাথ ধীরে ধীরে শ্রীপ্রদ্যুম্ন কুঞ্জে যাত্রা করিলেন। দেখেন যে শ্রীসুরভি চবুতারার উপর একটী পত্রাসনে কর্ত্তা মহাশয় বসিয়া চক্ষু মুদ্রিত করত মালা লইয়া হরিনাম করিতেছেন। দ্বাদশ-তিলক সর্ব্বাঙ্গে শোভা পাইতেছে। শম্ভুনাথ ও দেবীদাস ধীরে ধীরে চবুতারার উপর উঠিয়া কর্ত্তা মহাশয়ের চরণে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। লাহিড়ী মহাশয় সচকিত হইয়া নয়ন উন্মীলন করতঃ কহিলেন কেন রে শম্ভু এখানে কি মনে করিয়া আসিয়াছিস্? দেবি, ভাল আছ ত?

উভয়েই নম্রভাবে কহিলেন আপনকার আশীর্ব্বাদে আমরা সকলেই ভাল আছি।

লাহিড়ী মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন তোমরা কি আহারাদি করিবে? তাঁহারা উভয়ে বলিলেন আমরা বাসা করিয়াছি, সে বিষয়ে আপনি কিছু চিন্তা করিবেন না।

এমত সময়ে শ্রীপ্রেমদাস বাবাজীর মাধবী মালতী মণ্ডপে একটী হরিধ্বনি হইল। শ্রীবৈষ্ণবদাস বাবাজী নিজ কুটীর হইতে বাহির হইয়া লাহিড়ী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন শ্রীপরমহংস বাবাজী মহাশয়ের মণ্ডপে হরিধ্বনি কেন হইল। লাহিড়ী মহাশয় ও বৈষ্ণবদাস অগ্রসর হইয়া দেখিতে লাগিলেন। দেখেন যে অনেক গুলি বৈষ্ণব আসিয়া হরিধ্বনি দিয়া বাবাজী মহাশয়কে প্রদক্ষিণ করিতেছেন। ইহাঁরাও তথায় উপস্থিত হইলেন। সকলেই পরমহংস বাবাজী মহাশয়কে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া মণ্ডপের উপর বসিলেন। দেবীদাস ও শম্ভুনাথ মণ্ডপের এক পার্শ্বে "হংস মধ্যে বকো যথা" বসিয়া থাকিলেন।

একজন বৈষ্ণব বলিয়া উঠিলেন আমরা কণ্টক নগর হইতে আসিয়াছি। শ্রীনবদ্বীপ মায়াপুর দর্শন এবং পরমহংস বাবাজী মহাশয়ের চরণ রেণু গ্রহণ করা আমাদের মুখ্য তাৎপর্য্য। পরমহংস বাবাজী মহাশয় লজ্জিত হইয়া বলিলেন "আমি অতি পামর, আমাকে পবিত্র করিবার জন্য আপনাদের আগমন।" অতি অল্প কালের মধ্যেই প্রকাশ হইল যে তাঁহারা সকলেই হরিগুণ গানে পটু। তৎক্ষণাৎ মৃদঙ্গ করতাল আনীত হইল। সমাগত বৈষ্ণবদিগের মধ্যে একটী প্রাচীন ব্যক্তি নিম্নলিখিত প্রার্থনা পদটী গান করিতে লাগিলেন ;—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চন্দ্র প্রভু নিত্যানন্দ।
গদাই অদ্বৈতচন্দ্র গৌর ভক্ত বৃন্দ॥
অপার করুণা সিন্ধু বৈষ্ণব ঠাকুর।
মো হেন পামরে দয়া করহ প্রচুর॥
জাতি বিদ্যা ধন জন মদে মত্ত জনে।
উদ্ধার করহে নাথ কৃপা বিতরণে॥
কনক কামিনী লোভ প্রতিষ্ঠা বাসনা।
ছাড়াইয়া শোধ মোরে এ মোর প্রার্থনা॥
নামে রুচি জীবে দয়া বৈষ্ণবে উল্লাস।
দয়া করি দেহ মোরে ওহে কৃষ্ণদাস॥
তোমার চরণ ছায়া এক মাত্র আশা।
জীবনে মরণে মাত্র আমার ভরসা॥

এই পদটী সমাপ্ত হইলে লাহিড়ী মহাশয়ের রচিত একটী প্রার্থনা পদ তিনি গান করিলেন ;—

মিছে মায়া বশে, সংসার সাগরে, পড়িয়াছিলাম আমি।
করুণা করিয়া, দিয়া পদছায়া, আমারে তারিলে তুমি॥
শুন শুন বৈষ্ণব ঠাকুর।
তোমার চরণে, সঁপিয়াছি মাথা, মোর দুঃখ কর দূর।
জাতির গৌরব, কেবল রৌরব, বিদ্যা সে অবিদ্যা কলা।
শোধিয়া আমায়, নিতাই চরণে, সঁপহে যাউক জ্বালা॥
তোমার কৃপায়, আমার জিহ্বায়, স্ফুরুক যুগল নাম।
কহে কালীদাস, আমার হৃদয়ে, জাগুক শ্রীরাধাশ্যাম॥

এই পদটী সকলে মিলিয়া গান করিতে করিতে উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। অবশেষে "জাগুক শ্রীরাধাশ্যাম" এই অংশটী পুনঃপুনঃ উচ্চারণ করিতে করিতে উদ্দণ্ড নৃত্য হইতে লাগিল। নাচিতে নাচিতে কএকটী ভাবুক বৈষ্ণব প্রেমে অচেতন হইয়া পড়িলেন। তখন একটী কি অপূর্ব্ব ব্যাপার হইল তাহা দেখিয়া দেবীদাস মনে মনে বিচার করিলেন যে তাঁহার পিতা এখন পরমার্থে মগ্ন হইয়াছেন। তাঁহাকে বাটী লইয়া যাওয়া কঠিন হইবে। প্রায় মধ্য রাত্রে ঐ সভা ভঙ্গ হইল। সকলেই পরস্পর অভ্যর্থনা পূর্ব্বক নিজ নিজ স্থানে গমন করিলেন। দেবী ও শম্ভু কর্ত্তার আজ্ঞা লইয়া নিজ বাসায় গমন করিলেন।

পর দিবস আহারান্তে দেবী ও শম্ভু লাহিড়ী মহাশয়ের কুটীরে প্রবেশ করিলেন। লাহিড়ী মহাশয়কে দণ্ডবৎ করিয়া দেবীদাস বিদ্যারত্ন নিবেদন করিলেন।

আমার প্রার্থনা এই যে আপনি এখন শান্তিপুরের বাটীতে থাকেন। এখানে বহুবিধ কষ্ট হইতেছে। বাটীতে আমরা সকলে আপনার সেবা করিয়া সুখী হইব। আজ্ঞা করেন ত একটী নির্জ্জন খণ্ড আপনার জন্য প্রস্তুত করা যায়।

লাহিড়ী মহাশয় কহিলেন তাহা মন্দ নয়, কিন্তু এস্থানে যেরূপ সাধু সঙ্গে আছি শান্তিপুরে সেরূপ হইবে না। দেবি, তুমি জান শান্তিপুরের লোকেরা যেরূপ নিরীশ্বর ও নিন্দা প্রিয় সে স্থানে মনুষ্যের বাসের সুখ নাই। অনেক-গুলি ব্রাহ্মণ আছেন বটে, কিন্তু তন্তুবায়ের সংসর্গে তাঁহাদের বুদ্ধি অসরল হইয়া পড়িয়াছে। পাতলা কাপড়, লম্বা লম্বা কথা ও বৈষ্ণব নিন্দা এই তিনটী শান্তিপুর বাসীদিগের লক্ষণ। প্রভু অদ্বৈতের বংশধরেরা তথায় কত কষ্টে আছেন। সঙ্গ দোষে তাঁহারাও প্রায় মহাপ্রভুর বিরোধী। অতএব আমাকে তোমরা এই গোদ্রুম ধামেই যত্ন করিয়া রাখ, আমার এই ইচ্ছা।

দেবীদাস কহিলেন পিত! আপনি যাহা বলিতেছেন সত্য। আপনি শান্তিপুরের লোকের সহিত কেন ব্যবহার করিবেন। নির্জ্জন খণ্ডে আপনার স্বধর্ম্ম আচরণপূর্ব্বক সন্ধ্যা বন্দনাদি করিয়া দিন যাপন করিবেন ব্রাহ্মণের নিত্যকর্ম্মই ব্রাহ্মণের নিত্য ধর্ম্ম। তাহাতেই মগ্ন থাকা আপনার ন্যায় মহাত্মা লোকের কর্ত্তব্য।

লাহিড়ী মহাশয় কহিলেন বাবা! সে দিন আর নাই। কএক মাস সাধু-সঙ্গ করিয়া ও শ্রীগুরুদেবের নিকট উপদেশ পাইয়া আমার মত অনেকটা

পরিবর্ত্তন হইয়াছে। তোমরা যাহাকে নিত্যধর্ম্ম বল আমি তাহাকে নৈমিত্তিক ধর্ম্ম বলি। হরিভক্তিই জীবের একমাত্র নিত্যধর্ম্ম। সন্ধ্যা বন্দনাদি বস্তুতঃ নৈমিত্তিক ধর্ম্ম।

দেবীদাস কহিলেন। পিত! আমি কোন শাস্ত্রে এরূপ দেখি নাই। সন্ধ্যা বন্দনাদি কি হরি ভজন নয়। যদি হরি ভজন হয় তবে তাহাও নিত্যধর্ম্ম। সন্ধ্যা বন্দনাদির সহিত কি শ্রবণ কীর্ত্তনাদি বৈধী ভক্তির কোন প্রভেদ আছে?

লাহিড়ী মহাশয় বলিলেন, বাপু! কর্ম্ম কাণ্ডের সন্ধ্যা বন্দনাদিও বৈধী ভক্তিতে বিশেষ ভেদ আছে। কর্ম্ম কাণ্ডের সন্ধ্যা বন্দনাদি মুক্তিলাভের জন্য অনুষ্ঠিত হয়। হরি ভজনের শ্রবণ কীর্ত্তনাদির কোন নিমিত্ত নাই। তবে যে সকল শ্রবণ কীর্ত্তনাদির ফল শাস্ত্রে দেখিতে পাও সে সকল কেবল বহির্ম্মুখ লোকের রুচি উৎপত্তি করিবার জন্য। হরি ভজনের হরি সেবা ব্যতীত অন্য ফল নাই। হরি ভজনে রতি উৎপত্তি করাই বৈধ অঙ্গের মুখ্য ফল।

দেবীদাস কহিলেন পিত! তবে হরি ভজনের অঙ্গ সকলের গৌণ ফল আছে বলিয়া মানিতে হইবে।

লা। সাধক ভেদে গৌণ ফল আছে। বৈষ্ণবের সাধন ভক্তি কেবল সিদ্ধ ভক্তি উদয় করিবার জন্য। অবৈষ্ণবের সেই সকল অঙ্গ সাধনে দুইটী তাৎপর্য্য আছে অর্থাৎ ভোগ ও মোক্ষ। সাধন ক্রিয়ার আকার ভেদ দেখা যায় না। কিন্তু নিষ্ঠাভেদই মূল। কর্ম্মাঙ্গে কৃষ্ণ পূজা করিয়া চিত্ত শোধন ও মুক্তি অথবা রোগ শান্তি বা পার্থিব ফল পাইয়া থাকে। ভক্ত্যঙ্গে সেই পূজারদ্বারা কেবল কৃষ্ণনামে রতি উৎপত্তি করায়। কর্ম্মীদিগের একাদশী ব্রতে পাপ নষ্ট হয়। ভক্তদিগের একাদশী ব্রতেরদ্বারা হরিভক্তি বৃদ্ধি হয়। দেখ কত ভেদ! কর্ম্মাঙ্গ ও ভক্ত্যঙ্গের যে সূক্ষ্ম ভেদ তাহা কেবল ভগবৎ কৃপা হইলেই জানা যায়। কর্ম্মীগণ গৌণ ফলে আবদ্ধ হন। ভক্তগণ মুখ্য ফল লাভ করেন। যত প্রকার গৌণ ফল আছে সে সকল দুই প্রকার মাত্র, ভুক্তি ও মুক্তি।

দে। তবে শাস্ত্রে কেন গৌণ ফলের মাহাত্ম্য বর্ণন করিয়াছেন?

লা। জগতে দুই প্রকার লোক অর্থাৎ উদিত-বিবেক ও অনুদিত-বিবেক। অনুদিত-বিবেক ব্যক্তিগণ একটা উপস্থিত ফল না দেখিলে কোন সৎকার্য্য করে না। তাহাদের জন্য গৌণ ফলের মাহাত্ম্য বর্ণন। শাস্ত্রের এ তাৎপর্য্য

নয় যে তাহারা গৌণ ফলে সন্তুষ্ট থাকুক। শাস্ত্রের তাৎপর্য্য এই যে গৌণ ফল দেখিয়া আকৃষ্ট হইলে, স্বল্পকালের মধ্যেই সাধু কৃপায় মুখ্য ফলের পরিচয় ও ক্রমে তাহাতে রুচি হইবে।

দে। স্মার্ত্ত রঘুনন্দন প্রভৃতি কি অনুদিত-বিবেক ?

লা। না। তাঁহারা স্বয়ং মুখ্য ফলের অনুসন্ধান করিয়া থাকেন, কেবল অনুদিত-বিবেক লোকের জন্য তাঁহারা ব্যবস্থা করিয়াছেন।

দে। কোন কোন শাস্ত্রে কেবল গৌণ ফলের কথা দেখা যায়, মুখ্য ফলের উল্লেখ নাই। ইহার তাৎপর্য্য কি ?

লা। শাস্ত্র মানবদিগের ত্রিবিধ অধিকার ভেদে ত্রিবিধ। সত্ত্বগুণ বিশিষ্ট মানবের জন্য সাত্ত্বিক শাস্ত্র। রজোগুণ বিশিষ্ট মানবের জন্য রাজসিক শাস্ত্র। তমোগুণ বিশিষ্ট মানবের জন্য তামসিক শাস্ত্র।

দে। তাহা হইলে শাস্ত্রের কোন কথায় বিশ্বাস করা যায় এবং কি উপায় দ্বারা নিম্নাধিকারীর উচ্চগতি হইতে পারে ?

লা। মানবগণের অধিকার ভেদে স্বভাব ভেদ ও শ্রদ্ধা ভেদ। তামসিক মানবের স্বভাবতঃ তামসিক শাস্ত্রে শ্রদ্ধা। রাজসিক মানবের স্বভাববশতঃ রাজসিক শাস্ত্রে শ্রদ্ধা। সাত্ত্বিক জনের স্বভাবত সাত্ত্বিক শাস্ত্রে শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধানুসারে সহজেই বিশ্বাস হইয়া থাকে। শ্রদ্ধার সহিত নিজ অধিকার মত কর্ম্ম করিতে করিতে সাধু সঙ্গ বলে উচ্চাধিকার জন্মে। উচ্চাধিকার জন্মিলেই স্বভাব পুনরায় উচ্চ হয় ও তদুচিত শাস্ত্রে শ্রদ্ধা হয়। শাস্ত্রকারেরা অভ্রান্ত পণ্ডিত ছিলেন। শাস্ত্র এরূপ গঠন করিয়াছেন, যে স্বীয় অধিকার নিষ্ঠাতেই ক্রমশ উচ্চ অধিকার জন্মে। পৃথক্ পৃথক্ শাস্ত্রে এই জন্যই পৃথক্ পৃথক্ ব্যবস্থা। শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধাই সমস্ত মঙ্গলের হেতু। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা শাস্ত্রই সকল প্রকার শাস্ত্রের মীমাংসা তাহাতে এই সিদ্ধান্ত স্পষ্ট আছে।

দে। আমি বাল্যকাল হইতে অনেক শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছি। কিন্তু অদ্য আপনার কৃপায় একটী অপূর্ব্ব তাৎপর্য্য বোধ হইল।

লা। শ্রীমদ্ভাগবতে লিখিত আছে ;—

অণুভ্যশ্চ বৃহদ্ভ্যশ্চ শাস্ত্রেভ্যঃ কুশলোনরঃ।
সর্ব্বতঃ সারমাদদ্যাৎপুষ্পেভ্য ইব ষট্পদঃ ॥

বাপু আমি তোমাকে নাস্তিক বলিতাম। এখন আর কোন লোকের

নিন্দা করি না। কেননা অধিকার নিষ্ঠাতে কোন নিন্দা নাই। সকলেই আপন আপন অধিকারে থাকিয়া কার্য্য করেন। সময় হইলে ক্রমশঃ উন্নত হইবেন। তুমি তর্ক শাস্ত্র ও কর্ম্ম শাস্ত্রে পণ্ডিত আছ। অতএব তোমার অধিকার-গত-বাক্যে তোমার দোষ নাই।

দে। আমার যতদূর জানা আছে তাহাতে বোধ হয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে পণ্ডিত নাই। কেবল শাস্ত্রের একাংশ দেখিয়া গোঁড়ামি করিয়া থাকেন। কিন্তু আপনি আজ যাহা বলিলেন ইহাতে বোধ হয় যে বৈষ্ণবদিগের মধ্যে সারগ্রাহী লোক আছে আপনি কি ইদানী কোন মহাত্মার নিকট শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেছেন ?

লা। বাপু! আমাকে আজকাল গোঁড়া বৈষ্ণব বা যাহা বলিতে ইচ্ছা হয় বল। আমার গুরুদেব ঐ অপর কুটীরে ভজন করেন। তিনি সর্ব্ব শাস্ত্রের তাৎপর্য্য আমাকে বলিয়াছেন, তাহাই তোমাকে বলিলাম। তুমি যদি তাঁহার চরণে কিছু শিক্ষা করিতে চাও ভক্তিভাবে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কর। চল আমি তোমাকে তাঁহার পরিচিত করিয়া দিই। এই কথা বলিয়া লাহিড়ী মহাশয় দেবী বিদ্যারত্নকে শ্রীবৈষ্ণব দাসের কুটীরে লইয়া তাঁহাকে পরিচিত করিয়া দিলেন। লাহিড়ী মহাশয় দেবীকে তথায় রাখিয়া নিজ কুটীরে আসিয়া নাম করিতে লাগিলেন।

শ্রীবৈ। বাবা! তোমার পড়া শুনা কি হইয়াছে ?

দে। ন্যায় শাস্ত্রের মুক্তিপাদ ও সিদ্ধান্ত কুসুমাঞ্জলী পর্য্যন্ত পড়িয়াছি। স্মৃতি শাস্ত্রের সমস্ত গ্রন্থই পড়িয়াছি।

শ্রীবৈ। তুমি তবে শাস্ত্রে অনেক পরিশ্রম করিয়াছ ? শাস্ত্রে যে পরিশ্রম করিয়াছ তাহার ফলের পরিচয় দেও ?

দে। অত্যন্তদুঃখনিবৃত্তিরেব মুক্তিঃ। এই মুক্তির জন্য সর্ব্বদা প্রয়াস করা উচিত। আমি স্বধর্ম্ম নিষ্ঠার সহিত সেই মুক্তিই অন্বেষণ করিতেছি।

শ্রীবৈ। হাঁ এককালে আমিও ঐ সকল গ্রন্থ পড়িয়া তোমার ন্যায় মুমুক্ষু ছিলাম।

দে। মুমুক্ষুতা কি পরিত্যাগ করিয়াছেন ?

শ্রীবৈ। বাবা! বল দেখি, মুক্তির আকার কি ?

দে। ন্যায় শাস্ত্রের মতে জীব ও ব্রহ্মে নিত্যভেদ আছে অতএব ন্যায়েরমতে কি প্রকারে অত্যন্ত দুঃখ নিবৃত্তি হয় তাহা স্পষ্ট নাই। বেদান্ত-মতে অভেদ

ব্রহ্মানুসন্ধানকে মুক্তি বলে। তাহাই এক প্রকার স্পষ্ট বুঝা যায়।

শ্রীবৈ। বাবা! আমি ১৫ বৎসর শাঙ্করী বেদান্ত গ্রন্থ পাঠ করিয়া কএক বৎসর সন্ন্যাস করিয়াছিলাম। মুক্তির জন্য অনেক যত্ন করিয়াছি। শঙ্করের মতে যে চারিটী মহাবাক্য তাহা অবলম্বন পূর্ব্বক অনেকদিন নিদিধ্যাসন করিয়াছিলাম। পরে সে পন্থা অর্ব্বাচীন বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছি।

দে। কিসে অর্ব্বাচীন বলিয়া জানিলেন?

শ্রীবৈ। বাবা! কৃত কর্ম্মা লোক নিজের পরীক্ষা সহজে অপরকে বলিতে পারে না। অপরে তাহাই বা কিরূপে বুঝিবে?

দেবীদাস দেখিলেন যে শ্রীবৈষ্ণবদাস মহাপণ্ডিত, সরল ও মহাবিজ্ঞ। দেবীদাস বেদান্ত পড়েন নাই। মনে করিলেন যদি ইনি কৃপা করেন তবে আমার বেদান্ত অধ্যয়ন হয়। এই মনে করিয়া বলিলেন, আমি কি বেদান্ত পড়িবার যোগ্য?

শ্রীবৈ। তোমার যেরূপ সংস্কৃত ভাষায় অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে তাহাতে তুমি অনায়াসে শিক্ষক পাইলে বেদান্ত পড়িতে পার।

দে। আপনি কৃপা করিয়া যদি আমাকে পড়ান তবে আমি পড়ি।

শ্রীবৈ। আমার কথা এই যে আমি অকিঞ্চন বৈষ্ণবদাস। পরমহংস বাবাজী মহাশয় আমাকে কৃপা করিয়া সর্ব্বদা হরিনাম করিতে বলিয়াছেন আমি তাহাই করিয়া থাকি। সময় অল্প। বিশেষতঃ জগদ্গুরু শ্রীস্বরূপ গোস্বামী বৈষ্ণবদিগকে শারীরক ভাষ্য পড়িতে বা শুনিতে নিষেধ করিয়াছেন শুনিয়া আমি আর শাঙ্কর ভাষ্য পড়ি না বা পড়াই না। তবে জীবলোকের আদি গুরু শ্রীশচীনন্দন শ্রীসার্ব্বভৌমকে বেদান্ত সূত্র ভাষ্য বলিয়াছেন তাহা এখনও অনেক বৈষ্ণবের নিকট কড়চা আকারে লেখা আছে। তাহা তুমি নকল করিয়া লইয়া পড় ত আমি তোমায় সাহায্য করিতে পারি। তুমি কাঞ্চনপল্লীবাসী শ্রীমৎ কবিকর্ণপুরের গৃহ হইতে উক্ত কড়চা আনাইয়া লও।

দে। আমি যত্ন করিব। আপনি বেদান্তে মহা পণ্ডিত। আপনি সরলতার সহিত আমাকে বলুন, বৈষ্ণব ভাষ্য পড়িয়া বেদান্তের যথার্থ অর্থ পাইব কি না?

শ্রীবৈ। আমি শাঙ্কর ভাষ্য পড়িয়াছি ও পড়াইয়াছি। শ্রীভাষ্য প্রভৃতি কএক খানি ভাষ্য পড়িয়াছি। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ যে শ্রীগোপীনাথাচার্য্যের প্রদত্ত

মহাপ্রভুর সূত্রার্থ ব্যাখ্যা পড়িয়া থাকেন তাহা অপেক্ষা আর উৎকৃষ্ট আমি কিছু দেখি নাই। ভগবৎ কৃত সূত্রার্থে কোন মত বাদ নাই। উপনিষদ্ বাক্যে যে সকল অর্থ সংগ্রহ করা যায় সে সমুদায় যথাযথ ঐ সূত্র ব্যাখ্যায় পাওয়া যায়। সূত্র ব্যাখ্যাটী কেহ যদি রীতিমত প্রস্থিত করেন তাহা হইলে আর কোন ভাষ্য বিদ্বৎসভায় আদৃত হইবে না।

এই কথা শুনিয়া দেবী বিদ্যারত্ন উল্লসিত চিত্তে শ্রীবৈষ্ণবদাসকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া পিতার কুটীরে পুনরায় প্রবেশ করিয়া পিতার চরণে সমস্ত কথা নিবেদন করিলেন। পিতা আহ্লাদিত হইয়া বলিলেন দেবী! অনেক পড়িয়াছ শুনিয়াছ বটে এখন জীবের সদ্গতি অন্বেষণ কর।

দে। পিত! আমি অনেক আশার সহিত আপনাকে শ্রীগোদ্রুম হইতে লইয়া যাইবার জন্য আসিয়াছি। কৃপা করিয়া একবার বাটী গেলে সকলেই চরিতার্থ হন। বিশেষতঃ জননী ঠাকুরাণীর ইচ্ছা যে আপনার চরণ একবার দর্শন করেন।

লা। আমি বৈষ্ণব চরণ আশ্রয় করিয়াছি। প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে ভক্তি প্রতিকূল গৃহে আর গমন করিব না। তোমরা সকলে আগে বৈষ্ণব হও, তবে আমাকে লইয়া যাইবে।

দে। পিত! এ কথাটা কিরূপ আজ্ঞা করিলেন। আমাদের গৃহে ভগবৎসেবা আছে। আমরা হরিনামের অনাদর করি না। অতিথি বৈষ্ণব সেবা করিয়া থাকি। আমরা কি বৈষ্ণব নই।

লা। যদিও বৈষ্ণবদের ক্রিয়া ও তোমাদের ক্রিয়াতে ঐক্য আছে, তথাপি তোমরা বৈষ্ণব নহ।

দে। পিত! কি হইলে বৈষ্ণব হইতে পারি?

লা। নৈমিত্তিকভাব ত্যাগ করিয়া নিত্যধর্ম্ম আশ্রয় করিলে বৈষ্ণব হইতে পার।

দে। আমার একটী সংশয় আছে। আপনি ভাল করিয়া মীমাংসা করিয়া দিন। বৈষ্ণবেরা যে শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদ সেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন করেন, তাহাতেও যথেষ্ট জড় মিশ্র কর্ম্ম আছে। সে সকল বা কেন নৈমিত্তিক না হয়। এ বিষয়ে আমি কিছু পক্ষপাতীত্ব দেখিতেছি। শ্রীমূর্ত্তি সেবা, উপবাস, জড় দ্রব্যেরদ্বারা পূজা এ সমস্তই স্থূল, কিরূপে নিত্য হইতে পারে।

না। বাপু! এ কথাটা বুঝিতে আমারও অনেক দিন লাগিয়াছিল। তুমি ভাল করিয়া বুঝিয়া লও। মনুষ্য দুই প্রকার ঐহিক ও পারমার্থিক। ঐহিক মানবগণ কেবল ঐহিক সুখ, ঐহিক মান ও ঐহিক উন্নতি অনুসন্ধান করে। পারমার্থিক মানবগণ তিন প্রকার অর্থাৎ ঈশানুগত, জ্ঞান নিষ্ঠ ও সিদ্ধিকামী। সিদ্ধিকামী লোকগণ কর্ম্মকাণ্ডের ফলভোগে নিরত। কর্ম্মেরদ্বারা অলৌকিক ফল উদয় করিতে চায়। যাগ যজ্ঞ ও যোগই ইহাদের ফলোদয়ের উপায়। ইহাদের মতে ঈশ্বর থাকিলেও তিনি কর্ম্ম বশ। বৈজ্ঞানিক ব্যক্তিগণ ঐ শ্রেণীভুক্ত। জ্ঞান নিষ্ঠ ব্যক্তিগণ জ্ঞান চর্চ্চারদ্বারা আপনাদের ব্রহ্মতা উদয় করিতে যত্ন করেন। ঈশ্বর বলিয়া কেহ থাকুন না থাকুন, উপায়কালে একটী ঈশ্বর কল্পনা করত তাঁহার ভক্তি করিতে ক্রমশঃ জ্ঞান ফল পাইয়া থাকেন। জ্ঞান ফল পাইলে আর উপায়কালীয় ঈশ্বরের আবশ্যকতা থাকে না। ঈশ ভক্তি ফলকালে জ্ঞানাকারে পরিণত। এই মতে ঈশ্বরের ও ঈশ ভক্তির নিত্যতা নাই। ঈশানুগত পুরুষেরা তৃতীয় শ্রেণীর পারমার্থিক। ইহাঁরাই বস্তুত পরমার্থ অনুসন্ধান করেন। ইহাঁদের মতে একটী অনাদি অনন্ত ঈশ্বর আছেন। তিনি স্বীয় শক্তি ক্রমে জীব ও জড় সৃষ্টি করিয়াছেন। জীব সকল তাঁহার নিত্যদাস। তাঁহার প্রতি নিত্য আনুগত্য ধর্ম্মই জীবের নিত্য ধর্ম্ম। জীব নিজ বলে কিছু করিতে পারে না। কর্ম্মদ্বারা জীবের কোন নিত্য ফল হয় না। জ্ঞানদ্বারা জীবের নিত্য ফল বিকৃত হয়। অনুগত হইয়া ঈশ্বরকে সেবা করিলে ঈশ্বরের কৃপাই জীবের সর্ব্বার্থ সিদ্ধি। পূর্ব্বকার দুই শ্রেণীর নাম কর্ম্মকাণ্ডী ও জ্ঞান কাণ্ডী। তৃতীয় শ্রেণী কেবল ঈশ ভক্ত। জ্ঞানকাণ্ডী ও কর্ম্মকাণ্ডী কেবল আপনাদিগকে পারমার্থিক বলিয়া অভিমান করে। বস্তুতঃ তাহারা ঐহিক। অতএব নৈমিত্তিক। তাহাদের যত প্রকার ধর্ম্ম চর্চ্চা সমস্তই নৈমিত্তিক।

সম্প্রতি শৈব, শাক্ত, গাণপত্য ও সৌর ইহারা জ্ঞানকাণ্ডের অধীন। ইহারা যে শ্রবণ কীর্ত্তনাদি করে সে কেবল মুক্তি ও অবশেষে অভেদব্রহ্ম সম্পত্তি পাইবার আশায় করিয়া থাকে। যাঁহাদের শ্রবণ কীর্ত্তনাদিতে ভুক্তি মুক্তি আশা নাই, তাঁহারা সেই সেই মূর্ত্তিতে বিষ্ণু সেবাই করিয়া থাকেন। ভগবন্মূর্ত্তি নিত্য চিন্ময় ও সর্ব্বশক্তি সম্পন্ন। উপাস্য তত্ত্বকে যদি ভগবান না বলা যায় তবে অনিত্যের উপাসনা হয়। বাপু! তোমাদের যে ভগবন্মূর্ত্তি-সেবা, তাহাও পারমার্থিক নয়। কেননা তোমরা ভগবানের নিত্য মূর্ত্তি

স্বীকার কর না। অতএব ঈশানুগত নও। এখন বোধ হয় তুমি নিত্যও নৈমিত্তিক উপাসনার ভেদ জানিতে পারিলে ?

দে। হাঁ, যদি ভগবদ্বিগ্রহকে নিত্য না বলা যায় এবং শ্রীবিগ্রহে অর্চ্চন করা যায় তাহা হইলে নিত্য বস্তুর উপাসনা হয় না। অনিত্য বস্তুর উপাসনা দ্বারা অন্য প্রকার নিত্য তত্ত্বের কি অনুসন্ধান হয় না।

ন্যা। হইলেও তোমার উপাসনাকে আর নিত্যধর্ম্ম বলিতে পার না। বৈষ্ণব ধর্ম্মের নিত্য বিগ্রহে অর্চ্চনাদি নিত্য ধর্ম্ম।

দে। যে শ্রীবিগ্রহ পূজা করা যায় তাহা মানব কৃত মূর্ত্তি। তাহাকে কিরূপে নিত্য মূর্ত্তি বলিব ?

ন্যা। বৈষ্ণব পূজ্য বিগ্রহ সেরূপ নয়। আদৌ ভগবান ব্রহ্মের ন্যায় নিরাকার নন। তিনি সচ্চিদানন্দ ঘন বিগ্রহ সর্ব্বশক্তি বিশিষ্ট। সেই শ্রীমূর্ত্তিই পূজনীয়। সেই শ্রীমূর্ত্তি প্রথমে জীবের চিদ্বিভাগে প্রতিভাত হইয়া মনে উদয় হয়। মন হইতে নির্ম্মিত শ্রীমূর্ত্তিতে ভক্তিযোগে তাহা আবির্ভূত হইয়া পড়ে। তখন ভক্ত তদ্দৃষ্টে হৃদয়ে যে চিন্ময় মূর্ত্তি দেখেন তাহার সহিত শ্রীমূর্ত্তির একতা করিয়া থাকেন। জ্ঞানবাদীদিগের পূজিত বিগ্রহ সে রূপ নয়। তাহাদের মতে একটী পার্থিব তত্ত্বে ব্রহ্মতা কল্পিত হইয়া পূজা কাল পর্য্যন্ত উপস্থিত থাকে। পরে সে মূর্ত্তি পার্থিব বস্তু বই আর কিছুই নয়। এখন গাঢ় রূপে উভয় মতের অর্চ্চনাদির ভেদ আলোচনা কর। গুরুদেবের কৃপায় যখন বৈষ্ণব দীক্ষা পাওয়া যায় তখন ফল দৃষ্টে এই পার্থক্যের বিশেষ উপলব্ধি হইয়া পড়ে।

দে। আমি এখন দেখিতেছি! বৈষ্ণবদের কেবল গোঁড়ামি নয়। তাঁহারা অত্যন্ত সূক্ষ্মদর্শী। শ্রীমূর্ত্তি উপাসনা ও পার্থিব বস্তুতে ঈশ্বর জ্ঞান পরস্পর অত্যন্ত পৃথক্। কার্য্যে ভেদ কিছুই দেখিনা। নিষ্ঠাতে বিশেষ ভেদ আছে। এ বিষয়ে আমি কিছু দিন চিন্তা করিব। পিত! আমার একটা প্রধান খটকা মিটিয়া গেল। এখন আমি জোর করিয়া বলিতে পারি যে জ্ঞান বাদীদিগের উপাসনা কেবল ঈশ্বরের সহিত তঞ্চকতা মাত্র। ভাল একথা আবার আপনার শ্রীচরণে নিবেদন করিব। এই বলিয়া তখন দেবী বিদ্যারত্ন ও শম্ভু নিজ বাসায় চলিয়া গেলেন। অপরাহ্ণে উভয়ে আসিয়া ছিলেন বটে কিন্তু সে সব কথার অবকাশ ছিল না। নাম গানে সকলেই সুখলাভ করিয়াছিলেন।

পরদিন অপরাহ্নে পরমহংস বাবাজীর মণ্ডপে সকলেই বসিয়াছেন। দেবী বিদ্যারত্ন ও শম্ভু. ও লাহিড়ী মহাশয়ের নিকটে আছেন। এমত সময় ব্রাহ্মণ পুষ্করণীর কাজী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কাজীকে দেখিয়া বৈষ্ণবগণ সম্মান করিয়া উঠিলেন। কাজী ও পরমানন্দে বৈষ্ণবদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া মণ্ডপে বসিলেন। পরমহংস বাবাজী বলিলেন আপনারা ধন্য যেহেতু আপনারা শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর কৃপাপাত্র চাঁদকাজীর বংশধর। আমাদিগকে কৃপা করিবেন। কাজী বলিলেন শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর প্রসাদে আমরা বৈষ্ণবগণের কৃপাপাত্র হইয়াছি। আমাদের গৌরাঙ্গই প্রাণপতি। তাঁহাকে দণ্ডবৎ প্রণাম না করিয়া আমরা কোন কার্য্য করি না।

লাহিড়ী মহাশয় মুসলমানদিগের ভাষায় বড় পণ্ডিত ছিলেন। তিনি কোরাণ সরিফের ৩০ সেফারা সমুদায় পড়িয়াছেন। সুফীদিগের অনেক গ্রন্থ আলোচনা করিয়াছেন। তিনি কাজী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন যে আপনাদের মতে মুক্তি কি?

কাজী কহিলেন আপনারা যাহাকে জীব বলেন তাহাকে আমরা রু বলি। সেই রু দুই অবস্থায় থাকে অর্থাৎ রু মুজর্‌রদী ও রু তরকীবী। যাহাকে আপনারা চিৎ বলেন তাহাকেই আমরা মুজর্‌রদ বলি। যাহাকে আপনারা অচিৎ বলেন তাহাকে আমরা জিসম্ বলি। মুজর্‌রদ্ দেশ ও কালের অতীত। জিসম দেশ ও কালের অধীন। তরকীবী রু বা. বদ্ধজীব বাসনা, মন ও মলফুৎ অর্থাৎ জ্ঞান পূর্ণ। মুজর্‌রদী রু এই সমস্ত হইতে শুদ্ধ ও পৃথক্। আলম মিসাল বলিয়া যে চিন্ময় ভূমি আছে তথায় মুজর্‌রদী রু থাকিতে পারেন। ইস্ক্ অর্থাৎ প্রেম সমৃদ্ধি ক্রমে রু শুদ্ধ হয়। পয়গম্বর সাহেবকে খোদা যে স্থানে লইয়া যান সেই স্থানে জিসম্ নাই কিন্তু সেখানেও রু বন্দা অর্থাৎ দাস ও ঈশ্বর খোদা অর্থাৎ প্রভু। অতএব বন্দা ও খোদা সম্বন্ধ নিত্য। শুদ্ধ ভাবে এই সম্বন্ধ লাভ করার নাম মুক্তি। কোরাণে এবং সুফীদিগের কেতাবে এই সকল আছে বটে কিন্তু সকলেই তাহা বুঝিতে পারে না। গৌরাঙ্গ প্রভু কৃপা করিয়া চাঁদ কাজী সাহেবকে এই কথা শিক্ষা দিয়াছেন তদবধি আমরা শুদ্ধ ভক্ত হইয়াছি।

লা। কোরাণের মূল মত কি?

কা। কোরাণে যে বিহিস্ত বর্ণিত আছে তথায় কোন এবাদতের কথা নাই বটে কিন্তু তথায় জীবনই এবাদত। খোদাকে দর্শন করিয়া পরমসুখে

তত্রস্থ লোক সকল সুখে মগ্ন থাকেন। একথা শ্রীগৌরাঙ্গ দেব বলিয়াছেন।

লা। খোদার কি মূর্ত্তি কোরাণে পাওয়া যায়?

কা। কোরাণ বলেন খোদার মূর্ত্তি নাই। শ্রীগৌরাঙ্গ চাঁদকাজীকে বলিয়াছেন যে কোরাণে কেবল জিসমানি মূর্ত্তি নিষেধ। শুদ্ধ মুজররদী মূর্ত্তি নিষেধ নাই। সেই প্রেমময় মূর্ত্তি পয়গম্বর সাহেব নিজ অধিকার মতে দেখিয়াছিলেন। অন্যান্য রসের ভাব সকল অবগুণ্ঠিত ছিল।

লা। সুফীরা কি বলেন?

কা। তাঁহাদের মতে অনল্ হক্। অর্থাৎ আমি খোদা। আপনাদের অদ্বৈতবাদ ও মুসলমানের আসওয়াফ মত একই বটে।

লা। আপনারা কি সুফী?

কা। না আমরা শুদ্ধভক্ত। গৌরগত প্রাণ।

অনেক কথোপকথনের পর কাজী মহাশয় বৈষ্ণবদিগকে সম্মান করিয়া চলিয়া গেলেন। পরে হরি সংকীর্ত্তনের পর সভা ভঙ্গ হইল।

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত।

শরণাগতি।

[পূর্ব্ব প্রকাশিত ৭৭ পৃষ্ঠার পর]

(২৪)

ছোড়ত পুরুষ অভিমান। কিঙ্করী হইলুঁ আজি কান ॥ ১ ॥
বরজ বিপিনে সখী সাথ। সেবন করবুঁ রাধানাথ ॥ ২ ॥
কুসুমে গাঁথবুঁ হার। তুলসী মণি মঞ্জরী তার ॥ ৩ ॥
যতনে দেওবুঁ সখীকরে। হাতে লওব সখী আদরে ॥ ৪ ॥
সখী দিব তুয়া দুহুঁক গলে। দূরত হেরবুঁ কুতূহলে ॥ ৫ ॥
সখী কহব শুন সুন্দরী। রহবি কুঞ্জে মম কিঙ্করী ॥ ৬ ॥
গাঁথবি মালা মনোহারিণী। নিতি রাধাকৃষ্ণ বিমোহিনী ॥ ৭ ॥
তুয়া রক্ষণ ভার হামারা। মম কুঞ্জ কুটীর তোহারা ॥ ৮ ॥
রাধা মাধব সেবন কালে। রহবি হামার অন্তরালে ॥ ৯ ॥
তাম্বুল সাজি কর্পূর আনি। দেওবি মোএ আপন জানি ॥ ১০ ॥
ভকতি বিনোদ শুনি বাত। সখী পদে করে প্রণিপাত ॥ ১১ ॥

[ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

তত্ত্ববিবেক

বা শ্রীসচ্চিদানন্দানুভূতিঃ।

[পূর্ব্ব প্রকাশিত ৭৬ পৃষ্ঠার পর]

ইদমেব মতং বিদ্ধি সর্ব্বত্রৈবাসমঞ্জসং।
ঈশ্বরে দোষদং সাক্ষাৎ জীবস্যক্ষৌদ্রসাধকং ॥২৯॥

এই মতে একটী ঈশ্বর হইলেও এই মত অনেক স্থলে অসমঞ্জস, ঈশ্বরে বৈষম্য দোষ পূর্ণ এবং ঈশোন্মুখ জীবের পক্ষে তুচ্ছ। ঈশ্বর এক জন বটে, কিন্তু তাহার ইচ্ছা হইতে স্বতন্ত্র আর একটী পাপময় প্রকাণ্ড সত্বকে স্বীকার করা হয়। আবার যাঁহারা ঐ প্রকাণ্ড সত্বকে ছাড়িয়াছেন তাহারা ঈশ্বরের মায়া শক্তি অনুভব করিতে না পারিয়া জীবের দৌর্ব্বল্য মধ্যে পাপ সৃষ্টি লক্ষ্য করেন। পাপ সকল জীবের দৌর্ব্বল্য হইতেই হয় বটে, কিন্তু অনাদি কর্ম্ম মার্গের পাপ পুণ্য বিচার ত্যাগ করিলে জীবের দৌর্ব্বল্য বিধান জন্য ঈশ্বরকেই দোষী হইতে হয়। ইহাঁরা মুখে ঈশ্বরকে নির্দোষ বলেন কিন্তু কার্য্যে সমস্ত দোষ ঈশ্বরের উপর নিক্ষেপ করিয়া থাকেন। জীবের শুদ্ধ চিত্তত্ত্ব ও জড়গত-লিঙ্গ ও স্থূল তত্বকে যথাযথ পৃথক্ করিয়া ইহাঁরা বুঝিতে পারেন না। ইহাঁ-দের জ্ঞান ও বিজ্ঞান উভয়ই দূষিত ও কুণ্ঠিত। এই জন্য জীবের স্বরহস্য ও তদঙ্গ ইহাঁরা কোন ক্রমেই বুঝিতে পারেন না। জড় বিজ্ঞানের গর্ব্বে ইহাঁ-দের চিদ্বিজ্ঞান নিতান্ত খর্ব্ব হইয়া থাকে, যে ফল ইহারা সাধন করেন তাহাও তুচ্ছ। লিঙ্গতত্ত্বগত স্বর্গ লাভই ইহাঁদের চরম। লিঙ্গকেই ইহাঁরা চিত্তত্ত্ব বলিয়া মনে করেন। এই জন্যই ইহাঁরা মন ও আত্মাকে পৃথক্ বলিয়া বুঝিতে পারেন না ॥ ২৯ ॥

[ক্রমশঃ প্রকাশ্য

বৈষ্ণব-নিন্দা।

[পূর্ব্ব প্রকাশিত ৬০ পৃষ্ঠার পর]

নিবর্ণপ্রায় যে সকল সুদুরাচার ভক্তি জন্মিবার পূর্ব্ব হইতে আসিতেছে, তাহা দিন দিন ভক্তিবলে খর্ব্ব হইয়া স্বল্প কালের মধ্যেই নষ্ট হইয়া পড়ে।

তাহা লইয়া সদুদ্দেশ ব্যতীত আলোচনা করিলে বৈষ্ণবনিন্দার অপরাধ হয়। দৈবাৎ অপতিত যে দোষ তাহা দেখিয়াও বৈষ্ণবকে নিন্দা করিবে না। তৎসম্বন্ধে করভাজন বলিয়াছেন ;—

স্বপাদমূলং ভজতঃ প্রিয়স্য
ত্যক্তান্যভাবস্য হরিঃ পরেশঃ।
বিকর্ম্ম যচ্চোৎপতিতং কথঞ্চিৎ
ধুনোতি সর্ব্বং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ ॥

দৈবোৎপন্ন দোষের সদুদ্দেশ্য ব্যতীত আলোচনা করিলে বৈষ্ণব নিন্দার অপরাধ হয়। মূল কথা এই যে বৈষ্ণবের মিথ্যাপবাদ ও পূর্ব্বোক্ত তিন প্রকার দোষ লইয়া আলোচনা করিলে নামাপরাধ হইলে নাম স্ফূর্ত্তি হয় না। নাম স্ফূর্ত্তি না হইলে বৈষ্ণব হওয়া যায় না।

এস্থলে এরূপ বিতর্ক হইতে পারে। উক্ত চারি প্রকার দোষ ব্যতীত বৈষ্ণবের অন্যান্য দোষের আলোচনা করা উচিত কিনা। উত্তর এই যে বৈষ্ণবের উক্ত চারি প্রকার দোষ ব্যতীত অন্য দোষ হইতে পারে না। যাঁহাদের উক্ত তিন প্রকার দোষ ব্যতীত অন্য দোষ আছে, তাঁহারা বৈষ্ণব বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হন নাই। এস্থলে বিবেচ্য এই যে জীব মাত্রের দোষ সকল সদুদ্দেশ্য ব্যতীত কাহারও আলোচনা করা উচিত নয়। বৈষ্ণব নিন্দা অপরাধ। অন্য জীব নিন্দা পাপ। যিনি বৈষ্ণব তাঁহার সে রূপ পাপেও রুচি হয় না। সদুদ্দেশ্যের সহিত যে পরদোষ আলোচনা তাহা শাস্ত্রে নিন্দিত হয় নাই। সদুদ্দেশ্য তিন প্রকার। যে ব্যক্তির পাপ লইয়া আলোচনা করা যায় তাহাতে যদি তাহার কল্যাণ উদ্দিষ্ট হয় তবে সেই আলোচনা শুভ। জগতের মঙ্গল সাধনের জন্য যদি পাপীর পাপালোচনা করা যায় তবে তাহা শুভ কার্য্যের মধ্যে গণিত। নিজের মঙ্গল সাধনের জন্য যদি সেই আলোচনা হয় তাহাতেও গুণ বই দোষ নয়। এই সকল সদুদ্দেশেই বাল্মিকীর পূর্ব্ব চরিত্র, জগাই মাধাই-এর পূর্ব্ব চরিত্র প্রভৃতি ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত সর্ব্বদা নিষ্পাপ রূপে আলোচিত হইয়া থাকে। শিষ্য গুরুকে বৈষ্ণব নির্দ্দেশ করিতে প্রার্থনা করিলে গুরু শিষ্যের ও জগতের মঙ্গল কামনায় অসদাচারীদিগকে অবৈষ্ণব বলিয়া সাধু বৈষ্ণব নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। সাধু বৈষ্ণবের পদাশ্রয় করিবার অভিপ্রায় অসৎ ধর্ম্মধ্বজী লোককে পরিত্যাগ করাতে সাধু নিন্দা বা বৈষ্ণব অপরাধ

না। যদি সে বিষয়ে ব্যক্তিগত আলোচনা উত্থাপন হয়, তাহাও সদোষ হইতে পারে না। এই সকলই সদুদ্দেশের উদাহরণ। হে পাঠকবর্গ আপনারা বিশেষ যত্ন পূর্ব্বক এই গম্ভীর বিষয়ের চিন্তা করিবেন। সিদ্ধান্ত করিয়া সাধুবৈষ্ণবের সম্মান ও অসাধুর সঙ্গ ত্যাগ অবশ্য অবশ্য করিবেন। সাধু বৈষ্ণবের নিন্দা করিলে হৃদয়ে নাম তত্ত্বের উদয় হইবে না। অতএব ভাগবতে উপদিষ্ট হইয়াছে।—

ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গ মুক্তিভিঃ॥

এই সকল কারণে দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বুদ্ধিমান লোক সাধু সঙ্গ করিয়া থাকেন। কেননা সাধু উপদেশ দ্বারা সাধুগণ মনের ব্যাসঙ্গ অর্থাৎ অসাধু বিষয়ে আসক্তি ও তজ্জনিত দুঃখ ছেদন করিয়াছেন।

এমত মনে করিবেন না যে আমরা সাধু বলিয়া অসাধুকে সেবা করিলেও সাধু সেবা ফল পাইব। পূর্ব্বোক্ত মধ্যমাধিকারীদিগেরই সাধু সেবার প্রয়োজন কেননা কনিষ্ঠ সাধু সেবা করেন না ও উত্তমাধিকারীর সাধু ও অসাধুতে ভেদ বুদ্ধি নাই। আপনারা মধ্যমাধিকারী অতএব সাধু অন্বেষণ করিয়া তাহাতে মৈত্রী ও অসাধুকে কৃপা বা উপেক্ষা করিতে বাধ্য আছেন। আপনারা স্বীয় অধিকার পরিত্যাগ করিলে দোষী হইবেন। দোষ গুণ সম্বন্ধ ভাগবতের আজ্ঞা এই;—

স্বে স্বেঽধিকারে যা নিষ্ঠা সগুণঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
বিপর্য্যয়স্তু দোষঃ স্যাদুভয়োরেষ নির্ণয়ঃ॥

আপনারা না জানিয়াও অসাধু সঙ্গ করিলে ভক্তির নিকট অপরাধী হইতেছেন যথা ভাগবতে;—

সঙ্গো যঃ সংসৃতে র্হেতুরসৎসু বিহিতোঽধিয়া।
স এব সাধুষু কৃতো নিঃসঙ্গত্বায় কল্পতে॥

অধিয়া অর্থাৎ বুদ্ধিদোষে না জানিতে পারিয়াও যে অসৎসঙ্গ হয় তাহা সংসৃতির অর্থাৎ পতনের হেতু হয়। সেইরূপ সাধুতেসঙ্গ হইলে নিঃসঙ্গত্ব সহজে হয়।

ভক্তমাল প্রপন্নামৃত প্রভৃতি ভক্তিগ্রন্থে উত্তম ভক্তদিগের সর্ব্বত্র সাধুদর্শনের যে মাহাত্ম্য পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে তাহা মধ্যম বৈষ্ণবদিগের আচরণীয়

নয়। তাহা আচরণ করিতে গেলে অনধিকার চর্চ্চা দোষে শীঘ্র পতন হইয়া পড়ে। আমরা সদুদ্দেশে এই সমস্ত আলোচনা করিলাম, শুদ্ধ ভক্তগণ কৃপা করিয়া বিচার করিবেন।

শ্রীদরিয়া-দাস।

অন্ন জল কোনপ্রকারে অশুদ্ধ নয় কেবল কর্ম্মবিকার অর্থাৎ পাপকর্ম্মই অশুদ্ধ। মৎস্য মাংসের হাঁড়ি অশুদ্ধ, এই বিধিবিচার কর। তাৎপর্য্য এই যে মৎস্য মাংস ও পাপিষ্ঠ লোকের স্পর্শ দ্রব্য অশুদ্ধ। আর কিছু খাদ্য অশুদ্ধ নয়।

দরিয়া দাসের মতে তীর্থাদির প্রয়োজনতা নাই। কেবল সাধুসঙ্গের জন্য সাধুরস্থানে গমন কর্ত্তব্য যথা ;—

কোটতীর্থ সাধুন কি চরণা।
মঞ্জ কর কিল্বিষ কি হরণা॥

সাধু ব্যক্তির চরণই কোটীতীর্থ। তাহাতে মজ্জন করিয়া কিল্বিষ অর্থাৎ পাপ দূর কর।

সংসার ব্যবহারে অন্যের প্রতি ব্যবহার এইরূপ করিবে যথা ;—

যো দরিয়াকে বিথ্ বোয়ে তাপর বোয়ই ফুল।
বিখমে বিখ যায় লাগে অন্তঃসঞ্জীবন মূল॥

দরিয়া বলেন যদি কেহ আমাকে বিষ বপন করে অর্থাৎ অত্যাচার করে আমি তাহাকে ফুল বপন করি অর্থাৎ দয়া প্রকাশ করি। বিষ দিলে বিষ যায় সত্য কিন্তু শেষে জীবন অসৎ হইয়া পড়ে। সঞ্জীবনই প্রয়োজন।

অন্যদেবতা পূজা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যথা ;—

সুমত কর নিজ শান্তকে সেবা।
সকল মহিকা পূজহ দেবা॥

যদি সাধু সেবা করিয়াছ তবে তুমি জগতের সকল দেবতাকেই পূজা করিয়াছ।

শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে দরিয়াদাসের মত ভক্তির অনুগত নয়। যথা ;—

হামসো রামসে প্রীতহেয় আগম নিগমকিবাত।
হাম দোনো হেয় এককে ইম শীতল ইম তাত॥

আমি ও রামচন্দ্র একই সত্যপুরুষের লোক ইহাই আগম নিগমের কথা। আমাতে ও রামেতে বিশেষ প্রীতি। একজন সংসার হইতে শীতল হইয়াছেন। একজন সংসার অনলে তপ্ত। এইমাত্র ভেদ।

কৃষ্ণ ও নবীকো দো নেহি জানিয়ে।

মুসলমানদিগের পরম উপাস্য যে নবী বা আল্লা তিনিও কৃষ্ণ একই তত্ব। অর্থাৎ রাম, কৃষ্ণ ও আল্লা এ সকলেই সত্যপুরুষের আজ্ঞাবহ অবতার বলিয়া জানিবে।

দরিয়া-সাহেবের মতে উপাসনা প্রণালী এইরূপ ;—

জ্ঞানভক্তি নিজ সার হ্যাঁয় শুন শ্রবণ চিতলায়।
ব্যক্তি ব্যক্তি বিখ্যান এই ব্রহ্মঅনুপ দেখায়॥
ভক্তি হেতু হ্যাঁয় জ্ঞানকে মূলা।
বিকসিত কমল সহস্রদল ফুলা॥
সত্যশরণ প্রীতি লে লে আওয়ে।
নিগুঁণ নিরখি বিমল যশ গাওয়ে॥
গহেটেক সত্যনাম সমীপা।
দুর্ম্মতি দুদ্দিন কমল অনুপা॥
কমল ভ্রমর যেঁউ বাস সুবাসা।
রহত রহিত রস করত বিলাসা॥
বাসক ভয়ে বিলগ বিহরাহি।
ফের ফের বাস উলটি লপটাহি॥

দরিয়া দাসের মতে ভক্তিই জ্ঞানের উপায়। ভক্তি করিলে জ্ঞান হয়। সত্যপুরুষের নির্গুণ ধর্ম্ম দর্শন করিয়া তাঁহাই সর্ব্বদা গান করা এবং সত্যনাম জপ করা বিধান। তাহা করিতে করিতে প্রীতি জন্মে। দরিয়াদাসের মতে যে ভক্তি তাহা কেবল সাধনভক্তি। তিনি যাহাকে জ্ঞান ও মুক্তি বলেন তাহাই সিদ্ধ ভক্তি। কিন্তু সিদ্ধ ভক্তির ভাব দরিয়া-দাসের ভালরূপ অনুভব হয় নাই। মুক্তি হইলে জীবের যে অবস্থা হয় তাহা বলিতেছেন যথা ভক্তিহেতু গ্রন্থে ;—

দরিয়া-দাস সত্যপুরুষকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিয়াছেন ;—

যব হংস গমন কো আওয়ে। কোন সুরত সহর কো ধাওয়ে॥
শুন শব্দ মন্ন করেঁা বাখানা। মূল সব হ্যাঁয় আগম নিশানা॥
মূল একহ সত্য হ্যাঁয় ছাপা। দেখত কাল তুরন্তহি কাঁপা॥
ছাপলোক তিন লোকতে নেয়ারা। বুঝে ভেদ যোহংস হামরা॥

উত্তর দিশা এক পাঁজি আহই। চলে হংস সুরতি করি তহঁই ॥
ধরেতেজ অতি হই উজিয়ারা। জুমসেন থাওয়ে কোন বিচারা ॥
জম্বুদ্বীপসে আগে গেঁয়ু। শিলমিল দ্বীপ দেখত তব ভয়ু॥
আগে সরোবর আগম গম্ভীরা। গয়ে হংস তাহিকে তীরা ॥
মান সরোবর মোতি খানি। চুঙ্গহি হংস বোলে বহু বাণী ॥
আগে শৃঙ্গ হ্যায় পর দ্বীপা। নিরঞ্জন চৌকী রহে সমীপা ॥
দেখি মগ্ন ভয়ে হংস সব শোভা। তাঁহা ন কাম ক্রোধ মদ লোভা ॥
চৌকী ওয়ালা বোলে বাণী। যাও হংস যাওয়া নিজ খানি ॥
আগে সহজ দ্বীপ যো দেখা। ঝলকত পদ্ম আজরকে রেখা ॥
আমৃত চাখন তাঁহা চা খায়া। অধিক রূপ দ্বীপ তাঁহা আয়া ॥
দেথকে দ্বীপ আগে চলি গেঁয়য়ু। পুষ্প দ্বীপ তাঁহা নির্ম্মায়ো ॥
পুষ্প দ্বীপ হংসনকে বাসা। বহুবিধ হংসা করহি বিলাসা ॥
পুষ্প বিমান ছত্র শিরে সাজে। বৈসে হংস বহুত সুখ রাজে ॥
আগে হংস গমন যো কিহ্না। দয়া দ্বীপ তাঁহা পহুঁ দিহ্না ॥
কোটি কলা তাঁহা হই উজিয়ারা। বৈঠে হংস সভে সুখ সারা ॥
পালঙ্গ বিছায়ে শোধন কি ভাসা। অভিগত চামর তোলে চৌপাশা ॥
পল পল বন্দহি তাঁকর পাউ। যিন সংসারহি শব্দ শুনাও ॥
বৈঠে হংস হংসনকে পাশা। আমৃত পোষণ পাউ সুবাসা ॥
অমরাপুর তক্তকে ঠাউ। ছত্র ফিরে কোটিন শির নাউ ॥
গয়ে হংস সাহেবকে পাশা। করি সেলাম তাঁহা লেই নিবাসা ॥

তক্ত শ্বেত শ্বেত সব ছায়া।
চউওর বাস সুবাশ সব ধাওয়া ॥
অজব অমর তাঁহা হই যায়।
আওরা গমনকে সংশ মিটায় ॥
সাচ জানে সো পৌছে পাশা।
মিট যায় জগ যমকে ত্রাসা ॥
এইসন সুখ সহরমে যো কোই বুঝে আয়।
সত্যনামক জানবে অস্থির বৈঠে যায় ॥

[ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

আশ্বিন ১৩০০। সেপ্টেম্বর ১৮৯৩। শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্রাব্দাঃ ৪০৮।

সজ্জনতোষণী।

পরমার্থ সাধক সমস্ত বিষয় সমালোচনী মাসিক পত্রিকা।

৫ম খণ্ড। ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

শ্রীকেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ

সম্পাদক।

অশেষ-ক্লেশ-বিশ্লেষি-পরেশাবেশ-সাধিনী।
জীয়াদেষা পরাপত্রী সর্ব্ব সজ্জনতোষণী॥

বিষয় বিবরণ।

কার্য্যাধ্যক্ষ

শ্রীরাধিকাপ্রসাদ দত্ত।

(ভক্তিভবন, ১৮১ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট,—রামবাগান)

কলিকাতা;

১৩৩ নং মস্‌জিদ্‌বাড়ী ষ্ট্রীট "হরি যন্ত্রে"

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা এক টাকা মাত্র। ডাকমাশুল নাই।

প্রাপ্তি-স্বীকার।

৫ম খণ্ডের অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা প্রদাতা গ্রাহকগণের নাম সজ্জনতোষণীর মলাটে প্রকাশিত হয়, যথা ;—

শ্রীযুত প্রসাদদাস মল্লিক কলিকাতা।
" দীননাথ কর্ম্মকার ঐ।
" যোগীন্দ্রচন্দ্র নিয়োগী ঐ।
" গোবিন্দরাম চৌধুরী পলাসবাড়ী।
" রোহিণীনন্দন সেন গুপ্ত জলপাইগুড়ী।
" দীননাথ কর কারিয়া।

শ্রীযুত নিত্যসখা মুখোপাধ্যায় চাঁদবালী।
" প্রাণকৃষ্ণ সেন কেশপুর।
" লছমন বসাক ঢাকা।
" রামদাস কাঁদি।
" রমানাথ দে মণিরামপুর।
" রামদয়াল ঘোষ ভাটপাড়া।
" রাধারমণ ঘোষ ত্রিপুরা।
" ভুবনেশ্বর মিত্র মেদিনীপুর।

শ্রীশ্রীগোদ্রুমচন্দ্রায় নমঃ।

সজ্জনতোষণী।

জৈব-ধর্ম্ম।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

নিত্যধর্ম্ম ও জাতি বর্ণাদি ভেদ।

দেবীদাস বিদ্যারত্ন একজন অধ্যাপক। তাঁহার মনে বহুদিন হইতে এই বিশ্বাসটী চলিয়া আসিতেছে যে ব্রাহ্মণ বর্ণই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ব্রাহ্মণ ব্যতীত আর কেহ পরমার্থী হইতে পারে না। ব্রাহ্মণ জন্ম না পাইলে জীবের মুক্তি হয় না। জন্ম হইতেই ব্রাহ্মণের ব্রহ্মত্ব জন্মে। তিনি সে দিবস কাজি বংশ-ধরের সহিত বৈষ্ণবদের কথোপকথন শুনিয়া মনে মনে অতিশয় বিরক্ত হইয়াছেন। কাজি সাহেব যে সকল তত্ব কথা বলিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে তিনি প্রবেশ করিতে পারেন নাই। মনে মনে করিলেন, যবন জাতি কি এক অদ্ভুত ব্যাপার। কথা গুলা যাহা বলে তাহার ও কোন অর্থ পাওয়া যায় না। ভাল, বাবা ত ফার্সি ও আরবী পড়িয়াছেন। তিনি অনেক দিন হইতে ধর্ম্মচর্চ্চাও করিতেছেন। তিনি যবনটাকে কেন এতদূর আদর করেন। যাহাকে স্পর্শ করিলে স্নান করিতে হয়, তাহাকে কি বুঝিয়া শ্রীবৈষ্ণব দাস বাবাজী ও শ্রীপরমহংস বাবাজী মণ্ডপে বসাইয়া এত আদর করিলেন। সেই রাত্রেই বলিয়াছিলেন, শম্ভু! আমি এবিষয়ে তর্কানল উঠাইয়া পাষণ্ড মত দগ্ধ করিব। যে নবদ্বীপে সার্ব্বভৌম ও শিরোমণি ন্যায় শাস্ত্র বিচার করিয়াছেন এবং রঘুনাথ স্মৃতি শাস্ত্র মন্থন পূর্ব্বক অষ্টাবিংশতি তত্ব প্রকাশ করিয়াছেন, সেই নবদ্বীপে আর্য্য ও যবনের মধ্যে এরূপ ব্যবহার। নবদ্বীপের অধ্যাপকগণ বোধ হয় এসব কথা অবগত নহেন। দুই এক দিনের মধ্যেই বিদ্যারত্ন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন।

তৃতীয় প্রহর বেলা। মেঘের দৌরাত্ম্যে সে দিবস অদিতি নন্দন এক বারও পৃথিবীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে পারেন নাই। প্রাতে টিপ্ টিপ্ বৃষ্টি হইয়াছে। দেবী ও শম্ভু উপযুক্ত সময় পাইয়া দ্বাদশ দণ্ডের মধ্যেই খেচরান্ন ভোজন করিয়াছিলেন। বৈষ্ণবদিগের মাধুকরী পাইতে বিলম্ব হইয়াছে। তথাপি তৃতীয় প্রহরের সময় প্রায় সকলেই প্রসাদ সেবা করিয়া মাধবী মালতী মণ্ডপের একপার্শ্বে একটী প্রশস্ত কুটীরে নামের মালা লইয়া বসিলেন। পরমহংস বাবাজী, বৈষ্ণবদাস, শ্রীনৃসিংহপল্লি হইতে সমাগত পণ্ডিত অনন্তদাস লাহিড়ী মহাশয় ও কুলিয়া বাসী যাদবদাস এই কয়জন বসিয়া নামানন্দে তুলসীমালা জপ করিতেছেন। এমত সময় বিদ্যারত্ন মহাশয় শ্রীসমুদ্র গড় নিবাসী চতুর্ভুর্জ পদরত্ন ও কাশীবাস নিবাসী চিন্তামণি ন্যায়রত্ন ও পূর্ব্ব-স্থলী নিবাসী কালীদাস বাচস্পতি এবং বিখ্যাত নামা কৃষ্ণ চূড়ামণি তথায় উপস্থিত হইলেন। বৈষ্ণবগণ মহাসমাদরে ব্রাহ্মণপণ্ডিতদিগকে তথায় আসন দিয়া বসাইলেন। পরমহংস বাবাজী কহিলেন "মেঘাচ্ছন্ন দিবসকে অনেকে দুর্দ্দিন বলেন, কিন্তু অদ্য আমাদের পক্ষে সুদিন হইয়াছে, কেননা ধামবাসী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ কৃপা করিয়া আমাদের কুটীরে পদধুলি দিলেন। বৈষ্ণবগণ স্বভাবতঃ তৃণাদপি নীচ বলিয়া আপনাদিগকে জানেন অতএব বিপ্রচরণেভ্যো নমঃ বলিয়া প্রণাম করিলেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ আপনাদিগকে মানী পণ্ডিত জানিয়া আশীর্ব্বাদ করত বসিলেন। বিদ্যারত্ন তাঁহাদিগকে বিতর্কের জন্য প্রস্তুত করিয়া আনিয়াছেন। ঐ সকল ব্রাহ্মণেরা লাহিড়ী মহাশয়ের অপেক্ষা অল্পবয়স বলিয়া লাহিড়ী মহাশয়কে প্রণাম করিলেন। লাহিড়ী মহাশয় এখন তত্ত্বজ্ঞ হইয়াছেন, অতএব পণ্ডিতদিগের প্রণাম হাতে হাতে ফেরত দিলেন।

পণ্ডিতদিগের মধ্যে কৃষ্ণ চূড়ামণি বাগ্মীতায় বিশেষ পটু। কাশী, মিথিলা প্রভৃতি অনেক স্থানে তর্ক করিয়া পণ্ডিতদিগকে পরাজয় করিয়াছেন। তিনি খর্ব্বাকৃতি, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ ও গম্ভীর। তাঁহার চক্ষু দুইটী যেন নক্ষত্রের ন্যায় জ্বলিতেছিল। তিনিই বৈষ্ণবদিগের সহিত কথোপকথন আরম্ভ করিলেন।

আমরা আজ বৈষ্ণব দর্শন করিব বলিয়া আসিয়াছি। আপনাদের সমস্ত আচার আমরা প্রশংসা করি না, তথাপি আপনাদের একান্ত ভক্তি আমাকে ভাল লাগে। ভগবান বলিয়াছেন,

অপিচেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যক্ ব্যবসিতো হি সঃ॥

এই ভগবদ্গীতার বচন আমাদের প্রমাণ। ইহার উপর নির্ভর করিয়া আজ আমরা সাধু দর্শন করিতে আসিয়াছি। কিন্তু আমাদের একটী অভিসন্ধি আছে। তাহা এই; আপনারা যে ভক্তি ছলে যবন সঙ্গ করেন তদ্বিষয়ে কিছু বিচার করিব। আপনাদের মধ্যে যিনি বিশেষ বিচার পটু তিনি অগ্রসর হউন।

চূড়ামণির এই কথা শুনিয়া বৈষ্ণবগণ দুঃখিত হইলেন। পরমহংস বাবাজী মহাশয় বলিলেন, আমরা মূর্খ, বিচারের কি জানি। আমাদের মহাজনগণ যাহা আচরণ করিয়াছেন আমরা সেই আচরণ করিয়া থাকি। আপনারা যে শাস্ত্রোপদেশ দিবেন তাহা মৌনভাবে শ্রবণ করিব।

চূড়ামণি কহিলেন এরূপ কথা কিরূপে চলিতে পারে। আপনারা হিন্দু সমাজে থাকিয়া অশাস্ত্রীয় আচার প্রচার করিলে জগদ্‌বিনষ্ট হইবে। অশাস্ত্রীয় আচার প্রচার করিবেন এবং মহাজনের দোহাই দিবেন এই বা কি? কাহাকে মহাজন বলি, মহাজন যদি যথাশাস্ত্র আচরণ করেন ও শিক্ষা দেন তবেই তিনি মহাজন, নতুবা যাহাকে তাহাকে মহাজন বলিয়া 'মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা' এইরূপ বলিলে জগতের মঙ্গল কি রূপে সাধিত হইবে?

চূড়ামণির সেই কথা শুনিয়া বৈষ্ণবগণ একটী পৃথক্ কুটীরে গিয়া পরামর্শ করিলেন। তাঁহাদের এই সিদ্ধান্ত হইল যে মহাজনের প্রতি যখন দোষারোপ হইতেছে, তখন ক্ষমতা থাকিলে বিচার করাই উচিত। পরমহংস বাবাজী বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন না। অনন্তদাস পণ্ডিত বাবাজী ন্যায়-শাস্ত্রে পারদর্শী হইলেও শ্রীবৈষ্ণবদাস বাবাজীকে বিচার করিতে সকলেই অনুরোধ করিলেন। তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন যে দেবী বিদ্যারত্নই এই লেঠা উপস্থিত করিয়াছেন। লাহিড়ী মহাশয় তন্মধ্যে ছিলেন। তিনি মুক্ত কণ্ঠে বলিলেন দেবীটা অত্যন্ত অভিমানী। সে দিবস কাজি সাহেবের সহিত ব্যবহার দৃষ্টে তাহার মনে কিছু হইয়াছে, তাহাতেই পণ্ডিত গুলিকে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছে। বৈষ্ণবদাস পরমহংস বাবাজীর পদ ধূলি লইয়া বলিলেন "বৈষ্ণব আজ্ঞা আমার শিরোধার্য্য; অদ্য আমার পঠিত বিদ্যা সকল সার্থক হইবে।"

তখন মেঘ ছাড়িয়াছে। মালতী মাধবী মণ্ডপে একটী বিছানা হইল। একদিকে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ ও অপর দিকে বৈষ্ণব সকল বসিলেন। শ্রীগোদ্রুম ও শ্রীমধ্যদ্বীপস্থ আর আর পণ্ডিত বৈষ্ণব সকলকে তথায় আনা হইল। তন্নিকটস্থ অনেক গুলি বিদ্যার্থী পড়ুয়া ব্রাহ্মণ আসিয়া সভাস্থ হইলেন। সভাটী বড় মন্দ হইল না। প্রায় একশত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত একদিকে ও প্রায় দুইশত বৈষ্ণব অন্য দিকে বসিলেন। বৈষ্ণবদিগের অনুমতি ক্রমে বৈষ্ণবদাস বাবাজী প্রশান্তভাবে সম্মুখে বসিলেন। তখন একটী আশ্চর্য্য ঘটনা হইল দেখিয়া বৈষ্ণবগণ বড়ই আহ্লাদিত হইয়া একবার হরিধ্বনি দিলেন। আশ্চর্য্য ঘটনা এই যে, এক গুচ্ছ মালতীপুষ্প উপর হইতে শ্রীবৈষ্ণবদাসের মস্তকে পড়িল। বৈষ্ণবগণ বলিলেন এটী শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রসাদ বলিয়া জানুন।

কৃষ্ণ চূড়ামণি অপর দিকে বসিয়া একটু নাক শিঁটকাইয়া কহিলেন তাহাই মনে করুন। ফুলের কর্ম্ম নয়। ফলে পরিচয় হইবে।

অধিক আড়ম্বর না করিয়া বৈষ্ণবদাস কহিলেন অদ্য শ্রীনবদ্বীপে বারাণসীর ন্যায় একটী সভা পাওয়া গেল। বড়ই আনন্দের বিষয়। আমি যদিও বঙ্গ-বাসী বটে কিন্তু বহুকাল বারাণসী প্রভৃতি স্থানে বিদ্যাভ্যাস ও সভা বক্তৃতা করিয়া আমার বঙ্গভাষায় অভ্যাস লঘু হইয়াছে। আমি ইচ্ছা করি যে অদ্যকার সভায় সংস্কৃত ভাষায় প্রশ্নোত্তর হয়। চূড়ামণি যদিও শাস্ত্রে প্রকৃত পরিশ্রম করিয়াছেন, তথাপি কণ্ঠস্থ পাঠ ব্যতীত আর কিছু সংস্কৃত সহজে বলিতে পারেন না। তিনি বৈষ্ণবদাসের প্রস্তাবে একটু সঙ্কোচিত হইয়া কহিলেন "কেন বঙ্গ দেশের সভায় বঙ্গ ভাষাই ভাল, আমি পশ্চিম দেশের পণ্ডিতের ন্যায় সংস্কৃত বলিতে পারিবনা। তখন তাঁহার ভাব দেখিয়া সকলেই বুঝিতে পারিলেন যে চূড়ামণি বৈষ্ণবদাসের সহিত বিচার করিতে ভয় করিতেছেন। সকলেই একবাক্যে বৈষ্ণবদাস বাবাজীকে বঙ্গভাষা অবলম্বন করিতে বলিলে তিনি তাহাতে স্বীকার হইলেন।

চূড়ামণি পূর্ব্বপক্ষ করিতেছেন। জাতি নিত্য কিনা? যবন জাতি ও হিন্দু জাতি ইহারা পরস্পর পৃথক্ জাতি কিনা। হিন্দুগণ যবনগণের সহিত সংসর্গ করিলে পতিত হন কিনা?

বৈষ্ণবদাস বাবাজী উত্তর করিলেন ন্যায় শাস্ত্রমতে জাতি নিত্য বটে। সে জাতি কিন্তু মানবদিগের দেশ ভেদে জাতি ভেদকে লক্ষ্য করে না; গোজাতি ছাগজাতি, নরজাতি এই সকল ভেদ নিরূপণ করে।

চূড়ামণি বলিলেন হাঁ আপনি যাহা বলিতেছেন তাহাই বটে। কিন্তু হিন্দু ও যবনে কোন জাতি ভেদ আছে কিনা ?

বৈষ্ণবদাস কহিলেন হাঁ, এক প্রকার জাতি ভেদ আছে, কিন্তু সে জাতি নিত্য নয়। নরজাতি একটী জাতি। কেবল ভাষাভেদে, দেশভেদে, পরিচ্ছদ ভেদে ও বর্ণাদি ভেদে নরজাতির মধ্যে একটী জাতি-বুদ্ধি কল্পিত হইয়াছে।

চূ। জন্ম দ্বারা কোন ভেদ নাই কি ? না কেবল বস্ত্রাদি ভেদই হিন্দু ও যবনের ভেদ ?

বৈ। জীবের কর্ম্মানুসারে উচ্চ নীচ বর্ণে জন্ম হয়। বর্ণভেদে মানবগণের কর্ম্মাধিকার পৃথক্ পৃথক্ হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিটী বর্ণ। অপর সকলেই অন্ত্যজ।

চূ। যবনগণ অন্ত্যজ কি না ?

বৈ। হাঁ, তাঁহারা শাস্ত্রমতে অন্ত্যজ অর্থাৎ চাতুর্ব্বর্ণের বাহির।

চূ। তাহা হইলে যবন কিরূপে বৈষ্ণব হইতে পারে এবং আর্য্যবৈষ্ণব-গণই বা কিরূপে তাহাদের সহিত সঙ্গ করিতে পারেন ?

বৈ। যাঁহার শুদ্ধভক্তি আছে তিনিই বৈষ্ণব। মানব মাত্রই বৈষ্ণব ধর্ম্মের অধিকারী। জন্মদোষে যবনদিগের পক্ষে বর্ণীদিগের জন্য নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মে অধিকার না থাকিলেও সমস্ত ভক্তিপর্ব্বে তাহাদের সম্পূর্ণ অধিকার আছে। কর্ম্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড ও ভক্তিকাণ্ডের যে সূক্ষ্ম ভেদ তাহা যে পর্য্যন্ত বিচারিত না হয়, সে পর্য্যন্ত শাস্ত্রার্থ বোধ হইয়াছে ইহা বলা যায় না।

চূ। ভাল! কর্ম্ম করিতে করিতে চিত্ত শুদ্ধ হয়। চিত্ত শুদ্ধ হইলে জ্ঞানাধিকার জন্মে। জ্ঞানীদিগের মধ্যে কেহ নির্ভেদ ব্রহ্মবাদী কেহ বা সবি-শেষ বাদ স্বীকার পূর্ব্বক বৈষ্ণব হন। তাহা হইলে প্রথমে কর্ম্মাধিকার সমাপ্ত না করিলে কেহ বৈষ্ণব হইতে পারিবে না। মুসলমানের আদৌ কর্ম্মা-ধিকার নাই। সে কিরূপে ভক্ত্যধিকার লাভ করিতে পারে ?

বৈ। অন্ত্যজ মানবদিগের ভক্ত্যধিকার আছে ইহা সর্ব্ব শাস্ত্রে স্বীকৃত। শ্রীভগবদ্গীতায় লিখিত আছে ;—

মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যা স্তথা শূদ্রা স্তেঽপি যান্তি পরাংগতিং ॥

হে পার্থ! স্ত্রীগণ, বৈশ্য ও শূদ্রগণ এবং পাপযোনিতে যে সকল অন্ত্যজগণ

জন্মগ্রহণ করিয়াছে তাহারা যদি আমাকে কিছুমাত্র আশ্রয় করে তাহারাও পরাগতি লাভ করে। আশ্রয় করার অর্থ ভক্তি করা।

কাশীখণ্ডেও লিখিয়াছেন যথা ;—

ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্রো বা যদিবেতরঃ।
বিষ্ণুভক্তি সমাযুক্তো জ্ঞেয়ঃ সর্ব্বোত্তমোত্তমঃ॥

নারদীয় পুরাণে ;—

শ্বপচোপি মহীপাল বিষ্ণোর্ভক্তো দ্বিজাধিকঃ।
বিষ্ণুভক্তিবিহীনো যো যতিশ্চ শ্বপচাধিকঃ॥

চূ। প্রমাণ বচন অনেক আছে। কিন্তু বিচারে কি পাওয়া যায় তাহা দেখাই আবশ্যক। দুর্জ্জাতিদোষ কিসের দ্বারা দূরিত হয়। জন্মদ্বারা যে দোষ সঙ্গ লইয়াছে, তাহা জন্মান্তর ব্যতীত কি দূর হইতে পারে ?

বৈ। দুর্জ্জাতি দোষ প্রারব্ধকর্ম্ম তাহা ভগবন্নাম উচ্চারণে দূর হয়। শ্রীমদ্ভাগবতে যথা ;—

যন্নাম সকৃৎ শ্রবণাৎ পুক্কশোপি বিমুচ্যতে সাক্ষাৎ।

পুনশ্চ ;—

নাতঃ পরং কর্ম্ম নিবন্ধ কৃন্তনং
মুমুক্ষতাং তীর্থ পদানুকীর্ত্তনাৎ।
নযৎ পুনঃ কর্ম্মসু সজ্জতে মনো
রজস্তমোভ্যাং কলিলং ততোহন্যথা।

পুনশ্চ ;—

অহো বত শ্বপচোহতি গরীয়ান্
যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যং।
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরোর্য্যা
ব্রহ্মানুচুর্ন্নাম গৃণন্তি যেতে॥

চূ। তবে হরিনামোচ্চারী চণ্ডাল কেন যজ্ঞাদি না করিতে পারে ?

বৈ। যজ্ঞাদি কর্ম্ম করণে ব্রাহ্মণগৃহে জন্মের প্রয়োজন। যেমত ব্রাহ্মণগৃহে জন্মলাভকরিয়াও সাবিত্র্য জন্ম না পাইলে কর্ম্মাধিকার হয় না, তদ্রূপ হরি

নামাশ্রয়ে চণ্ডাল পরিশুদ্ধ হইলেও শৌক্রজন্ম ব্রাহ্মণের গৃহে লাভ করা পর্য্যন্ত যজ্ঞাধিকার পান না। কিন্তু যজ্ঞাপেক্ষা অনন্তগুণে শ্রেষ্ঠ যে ভক্তির অঙ্গসকল তাহা আচরণ করিতে পারেন।

চূ। এ কিপ্রকার সিদ্ধান্ত। যিনি সামান্য অধিকার পাইলেন না, তিনি যে তদপেক্ষা উচ্চাধিকার পাইবেন ইহার স্পষ্ট প্রমাণ কি ?

বৈ। মানব ক্রিয়া দুইপ্রকার অর্থাৎ ব্যবহারিক ও পারমার্থিক। বস্তুতঃ অধিকার লাভ করিয়াও ব্যবহারিক ক্রিয়া করিতে পারেন না। যেমত একজন যবনবংশীয় বিশুদ্ধ ব্রহ্ম-স্বভাবসম্পন্ন ব্যক্তি বস্তুতঃ পারমার্থিক বিষয়ে ব্রাহ্মণ হইয়াছেন তথাপি ব্যবহারিক ক্রিয়া যে ব্রাহ্মণকন্যার পাণিগ্রহণ, তাহাতে তাঁহার অধিকার হয় না।

চূ। কেন হয় না ? করিলে কি দোষ হয় ?

বৈ। লোকব্যবহারবিরুদ্ধ কর্ম্ম করিলে ব্যবহারিক দোষ হয়। সমাজে যাঁহারা ব্যবহারিক সম্মান লইয়া গর্ব্ব করেন তাঁহারাও সে কার্য্যে স্বীকার হন না। অতএব পারমার্থিক অধিকার ক্রমে ব্যবহার চলিতে পারে না।

চূ। এখন বল, কর্ম্মাধিকারের হেতু কি এবং ভক্ত্যধিকারের হেতু কি ?

বৈ। তত্তৎকর্ম্ম-যোগ্য স্বভাব ও জন্মাদি ব্যবহারিক কারণই কর্ম্মাধিকারের হেতু। তাত্ত্বিক শ্রদ্ধাই ভক্ত্যধিকারের হেতু।

চূ। বৈদান্তিক শব্দ দ্বারা আমাকে আচ্ছন্ন না করিয়া ভাল করিয়া বলুন যে তত্তৎ কর্ম্মযোগ্য স্বভাব কাহাকে বলেন ?

বৈ। শম, দম, তপ, শৌচ, সন্তোষ, ক্ষমা, সরলতা, ঈশভক্তি, দয়া, সত্য এই কয়টী ব্রাহ্মণ স্বভাব ; তেজ, বল, ধৃতি, শৌর্য্য, তিতিক্ষা, উদারতা, উদ্যম ধীরতা, ব্রহ্মণ্যতা ও ঐশ্বর্য্য এই কয়টী ক্ষত্রীয় স্বভাব। আস্তিক্য, দান, নিষ্ঠা, অদাম্ভিকতা, অর্থতৃষ্ণা, এই সকল বৈশ্য স্বভাব। দ্বিজ-গো-দেব-সেবা ও যথা লাভে সন্তোষ ইহা শূদ্র স্বভাব। অশৌচ, মিথ্যা, চৌর্য্য, নাস্তিকতা, বৃথাকলহ, কাম, ক্রোধ, ইন্দ্রিয় তৃষ্ণা এই সকলই অন্ত্যজ স্বভাব। এই সকল স্বভাব দৃষ্টি করিয়া বর্ণ নিরূপণ করাই শাস্ত্র তাৎপর্য্য ; কেবল জন্মদ্বারা বর্ণ নিরূপণ করা আজকালের ব্যবহার মাত্র। এই স্বভাব ক্রমে মানবের ক্রিয়া প্রবৃত্তি ও কর্ম্ম পটুতা জন্মে। এই স্বভাবের নামই তত্তৎ কর্ম্মযোগ্য স্বভাব। জন্ম বশত অনেকের স্বভাব উদয় হয়। অনেক স্থলে সংসর্গই স্বভাবের জনক। বাল্য সংসর্গ জন্ম হইতেই হয় ও তদুচিত স্বভাব উদয় হয়। অতএব জন্ম হইতেও স্বভাব

লক্ষিত হয়। জন্ম হইতে স্বভাব উদয় হয় বলিয়াই যে জন্মকে একমাত্র স্বভাবের কারণ ও কর্ম্মাধিকারের হেতু বলিব এমত নয়। হেতু অনেক প্রকার ; এইজন্য স্বভাব দৃষ্টি করিয়া কর্ম্মাধিকার নিরূপণ করাই শাস্ত্রার্থ।

চু। তাত্ত্বিক শ্রদ্ধা কাহাকে বলি ?

বৈ। সরল হৃদয়ে ঈশ্বরের প্রতি যে বিশ্বাস ও তদর্থে যে সহজ চেষ্টা জন্মে তাহার নাম শ্রদ্ধা। কেবল লৌকিক চেষ্টা দেখিয়া অশুদ্ধ হৃদয়ে যে ঈশ্বর সম্বন্ধীয় ভ্রমাত্মক বিশ্বাস হয় এবং স্বার্থ সাধনানুবৃত্তি দম্ভ প্রতিষ্ঠা লিপ্সাময় চেষ্টা হয় তাহার নাম অতাত্ত্বিক শ্রদ্ধা। তাত্ত্বিক শ্রদ্ধাকে শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা বলিয়া কোন কোন মহাজন উক্তি করেন। সেই তাত্ত্বিক শ্রদ্ধাই ভক্তি অধিকারের কারণ।

চু। কাহারো কাহারো শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা হইয়াছে কিন্তু স্বভাব উচ্চ হয় নাই, তাহারাও কি ভক্তির অধিকারী ?

বৈ। স্বভাব কর্ম্মাধিকারের হেতু। ভক্ত্যধিকারের হেতু নয়। শ্রদ্ধাই একমাত্র ভক্ত্যধিকারের হেতু। নিম্নলিখিত শ্রীভাগবত পদ্য আলোচনা করিয়া দেখুন ;—

জাতশ্রদ্ধো মৎকথাসু নির্ব্বিণ্ণঃ সর্ব্বকর্ম্মসু।
বেদ দুঃখাত্মকান্ কামান্ পরিত্যাগেপ্যনীশ্বরঃ ॥
ততো ভজেত মাংপ্রীতঃ শ্রদ্ধালু দৃঢ় নিশ্চয়ঃ।
জুষমানশ্চ তান্ কামান্ দুঃখোদর্কাংশ্চ গর্হয়ন্ ॥
প্রোক্তেন ভক্তিযোগেন ভজতো মাঽসকৃন্মুনে।
কামা হৃদয্যা নশ্যন্তি সর্ব্বেময়ি হৃদি স্থিতে ॥
ভিদ্যতে হৃদয় গ্রন্থি শ্ছিদ্যন্তে সর্ব্ব সংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি ময়ি দৃষ্টেঽখিলাত্মনি ॥
যৎকর্ম্মভির্যত্তপসা জ্ঞান বৈরাগ্যতশ্চ যৎ।
যোগেন দান ধর্ম্মেন শ্রেয়োভিরিতরৈরপি ॥
সর্ব্বং মদ্ভক্তিযোগেন মদ্ভক্তো লভতেঽঞ্জসা।
স্বর্গাপবর্গং মদ্ধাম কথঞ্চিদ্ যদি বাঞ্ছতি ॥

কোন সৎসঙ্গ ক্রমে হরিকথা শুনিতে কাহারো রুচি হইল। অন্য সমস্ত কর্ম্ম তাহার আর ভাল লাগিল না। দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত হরিনাম করিতে লাগিলেন। অন্যান্য বিষয়ে যে মন্দ স্বভাব আছে, তাহার বিষয় সকলকে পরিত্যাগ করিতে পারেন না কিন্তু তাহা মন্দ জানিয়া নিন্দা করিতে করিতে তাহা ভোগ করিতে থাকিল। হরিকথাদি আলোচনা করিতে করিতে স্বল্প দিনেই হৃদয়ের কাম সকল স্থগিদ্ হইয়া পড়ে। আমাকে হৃদয়ে আনিলে আর দোষ থাকিতে পারেনা। শীঘ্রই হৃদয় গ্রন্থি ভেদ হয়, সমস্ত সংশয় দূর হয় ও কর্ম্ম বাসনা ক্ষয় হয়। এই একটী আমার নিত্য বিধি। অতএব কর্ম্ম দ্বারা, তপস্যার দ্বারা, জ্ঞান বৈরাগ্য দ্বারা, অষ্টাঙ্গ যোগের দ্বারা, দান ধর্ম্মের দ্বারা এবং যত প্রকার সৎকর্ম্ম দ্বারা যাহা লব্ধ হইতে পারে সে সমস্তই আমার ভক্তি যোগের দ্বারা সেই সেই উপায় অপেক্ষা অধিক সহজে ও শীঘ্র আমার ভক্তলাভ করেন। ইহাই শ্রদ্ধোদিত ভক্তি যোগের ক্রম।

চূ। আমি যদি শ্রীমদ্ভাগবত না মানি ?

বৈ। সকল শাস্ত্রেরই এই সিদ্ধান্ত। শাস্ত্র একই। ভাগবত না মানিলে অন্য শাস্ত্র আপনাকে পীড়ন করিবে। অনেক শাস্ত্র দেখাইবার আমার প্রয়োজন নাই। সর্ব্ববাদী সম্মত গীতা কি বলেন তাহাই বিচার করুন। আপনি আসিবামাত্র যে শ্লোকটী আপনার মুখ হইতে বাহির করিয়াছিলেন তাহাতেই সমস্ত শিক্ষা আছে।

অপিচেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যক্ ব্যবসিতো হি সঃ॥
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি॥
মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেপি যান্তি পরাং গতিং॥

অনন্য ভাক্ অর্থাৎ আমাতে একনিষ্ঠ শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া যিনি হরি কথা, হরিনাম শ্রবণ কীর্ত্তনাদি ময় ভজনে রত হন, তাঁহার বহুতর অসদাচার অর্থাৎ দুঃস্বভাব জনিত কর্ম্মাদি পদ্ধতি বিরুদ্ধ আচার থাকিলেও তাঁহাকে সাধু বলিয়া মানিবে যে হেতু তিনি সুন্দর ব্যবসা অর্থাৎ সাধুপথ অবলম্বন

করিয়াছেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে কর্ম্মকাণ্ডে বর্ণাশ্রমাদি ব্যবসা এক প্রকার। জ্ঞানকাণ্ডে জ্ঞান বৈরাগ্যাদি ব্যবসা দ্বিতীয় প্রকার। সৎসঙ্গে হরিকথা ও হরিনামে শ্রদ্ধা তৃতীয় প্রকার পন্থা। এই পন্থা ত্রয় কখন কখন এক যোগ হইয়া কর্ম্মযোগ জ্ঞানযোগ বা ভক্তিযোগ নামে প্রকাশিত হয়। কখন কখন পৃথক্‌রূপে অনুষ্ঠিত হয়। পৃথক্ অনুষ্ঠাতাদিগকে কর্ম্ম-যোগী জ্ঞানযোগী বা ভক্তিযোগী বলা যায়। এই সকলের মধ্যে ভক্তিযোগী শ্রেষ্ঠ, যেহেতু পৃথক্ ভক্তিযোগে অনন্ত কল্যাণ নিহিত আছে। অতএব গীতার প্রথম ষড়ধ্যায়ের চরমে এই সিদ্ধান্ত বাক্য দেখিতে পাইবেন ;—

যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমোমতঃ ॥

'ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা' এই শ্লোকের তাৎপর্য্য ভাল করিয়া বুঝা আব-শ্যক। শ্রদ্ধা সহকারে যিনি ভক্তি অবলম্বন করিয়াছেন তাঁহার স্বভাব ও চরিত্র কথায় শীঘ্রই দূর হয়। যেখানে ভক্তি সেখানে ধর্ম্ম অনুগত হন। সমস্ত ধর্ম্মের মূল ভগবান। ভগবান সহজে ভক্তির অধীন। ভগবান হৃদয়ে বসিলে, জীবের বন্ধনকারী মায়া তৎক্ষণাৎ দূর হয়। অন্য কোন প্রক্রিয়ার অপেক্ষা থাকে না। ভক্ত হইতে না হইতেই ধর্ম্ম আসিয়া তাঁহার হৃদয়কে ধর্ম্মময় করে। সুতরাং কাম দূর হইবামাত্র শান্তি আসিয়া প্রবেশ করে। অতএব আমার প্রতিজ্ঞা এই যে আমার ভক্ত কখন নষ্ট হইবে না। কর্ম্মী জ্ঞানী নিজনিজ অনুষ্ঠান করিতে করিতে কুসঙ্গে পতন হইতে পারে, কিন্তু আমার ভক্ত আমার সঙ্গবলে কখনই কুসঙ্গ করিতে পান না, অতএব তাঁহার পতন হয় না। ভক্ত পাপযোনিতেই জন্ম গ্রহণ করুন বা ব্রাহ্মণ গৃহে জন্ম গ্রহণ করুন, পরাগতি তাঁহার করস্থিত।

চূ। দেখুন আমাদের শাস্ত্রে যে জন্ম নিবন্ধন অধিকার নিরূপণ করিয়া-ছেন তাহাই যেন ভাল। ব্রাহ্মণ গৃহে জন্মিয়াছি, সন্ধ্যা বন্দনাদি করিতে করিতে জ্ঞান লাভ ও অবশেষে মুক্তি অবশ্যই হইবে। শ্রদ্ধা কিরূপে জন্মে তাহা বুঝিতে পারি না। গীতা ভাগবতের মতে শ্রদ্ধাজনিতভক্তির উপদেশ দেখিতেছি। কিন্তু কিরূপে জীব সেই শ্রদ্ধা পাইবার জন্য চেষ্টা করিবেন, তাহা স্পষ্ট করিয়া বলুন।

বৈ। শ্রদ্ধাই জীবের নিত্যস্বভাব। বর্ণাশ্রমাদি-গত কর্ম্মবুদ্ধি জীবের নৈমিত্তিক স্বভাব হইতে উদয় হইয়াছে। ইহাই সর্ব্বশাস্ত্র সিদ্ধান্ত।

ছান্দোগ্যে বলিয়াছেন ;

যদা বৈ শ্রদ্দধাতি অথ মনুতে, নাশ্রদ্দধন্ মনুতে,
শ্রদ্দধদেব মনুতে, শ্রদ্ধাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যেতি
শ্রদ্ধাং ভগবোবিজিজ্ঞাস ইতি ॥

কোন কোন সিদ্ধান্তকার শ্রদ্ধা শব্দে বেদ ও গুরুবাক্যে বিশ্বাস এই অর্থ করিয়াছেন। অর্থটী মন্দনয় কিন্তু স্পষ্টনয়। মৎসম্প্রদায়ে শ্রদ্ধা শব্দের এই রূপ অর্থ লক্ষিত হইয়াছে।

শ্রদ্ধাত্বন্যোপায়বর্জ্জং ভক্ত্যুন্মুখীচিত্তবৃত্তিবিশেষঃ।

সাধুসঙ্গে হরিকথা শুনিতে শুনিতে যখন এরূপ চিত্তের ভাব হয় যে কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদিতে জীবের নিত্য লাভের সম্ভাবনা নাই কেবল অনন্য ভাবে হরিচরণাশ্রয় ব্যতীত জীবের গত্যন্তর নাই তখনই বেদ গুরুবাক্যে বিশ্বাসরূপ শ্রদ্ধা উদয় হইয়াছে বলিয়া জানিতে হইবে। শ্রদ্ধার আকার এইরূপে লক্ষিত হইয়াছে ;—

সা চ শরণাপত্তি লক্ষণা।

শরণাপত্তি লক্ষণই শ্রদ্ধার বাহ্য লক্ষণ। শরণাপত্তি যথা ;—

আনুকূল্যস্য সঙ্কল্পঃ প্রাতিকূল্যস্য বর্জ্জনং।
রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্ব বরণং তথা।
আত্ম নিক্ষেপ কার্পণ্যে ষড়্বিধা শরণাগতিঃ ॥

অনন্য ভক্তির যাহা অনুকূল হয় তাহাই করিব এবং যাহা প্রতিকূল হয় তাহা বর্জ্জন করিব এইরূপ প্রতিজ্ঞা। আর ভগবানই আমার রক্ষা কর্ত্তা মদীয় জ্ঞান যোগাদি চেষ্টা দ্বারা আমার কিছু হইতে পারে না, এইরূপ বিশ্বাস। আমার চেষ্টায় আমার কোন লাভ হইতে পারে না বা আমাকে আমি পালন করিতে পারিনা। আমি তাঁহার যথাসাধ্য সেবা করিব, তিনি আমাকে পালন করিতেছেন, এইরূপ নির্ভর। আমি কে? আমি তাঁহার ও তাঁহার ইচ্ছাতেই আমার কার্য্য, এইরূপ আত্ম নিবেদন। আমি অকিঞ্চন দীন ও হীন এইরূপ কার্পণ্য বুদ্ধি। এই প্রতিজ্ঞা, বিশ্বাস, নির্ভর, আত্ম

নিবেদন ও দৈন্য চিত্তে অবস্থিত হইয়া যে বৃত্তিকে উদয় করায় তাহাই শ্রদ্ধা। এই শ্রদ্ধা যাহার উদয় হইয়াছে তিনিই ভক্তির অধিকারী। ইহাই নিত্য-মুক্ত শুদ্ধজীবদিগের স্বভাবের আভাস। অতএব ইহাই জীবের নিত্য স্বভাব। অন্য প্রকার সকল স্বভাবই নৈমিত্তিক।

চু। বুঝিলাম। শ্রদ্ধা কিসে উদয় হয় তাহা আপনি এখনও বলেন নাই। যদি সৎকর্ম্ম দ্বারা শ্রদ্ধার উদয় হয় তবে আমার মতই বলবান থাকে। কেননা বর্ণাশ্রম উদিত সৎকর্ম্ম ও স্বধর্ম্ম উত্তমরূপে আচরণ না করিলে শ্রদ্ধা হইতে পারে না। যবনদিগের যখন সেরূপ সৎকর্ম্ম নাই, তখন তাহারা কিরূপে ভক্তির অধিকারী হইবে?

বৈ। সুকৃত হইতেই শ্রদ্ধা হয় বটে, কেন না। বৃহন্নারদীয়ে এইরূপ কথিত আছে;—

ভক্তিস্তু ভগবদ্ভক্ত সঙ্গেন পরিজায়তে।
সৎসঙ্গঃ প্রাপ্যতে পুংভিঃ সুকৃতৈঃ পূর্ব্বসঞ্চিতৈঃ॥

সুকৃত দুইপ্রকার নিত্য ও নৈমিত্তিক। যে সুকৃত দ্বারা সাধুসঙ্গ ও ভক্তি লাভ হয় তাহা নিত্য। যে সুকৃত দ্বারা ভুক্তি ও নির্ব্বেদ মুক্তি লাভ হয় তাহা নৈমিত্তিক। যাহার ফল নিত্য সেই সুকৃতই নিত্য। যাহার ফল নিমিত্তাশ্রয়ী সেই সুকৃতই অনিত্য। ভুক্তি সমস্তই স্পষ্ট নিমিত্তাশ্রয়ী যেহেতু নিত্যনয়। মুক্তিকে অনেকে নিত্য মনে করেন কিন্তু মুক্তির স্বরূপ না জানিয়াই সেরূপ সিদ্ধান্ত হয়। আত্মা শুদ্ধ, নিত্য ও সনাতন। জীবাত্মার জড় বা মায়া সংসর্গই তাঁহার বন্ধনের কারণ বা নিমিত্ত। তাহা সম্পূর্ণরূপে ছেদন করার নাম মুক্তি। বন্ধন মোচন এককক্ষণে হইয়া থাকে। মোচন কার্য্য নিত্য নয়। যে ক্ষণে মোচন হইল, মুক্তির আলোচনা ও তথায় শেষ হইল। নিমিত্ত নাশই মুক্তি। অতএব ব্যতিরেক ভাবে মুক্তির নৈমিত্তিকতা আছে। হরিচরণে রতির শেষ নাই। তাহা নিত্যধর্ম্ম। অতএব তাহার কোন অংশ বা অঙ্গকে শুদ্ধ বিচারে নৈমিত্তিক বলা যায় না। যে ভক্তি মুক্তি উৎপত্তি করিয়া নিরস্ত হয় তাহা নৈমিত্তিক কর্ম্ম বিশেষ। যে ভক্তি মুক্তির পূর্ব্বে, মুক্তির সঙ্গে ও মুক্তির পর থাকে সে ভক্তি একটী পৃথক্ নিত্যতত্ত্ব। জীবের নিত্য ধর্ম্ম। মুক্তি তাহার নিকট একটী অবান্তর ফলমাত্র। মুণ্ডকে বলিয়াছেন;—

পরীক্ষ্য লোকান্ কর্ম্ম-চিতান্ ব্রাহ্মণো
নির্ব্বেদ মায়ান্নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন।
তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুসেবাভিগচ্ছেৎ
সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠং ॥

কর্ম্ম জ্ঞান যোগাদি সকলই নৈমিত্তিক সুকৃত। ভক্তসঙ্গ ও ভক্তিক্রিয়া ই নিত্য সুকৃত। জন্ম জন্মান্তরে এই নিত্য সুকৃত যিনি করিয়াছেন হারই শ্রদ্ধা হইবে। নৈমিত্তিক সুকৃত দ্বারা অন্যান্য ফল হয়, কিন্তু ন্য ভক্তিতে শ্রদ্ধা উদয় হয় না।

হ। ভক্ত-সঙ্গ ও ভক্তি-ক্রিয়া-সঙ্গ কিরূপ তাহা স্পষ্ট বলুন, এবং সেই সেই র্য্যই বা কোন প্রকার সুকৃত হইতে হয়.?

বৈ। যাঁহারা শুদ্ধ ভক্ত তাঁহাদের সহিত কথোপকথন, তাঁহাদের সেবা তাঁহাদের কথা শ্রবণ এই সকল কার্য্যকে ভক্ত সঙ্গ বলি। শুদ্ধ ভক্তগণ রকীর্ত্তনাদি ভক্তি ক্রিয়া করিয়া থাকেন। সেই সকল ভক্তি কার্য্যে কোন কার যোগ দান বা স্বয়ং কোন ভক্তি ক্রিয়া করিলে ভক্তি ক্রিয়া সঙ্গ হয়। স্ত্র হরিমন্দির মার্জ্জন, তুলসীর নিকট আলোক দান, হরিবাসর পালন ্যাদিকে ভক্তি ক্রিয়া বলিয়াছেন। সেই সব ভক্তি ক্রিয়া শুদ্ধ শ্রদ্ধার সহিত হইলেও অর্থাৎ ঘটনাক্রমে হইলেও তদ্দ্বারা ভক্তি পোষক সুকৃত হয়। সেই ত বলবান হইলে সাধুসঙ্গ ও অনন্য ভক্তিতে শ্রদ্ধা জন্ম জন্মান্তরে উদয় তে পারে। বস্তু-শক্তি বলিয়া একটী শক্তি মানিতে হইবে। ভক্তি য়া মাত্রেই ভক্তিপোষক শক্তি আছে। শ্রদ্ধায় করিলেত কথায় নাই। াতে করিলেও সুকৃত হয়। যথা প্রভাস খণ্ডে ;—

মধুরমধুরমেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাং
সকলনিগমবল্লীসৎফলং চিৎস্বরূপং।
সকৃদপি পরিগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা
ভৃগুবর নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম ॥

এইরূপ যত প্রকার ভক্তি পোষক সুকৃত আছে তাহাই নিত্য সুকৃত। ই সুকৃত ক্রমশঃ বলবান হইলে অনন্য ভক্তিতে শ্রদ্ধা ও সাধু সঙ্গ লাভ কোন ব্যক্তির নৈমিত্তিক দুষ্কৃত ক্রমে যবন গৃহে জন্ম হয় অথচ নিত্য ত বলে অনন্য ভক্তিতে শ্রদ্ধা হয়। ইহাতে আশ্চর্য্য কি ?

চূ। আমরা বলি যদি ভক্তিপোষক সুকৃত বলিয়া কিছু থাকে তাহাও অন্যপ্রকার সুকৃত হইতেই ঘটে। অন্য প্রকার সুকৃত যবনের নাই অতএব তাহার ভক্তি পোষক সুকৃত ও সম্ভব হয় না।

বৈ। এরূপ বিশ্বাস করা উচিত নয়। নিত্যসুকৃত ও নৈমিত্তিক সুকৃত পর্ব্বভেদে পরস্পর নিরপেক্ষ। কেহ কাহারও অপেক্ষা করে না। দুষ্কৃতি ব্যাধ ঘটনা ক্রমে শিবব্রত দিবসে উপবাস ও জাগরণ করিয়া নিত্য সুকৃত রূপ হরিভক্তি লাভ করিয়াছিল। 'বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভু' এইবাক্য দ্বারা মহাদেবকে পরমপূজনীয় বৈষ্ণব বলিয়া জানি। তাঁহার ব্রতাচরণ করিয়া হরিভক্তি লাভ করা যায়।

চূ। আপনি তবে বলিতে চান যে নিত্য সুকৃত ঘটনা ক্রমে হইয়া পড়ে;

বৈ। সকলই ঘটনা ক্রমে হইয়া থাকে। কর্ম্ম মার্গে ও তদ্রূপ। যদ্দ্বার জীব প্রথমে কর্ম্মচক্রে প্রবেশ করিয়াছিলেন তাহা আকস্মিকী ঘটনা বই আর কি? যদিও মীমাংসকেরা কর্ম্মকে অনাদি বলিয়াছেন তথাপি কর্ম্মের একটী মূল আছে। ভগবৎবৈমুখ্যই জীবের মূল কর্ম্ম-জনক ঘটনা। তদ্রূপ নিত্য সুকৃত ও আকস্মিক ঘটনা বলিয়া প্রতীত হয়। শ্বেতাশ্বতর বলেন;

সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নো
অনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।
জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশম
স্যমহিমানমেতি বীতশোকঃ॥

ভাগবতে;—

ভবাপবর্গো ভ্রমতো যদা ভবেৎ
জনস্য তর্হ্যচ্যুত সৎসমাগমঃ।
সৎসঙ্গমো যর্হি তদৈব সদ্গতৌ
পরাবরেশে ত্বয়ি জায়তে রতিঃ॥
সতাং প্রসঙ্গাৎ মমবীর্য্যসম্বিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণ রসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গ বর্ত্মনি
শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥

চূ। আপনাদের মতে কি আর্য্য ও যবনের ভেদ নাই ?

বৈ। ভেদ দুই প্রকার। পারমার্থিক ও ব্যবহারিক। আর্য্য ও যবনে পারমার্থিক ভেদ নাই, কিন্তু ব্যবহারিক ভেদ আছে।

চূ। আবার একটা বৈদান্তিক বাগাড়ম্বর উপস্থিত কেন করেন। আর্য্য যবনের ব্যবহারিক ভেদ কিরূপ ?

বৈ। সাংসারিক ব্যবহারকে ব্যবহার বলি। সংসারে যবন অস্পৃশ্য ; অতএব ব্যবহারিক মতে যবন অস্পৃশ্য ও অব্যবহার্য্য। যবন স্পৃষ্ট জল অন্নাদি অগ্রাহ্য। যবন শরীর দুর্জ্জাতি বশত হেয়, অতএব অস্পৃশ্য।

চূ। তবে আবার পারমার্থিকমতে কিরূপ যবন ও আর্য্য অভেদ হইতে পারে, তাহা স্পষ্ট বলুন।

বৈ। যখন শাস্ত্র বলিতেছেন যে "ভৃগুবর নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম" তখন যবনাদি সকল নরেরই পরমার্থ লাভ বিষয়ে সমতা আছে। যাহার নিত্য সুকৃত নাই তাহাকেই দ্বিপদ পশু বলা যায়, কেননা কৃষ্ণনামে তাহার বিশ্বাস হয় না। সুতরাং মনুষ্যজন্ম পাইয়াও তাহার মনুষ্যত্ব নাই, অর্থাৎ তাহার পশুত্ব প্রবল। মহাভারত বলেন ;—

মহাপ্রসাদে গোবিন্দে নাম ব্রহ্মণি বৈষ্ণবে।
স্বল্পপুণ্যবতাং রাজন্ বিশ্বাসো নৈব জায়তে ॥

নিত্যসুকৃতই বহু পুণ্য অর্থাৎ জীব পবিত্রকারী বস্তু। নৈমিত্তিক সুকৃতই অল্প পুণ্য। তদ্দ্বারা চিন্ময় বিষয়ে শ্রদ্ধা হয় না। মহাপ্রসাদ, কৃষ্ণ, কৃষ্ণনাম ও শুদ্ধ বৈষ্ণব এই চারিটী এ জগতের মধ্যে চিন্ময় ও চিৎ প্রকাশক।

চূড়ামণি একটু ঈশদ্ধাস্যের সহিত। এ আবার একটা কি কথা। বৈষ্ণবদের গোঁড়ামীমাত্র। ভাত ডাল তরকারী আবার কি করিয়া চিন্ময় হয়। আপনাদের অসাধ্য নাই ?

বৈ। আপনি আর যাহা করুন বৈষ্ণবনিন্দা করিবেন না এইটী আমার প্রার্থনা। কেন, বিচারস্থলে বিষয় লইয়া বিচার হইবে। বৈষ্ণব নিন্দার প্রয়োজন কি ? মহাপ্রসাদ ব্যতীত সংসারে আর গ্রাহ্য বস্তু নাই যেহেতু চিদুদ্দীপক ও জড়বিদ্রাবক। এই জন্যই ঈশোপনিষৎ বলেন ;—

ঈশাবাস্য মিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চজগত্যাং জগৎ।
তেনত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মাগৃধঃ কস্যসিদ্ধনং ॥

জগতে যাহা কিছু আছে সকলই ভগবচ্ছক্তি সম্বন্ধযুক্ত। সকল বস্তুতে চিচ্ছক্তি সম্বন্ধ দৃষ্টি থাকিলে আর বহির্ম্মুখ ভোগ হয় না। অন্তর্ম্মুখ জীবের সম্বন্ধে জগতে যাহা শরীর যাত্রার জন্য গ্রহণ করা আবশ্যক হয় সকলই ভগবৎ প্রসাদ বুদ্ধিতে গ্রহণ করিলে আর অধঃপতন হয় না বরং চিদুন্মুখী প্রবৃত্তি কার্য্য করিতে পায়। ইহারই নাম মহাপ্রসাদ। এমত অপূর্ব্ব বস্তুতে আপনার রুচি হয় না ইহা দুঃখের বিষয়।

চূ। ও কথা ছেড়ে দেন। এখন প্রকৃত বিষয়ে আলোচনা করুন। যবনের সহিত আপনাদের কিরূপ ব্যবহার কর্ত্তব্য ?

বৈ। মনুষ্য যতদিন যবন থাকে ততদিন তাহাদের প্রতি আমরা উদাসীন থাকি। যবন ছিল কিন্তু নিত্য সুকৃত বলে বৈষ্ণব হইয়াছে, তখন তাহাকে আর যবন বলি না। শাস্ত্র বলেন ;—

শূদ্রং বা ভগবদ্ভক্তং নিষাদং শ্বপচং তথা।
বীক্ষ্যতে জাতি সামান্যাৎ স যাতি নরকং ধ্রুবং ॥
ন মে প্রিয়শ্চতুর্ব্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ।
তস্মৈদেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথাহ্যহং ॥

চূ। বুঝিলাম। গৃহস্থ বৈষ্ণব যবন বৈষ্ণবকে কন্যা দান ও যবন বৈষ্ণবের কন্যা গ্রহণ করিতে পারেন কি না ?

বৈ। ব্যবহারিক বিষয়ে যবন জগতের নিকট মরণ পর্য্যন্ত যবন থাকেন কিন্তু পারমার্থিক বিষয়ে ভক্তিলাভের পর আর যবনতা থাকে না। দশবিধ কর্ম্ম স্মার্ত্ত কর্ম্ম। তন্মধ্যে বিবাহ। অতএব গৃহস্থ বৈষ্ণব যদি আর্য্য হন অর্থাৎ চাতুর্ব্বর্ণ্য হন তবে বিবাহ ক্রিয়া তাঁহার স্ববর্ণের মধ্যে করাই উচিত ; কেননা সংসার যাত্রা নির্ব্বাহের জন্য চাতুর্ব্বর্ণ্য ধর্ম্ম নৈমিত্তিক হইলেও তাঁহার পক্ষে শ্রেয়। চাতুর্ব্বর্ণ্য ব্যবহার ত্যাগের দ্বারাই যে বৈষ্ণব হওয়া যায় এরূপ নয়। বৈষ্ণবের পক্ষে যাহা ভক্তির অনুকূল হয় তাহাই কর্ত্তব্য। চাতুর্ব্বর্ণ্য ধর্ম্মে নির্ব্বেদ ও তত্ত্যাগের অধিকার জন্মিলেই তাহা ত্যাগ করা যাইতে পারে। চাতুর্ব্বর্ণ্য ধর্ম্মের সহিত সমস্ত কর্ম্মই ত্যক্ত হয়। চাতুর্ব্বর্ণ্য ধর্ম্ম যাঁহার পক্ষে ভজনের প্রতিকূল তিনি অনায়াসে তাহা ত্যাগ করিতে পারেন। যবনদিগের যে সমাজ আছে, তাহা যদি ভজন প্রতিকূল হয়, শ্রদ্ধাবান যবন সে সমাজ ত্যাগ করিবার অধিকারী। চাতুর্ব্বর্ণ্য ত্যাগাধিকারী ও যবন সমাজ ত্যাগাধিকারী

উভয়ে বৈষ্ণব হইলে আর ভেদ কি? উভয়ই ব্যবহার ত্যাগ করিয়াছেন। পরমার্থে উভয়েই ভ্রাতা। গৃহস্থ বৈষ্ণবদিগের পক্ষে সেরূপ নয়। সমাজ ভজনের প্রতিকূল হইলেও সমাজ ত্যাগের সম্পূর্ণ অধিকার না পাওয়া পর্য্যন্ত তাহা ত্যাগ করিতে পারেন না। কিন্তু ভজনের অনুকূল বিষয়ের আদর যখন সরলরূপে সর্ব্বথা দৃঢ় হয়, তখন তিনি সহজেই সমাজের অপেক্ষা ত্যাগ করেন।

যথা ভাগবতে ;—

আজ্ঞায়ৈব গুণান্ দোষান্ ময়াদিষ্টানপি স্বকান্।
ধর্ম্মান্ সন্তজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাং ভজেৎ স চ সত্তমঃ॥

যথা গীতাচরম সিদ্ধান্তে ;—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ॥

পুনশ্চ ভাগবতে।—

যদা যস্যানুগৃহ্ণাতি ভগবানাত্ম ভাবিতঃ।
স জহাতি মতিং লোকে বেদে চ পরিনিষ্ঠিতাং॥

চূ। যবন যদি প্রকৃত বৈষ্ণব হন তবে আপনারা তাঁহার সহিত একত্র অন্ন ভোজন ও জলপানাদি করিতে পারেন কি না?

বৈ। নিরপেক্ষ বৈষ্ণবগণ তাঁহাদের সহিত মহাপ্রসাদ সেবা করিতে পারেন। গৃহস্থ বৈষ্ণবগণ তাঁহাদের সহিত সেবা করিতে পারেন না কিন্তু বৈষ্ণব প্রসাদ পাইতে তাঁহাদের বাধা নাই। বরং কর্ত্তব্য।

চূ। তবে কেন বৈষ্ণবদিগের দেবালয়ে যবন বৈষ্ণব স্পর্শাধিকার পায় না?

বৈ। যবন কুলোদ্ভব বৈষ্ণবকে যবন বলিলে অপরাধ হয়। বৈষ্ণব মাত্রেরই কৃষ্ণ সেবাধিকার আছে। গৃহস্থ বৈষ্ণবের দেব সেবায় বর্ণাশ্রম বিরুদ্ধ কার্য্য করিলে ব্যবহারিক দোষ হয়। নিরপেক্ষ বৈষ্ণবের বিগ্রহ সেবার ব্যবস্থা নাই। তাঁহারা তাহা করেন না, কেন না শ্রীবিগ্রহ সেবা প্রকাশ করিলে নিরপেক্ষ বৈষ্ণবের নিরপেক্ষতার বিশেষ ব্যাঘাত হয়। তাঁহারা মানসে শ্রীরাধাবল্লভের সেবা করিয়া থাকেন।

চূ। জানিলাম। এখন বলুন ব্রাহ্মণদিগকে আপনারা কি মনে করেন?

বৈ। ব্রাহ্মণ দুই প্রকার। স্বভাব সিদ্ধ ব্রাহ্মণ ও কেবল জাতি সিদ্ধ ব্রাহ্মণ। স্বভাব সিদ্ধ ব্রাহ্মণেরা প্রায়ই বৈষ্ণব, অতএব তাঁহাদের সম্মান সর্ব্ববাদী সম্মত।

।।। ৬ষ্ঠ সংখ্যা ৫ম খণ্ড।

জাতি সিদ্ধ ব্রাহ্মণদিগের ব্যবহারিক সম্মান আছে। তাহাতে বৈষ্ণবদিগেরও সম্মতি আছে। তৎসম্বন্ধে শাস্ত্র এই ;—

বিপ্রাদ্দ্বিষড়্গুণ যুতাদরবিন্দনাভ
পাদারবিন্দ বিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠং।
মন্যে তদর্পিত মনো বচনে হিতার্থ
প্রাণং পুনাতি স্বকুলং নতু ভূরিমানঃ॥

চূ। শূদ্রাদির বেদ পাঠের অধিকার নাই। শূদ্র বৈষ্ণব হইলে বেদ পাঠ করেন কি না?

বৈ। যে বর্ণই হউন শুদ্ধ বৈষ্ণব হইলে তিনি পারমার্থিক ব্রাহ্মণতা লাভ করেন। বেদ দুইভাগে বিভক্ত। অর্থাৎ সামান্য কর্ম্মাদি প্রতিপাদক বেদ ও তত্ত্ব প্রতিপাদক বেদ। ব্যবহারিক ব্রাহ্মণদিগের কর্ম্মাদি প্রতিপাদক বেদে অধিকার। পারমার্থিক ব্রাহ্মণদিগের তত্ত্ব প্রতিপাদক বেদে অধিকার। যে বর্ণ হইতে উদ্ভূত হইয়া থাকুন, শুদ্ধ বৈষ্ণব তত্ত্ব প্রতিপাদক বেদ অধ্যয়ন ও অধ্যাপন করিতে পারেন ও করিয়া থাকেন। বৃহদারণ্যকে যথা ;—

তমেব ধীরো বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীত ব্রাহ্মণঃ।
পুনশ্চ। এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাঽস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণঃ।
অথ য এতদক্ষরং বিদিত্বাঽস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স ব্রাহ্মণঃ॥

ব্যবহারিক ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে মনু বলিয়াছেন ;—

যোঽনধীত্য দ্বিজো বেদ মন্যত্র কুরুতে শ্রমং।
স জীবন্নেব শূদ্রত্ব মাশু গচ্ছতি সান্বয়ঃ॥

তত্ত্ব প্রতিপাদক বেদের অধিকার বেদেতে এইরূপ নিরূপিত আছে ;—

যস্য দেবে পরাভক্তির্যথাদেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥

পরাভক্তি শব্দের দ্বারা শুদ্ধ ভক্তি বুঝিতে হইবে। এ বিষয়ে আমি অধিক বলিতে চাহি না। আপনি বুঝিয়া লইবেন। সংক্ষেপ বাক্য এই যে যাঁহার অনন্য ভক্তিতে শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে তিনি তত্ত্ব প্রতিপাদক বেদ অধ্যয়নের অধিকারী। যাঁহার অনন্য ভক্তি উদয় হইয়াছে, তিনি তত্ত্ব প্রতিপাদক বেদের অধ্যাপক হইবার অধিকারী।

চূ। আপনারা কি এইটী সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে তত্ত্ব প্রতিপাদক বেদে কেবল বৈষ্ণবধর্ম্ম শিক্ষা দেয় আর কোন ধর্ম্ম শিক্ষা দেয় না ?

বৈ। ধর্ম্ম এক বই দুই নয়। তাহার নাম নিত্যধর্ম্ম বা বৈষ্ণব ধর্ম্ম। সেই ধর্ম্মের সোপান স্বরূপ আর যত প্রকার নৈমিত্তিক ধর্ম্ম উপদিষ্ট হইয়াছে। ভগবান একাদশে বলিয়াছেন ;—

কালেন নষ্টা প্রলয়ে বাণীয়ং বেদসঙ্গিতা।
ময়াদৌ ব্রহ্মণে প্রোক্তা যস্যাং ধর্ম্মো মদাত্মকঃ ॥

কঠোপনিষৎ বলেন ;—

সর্ব্বে বেদা যৎ পদমামনন্তি তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীমি।
তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদমিত্যাদি ॥

এই পর্য্যন্ত বিচার হইলে দেবী বিদ্যারত্ন ও তাহার সঙ্গীগণের মুখ শুষ্ক প্রায় হইল। অধ্যাপকগণ নিতান্ত ভগ্নোদ্যম হইয়া পড়িলেন। প্রায় পাঁচ ঘটিকা। সকলে প্রস্তাব করিলেন অদ্য এই স্থলে বিচার স্থগিত হউক। সকলেরই তাহাতে সম্মতি হইলে সভা ভঙ্গ হইল। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা এক বাক্যে বৈষ্ণবদাসের পাণ্ডিত্যের প্রশংসা করিয়া চলিয়া গেলেন। বৈষ্ণবগণ হরিধ্বনি দিয়া যে যাহার স্থানে গমন করিলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত।

তত্ত্ববিবেক

বা শ্রীসচ্চিদানন্দানুভূতিঃ।

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৯৫ পৃষ্ঠার পর]

কেচিদ্বদন্তি সর্ব্বং যচ্চিদচিদীশ্বরাদিকং।
ব্রহ্মসনাতনং সাক্ষাদেকমেবাদ্বিতীয়কং ॥ ৩০ ॥

বহুদিন হইতে অদ্বৈতবাদ নামক একটী বাদ চলিয়া আসিতেছে। বেদের একদেশে আবদ্ধ হইয়া এই মতটী উদিত হইয়াছে; অদ্বৈতবাদ যদিও ভারতের বাহিরেও অনেক পণ্ডিতগণ প্রচার করিয়াছেন, তথাপি ঐ মত যে ভারত হইতে সর্ব্ব দেশে ব্যাপ্ত হইয়াছিল ইহাতে সন্দেহ হয় না। আলেকজাণ্ডারের সহিত কএকটী পণ্ডিত ভারতে আসিয়া ঐ মত উত্তমরূপে শিক্ষা করেন ইহা

আংশিকরূপে তদ্দেশস্থ পণ্ডিতগণ নিজ নিজ পুস্তকে উল্লেখ করিয়াছেন। অদ্বৈত বাদ এই যে ব্রহ্মই একমাত্র বস্তু আর বস্তুন্তর নাই বা হয় নাই। চিৎ অচিৎ ও ঈশ্বর এইরূপ পৃথক্ ভাব সকল ব্যবহারিক বুদ্ধির ফল, বস্তুতঃ ব্রহ্মই সমস্ত পরিদৃশ্য তত্ত্বের অবিকৃত মূল। সেই ব্রহ্ম নিত্য নির্ব্বিকার, নিরাকার ও নির্ব্বিশেষ। তাহাতে কিছুমাত্র উপাধি নাই। কোন প্রকার শক্তি নাই এবং কোন প্রকার কার্য্য নাই। ব্রহ্মের অবস্থান্তর বা পরিণাম নাই। এই সমস্ত বাক্য বেদের স্থানে স্থানে পাওয়া যায়। ব্রহ্মবাদীগণ এই সকল কথা অনায়াসে বিশ্বাস করিলেন, কিন্তু সবিশেষ জগতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ভাবিতে লাগিলেন যে তদ্রূপ ব্রহ্ম কিরূপে জগতের কারণ হইতে পারেন। জগতও প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে। কোথা হইতে জগৎ আসিল। ইহার মীমাংসা না করিতে পারিলে আমাদের উপাদেয় মত বজায় থাকে না। তখন চিন্তা করিতে করিতে কতই বিচার উঠিতে লাগিল। নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মে কি করিয়া কার্য্য বা কার্য্যশক্তি স্বীকার করা যায়। আবার আর একটী তত্ত্ব স্বীকার করিয়া অদ্বৈত প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ না হয়। বিচার করিতে করিতে প্রথমে স্থির করিলেন যে ব্রহ্মে একটু পরিণাম-শক্তি থাকিলে বোধ হয় অদ্বৈত হানি হইবে না। ব্রহ্মই বস্তু পরিণাম। তাহার প্রতীতি হইতে পারে॥ ৩০॥

[ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

শরণাগতি।

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৯৪ পৃষ্ঠার পর]

পঞ্চমতঃ প্রাতিকূল্য বর্জ্জন সঙ্কল্প।

(২৫)

কেশব তুয়া জগত বিচিত্র।
করম বিপাকে, ভববন ভ্রমই, পেখলু রঙ্গ বহুচিত্র॥ ১॥
তুয়াপদ বিস্মৃতি, আমর যন্ত্রণা, ক্লেশ দহনে দহি যাই।
কপিল পতঞ্জলী, গোতম কণ ভোজী, জৈমিনী বৌদ্ধ আওয়ে ধাই॥ ২॥
তব কই নিজ মতে, ভুক্তি মুক্তি যাচত, পাতই নানাবিধ ফাঁদ।
সো সবু বঞ্চক, মায়া ভক্তি বহির্ম্মুখ, ঘটাওয়ে বিষম পরমাদ॥ ৩॥
বৈমুখ বঞ্চনে, ভটসো সবু, নিরমিল বিবিধ পসার।
দণ্ডবত দূরত, ভকতিবিনোদ ভেল, ভকত চরণ করি সার॥ ৪॥

[ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

কার্ত্তিক ১৩০০। অক্টোবর ১৮৯৩। শ্রীশ্রীগৌরক্রমচন্দ্রাব্দাঃ ৪০৮।

সজ্জনতোষণী।

পরমার্থ সাধক সমস্ত বিষয় সমালোচনী মাসিক পত্রিকা।

৫ম খণ্ড। ৭ম সংখ্যা।

শ্রীকেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ

সম্পাদক।

অশেষ-ক্লেশ-বিশ্লেষি-পরেশাবেশ-সাধিনী।
জীয়াদেষা পরাপত্রী সর্ব্ব সজ্জনতোষণী॥

বিষয় বিবরণ।

কার্য্যাধ্যক্ষ

শ্রীরাধিকাপ্রসাদ দত্ত।

(ভক্তিভবন, ১৮১ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট,—রামবাগান)

কলিকাতা;

১৩৩ নং মস্‌জিদ্‌বাড়ী ষ্ট্রীট "হরি যন্ত্রে"

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা এক টাকা মাত্র। ডাকমাশুল নাই।

কার্য্যাধ্যক্ষের নিবেদন।

নানাবিধ কারণ বশতঃ এবার অগ্রিম ভিক্ষা প্রদাতা গ্রাহক মহোদয়গণের নাম প্রকাশিত হইল না। পরে প্রকাশ হইবে।

সজ্জনতোষণী।

চতুর্থ খণ্ড—১২৯৯ সাল।

একত্রে বাঁধাই মূল্য ১৷০ মাত্র, ডাকমাশুল ৶০ আনা।

ভি পিতে লইলে সর্ব্বসমেত ১৷৷৵০ মাত্র।

পঞ্চ সংস্কার, বৈষ্ণবের স্বরূপ ও তটস্থ লক্ষণ, বিষয় ও বৈরাগ্য, আচার ও প্রচার, বৈষ্ণব নির্দ্দেশ, ব্রাহ্মণত্ব ও বৈষ্ণবত্ব, প্রভৃতি প্রবন্ধ সমন্বিত।

শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা—একাদশ পরিচ্ছেদে সম্পূর্ণ।

শোক শাতন—শ্রীগৌরাঙ্গলীলা চরিত্র—সম্পূর্ণ।

তত্ত্ববিবেক বা শ্রীশ্রীসচ্চিদানন্দবিভুতিঃ—২১টী শ্লোক ও বিষদ ভাষ্য।

শরণাগতি,—১২টী পদ্য।

পুস্তকাদি সম্বন্ধে সজ্জনতোষণীর কার্য্যাধ্যক্ষ মহাশয়কে

১৮১ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট, রামবাগান কলিকাতায়

লিখিতে হয়।

শ্রীশ্রীগোদ্রুমচন্দ্রায় নমঃ।

সজ্জনতোষণী।

জৈব-ধর্ম্ম।

সপ্তম অধ্যায়।

নিত্যধর্ম্ম ও সংসার।

সরস্বতীতীরে সপ্তগ্রাম নামে একটী প্রাচীন বণিকনগর ছিল। তথায় বহুকাল হইতে সহস্র সহস্র স্বুবর্ণ-বণিক বাস করিতেন। শ্রীউদ্ধারণ দত্তের সময় হইতে সেই সকল বণিক প্রভু নিত্যানন্দের কৃপায় হরিনাম সংকীর্ত্তনে রত হন। চণ্ডীদাস নামক একটী বণিক অর্থ ব্যয় হইবে এই ভয় করিয়া নাগরীয় লোকের হরি-কীর্ত্তনে যোগ দিতেন না। তিনি ব্যয় কুণ্ঠতার দ্বারা অনেক অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন। তাঁহার পত্নী দময়ন্তী ও তাঁহার স্বভাব পাইয়া অতিথি বৈষ্ণবগণকে কোন আদর করিতেন না। যৌবনাবস্থাতেই সেই বণিক দম্পতির চারিটী পুত্র ও দুইটী কন্যা হয়। কন্যাগুলিকে ক্রমশঃ বিবাহ দিয়া পুত্রগণের জন্য বিপুল অর্থ রাখিয়াছিলেন। যে গৃহে বৈষ্ণব সমাগম হয় না তথায় শিশুগণের দয়া ধর্ম্ম সহজেই খর্ব্ব হয়। শিশুগুলি যত বড় হইতে লাগিল ততই তাহারা স্বার্থ পর হইয়া অর্থ-লালসায় পিতা মাতার মৃত্যু কামনা করিতে লাগিল। বণিক দম্পতির আর অসুখের সীমা রহিল না। পুত্রদিগকে বিবাহ দিলেন। বধূগুলিও যত বড় হইতে লাগিল আপন আপন পতির স্বভাব লাভ করিয়া কর্ত্তা গৃহিণীর মরণ কামনা করিতে লাগিল। পুত্রগণ কৃতী হইয়াছে। দোকানে খরিদ বিক্রয় করে। পিতার অর্থগুলি প্রায়ই সকলে ভাগ করিয়া কার্য্য করিতে লাগিল।

চণ্ডীদাস একদিন সকলকে একত্র করিয়া বলিলেন। দেখ আমি বাল্য-কাল হইতে ব্যয়কুণ্ঠ স্বভাব দ্বারা এত অর্থ তোমাদের জন্য রাখিয়াছি। কখন নিজে ভাল আহার বা ভাল পরিচ্ছদ স্বীকার করি নাই। তোমাদের জননীও

তদ্রূপ ব্যবহারে কাল কাটাইলেন। এখন আমরা প্রায় বৃদ্ধ হইলাম। তোমরা যত্নের সহিত আমাদিগকে প্রতিপালন করিবে এই তোমাদের ধর্ম্ম। কিন্তু তোমরা আমাদিগকে অযত্ন কর দেখিয়া বড়ই দুঃখিত আছি। আমার কিছু গুপ্ত ধন আছে তাহা আমি যিনি ভাল পুত্র হইবেন তাহাকেই দিব।

পুত্র ও পুত্রবধূগণ মৌন ভাবে ঐ সব কথা শ্রবণ করিয়া অন্যত্র একত্রিত হইয়া এই সিদ্ধান্ত করিলেন যে কর্ত্তা ও গৃহিণীকে বিদেশে পাঠাইয়া গুপ্তধন অপহরণ করাই শ্রেয়। যেহেতু কর্ত্তা অন্যায়পূর্ব্বক ঐ ধন কাহাকে দিবেন তাহা বলা যায় না। সকলে এই স্থির করিলেন যে, কর্ত্তার শয়ন ঘরে ঐ ধন পোঁতা আছে।

হরিচরণ কর্ত্তার জ্যেষ্ঠ পুত্র। সে কর্ত্তাকে এক দিবস প্রাতে কহিল। বাবা! আপনি ও মাতা ঠাকুরাণী একবার শ্রীধাম নবদ্বীপ দর্শন করুন। মানব জন্ম সফল হইবে। শুনিয়াছি কলিকালে আর সকল তীর্থ শ্রীনবদ্বীপের ন্যায় শুভপ্রদ নন। নবদ্বীপ যাইতে কষ্ট বা ব্যয় হইবে না। যদি চলিতে না পারেন গহনার নৌকায় দুই পন করিয়া দিলেই পৌছিয়া দিবে। আপনাদের সঙ্গে এক জন বৈষ্ণবী সেথো যাইতেও ইচ্ছুক আছে।

চণ্ডীদাস স্বীয় পত্নীকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করায় দময়ন্তী আহ্লাদিত হইলেন, দুই জন বলাবলি করিলেন যে সে দিবসের কথায় ছেলেরা শিষ্ট হইয়াছে। আমরা এত অক্ষম হই নাই যে চলিতে পারি না। শ্রীপাট কালনা, শান্তিপুর হইয়া শ্রীধাম নবদ্বীপ যাত্রা করিব।

দিন দেখিয়া দুই জনে যাত্রা করিলেন। চলিতে চলিতে পরদিবস অম্বিকায় উপস্থিত। তথায় একটী দোকানে রসুই করিয়া খাইতে বসিবেন, এমত সময় সপ্তগ্রামের একটী লোক কহিল যে তোমার পুত্রগণ তোমার ঘরের চাবি ভাঙ্গিয়া সমস্ত দ্রব্য লইয়াছে। আর তোমাদিগকে বাটী যাইতে দিবে না। তোমার গুপ্ত অর্থ সকলে বাঁটিয়া লইয়াছে।

এই কথা শুনিবামাত্র চণ্ডীদাস ও তৎপত্নী অর্থ-শোকে কাতার হইয়া পড়িলেন। সে দিবস খাওয়া দাওয়া হইল না। ক্রন্দন করিতে করিতে দিন গেল। সেথো বৈষ্ণবী বুঝাইয়া দিল যে গৃহে আসক্তি করিও না। চল তোমরা দুই জনে ভেক লইয়া আখড়া বাঁধ। যাহাদের জন্য এত করিলে, তাহারাই যখন এরূপ শত্রু হইল তখন আর ঘরে যাওয়ার আবশ্যক নাই। চল নবদ্বীপে থাকিবে। তথায় ভিক্ষা করিয়া খাও সেও ভাল।

চণ্ডীদাস ও তৎপত্নী পুত্র ও পুত্রবধূদিগের ব্যবহার দেখিয়া, আর ঘরে যাইব না, বরং প্রাণত্যাগ করিব সেও ভাল এইরূপ বারবার বলিতে লাগিলেন। অবশেষে অম্বিকা গ্রামে একটী বৈষ্ণব বাটীতে বাসা করিলেন। তথায় দুই চারি দিন থাকিয়া শ্রীপাঠ শান্তিপুর দর্শনপূর্ব্বক শ্রীধাম নবদ্বীপ যাত্রা করিলেন। শ্রীমায়াপুরে একটী বণিক কুটুম্ব ছিল তাঁহাদের বাটীতে রহিলেন। দুই চারি দিন থাকিয়া শ্রীনবদ্বীপের সপ্তপল্লী ও গঙ্গাপার, কুলিয়া গ্রামের সপ্তপল্লী দেখিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। কএক দিন পরে পুত্র ও পুত্রবধূগণের প্রতি পুনরায় মায়া উদয় হইল।

চণ্ডীদাস বলিলেন, চল, আমরা সপ্তগ্রামে যাই। ছেলেরা কি আমাদিগকে কিছুমাত্র স্নেহ করিবে না? সেথো বৈষ্ণবী কহিল তোমাদের লজ্জা নাই। এবার তাহারা তোমাদিগকে প্রাণে বধ করিবে। সেই কথা শুনিয়া বৃদ্ধ দম্পতির মনে আশঙ্কা হইল। তাহারা কহিল বৈষ্ণব ঠাকুরুন্, তুমি স্বস্থানে যাও। আমরা বিবেকী হইলাম। কোন ভাল লোকের নিকট উপদেশ গ্রহণ করিয়া আমরা ভিক্ষার দ্বারা জীবন নির্ব্বাহ করিব।

সেথো বৈষ্ণবী চলিয়া গেল। বণিক দম্পতি এখন গৃহের আশা ত্যাগ করিয়া কুলিয়া গ্রামে ছকড়ী চট্টের পাড়ায় একখানি ঘর বাঁধিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অনেক ভদ্র লোকের নিকট ভিক্ষা শিক্ষা করিয়া একখানি কুটীর প্রস্তুত করিয়া তথায় রহিলেন। কুলিয়া গ্রাম অপরাধ ভঞ্জনের পাট। তথায় বাস করিলে পূর্ব্ব অপরাধ দূর হয় এরূপ একটী কথা চলিয়া আসিতেছে।

চণ্ডীদাস কহিলেন হরির মা! আর কেন। ছেলে মেয়ের কথা আর বলিবে না। তাহাদিগকে আর মনেও করিও না। আমাদের পুঞ্জ পুঞ্জ অপরাধ আছে, তজ্জন্যই বণিকের ঘরে জন্ম। জন্মদোষে কৃপণ হইয়া কখন অতিথি বৈষ্ণবের সেবা করিলাম না। এখন এখানে কিছু অর্থ পাইলে অতিথি সেবা করিব। আর জন্মে ভাল হইবে। একখানি মুদিখানা করিব মানস করিয়াছি। ভদ্র লোকদিগের নিকট হইতে পঞ্চ মুদ্রা ভিক্ষা করিয়া ঐ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইব। কএক দিবস যত্ন করিয়া চণ্ডীদাস একখানি ক্ষুদ্র দোকান করিয়া বসিলেন। প্রত্যহ কিছু কিছু লাভ হইতে লাগিল। পতি পত্নীর উদর পূর্ত্তির পর একটী করিয়া প্রতিদিন অতিথি সেবা করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বাপেক্ষা চণ্ডীদাসের জীবন ভাল হইল।

চণ্ডীদাস একটু লেখা পড়া পূর্ব্বেই শিখিয়া ছিলেন। অবসর সময়ে গুণ-

রাজখান কৃত শ্রীকৃষ্ণবিজয় গ্রন্থ দোকানে বসিয়া পাঠ করেন। ন্যায়পর হইয়া বিক্রয়াদি করেন ও অতিথি সেবা করেন। এইরূপ ৫।৬ মাস গত হইল। কুলিয়ার সকল লোকেই চণ্ডীদাসের ইতিহাস জানিতে পারিয়া তাহাকে একটু শ্রদ্ধা করিতে লাগিলেন।

তথায় শ্রীযাদব দাসের স্থান। যাদব দাস গৃহস্থ বৈষ্ণব। তিনি শ্রীচৈতন্য মঙ্গল পাঠ করেন। চণ্ডীদাস কখন কখন তাহা শ্রবণ করেন। যাদবদাস ও তাঁহার পত্নী সর্ব্বদা বৈষ্ণব সেবায় রত থাকেন। তাহা দেখিয়া চণ্ডীদাস ও তৎপত্নী ও বৈষ্ণব সেবায় রুচিলাভ করিলেন।

এক দিবস চণ্ডীদাস শ্রীযাদব দাসকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে সংসার কি বস্তু। যাদবদাস বলিলেন যে ভাগিরথীর পূর্ব্বপার শ্রীগোদ্রুমদ্বীপে অনেক গুলি তত্ত্বজ্ঞ বৈষ্ণব বাস করেন। চল, এই প্রশ্ন তথায় করিবে। আমি মধ্যে মধ্যে তথায় গিয়া অনেক প্রকার শিক্ষা লাভ করি। আজ কাল ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের অপেক্ষা শ্রীগোদ্রুমে বৈষ্ণব পণ্ডিতগণ শাস্ত্র সিদ্ধান্তে বিশেষ নিপুণ। সে দিবস শ্রীযুত বৈষ্ণবদাস বাবাজীর সহিত তর্ক করিয়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ পরাজয় পাইয়াছেন। তোমার যেরূপ প্রশ্ন, তাহা তথায় ভালরূপে মীমাংসিত হইবে।

অপরাহ্নে যাদবদাস ও চণ্ডীদাস গঙ্গা পার হইতেছেন। দময়ন্তী এখন শুদ্ধ বৈষ্ণব সেবা করিয়াছেন। তাঁহার হৃদয়ের কৃপণতা লঘু হইয়াছে। তিনি কহিলেন আমিও আপনাদের সঙ্গে শ্রীগোদ্রুমে যাইব। যাদবদাস কহিলেন তথাকার বৈষ্ণবগণ গৃহস্থ নহেন। প্রায়ই নিরপেক্ষ গৃহত্যাগী। তুমি সঙ্গে গেলে পাছে তাঁহারা অসুখী হন, আমি আশঙ্কা করি। দময়ন্তী কহিলেন, আমি দূরে থাকিয়া তাঁহাদিগকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিব। তাঁহাদের কুঞ্জের মধ্যে প্রবেশ করিব না। আমি বৃদ্ধা আমার প্রতি তাঁহারা কখনই ক্রুদ্ধ হইবেন না। যাদবদাস কহিলেন সেখানে কোন স্ত্রীলোক যাওয়া রীতি নাই। তুমি বরং তন্নিকটস্থ কোন স্থানে বসিয়া থাকিবে আমরা আসিবার সময় তোমাকে লইয়া আসিব।

তিন প্রহর বেলার পর তাঁহারা তিনজনে গাঙ্গ-বালুকা উত্তীর্ণ হইয়া প্রদ্যুম্ন কুঞ্জের নিকট পৌছিলেন। দময়ন্তী কুঞ্জদ্বারে সাষ্ঠাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া একটী পুরাতন বট বৃক্ষের নিকট বসিলেন। যাদবদাস ও চণ্ডীদাস কুঞ্জ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া মাধবী মালতী মণ্ডপের উপর উপবিষ্ট বৈষ্ণব মণ্ডলীকে ভক্তি পূর্ব্বক দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন।

শ্রীপরমহংসবাবাজী বসিয়াছেন। তাঁহার চতুস্পার্শ্বে শ্রীবৈষ্ণবদাস, লাহিড়ী মহাশয়, অনন্তদাস বাবাজী প্রভৃতি অনেকেই বসিয়াছেন। তাহার নিকট যাদবদাস বসিলেন, ও তৎপার্শ্বে চণ্ডীদাস বসিলেন।

অনন্তদাস বাবাজী মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, এই নূতন লোকটী কে? যাদবদাস চণ্ডীদাসের সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলেন। অনন্তদাস বাবাজী একটু হাস্য করিয়া বলিলেন হাঁ! সংসার ইহাকেই বলে! যিনি সংসারকে চিনিতে পারেন তিনিই বুদ্ধিমান। যিনি সংসারের চক্রে পড়িয়া থাকেন তিনিই শোচ্য!

চণ্ডীদাসের মন ক্রমশঃ নির্ম্মল হইতেছে। নিত্য সুকৃত করিলে অবশ্য মঙ্গল হয়। বৈষ্ণব-সৎকার, বৈষ্ণব-গ্রন্থ-পাঠ ও শ্রবণ ইত্যাদি নিত্য সুকৃত। তাহা করিতে করিতে চিত্ত নির্ম্মল হইয়া যায় ও অনন্য ভক্তিতে সহজে শ্রদ্ধার উদয় হয়। সেদিন চণ্ডীদাস, শ্রীঅনন্তদাস বাবাজী মহাশয়ের কথাটী শ্রবণ করিয়া আর্দ্র হৃদয়ে বলিলেন আজ আমি আপনার নিকট এই প্রার্থনা করি যে, অনুগ্রহ করিয়া আমাকে সংসার যে কি বস্তু, তাহা স্পষ্ট করিয়া বলুন।

শ্রীঅনন্তদাস। চণ্ডীদাস তোমার প্রশ্নটী গম্ভীর! আমি ইচ্ছা করি, হয় শ্রীপরমহংস বাবাজী মহাশয়, নয় শ্রীবৈষ্ণবদাস বাবাজী মহাশয়, এই প্রশ্নের উত্তর দান করুন।

শ্রীপরমহংস বাবাজী। প্রশ্নটী যেরূপ গম্ভীর, শ্রীঅনন্তদাস বাবাজী মহাশয় ও তদুপযুক্ত উত্তরদাতা। অদ্য আমরা সকলেই বাবাজীমহাশয়ের উপদেশ শ্রবণ করিব।

অ। আপনাদের যখন আজ্ঞা পাইলাম, তখন অবশ্যই আমি যাহা জানি তাহা বলিব। আমি অগ্রেই ভগবৎপার্ষদ-প্রবর শ্রীল প্রদ্যুম্নব্রহ্মচারী গুরু-দেবের পাদপদ্ম স্মরণ করিতেছি;—

জীবের দুইটী দশা স্পষ্ট দেখা যায়। মুক্ত দশা, ও সংসার বদ্ধ দশা। শুদ্ধ কৃষ্ণ-ভক্ত-জীব যিনি কখনই মায়া বদ্ধ হন নাই বা কৃষ্ণ কৃপায় মায়িক জগত হইতে পরিমুক্ত হইয়াছেন তিনিই মুক্তজীব, এবং তাঁহার দশা মুক্ত দশা। কৃষ্ণ বহির্ম্মুখ হইয়া অনাদি মায়ার কবলে যিনি পড়িয়া আছেন তিনি বদ্ধ জীব এবং তাঁহার দশাই সংসার দশা। মায়া মুক্ত জীব চিন্ময় ও কৃষ্ণদাস্যই তাঁহার জীবন। জড় জগতে তাঁহার অবস্থিতি নয়। কোন বিশুদ্ধ চিজ্জগতে তিনি অবস্থিত। সেই চিজ্জগতের নাম গোলোক, বৈকুণ্ঠ, বৃন্দাবন ইত্যাদি। মায়া মুক্ত জীবের সংখ্যা অনন্ত।

মায়া বদ্ধ জীবের সংখ্যাও অনন্ত। কৃষ্ণ বহির্ম্মুখতা দোষে কৃষ্ণের ছায়া শক্তি যে মায়া, তিনি তাহাকে নিজের স্বত্ব, রজ ও তম গুণে আবদ্ধ করিয়াছেন। গুণের তারতম্য বশতঃ বদ্ধ জীবের অবস্থা বিচিত্র হইয়াছে। বিচিত্রতা বিচার করিয়া দেখুন; জীবের শরীরের বিচিত্রতা, ভাবের বিচিত্রতা, রূপের বিচিত্রতা, স্বভাবের বিচিত্রতা, রুচির বিচিত্রতা, স্থানের বিচিত্রতা ও গতির বিচিত্রতা। জীব সংসারে প্রবেশ পূর্ব্বক একটী নূতন রকম আমিত্ব বরণ করিয়াছেন। শুদ্ধাবস্থায় আমি কৃষ্ণদাস এইরূপ আমিত্বের অভিমান ছিল। এখন আমি মনুষ্য, আমি দেবতা, আমি পশু, আমি রাজা, আমি ব্রাহ্মণ, আমি চণ্ডাল, আমি পীড়িত, আমি ক্ষুধিত, আমি অপমানিত, আমি পরাজিত, আমি পতি, আমি পিতা, আমি পত্নী, আমি শত্রু, আমি মিত্র, আমি পণ্ডিত, আমি রূপবান্, আমি বীর, ও আমি দুর্ব্বল এই রূপ কত রকমের আমিত্ব হইয়াছে। ইহার নাম অহংতা। মমতা বলিয়া আর একটী ব্যাপার হইয়াছে। আমার গৃহ, আমার দ্রব্য, আমার ধন, আমার শরীর, আমার পুত্র কন্যা, আমার পত্নী, আমার পতি, আমার পিতা, আমার বর্ণ ও জাতি, আমার বল, আমার রূপ, আমার গুণ, আমার বিদ্যা, আমার বৈরাগ্য, আমার জ্ঞান, আমার কর্ম্ম, আমার সম্পত্তি, আমার অধীন জনগণ, ইত্যাদি কত প্রকারের আমার হইয়াছে। আমি ও আমার লইয়া যে একটী প্রকাণ্ড ব্যাপার দেখা যাইতেছে তাহার নাম সংসার।

যাদবদাস। বদ্ধ অবস্থায় এই আমি আমার দেখিতেছি। কিন্তু মুক্ত অবস্থায় কি আমি আমার থাকে না?

অ। মুক্ত অবস্থায় আমি ও আমার সব চিন্ময় ও নির্দ্দোষ। কৃষ্ণ জীবকে যেরূপ করিয়াছেন, তাহারই শুদ্ধপরিচয় তথায় আছে। সেখানেও আমি বহুবিধ। কৃষ্ণদাস হইলেও রসভেদে বহুবিধ। রসের যত প্রকার চিন্ময় উপকরণ আছে, সে সকল ও আমার।

যা। তবে বদ্ধাবস্থার আমি আমার বহুবিধ হওয়ার দোষ কি?

অ। দোষ এই যে শুদ্ধ অবস্থায় যাহা সত্য আমি ও আমার তাহাই আছে। সংসারে যত প্রকার আমি ও আমার আছে, তাহা আরোপিত অর্থাৎ বস্তুত জীব সম্বন্ধে সত্য নয় অর্থাৎ জীবের পক্ষে মিথ্যা পরিচায়ক। সুতরাং সংসারের সমস্ত পরিচয়ই অনিত্য, অপ্রকৃত, ও ক্ষণিক সুখ দুঃখ প্রদ।

যা। মায়িক সংসার কি মিথ্যা?

অ। মায়িকজগত মিথ্যা নয়, কৃষ্ণের ইচ্ছায় এই জগৎ সত্য। কিন্তু এই জগতে প্রবিষ্ট হইয়া যত প্রকার মায়িক আমি ও আমার করিতেছি, তাহাই মিথ্যা। জগতকে যাঁহারা মিথ্যা বলেন, তাঁহারা মায়াবাদী সুতরাং অপরাধী।

যা। আমরা কেন এরূপ মিথ্যা সম্বন্ধে আছি?

অ। জীব চিৎকণ। জড়জগত ও চিজ্জগতের মধ্য সীমায় জীবের প্রথমাবস্থান। সেখানে যে সকল জীব কৃষ্ণ সম্বন্ধ ভুলিলেন না তাঁহারা চিচ্ছক্তির বল লাভ করিয়া চিজ্জগতে আকৃষ্ট হইলেন। নিত্য পার্ষদ হইয়া কৃষ্ণ-সেবানন্দ ভোগ করিতে লাগিলেন। যাঁহারা কৃষ্ণবহির্ম্মুখ হইয়া মায়ার প্রতি ভোগ বাঞ্ছা করিলেন, মায়া স্বীয় বলে তাঁহাদিগকে আকর্ষণ করিল। সেই হইতেই আমাদের সংসারদশা। সংসারদশা হইবা মাত্র স্বীয় সত্য পরিচয় গেল ও মায়ার ভোক্তা এই অভিমানে মিথ্যা পরিচয় আসিয়া বিচিত্ররূপে আমাদিগকে বেষ্টন করিয়াছে।

যা। যদি আমরা চেষ্টা করি তবুও কেন আমাদের সত্য স্বভাব উদয় হয় না?

অ। চেষ্টা দুই প্রকার, উপযুক্ত ও অনুপযুক্ত। উপযুক্তচেষ্টা করিলে অবশ্যই মিথ্যা অভিমান দূর হইবে। অনুপযুক্তচেষ্টা করিলে কিরূপে সে ফল লাভ হইতে পারে?

যা। অনুপযুক্ত চেষ্টা কি কি, আজ্ঞা করুন?

অ। কর্ম্মকাণ্ডের দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ করিয়া, নির্ভেদ ব্রহ্মজ্ঞান অবলম্বন করত মায়া ছাড়িব, এই যে একটী চেষ্টা ইহা অনুপযুক্ত। অষ্টাঙ্গযোগ দ্বারা সমাধি যোগে চিন্ময় হইয়া পড়িব, ইহাও অনুপযুক্ত চেষ্টা। এইরূপ নানাবিধ অনুপযুক্ত চেষ্টা আছে।

যা। ঐ সকল চেষ্টা কেন অনুপযুক্ত?

অ। অনুপযুক্ত, যেহেতু ঐ সকল চেষ্টা দ্বারা বাঞ্ছিত ফল পাইবার অনেক ব্যাঘাত ও স্বল্প সম্ভাবনা। যাঁহার প্রতি অপরাধ করিয়া আমাদের এই দশা হইয়াছে তাঁহার কৃপা ব্যতীত আমাদের এদশা দূর হইবে না এবং স্বীয় শুদ্ধ দশা লাভ হইবে না।

যা। উপযুক্ত চেষ্টা কি?

উ। সাধুসঙ্গ ও প্রপত্তি। সাধুসঙ্গ যথা ভাগবতে;—

অত আত্যন্তিকং ক্ষেমং পৃচ্ছামোভবতোঽনঘে।
সংসারেঽস্মিন্ ক্ষণার্দ্ধোপি সৎসঙ্গ সেবধির্নৃনাং॥

এই সংসার দশা প্রাপ্ত জীবের আত্যন্তিক মঙ্গল কিসে হয়, একথা যদি জিজ্ঞাসা কর, তবে বলি ক্ষণার্দ্ধও যদি সৎসঙ্গ হয় তবে সেরূপ মঙ্গল উদয় হয়।

প্রপত্তি যথা গীতা সপ্তম্যাধ্যায়ে ;—

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥

এই সত্ত্ব, রজ তম গুণময়ী আমার দৈবী মায়া। মানব নিজ চেষ্টায় এই মায়া উত্তীর্ণ হইতে পারেন না। অতএব মায়া পার হওয়া বড়ই কঠিন। আমাকে যিনি প্রপত্তি করেন অর্থাৎ আমার শরণাগত হন তিনিই মাত্র এই মায়া পার হইতে পারেন।

চণ্ডীদাস। ঠাকুর! আমি এ সকল কথা ভাল করিয়া বুঝিতে পারি না। একটু এই মাত্র বুঝিতেছি যে, আমরা পবিত্র বস্তু ছিলাম। কৃষ্ণকে ভুলিয়া আমরা মায়ার হাতে পড়িয়াছি। তাহাতেই আমরা এ জগতে আবদ্ধ হইয়াছি। কৃষ্ণ কৃপা হইলে আবার উদ্ধার হইতে পারি। নতুবা এইরূপ দশাতেই থাকব।

অ। হাঁ, তুমি এখন এই পর্য্যন্ত বিশ্বাস কর। তোমার শিক্ষক যাদবদাস মহাশয় এই সব তত্ত্বকথা বুঝিতে পারিতেছেন। উহাঁর নিকট ক্রমে বুঝিয়া লইবে। শ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত গ্রন্থে পার্ষদ প্রধান শ্রীজগদানন্দ বলিয়ছেন ,—

চিৎকণ জীব কৃষ্ণ চিন্ময় ভাস্কর।
নিত্য কৃষ্ণে দেখি কৃষ্ণে করেন আদর ॥
কৃষ্ণ বহির্ম্মুখ হঞা ভোগবাঞ্ছা করে।
নিকটস্থ মায়া তারে জাপটিয়া ধরে ॥
পিশাচী পাইলে যেন মতিচ্ছন্ন হয়।
মায়া গ্রস্ত জীবের হয় সে ভাব উদয় ॥
আমি সিদ্ধ কৃষ্ণদাস এই কথা ভুলে।
মায়ার নফর হঞা চিরদিন বুলে ॥
কভু রাজা, কভু প্রজা, কভু বিপ্র শূদ্র।
কভু দুঃখী, কভু সুখী, কভু কীট ক্ষুদ্র ॥
কভু স্বর্গে, কভু মর্ত্ত্যে, নরকে বা কভু।
কভু দেব কভু দৈত্য কভু দাস প্রভু ॥

এইরূপে সংসার ভ্রমিতে কোন জন।
সাধু সঙ্গে নিজ তত্ত্ব অবগত হন ॥
নিজ তত্ত্ব জানি আর সংসার না চায়।
কেন বা ভজিনু মায়া করে হায় হায় ॥
কেঁদে বলে ওহে কৃষ্ণ আমি তব দাস।
তোমার চরণ ছাড়ি হৈল সর্ব্বনাশ ॥
কাকুতি করিয়া কৃষ্ণে ডাকে একবার।
কৃপা করি কৃষ্ণ তারে ছাড়ান সংসার ॥
মায়াকে পিছনে রাখি কৃষ্ণ পানে চায়।
ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণ পাদপদ্ম পায় ॥
কৃষ্ণ তারে দেন নিজ চিচ্ছক্তির বল।
মায়া আকর্ষণ ছাড়ে হইয়া দুর্ব্বল ॥
সাধু সঙ্গে কৃষ্ণনাম এইমাত্র চাই।
সংসার জিনিতে আর কোন বস্তু নাই ॥

বা। বাবাজী মহাশয়! সাধু সঙ্গ যে বলিলেন। সাধুরাও এই সংসারে বর্ত্তমান। সংসার পীড়ায় জর্জ্জর। তাঁহারা বা কি করিয়া অন্য জীবকে উদ্ধার করিবেন।

অ। সাধুরাও এই সংসারে বর্ত্তমান বটে, কিন্তু সাধুদিগের সংসার ও মায়ামুগ্ধকর জীবের সংসারে বিশেষ ভেদ আছে। সংসার দেখিতে একই রকম, কিন্তু ভিতরে যথেষ্ট ভেদ। সাধুগণ চিরদিন জগতে আছেন, কেবল অসাধুগণ তাঁহাদিগকে চিনিতে পারে না বলিয়া সাধুসঙ্গ দুর্ল্লভ হয়। যে সমস্ত জীব মায়া কবলিত তাহারা দুইভাগে বিভক্ত। কতকগুলি মায়ার ক্ষুদ্র সুখে মত্ত হইয়া সংসারকে বড়ই আদর করে। কতকগুলি মায়াতে সুখ না পাইয়া অধিক সুখের আশয়ে বিবেক অবলম্বন করেন। সুতরাং সংসারী লোক দুই প্রকার, বিবেক-শূন্য ও বিবেক-যুক্ত। কেহ কেহ তাহাদিগকে বিষয়ী ও মুমুক্ষু বলেন। এস্থলে মুমুক্ষু শব্দে নির্ভেদব্রহ্মজ্ঞানীকে বুঝিতে হইবে না। যিনি সংসার জ্বালায় জলিত হইয়া নিজতত্ত্ব অন্বেষণ করেন, তাঁহাকেই বেদ শাস্ত্রে মুমুক্ষু বলেন। মুমুক্ষু লোকের মুমুক্ষা পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভজনই শুদ্ধভক্তি। মুমুক্ষা অর্থাৎ মুক্তি বাঞ্ছা। [illegible]ত্যাগকে বিধান করেন নাই। মুমুক্ষু ব্যক্তির কৃষ্ণতত্ত্ব ও জীবতত্ত্ব জ্ঞান উদয় হইলেই তিনি মুক্ত হইলেন। যথা ভাগবতে;—

রজোভিঃ সমসংখ্যাতাঃ পার্থিবৈরিহ জন্তবঃ।
তেষাং যে কেচনে হন্তে শ্রেয়ো বৈ মনুজাদয়ঃ॥
প্রায়ো মুমুক্ষুব স্তেষাং কেচনৈব দ্বিজোত্তম।
মুমুক্ষূণাং সহস্রেষু কশ্চিন্মুচ্যেত সিদ্ধ্যতি॥
মুক্তানামপিসিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ।
সুদুর্ল্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষ্বপি মহামুনে॥

বালুকণকে যেরূপ সংখ্যা করা যায় না, জীবদিগকেও তদ্রূপ সংখ্যা করা যায় না। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ নিত্য মঙ্গল অন্বেষণ করেন। অধিকাংশই বিষয়ী, জড়ীভূত ও সামান্য ইন্দ্রিয় সুখাদিতে মত্ত। যে সকল লোক শ্রেয় অন্বেষণ করেন তন্মধ্যে কেহ কেহ মুমুক্ষু অর্থাৎ জড়াতীত অবস্থার প্রয়াসী। সহস্র সহস্র মুমুক্ষু লোকের মধ্যে কেহ কেহ তত্ত্বসিদ্ধি লাভ করিয়া মুক্ত হন। কোটি কোটী সিদ্ধমুক্তদিগের মধ্যে কোন কোন প্রশান্তাত্মা নারায়ণভক্ত হন। অতএব নারায়ণ ভক্ত সুদুর্ল্লভ। সুতরাং কৃষ্ণ ভক্ত তদপেক্ষা দুর্ল্লভ। মুমুক্ষা অতিক্রম করিয়া যাঁহারা মুক্ত হইয়াছেন তাহাদের মধ্যেই কৃষ্ণভক্ত। কৃষ্ণভক্তের দেহ থাকা পর্য্যন্ত সংসারে যে অবস্থিতি তাহা বিষয়ীর অবস্থিতি হইতে তত্ত্বত পৃথক্। কৃষ্ণ ভক্তের অবস্থিতি দুই প্রকার।

ষা। আপনি বিবেকী লোকদিগের চারিটী অবস্থা বলিলেন। তাহার মধ্যে কোন্ কোন্ অবস্থায় স্থিত ব্যক্তির সঙ্গকে সাধু সঙ্গ বলে ?

অ। বিবেকী, মুমুক্ষু, মুক্ত বা সিদ্ধ ও ভক্ত এই চারিটী বিবেকের অবস্থা। তন্মধ্যে বিবেকী ও মুমুক্ষুদিগের সহিত বিষয়ীর সঙ্গ ভাল। মুক্তদিগকে দুই ভাগে বিভাগ করা যায় অর্থাৎ চিদ্রসাগ্রহী মুক্ত ও নির্ব্ভেদ মায়াবাদী মুক্তাভিমানী। চিদ্রসাগ্রহী মুক্ত সঙ্গ শ্রেয়স্কর। নির্ব্ভেদ মায়াবাদী অপরাধী, তাঁহার সঙ্গ সকলের পক্ষেই নিষিদ্ধ। দশমে এইরূপ কথিত হইয়াছে ;—

যেহন্যেরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন স্তয্যস্ত ভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরম্পদং ততঃ পতন্ত্যধোনাদৃত যুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥

চতুর্থ ভগবদ্ভক্ত। ভগবদ্ভক্ত দুই প্রকার, ঐশ্বর্য্যপর ও মাধুর্য্যপর। ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়ঃ। বিশেষতঃ মাধুর্য্যপর ভগভক্তকে আশ্রয় করিলে বিশুদ্ধ ভক্তিরস হৃদয়ে আবির্ভূত হয়।

যা। আপনি বলিলেন ভক্তের দুই প্রকার অবস্থিতি। একটু স্পষ্ট করিয়া তাহা বর্ণন করিলে আমাদের ন্যায় স্থূলবুদ্ধিব্যক্তিগণ ভাল করিয়া বুঝিতে পারে।

অ। অবস্থিতি ভেদে ভক্ত দুইপ্রকার, অর্থাৎ গৃহস্থভক্ত ও গৃহত্যাগীভক্ত।

যা। গৃহস্থভক্তদিগের কিরূপ সংসারসম্বন্ধ তাহা অনুগ্রহ করিয়া বর্ণন করুন।

অ। গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া থাকিলেই গৃহস্থ হয় না। উপযুক্ত পাত্রীর পাণি গ্রহণ করিয়া যে গৃহ পত্তন করা যায় তাহাই গৃহ। সেই অবস্থায় যে ভক্ত থাকেন তিনি গৃহস্থভক্ত। মায়াবদ্ধ জীব স্বীয় জড়দেহের পঞ্চ জ্ঞানদ্বার দিয়া জড় বিষয়ে প্রবেশ করেন। চক্ষু দ্বারা আকার ও বর্ণ দেখেন। কর্ণ দ্বারা শব্দ শ্রবণ করেন। নাশিকার দ্বারা গন্ধ গ্রহণ করেন, ত্বক বা চর্ম্ম দ্বারা স্পর্শ করেন। জিহ্বার দ্বারা রস গ্রহণ করেন। এই পঞ্চদ্বার দিয়া জড়-জগতে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাতে আসক্ত হইয়া থাকেন। যত জড়ে আসক্ত হন ততই স্বীয় প্রাণনাথ কৃষ্ণ হইতে দূরে যান। ইহার নাম বহির্ম্মুখ সংসার। এই সংসারে যাহারা মত্ত তাহাদিগকে বিষয়ী বলে। ভক্তগণ যখন গৃহস্থ থাকেন তখন বিষয়ীদের ন্যায় বিষয়ে কেবল ইন্দ্রিয় তর্পণ অন্বেষণ করেন না। তাঁহার ধর্ম্মপত্নী কৃষ্ণদাসী। পুত্র কন্যা সকল কৃষ্ণের পরিচারক ও পরিচারিকা। তাঁহার চক্ষু শ্রীবিগ্রহ ও কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় বস্তু দেখিয়া তৃপ্তিলাভ করে। তাঁহার কর্ণ হরিকথা ও সাধুজীবন শ্রবণ করিয়া পরিতৃপ্ত হয়। তাঁহার নাসিকা কৃষ্ণার্পিত তুলসী ও সুগন্ধ সকল গ্রহণ করিয়া আনন্দ ভোগ করেন। তাঁহার জিহ্বা কৃষ্ণনাম ও কৃষ্ণনৈবেদ্য আস্বাদন করিতে থাকেন। তাঁহার চর্ম্ম ভক্তাঙ্ঘ্রি স্পর্শসুখ লাভ করেন। তাঁহার আশা, ক্রিয়া, বাঞ্ছা, আতিথ্য, দেহসেবা সমস্তই কৃষ্ণ সেবার অধীন। তাঁহার সমস্ত জীবনই 'জীবে দয়া, কৃষ্ণনাম, বৈষ্ণবসেবন' এই মহোৎসবময়। অনাসক্ত হইয়া বিষয় ভোগ কেবল গৃহস্থ ভক্তেরই সম্ভব। কলিকালে জীবের পক্ষে গৃহস্থ বৈষ্ণব হওয়াই উচিত। পতনের আশঙ্কা নাই। ভক্তি সমৃদ্ধি ও সম্পূর্ণরূপে হইতে পারে। গৃহস্থ বৈষ্ণবের মধ্যে অনেক তত্ত্বজ্ঞ গুরু আছেন। প্রভু সন্তানগণ যেস্থলে শুদ্ধ বৈষ্ণব আছেন তাঁহারা গৃহস্থভক্ত; অতএব তাঁহাদের সঙ্গ জীবের বিশেষ শ্রেয়স্কর।

যা। গৃহস্থ বৈষ্ণবগণকে স্মার্ত্তদিগের অধীন থাকিতে হয়, নতুবা সমাজে তাঁহাদের ক্লেশ হয়। এরূপ অবস্থায় কিরূপে শুদ্ধভক্তি থাকিতে পারে?

অ। কন্যা পুত্রের বিবাহ ও পিতৃ লোকের ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া ও অন্যান্য কএকটী কর্ম্মে অবশ্য তাঁহাদের সম্বন্ধ থাকে। কাম্য কর্ম্ম তাঁহাদের করার প্রয়োজন নাই। দেখুন, দেহ যাত্রা নির্ব্বাহের জন্য সকলকেই পরাধীন হইতে হয়। যাঁহারা নিরপেক্ষ বলিয়া পরিচয় দেন, তাঁহারাও পরাধীন। পীড়িত হইলে ঔষধ সেবন, ক্ষুধিত হইলে আহার্য্য সংগ্রহ ও শীত নিবারণের জন্য বস্ত্র সংগ্রহ, রৌদ্র-বর্ষাদির জন্য গৃহ করণ ইত্যাদি বিষয়ে সমস্ত দেহীর প্রয়োজন ও অপেক্ষা আছে। নিরপেক্ষ হওয়া কেবল অপেক্ষাকে সংকোচ করা মাত্র। বস্তুতঃ দেহ থাকিতে নিরপেক্ষ হওয়া যায় না। যতদূর নিরপেক্ষ হওয়া যায় ততদূরই ভাল ও ভক্তি পোষক হয়। পূর্ব্বোক্ত সমস্ত কর্ম্মকে কৃষ্ণ সম্বন্ধ করিয়া দিলেই তাহার দোষ যায়। যথা, বিবাহে সন্তান কামনা বা প্রজাপতির উপাসনা না করিয়া কেবল কৃষ্ণদাসী সংগ্রহ ও কৃষ্ণ সংসার পত্তন করিতেছি এই সংকল্পে ভক্তির অনকুল হয়। পার্শ্ববর্ত্তী বিষয়ী আত্মীয় লোক ও পুরোহিতাদি যাহাই বলুন নিজের সংকল্পেই নিজের ফল। শ্রাদ্ধ দিবস উপস্থিত হইলে শ্রীকৃষ্ণসেবা পূর্ব্বক সেই প্রসাদ পিণ্ড পিতৃলোককে দান করা ও ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব ভোজন করান হইলেই গৃহস্থ ভক্তের ভক্তির অনুকুল সংসার হয়। সমস্ত স্মার্ত্ত ক্রিয়াতে ভক্তিপর্ব্ব মিশ্রিত করিলেই কর্ম্মের কর্ম্মত্ব গেল। শুদ্ধভক্তির অনুগত বৈধকর্ম্ম করিলে ভক্তির কিছুই প্রতিকূলতা হয় না। ব্যবহারে ব্যবহারিক ক্রিয়া অনাসক্ত ও বিরক্ত ভাবে কর। পরমার্থে পারমার্থিক ক্রিয়া ভক্তগণের সহিত কর। তাহা হইলেই কোন দোষ নাই। দেখুন, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অধিকাংশ পার্ষদগণই গৃহস্থভক্ত। অনাদিকাল হইতে ভক্ত রাজর্ষি দেবর্ষি অনেকেই গৃহস্থ ভক্ত। ধ্রুব প্রহ্লাদ পাণ্ডবাদি সকলেই গৃহস্থ ভক্ত। গৃহস্থ ভক্ত জগতের পূজনীয় বলিয়া জানিবেন।

যা। যদি গৃহস্থভক্ত এত পূজনীয় হন এবং সকল প্রেমের অধিকারী হন তবে কেন কোন কোন ভক্ত গৃহত্যাগী হন ?

অ। গৃহস্থভক্তগণের মধ্যেই কেহ কেহ গৃহত্যাগী বৈষ্ণব হইবার অধিকারী হন। জগতে তাঁহাদের সংখ্যা স্বল্প এবং তাঁহাদের সঙ্গ বিরল।

যা। কি হইলে গৃহত্যাগী হইবার অধিকার জন্মে তাহা বলুন ?

অ। মানবের দুইটী প্রবৃত্তি অর্থাৎ বহির্ম্মুখ প্রবৃত্তি ও অন্তর্ম্মুখ প্রবৃত্তি। বৈদিক ভাষায় তাহাদিগকে পরাক্ ও প্রত্যক্ বৃত্তি বলে। শুদ্ধচিন্ময় আত্মা আপনার স্বরূপ ভুলিয়া লিঙ্গ দেহে মনকে আমি বলিয়া অভিমান করেন এবং

মন হইয়া ইন্দ্রিয় দ্বার অবলম্বন পূর্ব্বক বহির্বিষয়ে আকৃষ্ট হন। ইহার নাম বহির্ম্মুখ প্রবৃত্তি। জড়বিষয় হইতে মনে ও মন হইতে আত্মার প্রতি যখন প্রবৃত্তি স্রোত পুনরায় বহিতে থাকে তখন অন্তর্ম্মুখ প্রবৃত্তি হয়। যে পর্য্যন্ত বহির্ম্মুখ প্রবৃত্তি প্রবল সে পর্য্যন্ত সাধুসঙ্গবলে কৃষ্ণসংসারে সমস্ত প্রবৃত্তি নিরপ-রাধের সহিত চালিত করার নিতান্ত প্রয়োজন। কৃষ্ণভক্তির আশ্রয়ে সেই প্রবৃত্তি অতি স্বল্প কালের মধ্যেই সংকোচিত হইয়া অন্তর্ম্মুখ হইয়া যায়। প্রবৃত্তি যখন পূর্ণরূপে অন্তর্ম্মুখী হয় তখনই গৃহত্যাগের অধিকার জন্মে। তৎপূর্ব্বে গৃহত্যাগ করিলে পুনরায় পতন হইবার বিশেষ আশঙ্কা। গৃহস্থ অবস্থাটী জীবের আত্মতত্ত্ব উদয় করিবার ও শিক্ষা করিবার চতুষ্পাঠী বিশেষ। শিক্ষা সমাপ্ত হইলে চতুষ্পাঠী ত্যাগ করিতে পারে।

যা। গৃহত্যাগী ভক্তের অধিকার লক্ষণ কি ?

অ। আদৌ স্ত্রীসঙ্গ স্পৃহা শূন্যতা। সর্ব্বজীবে পূর্ণদয়া। অর্থব্যবহারে তুচ্ছ জ্ঞান। কেবল গ্রাস আচ্ছাদন সংগ্রহ জন্য অভাব কালে যত্ন। কৃষ্ণে শুদ্ধারতি। বহির্ম্মুখ সঙ্গে তুচ্ছ জ্ঞান। মান অপমানে সম বুদ্ধি। বহ্বারম্ভে স্পৃহাশূন্যতা। জীবনে-মরণে রাগদ্বেষরহিততা। শাস্ত্রে তাঁহাদের লক্ষণ এইরূপ করিয়াছেন ;—

সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ॥
ময্যনন্য ভাবেন ভক্তিং কুর্ব্বন্তি যে দৃঢ়াং।
মৎকৃতে ত্যক্তকর্ম্মাণ স্ত্যক্ত স্বজন বান্ধবাঃ॥

বিসৃজতি হৃদয়ং ন যস্য সাক্ষা
দ্ধরিরবশাভিহিতোপ্যঘোঘ নাশঃ।
প্রণয় রসনয়া ধৃতাঙ্ঘ্রিপদ্মঃ
স ভবতি ভাগবত প্রধান উক্তঃ॥

এই লক্ষণ সকল যে গৃহস্থ ভক্তের উপস্থিত হয় তিনি আর কর্ম্মক্ষম থাকেন না ; সুতরাং তিনি গৃহত্যাগী হইয়া পড়েন। এরূপ নিরপেক্ষ ভক্ত বিরল। জন্মের মধ্যে যদি কখন এরূপ একটী ভক্তের সঙ্গ হয়, তাহা হইলেও সৌভাগ্য।

যা। আজ কাল দেখিতেছি কেহ কেহ স্বল্প বয়সে গৃহত্যাগ করিয়া ভেক গ্রহণ করেন। গ্রহণ করিয়া একটী আখড়া করিয়া দেব সেবা করেন। ক্রমশঃ

তাঁহার যোষিৎসঙ্গ দোষ হইয়া পড়ে। তথাপি হরিনামাদি ছাড়েন না। স্থানে স্থানে হইতে ভিক্ষা করিয়া আখড়া নির্ব্বাহ করেন। ইহাঁরা কি নিরপেক্ষ না গৃহস্থ ভক্ত।

অ। তুমি অনেক গুলি কথা একত্রে জিজ্ঞাসা করিলে। আমি একটী একটী কথার উত্তর দিতে পারি। অল্প বয়স অধিক বয়সের কথা নয়। পূর্ব্ব সংস্কার ও আধুনিক সংস্কার বলে কোন গৃহস্থ ভক্তের গৃহত্যাগাধিকার অল্প বয়সেই হয়। শুকদেব জন্ম মাত্র সেই অধিকার পাইয়াছিলেন। কেবল এইটী দেখা কর্ত্তব্য যে অধিকার কৃত্রিম না হয়। যথার্থ নিরপেক্ষতা জন্মিলে স্বল্প বয়সে কোন ব্যাঘাত হয় না।

বা। যথার্থ নিরপেক্ষতা ও কৃত্রিম নিরপেক্ষতা কিরূপ?

অ। যথার্থ নিরপেক্ষতা দৃঢ়। আর কোন সময়ে ভঙ্গ হয় না। কৃত্রিম নিরপেক্ষতা প্রতিষ্ঠার আশা ও ধূর্ত্ততা ও শাঠ্য হইতে প্রকাশ পায়। নিরপেক্ষ গৃহত্যাগী ভক্তের সম্মান পাইব এই আশায় কৃত্রিম অধিকার কেহ কেহ প্রকাশ করেন। সেটা নিরর্থক ও অত্যন্ত অমঙ্গল জনক। গৃহত্যাগ করিবা মাত্র অধিকার লক্ষণ আর দৃষ্ট হয় না। তখন দৌরাত্ম্য আসিয়া উপস্থিত হয়।

বা। গৃহত্যাগী ভক্তকে কি ভেক লইতে হয়?

অ। দৃঢ় রূপে গৃহস্পৃহা দূর হইলে বনেই থাকুন বা গৃহ মধ্যেই থাকুন নিরপেক্ষ অকিঞ্চন ভক্ত জগত পবিত্র করেন। তন্মধ্যে কেহ কেহ ভিক্ষাশ্রম লিঙ্গ দ্বারা পরিচিত হইবার জন্য কৌপীন ও কন্থা গ্রহণ করেন। কৌপীন ও কন্থা গ্রহণ সময়ে কতকগুলি গৃহত্যাগী বৈষ্ণবকে সাক্ষী করিয়া আপনার প্রতিজ্ঞাকে দৃঢ় করেন। ইহারই নাম ভিক্ষাশ্রম প্রবেশ বা তদুচিত বেশ ধারণ ব্যাপার। ভেক লওয়া যদি ইহাকেই বল তাহা হইলে দোষ কি?

বা। ভিক্ষাশ্রম লিঙ্গ দ্বারা পরিচিত হওয়ার প্রয়োজন কি?

অ। জগতে ভিক্ষাশ্রমী বলিয়া পরিচিত হইলে আর আত্মীয় পরিবারগণ সম্বন্ধ রাখিবে না, সহজে ছাড়িয়া দিবে। এবং নিজেও আর গৃহে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করিবে না। সহজ নিরপেক্ষ প্রবৃত্তির সহিত লোকাশঙ্কা আসিয়া উপস্থিত হইবে। পরিপক্ব নিরপেক্ষ গৃহত্যাগী ভক্তের জন্য বেশাশ্রয় কোন কার্য্যের না হউক, কিন্তু কাহার কাহার পক্ষে বেশাশ্রয় একটু কার্য্য করে। "সজ্জহাতি মতিং লোকে বেদেচ পরিনিষ্ঠিতাং" এই লক্ষণযুক্ত ভক্তের বেশাশ্রয় নাই। লোকাপেক্ষা পর্য্যন্ত তাহার প্রয়োজন।

যা। কাহার নিকট বেশাশ্রয় গ্রহণ করা যাইতে পারে?

অ। গৃহত্যাগী বৈষ্ণবের নিকট বেশাশ্রম গ্রহণ করা উচিত। গৃহস্থ ভক্ত গৃহত্যাগীর ব্যবহার আস্বাদন করেন নাই, এই জন্য কাহাকেও বেশাশ্রম দিবেন না। কেননা শাস্ত্রে লিখিত আছে;—

অপরীক্ষোপদিষ্টং যৎ লোকনাশায় তদ্ভবেৎ।

যা। যিনি ভেক বা বেশাশ্রম অর্পণ করিবেন সেই গুরুদেবকে কি কি বিচার করা কর্ত্তব্য।

অ। আদৌ গুরুদেব দেখিবেন যে শিষ্য উপযুক্ত পাত্র কি না? গৃহস্থ ভক্ত হইয়া কৃষ্ণভক্তির বলে শমদমাদি ব্রহ্ম স্বভাব লাভ করিয়াছেন কি না? স্ত্রীসঙ্গ স্পৃহা শূন্য হইয়াছেন কি না? অর্থ পিপাশা ও ভাল খাওয়া পরার বাঞ্ছা নির্ম্মূল হইয়াছে কি না? কিছু দিন শিষ্যকে নিজের নিকট রাখিয়া ভাল রূপে পরীক্ষা করিবেন। যখন উপযুক্ত পাত্র বলিয়া জানিবেন তখন ভিক্ষা-শ্রমের বেশ দিবেন। তৎপূর্ব্বে কোন প্রকারেই দিবেন না। অনুপযুক্ত পাত্রে ভেক দিলে গুরু অবশ্য পতন হইবেন।

যা। এখন দেখিতেছি ভেক লওয়া মুখের কথা নয়। বড় কঠিন কথা। ইহাকে অনুপযুক্ত গুরু সকল ব্যবহারিক করিয়া ফেলিতেছেন। এখন আরম্ভ হইয়াছে। শেষে কি হয় বলা যায় না।

অ। শ্রীমন্মহাপ্রভু এই পদ্ধতিকে পবিত্র রাখিবার জন্য অতি স্বল্প দোষী ছোট হরিদাসকে দণ্ড করিয়াছিলেন। যাঁহারা আমার প্রভুর অনুগত তাঁহারা সর্ব্বদা হরিদাসের দণ্ড স্মরণ করিবেন।

যা। ভেক লইয়া আখড়া বাঁধা ও দেবসেবা করা কি উচিত পদ্ধতি?

অ। না। উপযুক্ত পাত্র ভিক্ষাশ্রমে প্রবেশ করিয়া প্রতিদিন ভিক্ষার দ্বারা জীবন নির্ব্বাহ করিবেন। আখড়া আদি আড়ম্বর করিবেন না। কোন স্থলে কোন নিভৃত কুটীর বা গৃহস্থের দেবালয়ে থাকিবেন। অর্থ দ্বারা যাহা হয় তাহা করিবেন না। নিরন্তর নিরপরাধে কৃষ্ণনাম করিবেন।

যা। যাঁহারা আখড়া বাঁধিয়া গৃহস্থের ন্যায় আছেন তাঁহাদিগকে কি বলা যায়।

অ। বান্তাশী বলা যায়। একবার যাহা বমন করিয়া ফেলিলেন আবার তাহা ভক্ষণ করিলেন।

যা। তিনি কি আর বৈষ্ণব থাকেন না।

অ। তাঁহার ব্যবহার যখন অবৈধ ও বৈষ্ণবধর্ম্মের বিরোধী তখন আর কেন তাঁহার সঙ্গ করিব? তিনি শুদ্ধভক্তি ত্যাগ করিয়া শাঠ্য অবলম্বন করিলেন। তাঁহার সহিত আর বৈষ্ণবদের সম্বন্ধ কি।

যা। তিনি যখন হরিনাম ত্যাগ করেন নাই তখন কিরূপে বৈষ্ণবতা ছাড়িয়াছেন বলিবেন।

অ। হরিনাম ও নামাপরাধ পৃথক্ বস্তু। নামের বলে যেখানে পাপ দেখিবে সেখানে নামাপরাধ। নামাপরাধ হইতে অতিশয় দূরে পলায়ন করিবে।

যা। তাঁহার সংসারকে কি কৃষ্ণ সংসার বলিব না।

অ। কখনই নয়। কৃষ্ণসংসারে শাঠ্য নাই। সম্পূর্ণ সলরতা। অপরাধ নাই।

যা। তবে বুঝি তিনি গৃহস্থ ভক্ত হইতে হীন।

অ। ভক্তই যখন নন, তখন কোন ভক্তের সহিত তাঁহার তারতম্য বিচার নাই।*

যা। তাঁহার উদ্ধার কিসে হইবে?

অ। যখন তিনি ঐ সকল অপরাধ ছাড়িয়া নিরন্তর নাম করিতে করিতে ক্রন্দন করিবেন তখন তিনি আবার ভক্ত মধ্যে গণ্য হইবেন।

যা। বাবাজী মহাশয়! গৃহস্থ ভক্তগণ বর্ণাশ্রম আশ্রয়ে থাকেন। বর্ণাশ্রম ছাড়িয়া কি গৃহস্থ বৈষ্ণব হইতে পারে না।

অ। আহা! বৈষ্ণবধর্ম্ম বড় উদার। ইহার একনাম জৈব-ধর্ম্ম। সকল মানবেরই বৈষ্ণব ধর্ম্মে অধিকার আছে। অন্ত্যজ মানবগণও বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া গৃহস্থ থাকিতে পারেন। তাঁহাদের বর্ণাশ্রম নাই। আবার বর্ণাশ্রমের মধ্যে সন্ন্যাস ভ্রষ্ট ব্যক্তিগণ পরে সাধু সঙ্গে শুদ্ধ ভক্তি লাভ করিয়া গৃহস্থ ভক্ত হইতে পারেন। তাঁহাদেরও কোন বর্ণাশ্রম বিধি নাই। অপকর্ম্মের জন্য যাহাদের বর্ণাশ্রম গিয়াছে, তাঁহারা এবং তাঁহাদের সন্তানগণ যদি সাধু সঙ্গে শুদ্ধ ভক্তি আশ্রয় করত গৃহস্থ ভক্ত হন, তাঁহাদের ও বর্ণাশ্রম নাই। অতএব গৃহস্থ ভক্তগণ দুই প্রকার, অর্থাৎ বর্ণাশ্রম ধর্ম্মযুক্ত ও বর্ণাশ্রমধর্ম্ম রহিত।

যা। এই দুইয়ের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ?

অ। যাহার অধিক ভক্তি তিনিই শ্রেষ্ঠ। ভক্তি হীন হইলে ব্যবহারিক মতে দুই জনের মধ্যে বর্ণাশ্রমী শ্রেষ্ঠ, যেহেতু তাহার ধর্ম্ম আছে, অপরটী অন্ত্যজ। পরমার্থে উভয়েই অধম, যেহেতু ভক্তি হীন।

যা। গৃহস্থ থাকিয়া গৃহত্যাগীর বেশ গ্রহণে কাহারো কি অধিকার আছে?

অ। না। তাহা করিলে আত্মবঞ্চনা ও জগদ্বঞ্চনা এই দুইটী দোষ হয়। গৃহস্থের কৌপীনাদি ধারণ করা কেবল গৃহত্যাগী বেশাশ্রয়ী ব্যক্তিকে পরিহাস ও অপমান করা মাত্র।

যা। বাবাজী মহাশয়! ভেক গ্রহণের কোন শাস্ত্র পদ্ধতি আছে কি?

অ। স্পষ্ট নাই। সর্ব্ব বর্ণ হইতে মানব বৈষ্ণব হইতে পারেন। কিন্তু শাস্ত্রমতে দ্বিজ ব্যতীত কেহই সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে পারেন না। শ্রীমদ্ভাগবতে সর্ব্ব বর্ণের লক্ষণ বলিয়া শেষে নারদ বলিয়াছেন যে, 'যস্ত যল্লক্ষণং প্রোক্তং তত্তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ' অর্থাৎ যাহার যে লক্ষণ বলিলাম সেই লক্ষণ দ্বারা বর্ণ নিরূপণ করিবে। এই বিধিবাক্য বলে অপর বর্ণ জাত পুরুষকে ব্রহ্ম লক্ষণ যুক্ত দেখিয়া সন্ন্যাস দেওয়ার প্রথা হইয়াছে। তাহা যদি যথাযথ হয়, তাহা হইলে শাস্ত্রসম্মত অবশ্য বলিতে হইবে। এই কার্য্য কেবল পারমার্থিক বিষয়ে বলবান। ব্যবহারিক বিষয়ে বলবান নয়।

যা। চণ্ডীদাস তুমি যে প্রশ্ন করিয়াছিলে তাহার উত্তর পাইয়াছ?

চ। যে সকল উপদেশ বাক্য পরমপূজনীয় বাবাজী মহাশয়ের মুখ হইতে নিসৃত হইল তাহা হইতে আমি এই কথা গুলি বুঝিতে পারিয়াছি। জীব যে নিত্য কৃষ্ণদাস তাহা ভুলিয়া, মায়িক শরীর আশ্রয় করত মায়ার গুণে জড় বস্তুতে সুখ দুঃখ ভোগ করিতেছেন। আপন কর্ম্মফল ভোগ জন্য জন্ম জরা মরণ মালা গলায় পরিয়াছেন। কখন উচ্চ, কখন নীচ যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিয়া নূতন নূতন অভিমানে নানা অবস্থায় নীত হইতেছেন। ক্ষণ ভঙ্গুর শরীরে ক্ষুৎ পিপাশাদি দ্বারা কার্য্যে চালিত হইতেছেন। সংসারে দ্রব্যের অভাবে নানা প্রকার কষ্টে পড়িতেছেন। নানাবিধ পীড়া আসিয়া শরীরকে জর্জ্জরিত করিতেছে। গৃহে স্ত্রী পুত্রের সহিত কলহ করিয়া কখন কখন আত্ম হত্যা পর্য্যন্ত স্বীকার করিতেছেন। অর্থ লোভে কত প্রকার পাপাচরণ করিতেছেন। রাজদণ্ড, লোকের নিকট অপমান ও নানাবিধ কায় ক্লেশ ভোগ করিতেছেন। আত্মীয় বিয়োগ, ধন নাশ, তস্করদ্বারা অপহরণ ইত্যাদি নানাবিধ দুঃখের কারণ সর্ব্বদাই ঘটিতেছে। বৃদ্ধ হইলে আত্মীয়গণ যত্ন করে না তাহাতে কতই দুঃখ হয়। শ্লেষ্মা পীড়া বাত ব্যথা ইত্যাদি দ্বারা বৃদ্ধ শরীর কেবল দুঃখের কারণ হয়। মরণ হইলে পুনরায় জঠোর যন্ত্রণা উপস্থিত হয়। তথাপি শরীর থাকা পর্য্যন্ত কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য ইহারা

প্রবল হইয়া বিবেককে স্থান দেয় না। ইহাই সংসার। আমি এখন সংসার শব্দের অর্থ বুঝিলাম। আমি বাবাজী মহাশয়দিগকে বারম্বার দণ্ডবৎ প্রণাম করি। বৈষ্ণবই জগতের গুরু। আজ বৈষ্ণব কৃপায় আমি এই সংসার জ্ঞান লাভ করিলাম।

অনন্তদাস বাবাজী মহাশয়ের সাধু উপদেশ শ্রবণ করিয়া তত্রত্য আর সমস্ত বৈষ্ণবগণ সাধুবাদ ও হরিধ্বনি করিলেন। ক্রমশঃ অনেক বৈষ্ণব তথায় উপ-হইলে লাহিড়ী মহাশয়ের নিজ কৃত এই পদটী গীত হইতে লাগিল।

এ ঘোর সংসারে, পড়িয়া মানব, না পায় দুঃখের শেষ
সাধুসঙ্গ করি, হরি ভজে যদি, তবে অন্ত হয় ক্লেশ ॥
বিষয় অনলে, জ্বলিছে হৃদয়, অনলে বাড়ে অনল।
অপরাধ ছাড়ি, লয় কৃষ্ণনাম, অনলে পড়েত জল ॥
নিতাই চৈতন্য, চরণ কমলে, আশ্রয় লইল যেই।
কালীদাস বলে, জীবনে মরণে, আমার আশ্রয় সেই ॥

এই কীর্ত্তনে চণ্ডীদাস বড়ই আনন্দের সহিত নৃত্য করিলেন। বাবাজী-দিগের চরণ রেণু লইয়া পরম আনন্দে গড়াগড়ী দিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। সকলেই বলিলেন চণ্ডীদাস বড় ভাগ্যবান।

কতক্ষণ পরে যাদবদাস বাবাজী বলিলেন, চল চণ্ডীদাস আমরা পার হই। চণ্ডীদাস রহস্য করিয়া বলিলেন আপনি পার করিলে আমি পার হইব। দুই জনে প্রদ্যুম্ন কুঞ্জকে সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া বাহির হইলেন। দেখেন যে দময়ন্তী সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিতে করিতে বলিতেছে। আহা! কেন স্ত্রী জন্ম পাইয়াছিলাম। আমি যদি পুরুষ জন্ম পাইতাম অনায়াসে এই কুঞ্জ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া মহান্তবর্গকে দর্শন করিয়াও তাঁহার পদধূলি লইয়া চরিতার্থ হইতাম। জন্মে জন্মে যেন আমি এই শ্রীনবদ্বীপে বৈষ্ণবদিগের কিঙ্কর হইয়া দিন যাপন করি।

যাদবদাস কহিলেন ওগো! এই গোদ্রুম ধাম অতিশয় পুণ্য ভূমি। এখানে আসিবামাত্র জীবের শুদ্ধ ভক্তি হয়। এই গোদ্রুম আমাদের জীবনেশ্বর শচী-নন্দনের ক্রীড়া স্থান—গোপপল্লী। তত্ত্ব জানিয়াই সরস্বতী ঠাকুর এইরূপ প্রার্থনা লিখিয়াছেন ;—

ন লোক বেদোদিতমার্গভেদৈঃ আবিশ্য সংক্লিশ্যতে রে বিমূঢ়াঃ।
হঠেন সর্ব্বং পরিহৃত্য গৌড়ে শ্রীগোদ্রুমে পর্ণকুটীং কুরুধ্বং ॥

তখন তিন জনে ক্রমে ক্রমে গঙ্গা পার হইয়া কুলিয়া গ্রামে পৌছিলেন। সেই দিন হইতে চণ্ডীদাস ও তৎপত্নী দময়ন্তী উভয়েই এক প্রকার আশ্চর্য্য বৈষ্ণব ভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এমত বোধ হইল যে মায়িক সংসার তাহাদিগকে আর স্পর্শ করিতেছে না। বৈষ্ণব সেবা, সর্ব্বদা কৃষ্ণনাম, সর্ব্ব জীবে দয়া তাহাদের ভূষণ হইয়া পড়িল। ধন্য বণিক দম্পতি! ধন্য বৈষ্ণবপ্রসাদ! ধন্য হরিনাম! ধন্য শ্রীনবদ্বীপ ভূমি!!!

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

সার্ব্বভৌমের উপদেশ।

অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণির অধ্যাপক জগদ্বিখ্যাত বাসুদেব সার্ব্বভৌম আদৌ শ্রীমহাপ্রভুকে ঈশ্বরস্বরূপে স্বীকার করেন নাই, অবশেষে তদীয় জ্ঞানগর্ব্ব তিরোহিত হইয়া, মন নির্ম্মল হইলে তৎপ্রতি তাঁহার করুনা হয়, এবং তিনি তাঁহাকে ভগবান বলিয়া গ্রহণ করেন। তৎকালে তিনি যে দুইটী শ্লোক প্রস্তুত করেন, তাহা এই ;—

বৈরাগ্যবিদ্যানিজভক্তিযোগ, শিক্ষার্থমেকঃ পুরুষঃ পুরাণঃ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যশরীরধারী, কৃপাম্বুধি র্যস্তমহং প্রপদ্যে॥
কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ, প্রাদুষ্কর্ত্তুং কৃষ্ণচৈতন্যনামা।
আবির্ভূতস্তস্য পাদারবিন্দে, গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভৃঙ্গঃ॥

সার্ব্বভৌম বলিতেছেন,—যিনি এতাদৃশ দয়ালু যে বিভ্রান্ত জীবকে ভক্তি যোগ শিক্ষার্থ মানবদেহ ধারণ করিয়াছেন, সেই পরম কৃপাময় শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের চরণারবিন্দেই আমার চিত্ত ভ্রমর প্রগাঢ়রূপে বিলীন হউক।

সার্ব্বভৌম এইরূপ আরো শতশ্লোকে শ্রীগৌরাঙ্গের স্তব করেন। তখন "প্রভুর কৃপায় তাঁরে স্ফুরিল সব তত্ত্ব।"

চিত্তে অবতারতত্ত্ব প্রস্ফুরিত হইলে, তিনি বুঝিতে পারিলেন, যে কলি জীবের গৌরচরণাশ্রয় ব্যতিরেকে গত্যন্তর নাই, অতএব তিনি তাহাদিগকে সাবধান করিয়া বলিলেন—হে বিভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ! অনন্যচিত্তে তোমরা শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়াও যদি গৌরচন্দ্রে বিমুখ হও, তবে তোমাদের সে সেবা বৃথা—সম্পূর্ণ ফল পাইবে না। যথা সার্ব্বভৌমোক্ত চৈতন্যশতকে ;—

অনন্যচেতা হরিমূর্ত্তিসেবাং, করোতি নিত্যং যদি ধর্ম্মনিষ্টঃ।
তথাপি ধন্যো নহি তত্ত্ববেত্তা, গৌরাঙ্গচন্দ্রে বিমুখো যদিস্যাৎ॥

এই কথার পরিপোষক প্রমাণ; যথা—

বিনা শ্রীগোপীকাসঙ্গং কল্পকোটি শতং পরং।
শ্রবণাৎ কীর্ত্তনাদ্বিষ্ণোর্ন রাধাকৃষ্ণ মাপ্নুয়াৎ॥
গোপীসঙ্গং নচাপ্নোতি শ্রীগৌরচরণাদৃতে।
তস্মাত্ত্বং সর্ব্বভাবেন শ্রীগৌরং ভজ সর্ব্বদা॥

ইহার ভাবার্থ এই যে, গোপীভাবাশ্রয় (সঙ্গ) ব্যতীত কেবল শ্রবণ কীর্ত্তনাদিদ্বারা রাধাকৃষ্ণের শ্রীচরণে প্রেমলাভ করা পরম দুষ্কর। গৌর কৃপা ব্যতিরেকেও গোপীসঙ্গ লাভ হয় না, তদ্ধেতু গৌর ভজনই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। অতএব শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে যে গৌর ভজন ব্যতীত কদাচ রাধাকৃষ্ণের চরণ প্রাপ্তির আশা নাই। যথা—

গৌরমূর্ত্তের্ভগবতঃ পাদ সেবাং বিনা সতি।
বহু জন্মার্জ্জিতৈ পূ´ণ্যৈর্নরাধা কৃষ্ণ মাপ্নুয়াৎ॥

গৌর ভজনের ফল শাস্ত্র (অনন্ত সংহিতা) বলিতেছেন; যথা –

গৌরাঙ্গ চরণাম্ভোজ মকরন্দ মধুব্রতাঃ।
সাধনেন বিনা রাধাকৃষ্ণং প্রাপ্স্যান্তি নিশ্চিতম্॥

শ্রীভাগবতেও বলিয়াছেন যে কলিকালে নাম সঙ্কীর্ত্তন রূপ যজ্ঞে সুমেধাগণ সপার্ষদে তাঁহাব (শ্রীগৌরাঙ্গের) উপাসনা করেন। যথা;—

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদং।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তন প্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥

এইখানে শ্রীশ্রীবংশীবদনানন্দ ঠাকুরের বরের কাহিনী বলিতেছি। কেহ কেহ এরূপও বলেন যে, প্রভুর এরূপ আদেশ নাই যে কেহ তাঁহার উপাসনা করে। এই আপত্তির উত্তরে অনেক কথাই বলা যাইতে পারে, অদ্য বিস্তারিত বলিবার স্থান নাই; কিন্তু একটী সামান্য কথা সর্ব্বাদ্যে চিন্তা করা কর্ত্তব্য যে প্রভুর এই অবতারটী গুপ্ত। শাস্ত্রোক্তি যথা;—"ছন্নঃ কলৌ" ইত্যাদি।

[ক্রমশঃ।

অগ্রহায়ণ ১৩০০। নবেম্বর ১৮৯৩। শ্রীশ্রীগোক্রমচন্দ্রাব্দাঃ ৪০৮।

সজ্জনতোষণী।

পরমার্থ সাধক সমস্ত বিষয় সমালোচনী মাসিক পত্রিকা।

৫ম খণ্ড। ৮ম সংখ্যা।

শ্রীকেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ

সম্পাদক।

অশেষ-ক্লেশ-বিশ্লেষি-পরেশাবেশ-সাধিনী।
জীয়াদেষা পরাপত্রী সর্ব্ব সজ্জনতোষণী॥

বিষয় বিবরণ।

কার্য্যাধ্যক্ষ

শ্রীরাধিকাপ্রসাদ দত্ত।

(ভক্তিভবন, ১৮১ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট,—রামবাগান)

কলিকাতা;

১৩৩ নং মস্‌জিদ্‌বাড়ী ষ্ট্রীট "হরি যন্ত্রে"

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা এক টাকা মাত্র। স্বতন্ত্র ডাকমাশুল নাই।

কার্য্যাধ্যক্ষের নিবেদন।

এবারও কোন কারণবশতঃ প্রাপ্তি স্বীকার হইল না।

ভক্তিগ্রন্থ নিচয়।

নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি সজ্জনতোষণীর কার্য্যাধ্যক্ষ মহাশয়ের নিকট প্রাপ্তব্য।।

১। শ্রীশ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত,—মূল্য ৸৹ ডাঃ ৶৹।

২। শ্রীশ্রীবিষ্ণুসহস্র নাম,—মূল, বিদ্যাভূষণ ভাষ্য ও বিষদ বঙ্গানুবাদ, মূল্য ॥৹ ডাঃ মাঃ ⁄১০ ভিঃ পিতে ৸৹।

৩। শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয়,—বঙ্গভাষার আদিকাব্য। কৃষ্ণলীলা বিবরণ; মূল্য ॥৹ ডাঃ মাঃ ⁄১০ ভিঃ পিতে ৸৹।

৪। সজ্জনতোষণী,—২য় খণ্ড মূল্য ১৲ ডাঃ মাঃ ৶৹।

৫। শ্রীশ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা, মূল, বলদেব বিদ্যাভুষণ কৃত ভাষ্য ও শ্রীযুত কেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ মহাশয় কৃত অনুবাদ সহ মূল্য ১॥৹ ডাঃ মাঃ ৶৹।

৬। শিক্ষাষ্টক ভাবাবলী ও মনঃশিক্ষা,—মূল্য ।৹, ডাঃ ৴১০

৭। শ্রীশ্রীচৈতন্যোপনিষদ্,—মূল, মূল্য ৴১০।

৮। বৈষ্ণবসিদ্ধান্তমালা,—প্রতি গুটী ৴৫; ১০ খানি গুটী একত্রে ৴১০ ডাক মাশুলে যায় [২য় গুটী হরিনাম, ৩য় গুটী নাম, ৪র্থ নামতত্ত্ব শিক্ষাষ্টক, ৫মে নামমহিমা, ৬ষ্ঠ নামপ্রচার]

শ্রীশ্রীগোদ্রুমচন্দ্রায় নমঃ।

সজ্জনতোষণী।

জৈব-ধর্ম্ম।

অষ্টম অধ্যায়।

নিত্যধর্ম্ম ও ব্যবহার।

এক দিবস শ্রীগোদ্রুমস্থ বৈষ্ণবগণ শ্রীগোরা হ্রদের দক্ষিণ-পূর্ব্বভাগে উপবন-বাসী বৈষ্ণবদের নিভৃত কুঞ্জে প্রসাদ পাইয়া অপরাহ্নে বসিয়াছেন। লাহিড়ী মহাশয় এই গীতটী গাইয়া গাইয়া বৈষ্ণবদের ব্রজভাব উদয় করাইতে ছিলেন;

(গৌর) কত লীলা করিলে এখানে।

অদ্বৈতাদি ভক্ত সঙ্গে, নাচিলে এবনে রঙ্গে, কালীয় দমন সংকীর্ত্তনে।

এই হ্রদ হৈতে প্রভু, নিস্তারিলে নক্র কভু,

কৃষ্ণ যেন কালীয়দমনে॥

এই গীতের অবসানে বৈষ্ণবগণ গৌরলীলা কৃষ্ণলীলার ঐক্য আলোচনা করিতেছিলেন, এমত সময় বড়গাছী হইতে দুই চারিটী বৈষ্ণব আসিয়া প্রথমে গোরাহ্রদকে পরে বৈষ্ণবগণকে সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। স্থানীয় বৈষ্ণবগণ তাঁহাদিগকে যথাবিধি আদর করিয়া বসাইলেন। নিভৃত কুঞ্জে একটী পুরাতন বট বৃক্ষ ছিল। বৈষ্ণবগণ সে বৃক্ষের মূলে পাকা করিয়া একটী গোল চৌতরা প্রস্তুত করাইয়া ছিলেন। সকলে আদর করিয়া ঐ বট গাছটীকে নিতাই বট বলিতেন। প্রভু নিত্যানন্দ সেই বট তলায় বসিতে বড় ভাল বাসিতেন।

বৈষ্ণবগণ নিতাই বটের তলে বসিয়া ইষ্টগোষ্ঠী করিতেছেন। বড়গাছী হইতে সমাগত বৈষ্ণবদিগের মধ্যে একটী স্বল্পবয়স্ক জিজ্ঞাসু বৈষ্ণব ছিলেন।

তিনি সহসা বলিলেন, আমি একটী প্রশ্ন করিতে ইচ্ছা করি, আপনারা কেহ তাহার উত্তর দিয়া আমাকে পরিতৃপ্ত করুন।

নিভৃত কুঞ্জের হরিদাস বাবাজী মহাশয় বড় গম্ভীর পণ্ডিত। তিনি প্রায় কোন স্থলে যান না। তাঁহার বয়স প্রায় এক শত বৎসর। কখন কদাচ প্রদ্যুম্নকুঞ্জে গিয়া পরমহংস বাবাজী মহাশয়ের নিকট বসেন। তিনি প্রভু নিত্যানন্দকে ঐ বট তলে বসিতে দেখিয়াছিলেন। তাঁহার একান্ত ইচ্ছা যে ঐ স্থলে তাঁহার নির্য্যাণ হয়। তিনি বলিলেন বাবা! পরমহংস বাবাজীর সভা যখন এখানে আসিয়াছে, তখন তোমার প্রশ্নের উত্তরের ভাবনা কি?

বড়গাছীর বৈষ্ণবটী প্রশ্ন করিতেছেন। বৈষ্ণবধর্ম্ম নিত্যধর্ম্ম। যিনি বৈষ্ণবধর্ম্মের আশ্রয় করিবেন, তাঁহার অন্যের প্রতি কি প্রকার ব্যবহার করা কর্ত্তব্য তাহা আমি সম্পূর্ণরূপে জানিতে বাসনা করি।

হরিদাস বাবাজী মহাশয় শ্রীবৈষ্ণবদাস বাবাজীর প্রতি দৃষ্টি করিয়া বলিলেন, ওহে বৈষ্ণবদাস! তোমার ন্যায় পণ্ডিত ও সুবৈষ্ণব আজ কাল বঙ্গভূমিতে নাই। তুমি এই প্রশ্নের উত্তর প্রদান কর। তুমি সরস্বতী গোস্বামীর সঙ্গ করিয়াছ এবং পরমহংস বাবাজীর নিকট শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছ। তুমি পরম সৌভাগ্যবান, এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপাপাত্র।

বৈষ্ণবদাসবাবাজী মহাশয় বিনীত ভাবে কহিলেন, মহোদয়, আপনি সাক্ষাৎ বলদেবাবতার শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুকে দেখিয়াছেন এবং অনেক মহাজনদিগের সঙ্গে বহুজনকে শিক্ষা দিয়াছেন, আজ আমাদিগকে কিছু শিক্ষা দিয়া কৃপা করুন। আর সমস্ত বৈষ্ণব সে সময়ে শ্রীহরিদাস বাবাজী মহাশয়কে উক্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে বিশেষ প্রার্থনা করায়, বাবাজী মহাশয় অগত্যা সম্মত হইলেন। বাবাজী মহাশয় বট বৃক্ষ তলে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া বলিতে লাগিলেন;—

জগতে যত জীব আছেন সকলকেই আমি কৃষ্ণদাস বলিয়া প্রণাম করি। "কেহ মানে, কেহ না মানে, সব তাঁর দাস" এই সাধু বাক্য আমার শিরোধার্য্য। যদিও সকলেই শ্রীকৃষ্ণের স্বতঃসিদ্ধ দাস তথাপি যাঁহারা অজ্ঞান বশতঃ বা ভ্রম বশতঃ তাঁহার দাস্য স্বীকার করেন না তাঁহারা এক দল এবং যাঁহারা সেই দাস্য স্বীকার করেন তাঁহারা আর এক দল। সুতরাং জগতে দুই প্রকার লোক অর্থাৎ কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ ও কৃষ্ণোন্মুখ। কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ লোকই সংসারে অধিক। ইহাদের মধ্যে অনেকেই ধর্ম্ম স্বীকার করেন না। তাহা-

দের সম্বন্ধে কিছু বলা না বলা সমান। তাহাদের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-বিচার নাই। স্বার্থ সুখই তাহাদের সর্ব্বস্ব। যাঁহারা ধর্ম্ম স্বীকার করেন, তাঁহাদের কর্ত্তব্য বিচার আছে। তাঁহাদের জন্য বৈষ্ণব প্রবর মনু লিখিয়াছেন ;—

ধৃতিঃ ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচ মিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
ধীর্বিদ্যা সত্য মক্রোধো দশকং ধর্ম্মলক্ষণং ॥

ইহার মধ্যে ধৃতি, দম, শৌচ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, ধী ও বিদ্যা এই ছয়টী নিজের প্রতি কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির হইয়াছে। ক্ষমা, অস্তেয়, সত্য ও অক্রোধ এই চারিটী পরের প্রতি কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির হইয়াছে। হরি ভজন এই দশটী লক্ষণের মধ্যে কোনটীতেই স্পষ্ট নাই। এই দশবিধ ধর্ম্ম সাধারণের জন্য নির্দ্দিষ্ট আছে। এইরূপ কর্ত্তব্য নিষ্ঠ হইয়া থাকিলেই যে মানব জীবন সম্পূর্ণ মঙ্গলময় হইল তাহা বলা যায় না। যথা বিষ্ণু ধর্ম্মোত্তরে ;—

জীবিতং বিষ্ণুভক্তস্য বরং পঞ্চদিনানি চ।
নতু কল্পসহস্রানি ভক্তিহীনস্য কেশবে ॥

কৃষ্ণভক্ত ব্যতীত আর কাহাকেও মনুষ্য বলে না। ভক্তব্যতীত আর সকলেই দ্বিপদ পশু মধ্যে পরিগণিত। যথা ;—

শ্ববিড্বরাহোষ্ট্রখরৈঃ সংস্তুতঃ পুরুষঃ পশুঃ।
যস্য কর্ণপথোপেতো জাতুনাম গদাগ্রজঃ ॥

এই প্রকার লোকের যে সকল কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্য তাহা জিজ্ঞাসিত হয় নাই। কেবল যাঁহারা ভক্তি পথ আশ্রয় করিয়াছেন তাঁহাদের কি কি ব্যবহার কর্ত্তব্য তাহাই বলিতে হইবে।

যাঁহারা ভক্তিপথ অবলম্বন করিয়াছেন তাঁহারা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত অর্থাৎ কনিষ্ঠ, মধ্যম ও উত্তম। কনিষ্টগণ কেবল ভক্তি পথটী অবলম্বন করিয়াছেন, কিন্তু ভক্ত হন নাই। তাঁহাদের লক্ষণ যথা ;—

অর্চ্চায়ামেব হরয়ে পূজাং যঃ শ্রদ্ধয়ে হতে।
ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ ॥

যিনি শ্রদ্ধার সহিত অর্চ্চা মূর্ত্তিতে হরি পূজা করেন কিন্তু কৃষ্ণের অন্য জীবও ভক্তগণকে শ্রদ্ধা পূর্ব্বক পূজা করেন না তিনি প্রাকৃত ভক্ত। সিদ্ধান্তিত হইয়াছে যে শ্রদ্ধাই ভক্তির বীজ। শ্রদ্ধা সহকারে হরি পূজা করিলেই ভক্তি কথা

হয়; তথাপি ভক্ত পূজা ব্যতীত সেরূপ পূজা শুদ্ধা ভক্তি হয় না। যেহেতু তাহাতে ভক্তির পূর্ণ স্বরূপের হানি আছে। অর্থাৎ ভক্তি কার্য্যের একটু দ্বারদেশ প্রবেশ মাত্র হইয়াছে। শাস্ত্র বলিতেছেন ;—

যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে
স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ।
যত্তীর্থ বুদ্ধিঃ সলিলেন কর্হিচি-
জ্জনেষ্বভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ॥

যিনি এই স্থূল শরীর আত্মবুদ্ধি, স্ত্রীপরিবারাদিতে মমতা বুদ্ধি, মৃণ্ময়াদি জড় বস্তুতে ঈশ্বর বুদ্ধি এবং গঙ্গা জলাদিতে তীর্থ বুদ্ধি করেন, কিন্তু ভগবদ্ভক্তে আত্ম বুদ্ধি, মমতা, পূজ্য বুদ্ধি ও তীর্থ বুদ্ধির মধ্যে কোন ভাবই করেন না তিনি গরুদিগের গাধা অর্থাৎ অতিশয় নির্ব্বোধ।

তাৎপর্য্য এই যে যদিও অর্চ্চা মূর্ত্তিতে ঈশ্বর পূজা ব্যতীত ভক্তির প্রারম্ভ হয় না, কেবল বিতর্কদ্বারা হৃদয় পিষ্ট হয় এবং ভজনের বিষয় নির্দ্দিষ্ট হয় না, তথাপি শ্রীবিগ্রহ সেবায় শুদ্ধ চিন্ময় বুদ্ধির প্রয়োজন। এ জগতে জীবই চিন্ময় বস্তু। জীবের মধ্যে যিনি কৃষ্ণভক্ত তিনি শুদ্ধ চিন্ময়। ভক্ত ও কৃষ্ণ এই দুইটী শুদ্ধ চিন্ময় বস্তু। সে চিন্ময় বস্তু উপলব্ধি করণে জড় জীবও কৃষ্ণের যে সম্বন্ধ জ্ঞান তাহা নিতান্ত প্রয়োজন। সেই সম্বন্ধ জ্ঞানের সহিত শ্রীমূর্ত্তি সেবা করিতে হইলে কৃষ্ণ পূজা ও ভক্ত সেবা দুইই এককালীন হওয়া উচিত। যে শ্রদ্ধার সহিত চিন্ময় তত্ত্বের এরূপ আদর হয়, তাহাকেই শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা বলে। কেবল শ্রীমূর্ত্তি পূজা করা, অথচ চিন্ময় তত্ত্বের পরিষ্কার সম্বন্ধ না জানা, কেবল লৌকিক শ্রদ্ধাতেই হয়। অতএব তাহা প্রাথমিক ভক্তি দ্বার হইলেও শুদ্ধ ভক্তি নয়, ইহাই সিদ্ধান্ত। ভক্তিদ্বার প্রাপ্ত ব্যক্তিগণকে শাস্ত্রে এইরূপ বলিয়াছেন ;—

গৃহীতবিষ্ণুদীক্ষা কো বিষ্ণু পূজাপরো নরঃ।
বৈষ্ণবোঽভিহিতোঽভিজ্ঞৈরিতরোঽস্মাদবৈষ্ণবঃ॥

পুরুষানুক্রমে যাঁহারা কুলগুরু ধরিয়া অথবা লোক দৃষ্টে অর্চ্চনমার্গে লৌকিক শ্রদ্ধার সহিত বিষ্ণুমন্ত্র দীক্ষা পূর্ব্বক শ্রীমূর্ত্তি পূজা করেন তাঁহারা কনিষ্ঠ বৈষ্ণব অর্থাৎ প্রাকৃত ভক্ত, শুদ্ধ ভক্ত নন। এই শ্রেণীর ব্যক্তিদিগের ছায়া ভক্ত্যাভাসই প্রবল। প্রতিবিম্ব ভক্ত্যাভাস নাই; কেননা প্রতিবিম্ব ভক্ত্যা-

ভাসকে অপরাধ মধ্যে গণিত করায় তাহাতে বৈষ্ণবতা নাই। এই ছায়া ভক্ত্যাভাসও অনেক ভাগ্যের ফল। কেননা ইহাঁরাও ক্রমে মধ্যম ও উত্তম বৈষ্ণব হইতে পারেন।

যাহাই হউক এ অবস্থার লোকেরা শুদ্ধ ভক্ত নন। তাঁহারা অর্চ্চা মূর্ত্তিতে লৌকিক শ্রদ্ধার সহিত পূজা করেন এবং সাধারণের জন্য উক্ত যে দশ লক্ষণ ধর্ম্ম তদ্দ্বারাই অপরের সহিত ব্যবহার নির্ব্বাহ করেন। ভক্তদিগের জন্য যে শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট ব্যবহার আছে তাহা ইহাদের জন্য কথিত হয় নাই। অভক্ত হইতে ভক্ত বাছিয়া লওয়া ইহাঁদের সাধ্য নয়। অতএব ভাগবতে মধ্যম বৈষ্ণবদিগের জন্য ব্যবহার নিরূপণ করিয়াছেন, যথা ;—

ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ।
প্রেম মৈত্রী কৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ॥

এস্থলে যে ব্যবহারের কথা বলা হইতেছে তাহা নিত্যধর্ম্ম গত ব্যবহার। নৈমিত্তিক ও কেবল ঐহিক ব্যবহারের কথা বলা হইতেছে না। বৈষ্ণব জীবনে এই ব্যবহারেই প্রয়োজন অন্য ব্যবহার এই ব্যবহারের বিরোধী না হইলে আবশ্যক মতে করা যাইতে পারে।

বৈষ্ণব ব্যবহারের পাত্র চারিটী অর্থাৎ ঈশ্বর, তদধীন ভক্ত, বালিশ অর্থাৎ অতত্ত্বজ্ঞ বিষয়ী ও দ্বেষী অর্থাৎ ভক্তি বিরোধী। এই চারি প্রকার পাত্রের প্রতি প্রেম, মৈত্রী, কৃপা ও উপেক্ষা করাই বৈষ্ণব ব্যবহার। অর্থাৎ ঈশ্বরে প্রেম, ভক্তে মৈত্রী, বালিশে কৃপা ও দ্বেষী ব্যক্তির প্রতি উপেক্ষা।

আদৌ ঈশ্বরে প্রেম। ঈশ্বর অর্থাৎ সর্ব্বেশ্বর যে কৃষ্ণ তাঁহাতে প্রেম। প্রেম শব্দে শুদ্ধা ভক্তি। শুদ্ধা ভক্তির লক্ষণ এই ;—

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতং।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥

এই লক্ষণযুক্ত ভক্তি মধ্যমাধিকারী বৈষ্ণবের সাধন, ভাব ও প্রেম দশা পর্য্যন্ত পাওয়া যায়। প্রথমোক্ত কনিষ্ঠাধিকারীর সম্বন্ধে কেবল শ্রীমূর্ত্তিতে শ্রদ্ধার সহিত পূজা করার লক্ষণ পাওয়া যায়। অন্যাভিলাষিতা শূন্য ও জ্ঞান কর্ম্মদ্বারা অনাচ্ছন্ন, আনুকূল্য প্রবৃত্তির সহিত যে কৃষ্ণানুশীলনরূপা ভক্তি তাহা তাঁহার নাই। এই লক্ষণযুক্ত ভক্তি যে দিন তাঁহার উদয় হইবে, সেই দিনই হইতে তিনি মধ্যমাধিকারী বলিয়া প্রকৃত ভক্তের মধ্যে গণ্য হইবেন। না উদয়

হওয়া পর্য্যন্ত তিনি প্রাকৃত ভক্ত অর্থাৎ ভক্তাভাস বা বৈষ্ণবাভাস বলিয়া পরিচিত। কৃষ্ণানুশীলনই প্রেম কিন্তু আনুকূল্যেন শব্দের দ্বারা কৃষ্ণ প্রেমের অনুকূল যে মৈত্রী, কৃপা ও উপেক্ষা এ তিনটীও মধ্যম বৈষ্ণবের লক্ষণ।

দ্বিতীয়তঃ তদধীন ভক্তের প্রতি মৈত্রী অর্থাৎ মিত্রভাব। যে সকল লোকের শুদ্ধা ভক্তি উদয় হইয়াছে তাঁহারাই তদধীন ভক্ত। কনিষ্ঠাধিকারী নিজেও তদধীন শুদ্ধ ভক্ত নন এবং শুদ্ধ ভক্তদিগকে সৎকারও করেন না। মধ্যম ও উত্তম ভক্তগণই মৈত্রী করিবার পাত্র। কুলীনগ্রামীর প্রশ্নোত্তরে শ্রীমন্মহাপ্রভু যে উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠ বৈষ্ণবের কথা আজ্ঞা করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই পূর্ব্বোক্ত মধ্যম ও উত্তম বৈষ্ণবের মধ্যে পরিগণিত। কেহই কেবল অর্চ্চাপূজক রূপ কনিষ্ঠাধিকারী নহেন। কেবল অর্চ্চাপূজক মহোদয়ের মুখে কৃষ্ণনাম হয় না কেবল ছায়ানামাভাস হয়। মধ্যমাধিকারী গৃহস্থ বৈষ্ণবকে মহাপ্রভু তিনপ্রকার বৈষ্ণবের সেবা করিতে আজ্ঞা করিয়াছেন। যাঁহার মুখে একবার কৃষ্ণনাম শুনা যায়, যাঁহার মুখে নিরন্তর কৃষ্ণনাম শুনা যায় এবং যাঁহাকে দেখিলে কৃষ্ণনাম স্বয়ং উদয় হন, তিনিই সেবাযোগ্য বৈষ্ণব। নামাভাসী সেবাযোগ্য বৈষ্ণব নন। শুদ্ধ নামাশ্রয়ী বৈষ্ণবই কেবল সেবাযোগ্য। বৈষ্ণবের তারতম্য ভেদে সেবার ও তারতম্য উপদিষ্ট হইয়াছে। মৈত্রী কার্য্যে সঙ্গ, আলাপন ও সেবা সকলই বুঝিতে হইবে। শুদ্ধ বৈষ্ণবকে দেখিবামাত্র অভ্যর্থনা, তাঁহাকে আদর করা, তাঁহার সহিত বসিয়া কথোপকথন করা এবং তাঁহার প্রয়োজন সম্পাদন করা, এই সকল সেবা। কখনই তাঁহার প্রতি বিদ্বেষ না করা, তাঁহার নিন্দা না করা, তাঁহার আকৃতির অসৌন্দর্য্য ও পীড়া দেখিয়া অনাদর না করা কর্ত্তব্য।

তৃতীয়তঃ বালিশে কৃপা। বালিশ শব্দে অতত্বজ্ঞ, মূঢ়, মূর্খ ইত্যাদি ব্যক্তিকে বুঝায়। কোন শিক্ষা পায় নাই, মায়াবাদাদি কোন প্রকার মতবাদে প্রবেশ করে নাই, ভক্তি ও ভক্তের প্রতি বিদ্বেষ শিক্ষা করে নাই, অথচ অহংতা ও মমতা প্রবল হইয়া যাহাকে ঈশ্বরে শ্রদ্ধা করিতে দেয় না, এরূপ বিষয়ীব্যক্তি মাত্রেই বালিশ পদবাচ্য। পণ্ডিত হইয়াও যাঁহার ঈশ্বরে বিশ্বাসরূপ উত্তম ফল হয় নাই, তিনিও বালিশ। কনিষ্ঠাধিকারী প্রাকৃত ভক্ত, ভক্তি দ্বারের নিকটস্থ হইলেও সম্বন্ধ তত্ত্বে অনভিজ্ঞতা বশত শুদ্ধ ভক্তি যতদিন লাভ করেন নাই, ততদিন তিনিও বালিশ পদবাচ্য। সম্বন্ধ তত্ত্ব অবগত হইয়া যখন তিনি শুদ্ধ ভক্ত সঙ্গে শুদ্ধনামে প্রবৃত্ত হইবেন, তখন তাঁহার বালিশত্ব দূর হইবে এবং

তিনি মধ্যম বৈষ্ণব পদ লাভ করিবেন। এই সমস্ত বালিশের প্রতি মধ্যম বৈষ্ণবের কৃপা ব্যবহার নিতান্ত প্রয়োজন। অতিথী জ্ঞানে ইহাদের প্রয়োজন সম্পাদন যথাসাধ্য করা আবশ্যক। তাহাই যথেষ্ঠ নহে। যাহাতে তাহাদের অনন্য ভক্তিতে শ্রদ্ধা জন্মে ও শুদ্ধ নামে রুচি হয় তাহা করাই যথার্থ কৃপা। বালিশদিগের শাস্ত্র নৈপুণ্য নাই, অতএব কুসঙ্গে তাহারা সর্ব্বদাই পতন হইতে পারে। নিজ সঙ্গ কৃপা প্রকাশ পূর্ব্বক তাহাদিগকে ক্রমশ নামমাহাত্ম্য ও সদুপদেশ শ্রবণ করান উচিত। রোগী কখন নিজে চিকিৎসিত হইতে পারে না। তাহাকে চিকিৎসা করা চাই। রোগীর ক্রোধ বাক্যাদি যেরূপ ক্ষমনীয় বালিশের অনুচিত ব্যবহার ও তদ্রূপ ক্ষমনীয়। ইহারই নাম কৃপা। বালিশের অনেক ভ্রম থাকে। কর্ম্মকাণ্ডে বিশ্বাস, কখন কখন জ্ঞানের প্রতি ঝোঁক, ঈশ্বরের অর্চ্চা মূর্ত্তিতে অন্যাভিলাসিতার সহিত পূজা, যোগাদিতে শ্রদ্ধা, শুদ্ধ বৈষ্ণব সঙ্গরূপ আনুকূল্যের প্রতি ঔদাসীন্য, বর্ণাশ্রমাদিতে আসক্তি এই প্রকার অনেক প্রকার ভ্রম। সঙ্গ কৃপা ও সদুপদেশ দিয়া ক্রমশ এই সব ভ্রম দূর করিতে পারিলে কনিষ্ঠাধিকারী অতি সত্বরেই মধ্যমাধিকারী শুদ্ধ ভক্ত হইতে পারেন। অর্চ্চা মূর্ত্তিতে হরি পূজা যখন আরম্ভ করিয়াছেন তখন সকল মঙ্গলের ভিত্তি মূল পতন করিয়াছেন সন্দেহ নাই। মতবাদ দোষ নাই বলিয়া একটু শ্রদ্ধার গন্ধ আছে। যিনি মায়াবাদাদি মতবাদের সহিত অর্চ্চাতে হরি পূজা করেন তাঁহার কিছুমাত্র শ্রীবিগ্রহে শ্রদ্ধা জন্মে নাই। তিনি অপরাধী। এই জন্যই "শ্রদ্ধয়ে হতে" এই শব্দ কনিষ্ঠাধিকারীর প্রতি ব্যবহৃত হইয়াছে। মায়াবাদী প্রভৃতি মতবাদীদিগের হৃদয়ে এ সিদ্ধান্ত আছে যে পরব্রহ্মের শ্রীবিগ্রহ নাই, যাহা পূজা করা যাইতেছে তাহা কল্পিত মূর্ত্তি। এস্থলে শ্রদ্ধা অর্থাৎ শ্রীবিগ্রহে বিশ্বাস কোথায়? অতএব মায়াবাদীর শ্রীমূর্ত্তিপূজা ও অত্যন্ত কনিষ্ঠ বৈষ্ণবের শ্রীমূর্ত্তি পূজায় বিশেষ গত ভেদ আছে। এই জন্যই বৈষ্ণবের অন্য কোন লক্ষণ না থাকিলেও মায়াবাদ দোষ শূন্যতারূপ বৈষ্ণব লক্ষণ দৃষ্টি করিয়া কনিষ্ঠাধিকারিকে প্রাকৃত বৈষ্ণব পদ দেওয়া হইয়াছে। এই টুকুই তাঁহার বৈষ্ণবতা। ইহার বলেই ক্রমশঃ সাধু কৃপায় তাঁহার উর্দ্ধগতি অবশ্যই হইবে। মধ্যমাধিকারী শুদ্ধ বৈষ্ণবদিগের অকৃত্রিম কৃপা ইহাঁদের প্রতি থাকা আবশ্যক। থাকিলে, তাঁহাদের অর্চ্চা পূজা ও হরিনাম অতি শীঘ্রই আভাসত্ব ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া চিন্ময় স্বরূপত্ব লাভ করিবে।

চতুর্থতঃ দ্বেষী ব্যক্তিদিগের প্রতি উপেক্ষা। দ্বেষী ব্যক্তি কাহাদিগকে বলে

এবং তাহারা কত প্রকার, ইহা বিচার করিয়া লওয়া উচিত। দ্বেষ একটী প্রবৃত্তি বিশেষ। ইহার নামান্তর মৎসরতা। প্রেম যে প্রবৃত্তি ইহার বিপরীত প্রবৃত্তিকেই দ্বেষ বলে। ঈশ্বরই কেবল প্রেমের পাত্র। তাঁহার প্রতি বিপরীত প্রবৃত্তিকে দ্বেষ বলা যায়। সেই দ্বেষ পঞ্চ প্রকার যথা ;—

১। ঈশ্বরে অবিশ্বাস।

২। ঈশ্বরকে কর্ম্মফলিত স্বভাব শক্তি বলা।

৩। ঈশ্বরের বিশেষ স্বরূপে বিশ্বাস না করা।

৪। জীব ঈশ্বরের নিত্যরূপে অধীন নন, এরূপ বিশ্বাস করা।

৫। দয়া শূন্যতা।

এই দ্বেষ-প্রবৃত্তি-দূষিত ব্যক্তিগণ শুদ্ধভক্তিশূন্য। শুদ্ধ ভক্তির দ্বার যে প্রাকৃত-ভক্তি অর্থাৎ কনিষ্ঠাধিকারীর অর্চ্চাভক্তি তাহা হইতেও রহিত। বিষয়াসক্তির সহিত উক্ত পঞ্চপ্রকার দ্বেষ থাকিতে পারে। তৃতীয় ও চতুর্থ প্রকার দ্বেষের সহিত কখন কখন আত্মঘাতী বৈরাগ্যও দেখা যায়। মায়াবাদী সন্ন্যাসীদিগের জীবন ইহার উদাহরণ। এই সমস্ত দ্বেষী ব্যক্তিদিগের প্রতি শুদ্ধ ভক্তগণ কিরূপ ব্যবহার করিবেন? উহাদের প্রতি উপেক্ষা করাই কর্ত্তব্য।

মনুষ্য ও মনুষ্যের মধ্যে যে ব্যবহার তাহা ত্যাগ করার নাম উপেক্ষা, এরূপ নয়। দ্বেষী ব্যক্তি কোন বিপদে বা কোন অভাবে পড়িলে তাহার দুঃখ বিমোচনের যত্ন পরিত্যাগ করিতে হইবে এরূপ নয়। গৃহস্থ বৈষ্ণবের অন্যান্য লোকের সহিত বহুবিধ সম্বন্ধ। বিবাহের দ্বারা অনেকগুলির সহিত বান্ধবতা জন্মে। দ্রব্য ক্রয় বিক্রয়ের জন্য অনেকের সহিত অনেক সম্বন্ধ জন্মে। বিষয় সংরক্ষণ ও পশু পালনাদিতে অনেকের সহিত সম্বন্ধ হয়। পীড়া উপশমনের চেষ্টা সম্বন্ধে ও অনেকের সহিত সম্বন্ধ জন্মে। রাজা প্রজার পরস্পর ব্যবহার গতিকে অনেকের সহিত সম্বন্ধ জন্মে। এই সমস্ত সম্বন্ধ গতিকে দ্বেষী ব্যক্তিদের সহিত এক কালীন কার্য্য রহিত করার নাম উপেক্ষা নয়। যথাযথ বহির্ম্মুখের সহিত ব্যবহারিক কার্য্য কর, কিন্তু পারমার্থিক সঙ্গ করিবে না। কর্ম্ম ফলানুসারে আপন পরিবারের মধ্যে কেহ কেহ দ্বেষী স্বভাব লাভ করেন। তাহাদিগকে কি দূর করিতে হইবে তাহা নহে। ব্যবহারিক সঙ্গ ব্যবহার পর্য্যন্ত। অনাসক্ত হইয়া তাহাদের সহিত ব্যবহার কর। কিন্তু পারমার্থিক সঙ্গ না করিয়া উপেক্ষা করিবে। পরমার্থ সম্বন্ধে মিলন, কথোপকথন,

পরস্পর উপকার ও সেবা এই প্রকার কার্য্য সকলই পারমার্থিক সঙ্গ। সেই সঙ্গ না করার নাম উপেক্ষা। দ্বেষী ব্যক্তি মতবাদে প্রবিষ্ট হইয়া শুদ্ধ ভক্তির প্রশংসা বা কোন প্রকার উপদেশ শুনিলে নিরর্থক বিবাদ করিবে। তাহাতে তোমার বা তাহার কাহার ও কোন সুফল হইবে না। সেইরূপ বন্ধ্যা তর্ক না করিয়া, তাঁহাদের সহিত ব্যবহারিক সঙ্গমাত্র করিবে। যদি বল দ্বেষী ব্যক্তিকে বালিশ মধ্যে গণ্য করিয়া কৃপা করিলে ভাল হয়। তাহা হইলে তাহার উপকার হওয়া দূরে থাকুক, তাহার নিজের ও মন্দ হইবে। উপকার অবশ্য করিবে, কিন্তু সাবধানের সহিত।

শুদ্ধ মধ্যমাধিকারী ভক্ত ব্যক্তির এই চারি প্রকার ব্যবহার নিতান্ত প্রয়োজন। ইহাতে কার্পণ্য করিলে অনধিকার-চর্চ্চা দোষ হয়। অধিকার চেষ্টা রহিত হয়। অতএব বৃহৎ দোষ হইয়া পড়ে যথা ;—

স্বেস্বেঽধিকারে যানিষ্ঠা স গুণঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
বিপর্য্যয়স্তু দোষঃ স্যাদুভয়োরেষ নির্ণয়ঃ ॥

মধ্যমাধিকারী শুদ্ধভক্তের কর্ত্তব্য এই যে, শাস্ত্র যুক্তি দ্বারা ঈশ্বরে প্রেম, শুদ্ধভক্তে মৈত্রী, বালিশে কৃপা ও দ্বেষী ব্যক্তিতে উপেক্ষা করিবেন। ভক্তি-তারতম্য অনুসারে মৈত্রীর তারতম্য উপযুক্ত। বালিশের মূঢ়তার, অথচ সরলতার পরিমাণ অনুসারে, কৃপার তারতম্য উপযুক্ত। দ্বেষী ব্যক্তির দ্বেষের তারতম্য অনুসারে তাঁহার প্রতি উপেক্ষার তারতম্য উপযুক্ত। এই সকল বিবেচনাপূর্ব্বক মধ্যম ভক্ত সকল পারমার্থিক ব্যবহার করিবেন। ঐহিক ব্যবহার এই ব্যবহারের অধীনে সরলরূপে কৃত হইবে।

বড়গাছীনিবাসী নিত্যানন্দ দাস এই স্থলে জিজ্ঞাসা করিলেন উত্তম ভক্তদিগের ব্যবহার কিরূপ। হরিদাস বাবাজী মহাশয় কহিলেন বাবা! যখন আমাকে প্রশ্ন করিয়াছ, আমার সকল কথা শেষ হইতে দেও। আমি বৃদ্ধ, স্মরণ-শক্তি হ্রাস হইয়াছে। যাহা মনে করিয়া লইয়াছি, তাহা ভুলিয়া যাইব।

হরিদাস বাবাজী মহাশয় একটু কড়া বাবাজী। তিনি কাহারও দোষ দেখেন না বটে, কিন্তু অন্যায় কথার তখনই একটা উত্তর দিয়া থাকেন। তাঁহার কথা শুনিয়া সকলে নিস্তব্ধ হইলেন।

হরিদাস বাবাজী পুনরায় প্রভু নিত্যানন্দের বটতলায় প্রণাম করিয়া বলিতে লাগিলেন ;—

মধ্যম ভক্তদিগের ভক্তি প্রেমাকারে গাঢ় হইলে তাঁহারা অবশেষে উত্তম ভক্ত হইয়া থাকেন। ভক্তদিগের লক্ষণ ভগবতে এইরূপ লিখিত হইয়াছে ;—

সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।

ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ॥

যিনি সর্ব্বভূতে ভগবানের সম্বন্ধজনিত প্রেমময় ভাব এবং সর্ব্বভূতের সম্বন্ধজনিত প্রেমময় ভাব ভগবানে উপলব্ধি করেন তিনিই উত্তম বৈষ্ণব। এক প্রেম বই আর অন্য ভাব উত্তম বৈষ্ণবের হয় না। সম্বন্ধজনিত অন্যান্য ভাব সময়ে সময়ে উত্থিত যাহা হয় সমস্তই তাঁহাতে প্রেমের বিকার। দেখ শুকদেব উত্তম ভাগবত হইয়াও কংস সম্বন্ধে "ভোজ পাংশুল" ইত্যাদি দ্বেষের ন্যায় যে সকল বাক্য বলিয়াছেন সে সমস্তই প্রেমের বিকার। বস্তুতঃ প্রেম অর্থাৎ প্রকৃত দ্বেষ নয়। এইরূপ শুদ্ধ প্রেমই যখন ভক্তের জীবন হয়, তখন ভাগবতোত্তম বলা যায়। এ অবস্থায় আর প্রেম মৈত্রী, কৃপা ও উপেক্ষারূপ ব্যবহার তারতম্য থাকে না। সকলই প্রেমাকার হইয়া পড়ে। তাঁহার নিকট উত্তম, মধ্য ও কনিষ্ঠ বৈষ্ণবভেদ বা বৈষ্ণবাবৈষ্ণব ভেদ নাই। এ অবস্থা বিরল।

এখন দেখুন কনিষ্ঠ বৈষ্ণব ত বৈষ্ণব সেবাদি করেন না এবং উত্তম বৈষ্ণবের বৈষ্ণবাবৈষ্ণবের বিচার নাই। বৈষ্ণবসম্মান ও বৈষ্ণবসেবা কেবল মধ্যম বৈষ্ণবেরই অধিকার। মধ্যম বৈষ্ণবের পক্ষেই, একবার যিনি কৃষ্ণ নাম করেন নিরন্তর যিনি কৃষ্ণনাম করেন ও যাঁহাকে দেখিলে কৃষ্ণনাম মুখে আইসে এই ত্রিবিধ বৈষ্ণবের সেবার প্রয়োজন। বৈষ্ণব, বৈষ্ণবতর ও বৈষ্ণবতমের তারতম্য অনুসারে উপযুক্ত সেবা কর্ত্তব্য। বৈষ্ণবটী ভাল কি মধ্যম এরূপ বিচার করা উচিত নয়, একথা কেবল উত্তম বৈষ্ণবের পক্ষে। মধ্যম বৈষ্ণব একথা বলিলে অপরাধী হইবেন, একথা শ্রীমন্মহাপ্রভু কুলীনগ্রামবাসীকে ইঙ্গিতে বুঝাইয়া দিয়াছেন। সকল মধ্যম বৈষ্ণবের পক্ষে সে উপদেশ বেদাধিক পূজনীয়। বেদ বা শ্রুতি কাহাকে বলা যায়? পরমেশ্বরের আজ্ঞাই বেদ। এই কথা বলিয়া হরিদাস বাবাজী একটু নিস্তব্ধ হইলেন। তখন বড়গাছীর নিত্যানন্দ দাস বাবাজী করযোড়ে বলিলেন, আমি এখন কি কোন প্রশ্ন করিতে পারি? হরিদাস বাবাজী বলিলেন স্বচ্ছন্দে কর।

অল্পবয়স্ক নিত্যানন্দদাস বাবাজী জিজ্ঞাসা করিতেছেন, বাবাজী মহাশয়! আমাকে কোন্ বৈষ্ণবের মধ্যে গণন করেন? অর্থাৎ আমি কনিষ্ঠ বৈষ্ণব, কি মধ্যম বৈষ্ণব? উত্তম বৈষ্ণব কখনই নই।

হরিদাস বাবাজী মহাশয় একটু হাস্য করিয়া বলিলেন "নিত্যানন্দদাস" নাম গ্রহণ করিয়া কেহ কি উত্তম হইতে বাকী থাকে? আমার নিতাই বড় দয়ালু! সে মারাখেয়ে প্রেম দেয়। তাঁর নাম লইলে ও তাঁহার দাস হইলে কি আর কোন কথা থাকে?

নি। আমি সরলতার সহিত নিজের অধিকার জানিতে চাই।

হ। তবে তোমার সকল কথা বল বাবা! নিতাই যদি আমাকে কিছু বলায় তবে বলিব।

নি। পদ্মাবতী তীরে কোন গ্রামে কোন নীচ বংশে আমার জন্ম হয়। অল্প বয়সেই আমার বিবাহ হয়। আমি কখন দুষ্টতা শিক্ষা করি নাই। আমার স্ত্রী বিয়োগ হইলে আমার মনে বৈরাগ্য হইল। আমি দেখিয়াছিলাম বড়-গাছীতে অনেকগুলী গৃহত্যাগী বৈষ্ণব ছিলেন। তাঁহাদিগকে লোকে বিশেষ সম্মান করিত। আমি সেই সম্মানের আশায় এবং পত্নীবিয়োগজনিত ক্ষণিক বৈরাগ্যের উত্তেজনায় বড়গাছী গিয়া ভেক লইলাম। দিন কতক পরেই আমার মনে দৌরাত্ম্য আসিয়া উদয় হইল। কিন্তু আমার একটী সঙ্গী বৈষ্ণব বড় ভাল ছিলেন। তিনি এখন ব্রজে আছেন। আমাকে সদুপদেশ দিয়া এবং সঙ্গে রাখিয়া আমার চিত্তশোধন করিলেন। আমার এখন আর কোন উৎপাতের ইচ্ছা হয় না। লক্ষ নাম করিতে রুচি হয়। আমি জানিয়াছি নাম ও নামী অভেদ। উভয়ই চিন্ময়। শ্রীএকাদশীব্রত যথাশাস্ত্র পালন করি এবং শ্রীতুলসীতে জলদানাদি করিয়া থাকি। যখন বৈষ্ণব সকল কীর্ত্তন করেন আমিও একটু আবেশের সহিত কীর্ত্তন করি। বৈষ্ণব চরণামৃত পান করি। শ্রীচৈতন্যমঙ্গল পাঠ করি। ভাল খাইব, ভাল পরিব এরূপ ইচ্ছা আর হয় না। গ্রাম্য কথা শুনিলে ভাল লাগে না। বৈষ্ণবদিগের ভাব দেখিয়া আমি মধ্যে মধ্যে গড়াগড়ি দিই কিন্তু তাহা প্রায় প্রতিষ্ঠার আশার সহিত। এখন আজ্ঞা করুন আমি কোন শ্রেণীর বৈষ্ণব এবং আমার কি ব্যবহার কর্ত্তব্য।

হরিদাস বাবাজী বৈষ্ণবদাস বাবাজীর প্রতি একটু হাস্য করিয়া। বল হে নিত্যানন্দ দাস কোন শ্রেণীর বৈষ্ণব?

বৈ। আমি যাহা শুনিলাম তাহাতে তিনি কনিষ্ঠত্ব ছাড়িয়া মধ্যমাধিকারী হইয়াছেন।

হ। আমিও তাহাই মনে করি।

নি। ভাল হইল মহাজনের মুখে নিজ অধিকার জানিতে পারিলাম। আপনারা কৃপা করুন যে ক্রমশঃ উত্তমাধিকারী হইতে পারি।

বৈ। ভেক লওয়ার সময় আপনার প্রতিষ্ঠাশা ছিল। তখন অনধিকার চর্চ্চা দোষে আপনি পতন হইতে ছিলেন। যাহা হউক বৈষ্ণব কৃপায় আপনার যথেষ্ট মঙ্গল হইয়াছে।

নি। আমার এখনও একটু একটু প্রতিষ্ঠা আশা আছে। আমি মনে করি যে চক্ষের জলে ও ভাবে সকলকে মুগ্ধ করিয়া উচ্চ সম্মান পাইব।

হ। যত্ন করিয়া ইহা পরিত্যাগ কর। না হইলে আবার ভক্তি ক্ষয় হইবার ভয় আছে। ভক্তি ক্ষয় হইলে পুনরায় কনিষ্ঠাধিকারে যাইতে হইবে। কাম ক্রোধ প্রভৃতি গেলেও বৈষ্ণবের পক্ষে প্রতিষ্ঠাশা বড়ই মন্দ করে। তাহা শীঘ্র যাইতে চাহে না। বিশেষতঃ ছায়াভাবাভাস ছাড়িয়া সত্যভাব এক বিন্দু হইলেও ভাল।

নিত্যানন্দ বাবাজী আপনি কৃপা করুন বলিয়া হরিদাস বাবাজীর চরণ-রেণু লইলেন। তাহাতে হরিদাস বাবাজী ব্যস্ত হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন দিয়া বসাইলেন। বৈষ্ণব সংস্পর্শের কি আশ্চর্য্য ফল। তখনই দর দর করিয়া নিত্যা-নন্দদাসের চক্ষুজল পড়িতে লাগিল। তিনি দন্তে তৃণ ধরিয়া বলিলেন "মুই নীচ মুই নীচ"। হরিদাস বাবাজীও তাঁহাকে বক্ষে লইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। কি অপূর্ব্ব ভাব। নিত্যানন্দ দাসের জীবন সার্থক হইল। কিয়ৎকালের মধ্যে ঐ সকল ভাব স্থগিদ্ হইলে নিত্যানন্দ দাস শ্রীহরিদাসকে গুরু মানিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন।

নি। কনিষ্ঠ ভক্তের ভক্তি সম্বন্ধে মুখ্য লক্ষণ কি এবং গৌণ লক্ষণ কি ?

হ। ভগবানের নিত্য স্বরূপে বিশ্বাস ও অর্চ্চা মূর্ত্তিতে পূজা এই দুইটী কনিষ্ঠ বৈষ্ণবের মূখ্য লক্ষণ। তাঁহার শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, বন্দনাদি যতপ্রকার অনুষ্ঠান সে সকল গৌণ লক্ষণ।

নি। নিত্য স্বরূপে বিশ্বাস না থাকিলে বৈষ্ণব হয় না এবং শ্রীমূর্ত্তি পূজার বিধি আশ্রয় ব্যতীত বৈষ্ণব হয় না, অতএব ঐ দুইটী মুখ্য লক্ষণ তাহা উত্তম-রূপে বুঝিতে পারিলাম। গৌণ লক্ষণ কিরূপে হইল বুঝিতে পারি নাই।

হ। কনিষ্ঠ বৈষ্ণবের শুদ্ধ ভক্তির স্বরূপ বোধ হয় নাই। শ্রবণ কীর্ত্তনাদি শুদ্ধ ভক্তির অঙ্গ। স্বরূপ জ্ঞানাভাবে ক্রিয়া সকল মুখ্য ধর্ম্ম প্রাপ্ত হয় না। সুতারাং গৌণরূপে প্রকাশ পায়। বিশেষতঃ সত্ত্ব রজ তম এই তিনটী প্রকৃতির

গুণ। তাহার আশ্রয়ে ঐ সকল অনুষ্ঠান হইতে থাকে; অতএব গুণ প্রসূত অর্থাৎ গৌণ। নির্গুণরূপে শ্রবণ কীর্ত্তনাদি হইলে উহারা ভক্তির অঙ্গ হয়। যে সময়ে ঐ সকল নির্গুণ হয় তখনই মধ্যমাধিকার উপস্থিত হয়।

নি। কনিষ্ঠ বৈষ্ণবের কর্ম্ম জ্ঞান দোষ আছে। অন্যাভিলাষিতা আছে। তবে তাঁহাকে কিরূপে ভক্ত বলা যায়?

হ। ভক্তির মূল শ্রদ্ধা। তাহা যাঁহার হইয়াছে তিনি ভক্তির অধিকারী। ভক্তির দ্বারে তিনি বসিয়াছেন সন্দেহ নাই। শ্রদ্ধা শব্দের অর্থ বিশ্বাস। কনিষ্ঠ ভক্তের যখন শ্রীমূর্ত্তিতে বিশ্বাস হইয়াছে, তখন তিনি ভক্তির অধিকারী।

নি। কখন তিনি ভক্তি লাভ করিবেন?

হ। যখন তাঁহার কর্ম্ম ও জ্ঞান কষায় পরিপাক হইবে এবং অনন্য ভক্তি ব্যতীত আর কিছুই অভিলাষ করিবেন না এবং অতিথী সেবা হইতে ভক্ত সেবা পৃথক্ জানিয়া ভক্তির আনুকূল্য স্বরূপ ভক্ত সেবায় স্পৃহা জন্মিবে, তখনই তিনি শুদ্ধ ভক্ত ও মধ্যমাধিকারী হইবেন।

নি। শুদ্ধ ভক্তি সম্বন্ধ জ্ঞানের সহিত উদয় হয় সম্বন্ধ জ্ঞান কখন হইল যে তিনি শুদ্ধ ভক্তির অধিকারী হইবেন?

হ। যখন মায়াবাদ দূষিত জ্ঞান পরিপাক পায় তখনই প্রকৃত সম্বন্ধ জ্ঞান। সম্বন্ধ জ্ঞান ও শুদ্ধ ভক্তি সঙ্গে সঙ্গে উদয় হয়।

নি। কত দিনে হয়?

হ। যাহার সুকৃতি বল যতদূর, তত শীঘ্রই হয়।

নি। সুকৃতি বলে প্রথমে কি হয়?

হ। সাধুসঙ্গ হয়।

নি। সাধুসঙ্গ হইলে ক্রমে ক্রমে কি কি হয়?

হ। ভাগবত বলিয়াছেন;—

> সতাং প্রসঙ্গাৎ মম বীর্য্য সম্বিদো
> ভবন্তি হৃৎকর্ণ রসায়নাঃ কথাঃ।
> তজ্জোশণাদশ্বপবর্গবত্মনি
> শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥

সাধুসঙ্গে হরি কথা শুনিলে শ্রদ্ধা রতি প্রভৃতি ক্রমশঃ উদয় হয়।

নি। সাধুসঙ্গ কিসে হয়?

হ। পূর্ব্বেই বলিয়াছি সুকৃতি ক্রমে হয়।

ভবাপবর্গো ভ্রমতো যদা ভবেৎ
জনস্য তর্হ্যচ্যুত সৎ সমাগমঃ।
সৎসঙ্গমো র্যহি তদৈব সদ্গতৌ
পরাবরেশে ত্বয়ি জায়তে মতিঃ॥

নি। কনিষ্ঠ ভক্তের যদি সাধুসঙ্গে অর্চ্চা পূজায় মতি হইয়া থাকে, তবে তিনি সাধু সেবা করেন নাই এ কথা কেন বলা যায়?

হ। ঘটনা ক্রমে সাধুসঙ্গ ক্রমে শ্রীমূর্ত্তিতে বিশ্বাস জন্মে কিন্তু ভগবৎ পূজা ও সাধু সেবা একত্রে হওয়া আবশ্যক এরূপ শ্রদ্ধা যে পর্য্যন্ত না হয় সে পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা হয় না এবং অনন্য ভক্তিতে অধিকার জন্মে না।

নি। কনিষ্ঠ ভক্তদিগের উন্নতি ক্রম কি?

হ। শ্রীমূর্ত্তিতে শ্রদ্ধা হইয়াছে কিন্তু অন্যান্য কষায় ও অন্যাভিলাষিতা যায় নাই। প্রতিদিন অর্চ্চা পূজা করেন। অর্চ্চা পূজা স্থলে ঘটনাক্রমে অতিথিরূপে সাধু সমাগম হয়। তখন সাধুগণ অন্যান্য অতিথির ন্যায় সৎকার লাভ করেন। কনিষ্ঠ ভক্ত ঐ সাধুদিগের ক্রিয়া ব্যবহার দেখিতে থাকেন। তাঁহারা যে গ্রন্থাদি আলোচনা করেন, তাহা শুনিতে থাকেন। শুনিতে শুনিতে ও দেখিতে দেখিতে সাধুদিগের চরিত্রে বিশেষ আদর জন্মে। নিজ চরিত্র শোধন করিতে থাকেন। ক্রমে ক্রমে নিজ কর্ম্ম কষায় ও জ্ঞান কষায় খর্ব্ব হয়। হৃদয় যত শুদ্ধ হয় ততই অন্যাভিলাষিতা দূর হয়। হরি কথা হরি তত্ত্ব শুনিতে শুনিতে শাস্ত্র চর্চ্চা হয়। হরির নির্গুণত্ব, হরিনামের নির্গুণত্ব, শ্রীবিগ্রহের নির্গুণত্ব, শ্রবণ কীর্ত্তনাদির নির্গুণত্ব বিচার করিতে করিতে সম্বন্ধ স্বরূপ জ্ঞান ক্রমশঃ বৃদ্ধি হয়। যখন সম্পূর্ণ হয় তখনই মধ্যমাধিকার উদয় হয়। তখনই প্রকৃত প্রস্তাবে সাধুসঙ্গ ও সাধু সেবা হইতে থাকে। সামান্য অতিথি হইতে সাধুকে গুরু বুদ্ধিতে পৃথক্ করিয়া লয়।

নি। অনেক কনিষ্ঠ ভক্তের উন্নতি হয় না তাহার কারণ কি?

হ। দ্বেষী সঙ্গ বলবান থাকিলে শীঘ্রই কনিষ্ঠাধিকার ক্ষয় হইয়া কর্ম্ম জ্ঞানাধিকার প্রবল হয়। কোন কোন্ স্থলে অধিকার উন্নতি হয় না ও ক্ষয়ও হয় না।

নি। কোন্ কোন্ স্থলে?

হ। যেস্থলে সাধু সমাগম ও দ্বেষী সমাগম সমবল সেই স্থলে ক্ষয়োন্নতি কিছুই দেখা যায় না।

নি। কোন্ স্থলে নিশ্চয় উন্নতি?

হ। যেস্থলে অধিক সাধুসমাগম এবং অল্পদ্বেষী সঙ্গ সেই স্থলে শীঘ্র উন্নতি।

নি। কনিষ্ঠাধিকারীদের পাপ পুণ্য প্রবৃত্তি কিরূপ?

হ। প্রথমাবস্থায় কর্ম্মী জ্ঞানীদিগের ন্যায় সমান। যত ভক্তির প্রতি উন্নতি হয় ততই পাপ পুণ্য প্রবৃত্তি দূর হয়। ভগবৎ পরিতোষ প্রবৃত্তি প্রবল হয়।

নি। প্রভো! কনিষ্ঠাধিকারীর কথা বুঝিলাম। এখন মধ্যমাধিকারীর মুখ্য লক্ষণ আজ্ঞা করুন।

হ। কৃষ্ণে অনন্য ভক্তি, ভক্তে আত্মবুদ্ধি, মমতাবুদ্ধি, ইজ্যবুদ্ধি ও তীর্থবুদ্ধির সহিত মৈত্রী, অতত্ত্বজ্ঞে কৃপা ও দ্বেষীগণের প্রতি উপেক্ষা এই সকল মধ্যম ভক্তের মুখ্য লক্ষণ। সম্বন্ধ জ্ঞানের সহিত অভিধেয় ভক্তি সাধনদ্বারা প্রয়োজন রূপ প্রেমসিদ্ধিই সেই অধিকারে মুখ্য প্রক্রিয়া। সাধারণতঃ নিরপরাধে সাধু সঙ্গে হরিনাম কীর্ত্তনাদি লক্ষিত হয়।

নি। তাঁহাদের গৌণ লক্ষণ কি?

হ। জীবন যাত্রাই তাঁহাদের গৌণলক্ষণ। তাঁহাদের জীবন সম্পূর্ণরূপে কৃষ্ণের ইচ্ছাধীন ও ভক্তির অনুকূল।

নি। পাপ ও অপরাধ তাঁহাদের থাকিতে পারে কি না?

হ। প্রথমাবস্থায় কিছু থাকিতে পারে। ক্রমশঃ তাহা দূর হয়। প্রথমাবস্থায় যাহা থাকে তাহা নিষ্পিষ্ট চনকের ন্যায় কদাচ একটু দেখা দেয় আবার তখনই বিনষ্ট হয়। যুক্ত বৈরাগ্যই তাঁহাদের জীবন লক্ষণ।

নি। কর্ম্ম জ্ঞান ও অন্যাভিলাষ তাঁহাদের কিছুমাত্র থাকে কি না?

হ। প্রথমাবস্থায় কিছু আভাস থাকিতে পারে। তাহা শেষে নির্ম্মূল হয়। যাহা প্রথমাবস্থায় থাকে তাহাও কখন কখন দেখা দেয়। দেখা দিতে দিতে অদর্শন হয়।

নি। তাহাদের কি জীবনাশা থাকে? যদি থাকে কেন?

হ। ভজন পরিপকের জন্য। তাঁহাদের জীবিত থাকিবার বা মুক্ত হইবার বাসনা থাকে না।

নি। কেন তাঁহারা মরিতে বাসনা না করেন? জড়দেহে থাকার সুখ কি। মরিলেই ত কৃষ্ণ কৃপায় স্বরূপাবস্থিতি হইবে?

হ। তাঁহাদের সমস্ত বাসনা কৃষ্ণের ইচ্ছার অধীন। কৃষ্ণ যখন ইচ্ছা করি-বেন তখনই কোন ঘটনা হইবে, নিজের ইচ্ছা করা কিছু প্রয়োজন নাই।

নি। আমি মধ্যমাধিকারীর লক্ষণ বুঝিয়াছি। এখন উত্তমাধিকারীর কি কোন গৌণ লক্ষণ আছে ?

হ। দেহ ক্রিয়া মাত্র। তাহাও নির্গুণ প্রেমের এত অধীন যে পৃথক্ গৌণ ভাব দেখা যায় না।

নি। প্রভো! কনিষ্ঠাধিকারীর গৃহত্যাগই নাই। মধ্যমাধিকারী গৃহস্থ বা গৃহত্যাগী হইতে পারেন। উত্তমাধিকারী কি কেহ গৃহস্থ থাকিতে পারেন ?

হ। ভক্তি ক্রমে এই সকল অবস্থা হয়। গৃহস্থ বা গৃহত্যাগী হইলেই যে কোন অধিকার হইবে তাহা নয়। উত্তমাধিকারী গৃহস্থ থাকিতে পারেন। ব্রজ-পুরের গৃহস্থ ভক্ত সকলেই উত্তমাধিকারী। আমার মহাপ্রভুর সঙ্গে অনেকেই গৃহস্থ থাকিয়া উত্তমাধিকারী। রায় রামানন্দ ইহার প্রধান প্রমাণ।

নি। প্রভো! যদি কোন উত্তমাধিকারী গৃহস্থ হন এবং মধ্যমাধিকারী গৃহত্যাগী হন, তাহা হইলে পরস্পরের প্রতি পরস্পরের কি কর্ত্তব্য।

হ। নিম্নাধিকারী উচ্চাধিকারীকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিবেন। এই বিধি মধ্যমাধিকারীর জন্য কেন না উত্তমাধিকারী কোন প্রণামাদি অপেক্ষা করেন না। সর্ব্বভূতে তিনি ভগবদ্ভাব দৃষ্টি করিয়া থাকেন।

নি। বহু বৈষ্ণব একত্র করিয়া প্রসাদ সেবারূপ মহোৎসব কি কর্ত্তব্য ?

হ। বহু বৈষ্ণব কার্য্যগতিকে একত্র হইয়াছেন এবং কোন মধ্যমাধিকারী গৃহস্থ তাঁহাদিগকে প্রসাদ সেবা করাইতে ইচ্ছা করেন, তাহাতে কোন পার-মার্থিক আপত্তি নাই। কিন্তু বৈষ্ণব সেবার জন্য অধিক আড়ম্বর করা ভাল নয়। তাহাতে রাজসভাব হয়। উপস্থিত সাধু বৈষ্ণবগণকে যত্নের সহিত প্রসাদ সেবা করাইবে ইহাই কর্ত্তব্য। তাহাতে বৈষ্ণব আদর হইবে। বৈষ্ণব সেবায় শুদ্ধ বৈষ্ণবমাত্র নিমন্ত্রণ করা উচিত।

নি। আমাদের বড়গাছীতে বৈষ্ণব সন্তান বলিয়া একটী জাতি উৎপত্তি হইয়াছে। গৃহস্থ কনিষ্ঠাধিকারীগণ তাঁহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া বৈষ্ণব সেবা করেন, এটী কিরূপ কার্য্য ?

হ। সেই বৈষ্ণবসন্তানদিগের কি শুদ্ধ ভক্তি হইয়াছে ?

নি। আমরা শুদ্ধ ভক্তি দেখি না। কেবল বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় দেন। কেহ কেহ কৌপীনও ধারণ করেন।

হ। এরূপ পদ্ধতি কেন প্রচার হইতেছে বলিতে পারি না। এরূপ না হওয়া উচিত। বোধ হয় কনিষ্ঠ বৈষ্ণবের বৈষ্ণব চিনিবার শক্তি নাই বলিয়া সেরূপ হয়।

নি। বৈষ্ণব সন্তানের কি কোন বিশেষ সম্মান আছে?

হ। বৈষ্ণবেরই সম্মান। বৈষ্ণব সন্তান যদি শুদ্ধবৈষ্ণব হন তবে তাঁহার ভক্তি তারতম্যক্রমে সম্মানের তারতম্য।

নি। বৈষ্ণব সন্তান যদি কেবল ব্যবহারিক মনুষ্য হন?

হ। তাহা হইলে তাহাকে ব্যবহারিক মনুষ্য মধ্যে গণনা করিবে। বৈষ্ণব বলিয়া গণনা বা সম্মান করিবে না। শ্রীমন্মহাপ্রভু যে উপদেশ দিয়াছেন তাহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে।

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥

স্বয়ং অমানী হইবে এবং সকল মনুষ্যকে যথা যোগ্য সম্মান করিবে। যিনি বৈষ্ণব তাঁহাকে বৈষ্ণবোচিত সম্মান করিবে। যিনি বৈষ্ণব নন তাঁহাকে মানবোচিত সম্মান করিবে। অন্যের প্রতি মানদ না হইলে হরিনামের অধিকার জন্মে না।

নি। স্বয়ং অমানী কিরূপে হওয়া উচিত?

হ। আমি ব্রাহ্মণ, আমি সম্পন্ন, আমি শাস্ত্রজ্ঞ, আমি বৈষ্ণব, আমি গৃহত্যাগী এইরূপ অভিমান করিবে না। সেই সেই অবস্থায় যে সম্মান আছে তাহা অপরে করুন, আমি সেই অভিমানে অপরের পূজা আশা করিব না। আমি আপনাকে দীন হীন অকিঞ্চন তৃণাধিক নীচ বলিয়া জানিব।

নি। ইহাতে বোধ হইতেছে যে দৈন্য ও দয়া ব্যতীত বৈষ্ণব হওয়া যায় না।

হ। যথার্থ।

নি। ভক্তিদেবী কি তবে দৈন্য ও দয়ার সাপেক্ষ?

হ। ভক্তি নিরপেক্ষ। ভক্তি নিজেই সৌন্দর্য্য ও অলঙ্কার। অন্য কোন সদ্গুণকে তিনি অপেক্ষা করেন না। দৈন্য ও দয়া এই দুইটী পৃথক্ গুণ নয়। ভক্তির অন্তর্গত। আমি কৃষ্ণদাস অকিঞ্চন। আমার কিছুই নাই। কৃষ্ণই আমার সর্ব্বস্ব। এস্থলে যাহা ভক্তি তাহাই দৈন্য। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আর্দ্র

ভাবই ভক্তি। অন্য জীব কৃষ্ণদাস তাহাদের প্রতি আর্দ্রভাব দয়া। অতএব দয়া কৃষ্ণ ভক্তির অন্তর্গত। দয়া ও দৈন্যের অন্তবর্ত্তী ভাব ক্ষমা। আমি দীন আমি কি পরের দণ্ড দাতা হইতে পারি, এই ভাব যখন দয়ার সহিত যুক্ত হয় তখনই ক্ষমা আসিয়া উপস্থিত হয়। ক্ষমাও ভক্তির অন্তর্গত। কৃষ্ণ সত্য, জীব সত্য, জীবের কৃষ্ণদাস্য সত্য। জড়জগত জীবের পান্থনিবাস ইহা সত্য। অতএব ভক্তিই সত্য, যেহেতু এই সম্বন্ধ ভাবই ভক্তি। সত্য, দৈন্য, দয়া ও ক্ষমা এই চারিটী ভক্তির অন্তর্গত ভাব বিশেষ।

নি। অন্যান্যধর্ম্মাশ্রিত ব্যক্তিদের প্রতি বৈষ্ণবের কিরূপ ব্যবহার কর্ত্তব্য।

হ। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন ;—

নারায়ণকলাঃ শান্তাঃ ভজন্তিহ্যনসূয়বঃ।

বৈষ্ণব ধর্ম্ম ব্যতীত আর ধর্ম্ম নাই। অন্যান্য যত প্রকার ধর্ম্ম জগতে প্রচারিত হইয়াছে বা হইবে সমস্তই বৈষ্ণব ধর্ম্মের সোপান বা বিকৃতি। সোপান স্থলে তাঁহাদিগকে যথা যোগ্য আদর করিবে। বিকৃতি স্থলে অসূয়া রহিত হইয়া নিজের ভক্তিতত্ব আলোচনা করিবে। অন্য কোন পন্থাকে হিংসা করিবে না। যাহার যখন শুভ দিন হইবে সে অনায়াসে বৈষ্ণব হইবে সন্দেহ নাই।

নি। বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার করা কর্ত্তব্য কি না ?

হ। সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। আমার মহাপ্রভু সকলকেই এই প্রচার ভার দিয়াছেন ;—

"নাচ গাও ভক্ত সঙ্গে কর সংকীর্ত্তন।
কৃষ্ণনাম উপদেশ তার সর্ব্বজন ॥"

* * *

"অতএব মালী আজ্ঞা দিল সবাকারে।
যাঁহা তাঁহা প্রেমফল দেহ যারে তারে ॥"

তবে এই কথাটী মনে রাখিবে যে অপাত্রকে সুপাত্র করিয়া নাম উপদেশ দিবে। যেস্থলে উপেক্ষার প্রয়োজন সেস্থলে এমত বাক্য বলিবে না, যাহাতে প্রচার কার্য্যের ব্যাঘাত হয়।

হরিদাস বাবাজী মহাশয়ের মধুমাখা কথা গুলি শুনিয়া নিত্যানন্দদাস প্রেমে গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। সমস্ত সভাস্থ বৈষ্ণবগণ হরিধ্বনি করিলেন।

সকলেই বাবাজী মহাশয়কে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। নিভৃত কুঞ্জের সে দিবসের সভাভঙ্গ হইল। সকলে আপন আপন স্থলে গমন করিলেন।

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত।

সমালোচন।

১। বৈষ্ণবোপবাস-ব্যবস্থা-দর্পণম্। আর্য্য মাত্রেরই বিবিধ জ্ঞাতব্য বিষয়, বৈষ্ণবগণের যাবতীয় উপবাস ব্যবস্থা এবং পুরাণোদ্ধৃত একাদশী মাহাত্ম্য প্রভৃতি, পণ্ডিতবর শ্রীযুত ব্রজধন বিদ্যানিধি মহাশয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও অনুবাদিত। মূল্য ।০ চারি আনা। সংগ্রহ মন্দ হয় নাই। অল্পস্থলে অনেক কথা আছে।

২। জ্যোতি রত্নাকর। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে অনেক কথা আছে। শ্রীযুত মোহনদাস তপস্বী মহাশয় পরিশ্রম করিয়া সাত অধ্যায়ে গ্রন্থখানি সমাপ্ত করিয়াছেন। ইহার মূল্য ৵০ আনা মাত্র।

সার্ব্বভৌমের উপদেশ।

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৪০ পৃষ্ঠার পর]

সে যাহা হউক, সন্ন্যাসগ্রহণের পূর্ব্বে বংশীবদন ঠাকুরের সহিত শ্রীগৌরাঙ্গের রসোরাজোপাসনা উপলক্ষে কিছু কথা হয়, সেই দিন জীবের প্রতি কৃপার্থী হইয়া শ্রীবংশীবদন তাঁহার কাছে এই বরটী প্রার্থনা করেন। যথা—

কলি পাপ তমাচ্ছন্ন নরনারীগণ।
শুদ্ধ যেন হয় করি তোমার কীর্ত্তন॥

ইহাতে—তথাস্তু বলিয়া বর দিলেন গোসাই। (বংশীশিক্ষা।)

এখানে একটী আপত্য হইতে পারে যে শ্রীগৌরাঙ্গ স্বয়ং ভগবান, তাঁহার নামের আভাসেই অপরাধ রাশি স্বতএব ভস্মীভূত হইয়া থাকে, তবে এ বরের আবশ্যকতা কি? কিন্তু প্রয়োজন আছে বলিয়াই বংশী বদনানন্দ এই বর চাহিয়াছিলেন। কেন না প্রভু ঠাকুরের প্রতি আদেশ করিয়াছিলেন যে;—

আমারে গোপন তুমি সতত করিবে।
প্রকাশিলে আশা মোর বিফল হইবে॥

মোর নাম গন্ধ ছাড়ি হইয়া বিতৃষ্ণ।
সর্ব্ব জীবে ভজাইবে রসরাজ কৃষ্ণ॥ (বংশীশিক্ষা)

এই আদেশে প্রভুর কৃপা ভাজন বংশীর মনে ক্ষোভোৎপত্তি হওয়া স্বাভাবিক এবং তিনি আপন প্রভুর ভজন প্রবর্ত্তনার্থ প্রকারান্তরে আদেশ লন। তবে সঙ্গে সঙ্গে প্রভু আর একটী কথা বলেন। যথা ;—

যতদিন করিব মুই প্রকট বিহার।
ততদিন মোরে নাহি করিবা প্রচার॥

এই বাক্যেই সুতরাং প্রভুর অভিমত সুস্পষ্টরূপে পরিজ্ঞাত হওয়া যাইতেছে। অতএব অপ্রকটের পরেও যে শ্রীগৌরাঙ্গের ভজন তাঁহার একান্ত অনভিমত, এমত বলা যাইতে পারে না। স্কন্দ পুরাণে এই জন্যই তিনি বলিয়াছেন। যথা ;—

মায়াপুরীং সমাশ্রিত্য কলৌ যে মামুপাসতে।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তা স্তে যান্তি পরমাং গতিং॥

পক্ষান্তরে গৌর ভজন ব্যতীত কলি হত জীবের নিস্তারাশা নাই, এই জন্যই চরিতামৃতে কবিরাজ গোস্বামী বলিতেছেন যে ;—

স্বতন্ত্র ঈশ্বর প্রভু অত্যন্ত উদার।
তাঁরে না ভজিলে কভু না হয় নিস্তার॥

অথর্ব্ব বেদান্তর্গত চৈতন্যোপনিষদে পিপ্পলাদের প্রশ্নে ব্রহ্মা বলিতেছেন যে, সর্ব্ব কারণের কারণ পরম পুরুষোত্তম চৈতন্যদেবের ধ্যান এবং ভজনই পরিত্রাণের একমাত্র উপায়; চৈতন্য বিমুখ ব্যক্তির গতি নাই। যথা ;—

ক্ষরাক্ষরাভ্যাং পরমঃ স এব পুরুষোত্তমঃ।
চৈতন্যাখ্যং পরং তত্ত্বং সর্ব্বকারণকারণং॥
য এনং রসয়তি ভজতি ধ্যায়তি স পাপ্মানং তরতি,
স পুতো ভবতি, স তত্ত্বং জানাতি, স তরতি
শোকং। গতি স্তস্যান্তে, নান্যস্যেতি॥ ১৯॥

অতএব—ভজলোক চৈতন্য নিত্যানন্দ।
খণ্ডিবে সংসার দুঃখ পাইবে আনন্দ॥—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

[ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

পৌষ ১৩০০। ডিসেম্বর ১৮৯৩। শ্রীশ্রীগৌরাব্দ ৪০৮।

সজ্জনতোষণী।

পরমার্থ সাধক সমস্ত বিষয় সমালোচনী মাসিক পত্রিকা।

৫ম খণ্ড। ৯ম সংখ্যা।

শ্রীকেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ

সম্পাদক।

অশেষ-ক্লেশ-বিশ্লেষি-পরেশাবেশ-সাধিনী।
জীয়াদেষা পরাপত্রী সর্ব্ব সজ্জনতোষণী॥

বিষয় বিবরণ।

কার্য্যাধ্যক্ষ

শ্রীরাধিকাপ্রসাদ দত্ত।

(ভক্তিভবন, ১৮১ নং মানিকতলা ষ্ট্রীট,—রামবাগান)

কলিকাতা;

১৩৩ নং মস্‌জিদ্‌বাড়ী ষ্ট্রীট "হরি যন্ত্রে"

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা এক টাকা মাত্র। স্বতন্ত্র ডাকমাশুল নাই।

প্রাপ্তি স্বীকার।

৪ম খণ্ডের বার্ষিক ভিক্ষা প্রদাতা গ্রাহকগণের নাম সজ্জনতোষণীর মলাটে প্রকাশিত হয়। যথা,—

শ্রীযুত শ্রীশচন্দ্র রায়, জামালপুর।
„ রামদাস মজুমদার, ঐ।
„ বিহারীলাল মিত্র, কলিকাতা।
„ চন্দ্রভূষণ অধিকারী, ডুমকল।
„ মথুরানাথ দাস, দাঁতন।
„ হরকান্ত মুখোধ্যায়, বসিরহাট।
„ রুক্মিণীমোহন কর, শ্রীহট্ট।
„ চিরঞ্জীবী সর্ব্বাধিকারী, ভাগলপুর।
„ দ্বারকানাথ পাল, বাঁকুড়া।
„ তিনকড়ি সরকার, আমযোড়া।
„ বৈকুণ্ঠনাথ মাজি, উদয়রামপুর।
„ অধরচন্দ্র রক্ষিত, সোণাকুড়।
„ তারিণীচরণ চট্টোপাধ্যায়, মেদিনীপুর।
„ অন্নদাচরণ বসু, মেদিনীপুর।
„ চিন্তামণি সিংহ ঐ।
„ সম্পাদক মদনোহন লাইব্রারী ধান্যকুড়িয়া।
„ হরিশ্চন্দ্র মিত্র, কলিকাতা।
„ উমাপ্রসাদ দে, মেদিনীপুর।
„ শ্রীপতিদাস হালদার, ঐ।
„ গোবিন্দ রায় চৌধুরী, পলাশবাড়ী।

শ্রীযুত নৃত্যলাল গোস্বামী, হারোয়া।
„ জানকিনাথ পাল, কলিকাতা।
„ বংশীবিহারী মিত্র, খয়রাশোল।
„ নফরচন্দ্র পাল চৌধুরী, নদীয়া।
„ মহারাজা বাহাদুর, দিনাজপুর।
„ চৈতন্যচরণ দাস, শ্রীহট্ট।
„ দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়, বোম্বাই।
„ কুমার দিনেন্দ্রনারায়ণ রায়, কলিকাতা।
শ্রীযুত কুঞ্জবিহারী সিংহ ত্রিবেণী।
„ বিপিনবিহারী ঘোষ ঐ।
„ ক্ষেত্রমোহন ব্রহ্ম, কুচবিহার।
„ মহিমচন্দ্র ঘোষ ঐ।
„ নিমাইচরণ সাহা, সিউরী।
J. Monro, Esq, C. B. কৃষ্ণনগর।
শ্রীযুত ব্রজেন্দ্রকুমার ভৌমিক, ক্ষেমিরদিয়াড়।
„ সারদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা।
„ মুকুন্দলাল পাল চৌধুরী, লোহজঙ্গ।
„ কৃষ্ণচরণ দাস, করিমগঞ্জ।
„ রাধানাথ সরকার, চাপড়া।

শ্রীশ্রীগোদ্রুমচন্দ্রায় নমঃ।

সজ্জনতোষণী।

জৈব-ধর্ম্ম।

নবম অধ্যায়।

নিত্যধর্ম্ম ও প্রাকৃত বিজ্ঞান এবং সভ্যতা।

তিন চারি বৎসর বৈষ্ণবগণের সঙ্গে শ্রীগোদ্রুমে বাস করিয়া লাহিড়ী মহাশয়ের হৃদয় পবিত্র হইয়া উঠিয়াছে। তিনি খাইতে শুইতে সর্ব্বদা হরিনাম করেন। সামান্য বস্ত্র পরিধান করেন, চটিজুতা ও খড়ম কিছুই ব্যবহার করেন না। জাতিমদ এতদূর দুর হইয়াছে যে বৈষ্ণব দেখিবামাত্র দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া বলপূর্ব্বক পদধুলি গ্রহণ করেন। অন্বেষণ করিয়া শুদ্ধ বৈষ্ণব-দিগের উচ্ছিষ্ট ভোজন করেন। পুত্রগণ মধ্যে মধ্যে আসিয়া ভাব বুঝিয়া পলায়ন করেন। গৃহে লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিতে পারেন না। এখন লাহিড়ী মহাশয়কে দেখিলে বোধ হয় একটী ভেকধারী বাবাজী বসিয়া আছেন। শ্রীগোদ্রুমের বৈষ্ণবদিগের সিদ্ধান্ত বুঝিয়া তিনি স্থির করিয়াছেন যে হৃদয়ের বৈরাগ্যই প্রয়োজন, ভেক লওয়ার আবশ্যক নাই। শ্রীসনাতন গোস্বামীর ন্যায় অভাব সঙ্কোচ করিবার অভিপ্রায়ে তিনি এক খানি কাপড়কে চিরিয়া চারিখানি কাপড় করেন। এখনও গলদেশে যজ্ঞোপবীত আছে। পুত্রগণ কিছু অর্থ দিতে চাহিলে বিষয়ীর অর্থ গ্রহণ করিব না এই কথাই বলেন। মহোৎসবের জন্য ব্যয় হইবে বলিয়া চন্দ্রশেখর একবার একশত মুদ্রা লইয়া আসিয়াছিলেন। কিন্তু লাহিড়ী মহাশয় শ্রীদাসগোস্বামীর চরিত্র স্মরণ করিয়া সে টাকা গ্রহণ করেন নাই।

এক দিবস পরমহংস বাবাজী বলিলেন লাহিড়ী মহাশয় আপনার কিছুতেই

অবৈষ্ণবতা নাই। আমরা ভেক গ্রহণ করিয়াছি, তথাপি আপনার নিকট আমরা বৈরাগ্য শিক্ষা করিতে পারি। আপনকার নামটা বৈষ্ণব নাম হইলেই সকল সম্পূর্ণ হয়। লাহিড়ী মহাশয় বলিলেন, আপনি আমার পরমগুরু, আপনার যাহা ইচ্ছা হয় তাহাই করুন। বাবাজী মহাশয় উত্তর করিলেন যে আপনার নিবাস শ্রীশান্তিপুর। অতএব আপনাকে আমরা শ্রীঅদ্বৈতদাস বলিয়া ডাকিব। লাহিড়ী দণ্ডবৎ পতিত হইয়া নাম প্রসাদ গ্রহণ করিলেন। সেই দিন হইতে সকলেই তাঁহাকে শ্রীঅদ্বৈতদাস বলিতে লাগিল। তিনি যে কুটীরে ভজন করিতেন সে কুটীরটীকে সকলে অদ্বৈতকুটীর বলিতে লাগিল।

অদ্বৈতদাসের দিগম্বর চট্টোপাধ্যায় নামে একটী বাল্যবন্ধু ছিলেন। তিনি যবনরাজ্যে অনেক বড় বড় চাকরী করিয়া ধনে মানে সম্পন্ন হইয়াছিলেন। অধিক বয়স হইলে তিনি চাকরী ছাড়িয়া নিজ গ্রাম অম্বিকায় আসিয়া কালীদাস লাহিড়ীর অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। শুনিলেন যে কালীদাস লাহিড়ী এখন ঘর দ্বার ছাড়িয়া শ্রীগোদ্রুমে অদ্বৈতদাস হইয়া হরিনাম করিতেছেন।

দিগম্বর চট্টোপাধ্যায় ঘোরতর শাক্ত। বৈষ্ণবের নাম শুনিলেই কানে হাত দেন। নিজের পরম বন্ধুর এরূপ অধোগতি হইয়াছে শুনিয়া বলিলেন "ওরে বামনদাস একখান নৌকার যোগাড় কর, আমি অতিশীঘ্র নবদ্বীপে গিয়া আমার দুর্গত বন্ধু কালীদাসকে উদ্ধার করিব।" চাকর বামনদাস তৎক্ষণাৎ একখান নৌকা ঠিক করিয়া মনিবসাহেবকে খবর দিল। দিগম্বর চট্টোপাধ্যায় বড় চতুর লোক, তন্ত্র শাস্ত্রে পণ্ডিত এবং যবনদিগের সভ্যতায় একজন দক্ষ-পুরুষ। ফার্সি আর্বিতে মুসলমান মৌলবীগণও তাঁহার নিকট পরাজিত হয়। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত পাইলে তন্ত্রের বিতর্কে আর তাঁহাকে কথা কহিতে দেন না। দিল্লি লাক্‌নৌ প্রভৃতি সহরে প্রভুত নাম রাখিয়া আসিয়াছেন। তিনি অবকাশ-ক্রমে একখানি তন্ত্রসংগ্রহ নামক গ্রন্থ লিখিয়াছেন। অনেক শ্লোকের টীকাতে অনেক বিদ্যার পরিচয় দিয়াছেন।

সেই তন্ত্রসংগ্রহ গ্রন্থ লইয়া দিগম্বর তেজের সহিত নৌকায় উঠিলেন। দুইপ্রহরের মধ্যেই শ্রীগোদ্রুমের ঘাটে নৌকা লাগিল। নৌকায় থাকিয়া একটী বুদ্ধিমান লোককে কতকগুলি কথা শিখাইয়া শ্রীঅদ্বৈতদাসের নিকট পাঠাইলেন।

শ্রীঅদ্বৈতদাস নিজ কুটীরে বসিয়া হরিনাম করিতেছেন। দিগম্বর চট্টো-

পাধ্যায়ের লোক আসিয়া প্রণাম করিল। অদ্বৈতদাস জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে ও কি মনে করিয়া আসিয়াছ? লোকটী বলিল আমি শ্রীযুতদিগম্বর চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কর্ত্তৃক প্রেরিত। তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে কালীদাস কি আমাকে স্মরণ করে না ভুলিয়াছে?

শ্রীঅদ্বৈতদাস বলিলেন দিগম্বর কোথায়? তিনি আমার বাল্যবন্ধু আমি কি তাঁহাকে ভুলিতে পারি? তিনি কি এখন বৈষ্ণবধর্ম্ম আশ্রয় করিয়াছেন? লোকটী কহিল তিনি এই ঘাটে নৌকায় আছেন। বৈষ্ণব হইয়াছেন কি না বলিতে পারি না। অদ্বৈতদাস কহিলেন তিনি ঘাটে কেন আছেন এই কুটীরে আসেন না কেন? লোকটী ঐ কথা শুনিয়া চলিয়াগেল।

দণ্ডদুই পরে তিন চারিটী ভদ্রলোক সঙ্গে দিগম্বর চট্টোপাধ্যায় কুটীরে উপস্থিত। দিগম্বরের চিত্তটা চিরদিন উদার, পুরাতন বন্ধুকে দেখিয়া অতিশয় আনন্দিত অন্তঃকরণে নিজকৃত নিম্নলিখিত পদটী গান করিতে করিতে অদ্বৈত-দাসকে আলিঙ্গন করিলেন।

কালী! তোমার লীলাখেলা কে জানে মা ত্রিভুবনে?
কভু পুরুষ কভু নারী কভু মত্ত হও গো রণে।
ব্রহ্মা হয়ে সৃষ্টি কর, সৃষ্টি নাশো হয়ে হর,
বিষ্ণু হয়ে বিশ্বব্যাপি পাল গো মা সর্ব্বজনে॥
কৃষ্ণরূপে বৃন্দাবনে, বাঁশী বাজাও বনে বনে,
আবার গৌর হয়ে নবদ্বীপে মাতাও সবে সংকীর্ত্তনে॥

অদ্বৈত দাস বলিলেন এস ভাই এস দিগম্বর পত্রাসনে বসিয়া চক্ষের জলে মমতা দেখাইয়া বলিলেন ভাই কালীদাস! আমি কোথায় যাব। তুমি ত বৈরাগী হয়ে ন দেবায় ন ধর্ম্মায় হলে! আমি পঞ্জাব হইতে কত আশা করে আস্‌ছি। আমাদের বাল্য বন্ধু পেশা পাগলা, খেঁদা গিরীশ, ঈশে পাগলা, ধনা ময়রা, কেলে ছুতার, কান্তি ভট্টাচার্য্য সকলেই মরিয়া গেল। এখন তুমি আর আমি। মনে করিয়াছিলাম আমি একদিন গঙ্গা পার হইয়া শান্তিপুরে তোমাকে পাব। আবার তুমি পরদিন গঙ্গা পার হইয়া অম্বিকাতে আসিবে। যে কটা দিন বাঁচি তোমাতে আমাতে গান করে তন্ত্র পড়ে কাল কাটাইয়া দিব। আমার পোড়া কপাল তুমি এখন ষাঁড়ের গোবর হলে। না ঐহিক না পার-ত্রিক কার্য্যে লাগিবে। বল দেখি তোমার এ কি হইল?

অদ্বৈত দাস দেখিলেন বড়ই কঠিন সঙ্গ লাভ করিলেন। এখন কোন রকমে

বাল্য বন্ধুর হাত হইতে পার পাইলে হয়। বলিলেন ভাই দিগম্বর তোমার কি মনে পড়ে না। আমরা একদিন অম্বিকায় দাঁড়াগুলি খেলিতে খেলিতে সেই পুরাতন তেঁতুল গাছটার কাছে পৌছিয়াছিলাম।

দি। হাঁ! হাঁ! খুব মনে পড়ে। গৌরীদাস পণ্ডিতের বাটীর কাছে। যে তেঁতুল গাছটার নিচে গৌর নিতাই বসিয়াছিলেন।

অ। ভাই! খেলতে খেলতে তুমি বলিছিলে এ তেঁতুল গাছটা ছুইবে না। শচীপিশির ছেলে এখানে বসিয়াছিল। ছুলে পাছে বৈরাগী হয়ে পড়ি।

দি। বেশ মনে আছে! আবার তোমার একটু বৈষ্ণবদের দিকে টান দেখে আমি বলিছিলাম, তুমি গৌরাঙ্গের ফাঁদে পড়িবে।

অ। ভাই! আমারত চিরদিন এই ভাব। তখন ফাঁদে পড়বো পড়বো হচ্ছিলাম এখন পড়িয়াছি।

দি। আমার হাতধরে উঠিয়া পড়। ফাঁদে থাকা ভাল নয়।

অ। ভাই এ ফাঁদে পড়িলে বড় সুখ আছে। ফাঁদে চিরদিন থাকার প্রার্থনা। তুমি একবার ফাঁদটা ছুঁয়ে দেখ।

দি। আমার দেখা আছে। আপাতক সুখ শেষে ফাঁকি।

অ। তুমি যে ফাঁদে আছ তাহাতে কি শেষে বড় সুখ পাবে? মনেও করিও না।

দি। আমরা দেখ মহাবিদ্যার চর। আমাদের এখন ও সুখ তখন ও সুখ। তোমাদের এখন সুখ বলিয়া তোমরা মনে কর কিন্তু আমরা তোমাদের কোন সুখ দেখি না। শেষেত দুঃখের শেষ থাকিবে না। কেন যে লোকে বৈষ্ণব হয় বলিতে পারি না। দেখ আমরা এখন মৎস্য মাংসাদির আস্বাদন সুখ লাভ করি। ভাল পরি। তোমাদের অপেক্ষা সভ্য। প্রাকৃত বিজ্ঞান সুখ যত কিছু সকলই আমরা পাই। তোমরা সে সমস্ত হইতে বঞ্চিত। শেষে তোমাদের নিস্তার নাই।

অ। কেন ভাই? আমাদের শেষে নিস্তার নাই কেন?

দি। মা নিস্তারিণী বৈমুখ হইলে বিধি হরিহর কেহ নিস্তার পাইবেন না। মা নিস্তারিণী আদ্যা শক্তি। তিনি বিধি হরি হরকে প্রসব করিয়া পুনরায় তাঁহাদিগকে কার্য্য শক্তি দ্বারা পালন করিতেছেন। মার ইচ্ছা হইলে সকলেই আবার সেই ভাণ্ডোদরীর উদরে প্রবেশ করিবেন। তোমরা মার কি উপাসনা করিলে যে মা কৃপা করিবেন।

অ। মা নিস্তারিণী কি চৈতন্য বস্তু না জড় বস্তু ?

দি। তিনি ইচ্ছাময়ী চৈতন্য রূপিণী। তাঁহার ইচ্ছাতেই পুরুষ সৃষ্টি।

অ। পুরুষ কি প্রকৃতি কি ?

দি। বৈষ্ণবেরা কেবল ভজনই করেন কিন্তু তাঁহাদের তত্ত্বজ্ঞান নাই। পুরুষ প্রকৃতি চনকের ন্যায় দুই হইয়াও এক। খোসা খুলিলেই দুই। খোসা ঢাকা থাকিলেই এক। পুরুষ চৈতন্য প্রকৃতি জড়। জড়ও চৈতন্যের অপৃথক অবস্থাই ব্রহ্ম।

অ। মা তোমার প্রকৃতি না পুরুষ,,

দি। কখন পুরুষ কখন নারী।

অ। পুরুষ প্রকৃতি যে চনকের খোলার ভিতর দ্বিদলের ন্যায় থাকেন, তন্মধ্যে মা কে ও বাবা কে ?

দি। তুমি তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিতেছ ? ভাল আমরা তাও জানি। বস্তুতঃ মা প্রকৃতি ও বাবা চৈতন্য।

অ। তুমি কে ?

দি। পাশবদ্ধোভবেজ্জীবঃ পাশমুক্তঃ সদাশিবঃ।

অ। তুমি পুরুষ না প্রকৃতি ?

দি। আমি পুরুষ। মা প্রকৃতি। যখন আমি বদ্ধ তখন তিনি মা। যখন আমি মুক্ত তখন তিনি আমার বামা।

অ। খুব তত্ত্ব বুঝা গেল। আর কোন সন্দেহ নাই। এ সব তত্ত্ব কোথায় পাইয়াছ।

দি। ভাই! তুমি যেমন কেবল বৈষ্ণব বৈষ্ণব করে বেড়াচ্ছ, আমি সেরূপ নই। কত সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী তান্ত্রিক সিদ্ধ পুরুষের সঙ্গ করিয়া এবং তন্ত্র শাস্ত্র রাত্র দিন পাঠ করিয়া আমার এই জ্ঞান হইয়াছে। তুমি যদি ইচ্ছা কর তবে আমি তোমাকে তৈয়ার করিতে পারি।

অ। (মনে মনে ভাবিলেন কি ভয়ানক দুর্দ্দৈব) ভাল একটা কথা আমাকে বুঝাইয়া দেও। সভ্যতা কি ও প্রাকৃত বিজ্ঞান কাহাকে বলে ?

দি। ভদ্র সমাজে ভালরূপে কথা বলা লোকের সন্তোষকর পরিচ্ছদ পরিধান করা, আহারাদি এরূপ করা যে লোকের কোন ঘৃণা না জন্মে। তোমাদের এই তিন প্রকারই নাই।

অ। সে কি প্রকার ?

দি। তোমরা অন্য সমাজে যাও না। অত্যন্ত অসামাজিক ব্যবহার কর। মিষ্ট কথায় লোক রঞ্জন যে কি বস্তু তাহা বৈষ্ণবেরা কখনই শিক্ষা করিলেন না। লোক দেখিলেই বলিয়া থাকেন হরি নাম কর। কেন আর কি কোন সভ্য কথা বার্ত্তা নাই? তোমাদের পরিচ্ছদ দেখিলে কেহ সহসা সভায় বসিতে দেয় না। মাথায় চৈতন্য ফক্কা, গলায় ঝুড়িকতক মালা, নেংটি পরা। এইত পরিচ্ছদ। খাওয়া দাওয়া কেবল শাক কচু। তোমাদের কিছুই সভ্যতা নাই।

অ। (মনে মনে করিলেন একটু ঝকড়া আরম্ভ করিলে যদি এ লোকটা চটিয়া চলিয়া যায় তবে মঙ্গল) সভ্যতা দ্বারা কি পরকালে সুবিধা হয়?

দি। পরকালে সুবিধা নাই বটে কিন্তু সভ্য না হইলে সমাজের উন্নতি কিসে হইবে। সমাজের উন্নতি হইতে পরকালের চেষ্টা হইতে পারে।

অ। ভাই! ক্রোধ না কর তবে কিছু বলি।

দি। তুমি আমার বাল্যবন্ধু। তোমার জন্য আমি জীবন দিতে পারি। তোমার একটা কথা কি সহিতে পারিব না। আমরা সভ্যতা ভাল বাসি। ক্রোধ হইলেও আমরা মুখে মিষ্ট থাকি। ভিতরের ভাব যত গোপনে রাখিতে পারা যায়, সভ্যতা ততই বৃদ্ধি হয়।

অ। মনুষ্য জীবন অল্প দিন। তাহাতে আবার উপদ্রব অনেক। এই স্বল্প জীবনের মধ্যে সরলতার সহিত হরি ভজনই কর্ত্তব্য। সভ্যতা শিক্ষা করা কেবল আত্ম বঞ্চনা। আমরা জানি শঠতার অন্য নাম সভ্যতা। মনুষ্য জীবন যতদিন সত্য পথে থাকে ততদিন সরল থাকে। যখন অধিকতর অসত্য ব্যবহার স্বীকার করে তখনই ভিতরে শঠ ও কুকার্য্যরত বাহিরে মিষ্ট বাক্যে লোক রঞ্জন করিয়া সভ্য হইতে চায়। সভ্যতা বলিয়া কোন গুণ নাই। সত্য ব্যবহার ও সরলতাই গুণ। ভিতরেরদুষ্টতা আচ্ছাদন করিবার যে প্রথা তাহারই বর্ত্তমান নাম সভ্যতা। সভ্যতা শব্দের অর্থ সভায় বসিবার যোগ্যতা। তাহা সরল ভদ্রতা। তোমরা ক্রমশঃ শঠতাকে সভ্যতা বলিতেছ। বস্তুতঃ সভ্যতা যখন নিষ্পাপ তখন তাহা বৈষ্ণবদের মধ্যেই থাকে। সভ্যতা যখন পাপ পূর্ণ তখন তাহা অবৈষ্ণবের মধ্যে আদৃত। তুমি যে সভ্যতার কথা বলিলে তাহার সহিত জীবের নিত্য ধর্ম্মের কোন সম্বন্ধ নাই। লোক রঞ্জক বস্ত্র পরিধান করিলেই যদি সভ্যতা হয় তবে বেশ্যাগণ তোমাদের অপেক্ষা সভ্য। বস্ত্র সম্বন্ধে এই নাম স্বীকার করা যায় যে শরীর আচ্ছাদিত হয় এবং বস্ত্র পরিস্কার থাকে। দুর্গন্ধ ইত্যাদি দোষ নাথাকে। আহারাদি পবিত্র ও উপকারী

হয় ইহাতে দোষ নাই কিন্তু তোমাদের মতে কেবল খাইতে ভাল হয় অথচ পবিত্র হউক না হউক তাহার বিচার নাই। মদ্য মাংস স্বভাবতঃ অপবিত্র। তাহা ভোজন করিয়া যে সভ্যতা হয়, তাহা কেবল পাপাচার মাত্র। আজ কাল যে অবস্থাকে সভ্যতা বলে তাহা কলিকালের সভ্যতা।

দি। তুমি কি বাদসাই সভ্যতা ভুলিয়া গেলে? দেখ বাদসাহার সভায় লোক কেমন সুন্দর রূপে বসেন ও কেমন বিধি পূর্ব্বক কথা বার্ত্তা করেন?

অ। সে কেবল সাংসারিক ব্যবহার। তাহা না থাকিলে, মনুষ্যের বস্তুতঃ কি অভাব হয়? ভাই তুমি অনেক দিন যবনের চাকরি করিয়া সেই-রূপ সভ্যতার পক্ষপাতী হইয়াছ। বস্তুতঃ মনুষ্যের নিষ্পাপ জীবনই সভ্য জীবন। পাপ বৃদ্ধির সহিত যে কলিকালের সভ্যতা বৃদ্ধি হওয়া সে কেবল বিড়ম্বনা।

দি। দেখ আজ কাল কৃতবিদ্য পুরুষদের মনের ভাব যে সভ্যতাই মনু-ষ্যতা। যিনি সভ্য নন তিনি মনুষ্য মধ্যে গণনীয় হন না। স্ত্রীলোকের ভাল বস্ত্র ও তাহাদের দোষ আচ্ছাদন করা এখনকার ভদ্রতা হইয়া উঠিতেছে।

অ। এই সিদ্ধান্ত ভাল কি মন্দ তাহা বিবেচনা করিয়া দেখ। আমি দেখিতেছি যে যাঁহাদিগকে কৃতবিদ্য বলিতেছ তাঁহারা কালোচিত ধূর্ত্তলোক। কতকটা কুসংস্কার কতকটা দোষঢাকার সুবিধার জন্য তাহারা অসরল সভ্যতার পক্ষপাতী হইয়াছে। বুদ্ধিমান লোক তাহাদিগের সমাজে কি সুখ লাভ করিবে? ধূর্ত্তলোকের সভ্যতার গৌরব কেবল বৃথা তর্ক ও দেহবলের দ্বারা পরিরক্ষিত হয়।

দি। কেহ কেহ বলেন যে জগতে ক্রমশঃ জ্ঞান বৃদ্ধি হইতেছে এবং জ্ঞানের সহিত সভ্যতা বৃদ্ধি হইতেছে। সভ্যতা বৃদ্ধি হইতে হইতে এই জগ-তেই স্বর্গ উদয় হইবে।

অ। গাঁজাখুরী কথা, যিনি এ কথা বিশ্বাস করেন, তাঁহার বিশ্বাস ধন্য। যিনি একথা বিশ্বাস না করিয়া প্রচার করেন তাঁহার সাহস ধন্য। জ্ঞান দুই প্রকার পারমার্থিক ও লৌকিক। পারমার্থিক জ্ঞান বৃদ্ধি হইতেছে এরূপ বোধ হয় না। পারমার্থিক জ্ঞান বরং অনেক স্থলে স্বভাব ভ্রষ্ট হইয়া পড়িতেছে। লৌকিক জ্ঞান বৃদ্ধি হইবার সম্ভব। লৌকিক জ্ঞানের সহিত জীবের কি নিত্য সম্বন্ধ? বরং লৌকিক জ্ঞান বৃদ্ধি হওয়ায় লোকের চিত্ত অনেক বিষয়ে আকৃষ্ট হইয়া যাওয়ায়, মূলতত্ত্বে অনেক অনাদর ঘটে। এ কথা মানি যে লৌকিক

জ্ঞান যত বৃদ্ধি হইতেছে ততই অসরল সভ্যতা বাড়িতেছে। ইহা জীবের পক্ষে দুর্গতি মাত্র।

দি। দুর্গতি কেন ?

অ। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি মানবজীবন স্বল্প। এই স্বল্প কাল মধ্যে পান্থনিবাসীর ন্যায় জীবকে পরমার্থের জন্য প্রস্তুত হওয়া চাই। পান্থ ব্যবহারে উন্নতি দেখাইবার কাল নষ্ট করা নির্ব্বোধের লক্ষণ। লৌকিক জ্ঞানের যত অধিকতর চর্চ্চা বাড়িবে, পারমার্থিক বিষয়ে ততই কালাভাব হইবে। আমার সংস্কার এই যে জীবনযাত্রার প্রয়োজনমত লৌকিক জ্ঞানের ব্যবহার হউক। অধিক লৌকিক জ্ঞান ও তাহার সহচরী সভ্যতার আদরে কিছু প্রয়োজন নাই। পার্থিব চাকচিক্য কদিনের জন্য ?

দি। ভাল বৈরাগীর পাল্লায় পড়িলাম। সমাজটা কি কোন কাজের বস্তু নয় ?

অ। সমাজ যেরূপ বস্তু সেইরূপ তাহার দ্বারা কাজ পাওয়া যায়। যদি বৈষ্ণব সমাজ হয় তবে ভাল কাজ পাওয়া যায়। যদি অবৈষ্ণব সমাজ হয় অর্থাৎ কেবল লৌকিক সমাজ হয় তদ্দারা যে কাজ পাওয়া যায় তাহা জীবের বরণীয় নয়। ভাল একথা থাকুক। প্রাকৃত বিজ্ঞান কি ?

দি। প্রাকৃত বিজ্ঞান তন্ত্রে অনেক প্রকারে প্রকাশিত আছে। প্রাকৃত জগতে যত প্রকার জ্ঞান, কৌশল ও সৌন্দর্য্য আছে সমস্তই প্রাকৃত বিজ্ঞান। ধনুর্ব্বিদ্যা, আয়ুর্ব্বেদ, গান্ধর্ব্ব বিদ্যা, জ্যোতির্ব্বিদ্যা এই প্রকার সমস্ত বিদ্যাই প্রাকৃত বিজ্ঞান। প্রকৃতি আদ্যাশক্তি (আবার তত্ত্ব কথা বলিতে হইল) তিনি এই জড় ব্রহ্মাণ্ড প্রসব ও প্রকাশ করিয়া নিজ শক্তিদ্বারা ইহাকে বিচিত্র করিয়াছেন। এই শক্তির একটী একটী রূপ ইহাতে একটী একটী বিজ্ঞান। এই বিজ্ঞান লাভ করিয়া মা নিস্তারিণীর পাশ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। বৈষ্ণবেরা ইহার কোন অনুসন্ধান করেন না। আমরা এই বিজ্ঞান বলে মুক্তি লাভ করি। দেখ এই বিজ্ঞানের অনুসন্ধানে আফ্লাতুন, আরিস্তো, সোক্রাটি ও লোকমান হাকিম প্রভৃতি যবন দেশের মহাত্মাগণ কত কত গ্রন্থ লিখিয়াছেন।

অ। আপনি বলিলেন যে বৈষ্ণবেরা বিজ্ঞান অনুসন্ধান করেন না এ কথা নয়। কেন না বৈষ্ণবদিগের শুদ্ধ জ্ঞান বিজ্ঞান সমন্বিত যথা ভাগবতে চতুশ্লোকীতে ;

জ্ঞানং মে পরমং গুহ্যং যদ্বিজ্ঞান সমন্বিতং।
তদ্রহস্যং তদঙ্গঞ্চ গৃহাণ গদিতং ময়া ॥

সৃষ্টির পূর্ব্বে যখন ব্রহ্মার উপাসনায় প্রসন্ন হইয়া ভগবান তাঁহাকে শিক্ষা দেন তাহাতে কেবল শুদ্ধ বৈষ্ণব ধর্ম্ম এই প্রকার উপদিষ্ট হইয়াছে। ওহে ব্রহ্মা! আমি তোমাকে বিজ্ঞান সমন্বিত আমার পরম গুহ্য জ্ঞান, সেই জ্ঞানের রহস্য ও সেই জ্ঞানের অঙ্গ সকল বলিতেছি তাহা তুমি গ্রহণ কর। দিগম্বর! জ্ঞান দুই প্রকার শুদ্ধ জ্ঞান ও বিষয় জ্ঞান। বিষয় জ্ঞান মানব সকল ইন্দ্রিয় দ্বারা সংগ্রহ করে। তাহা অশুদ্ধ ও চিদ্বস্তুর পক্ষে নিষ্প্রয়োজন। জীবের বদ্ধ দশায় জীবন যাত্রার জন্য প্রয়োজন মাত্র। চিদাশ্রয়ী জ্ঞানকে শুদ্ধ জ্ঞান বলে। সেই জ্ঞান বৈষ্ণবদিগের ভজনের ভিত্তি মূল ও নিত্য। বিষয় জ্ঞানের সহিত সে জ্ঞানের বিপরীত ও বিলক্ষণ সম্বন্ধ। বিষয় জ্ঞানকে তুমি বিজ্ঞান বলিতেছ। বস্তুত বিষয় জ্ঞানই যে বিজ্ঞান তাহা নয়। তোমার আয়ুর্ব্বেদাদি বিষয় জ্ঞানকে আলোচনা করিয়া তাহাকে শুদ্ধ জ্ঞান হইতে পৃথক্ করার নাম বিজ্ঞান। বিষয় জ্ঞানের বিলক্ষণ যে শুদ্ধ জ্ঞান তাহাকেই বিজ্ঞান বলে। বস্তুত জ্ঞান ও বিজ্ঞান এক বস্তু। সাক্ষাৎ চিদ্বস্তুর উপলব্ধিকে জ্ঞান বলে। বিষয় জ্ঞান তিরস্কারপূর্ব্বক শুদ্ধ জ্ঞান স্থাপনার নাম বিজ্ঞান। বস্তু এক হইলেও প্রক্রিয়া পৃথক্ বলিয়া জ্ঞান ও বিজ্ঞান দুইটী পৃথক্ নাম হইয়াছে। তোমরা বিষয় জ্ঞানকে বিজ্ঞান বল। বৈষ্ণবগণ বিষয় জ্ঞানকে যথাস্থ সংস্থাপন করাকে বিজ্ঞান বলেন। তাঁহারা ধনুর্ব্বেদ, আয়ুর্ব্বেদ, জ্যোতিষ, রসায়ন সমস্ত আলোচনা পূর্ব্বক দেখেন এ সমস্তই জড় জ্ঞান। ইহার সহিত জীবের নিত্য সম্বন্ধ নাই। অতএব জীবের নিত্যধর্ম্ম সম্বন্ধে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। যাঁহারা জড় প্রবৃত্তি অনুসারে জড় জ্ঞানের উন্নতি সাধনে রত, তাঁহাদিগকে কর্ম্মকাণ্ডগ্রস্ত বলিয়া জানেন। তাঁহাদিগকে নিন্দা করেন না, কেন না তাঁহারা জড়োন্নতির যত্ন করিয়া বৈষ্ণবের চিদুন্নতির কিয়ৎ পরিমাণে উপকার করেন। তাঁহাদের ক্ষুদ্র জড়ময় জ্ঞানকে আপনারা প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বলেন। তাহাতেই বা আপত্তি কি? একটা নাম লইয়া বিবাদ করা মূঢ়েরই কর্ম্ম।

দি। ভাল, জড়জ্ঞান যদি উন্নত না হইত তবে তোমরা কিরূপে সচ্ছন্দে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে ও ভজন করিতে? অতএব তোমাদেরও জড়োন্নতির চেষ্টা করা উচিত।

অ। প্রবৃত্তি অনুসারে পৃথক্ পৃথক্ লোক পৃথক্ পৃথক্ চেষ্টা করে। কিন্তু সর্ব্ব নিয়ন্তা ঈশ্বর সেই সকল চেষ্টার ফলকে যথাযোগ্য অপর জনগণকে ভাগ করিয়া দেন?

।। ৫ম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা।

দি। প্রবৃত্তি কোথা হইতে হয় ?

অ। পূর্ব্বকর্ম্ম জনিত সংস্কার হইতে প্রবৃত্তি হইয়া উঠে। যাহাদের জড় সম্বন্ধ যতদূর গাঢ় তাহারা ততদূর জড় জ্ঞানে ও জড়জ্ঞান প্রসূত শিল্পাদি কার্য্যে নিপুণ। তাহারা যাহা প্রস্তুত করে, তাহাতে বৈষ্ণবদের সুতরাং উপকার হয়। সে বিষয়ে বৈষ্ণবদিগের চেষ্টার প্রয়োজন থাকে না। দেখ সূত্রধরেরা আপন আপন অর্থোপার্জ্জনের জন্য বিমান প্রস্তুত করে। গৃহস্থ বৈষ্ণবগণ সেই বিমানের উপর শ্রীবিগ্রহ স্থাপনা করেন। মধুমক্ষিকাগণ আপন প্রবৃত্তি অনুসারে মধু সংগ্রহ করে, ভক্তগণ দেব সেবায় সেই মধু গ্রহণ করিয়া থাকেন। জগতে পরমার্থের জন্যই যে সকল লোকে চেষ্টা করে তাহা নয়। নানা প্রবৃত্তি হইতে কার্য্য হয়। মানবগণের প্রবৃত্তি উচ্চ নীচ অনুসারে বহুবিধ। নীচ মানবগণ নীচ প্রবৃত্তির দ্বারা অনেক কার্য্য করে। ঐ সমস্ত কার্য্য উচ্চ প্রবৃত্তির কার্য্যের সহকারী হয়। এইরূপ বিভাগ দ্বারা জগচ্চক্র চলিতেছে। যতপ্রকার জড়াশ্রয় ব্যক্তি আছে, তাহারা জড় প্রবৃত্তি ক্রমে কার্য্য করিয়াও, বৈষ্ণবের চিৎপ্রবৃত্তির সহকারী হয়। তাহারা জানে না যে তাহারা ঐ সকল কার্য্য দ্বারা বৈষ্ণবের উপকার করিবে। কিন্তু বিষ্ণুমায়া দ্বারা মোহিত হইয়া তাহারা ঐ সমস্ত কার্য্য করে। সুতরাং সমস্ত জগতই বৈষ্ণবদিগের অপরিজ্ঞাত কিঙ্কর।

দি। বিষ্ণুমায়া কাহাকে বল ?

অ। মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত চণ্ডী মাহাত্ম্যে যিনি যোগমায়া হরেঃ শক্তি র্ময়া সম্মোহিতং জগৎ ইত্যাদি বাক্য প্রয়োগ আছে তিনিই বিষ্ণুমায়া।

দি। আমি যাঁহাকে মা নিস্তারিণী বলিয়া জানি তিনি কে ?

অ। তিনিই বিষ্ণুমায়া।

দি। (তন্ত্রপুথি খুলিয়া) এই দেখ আমার মা চৈতন্যরূপিণী ইচ্ছাময়ী ত্রিগুণাতীতা ও ত্রিগুণধারিণী বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। তোমার বিষ্ণুমায়া নির্গুণা নহেন। তবে কিরূপে তুমি তোমার বিষ্ণুমায়াকে আমার মার সহিত এক বলিয়া বল ? এই সব কথায় বৈষ্ণবদের গোঁড়ামী দেখিয়া আমাদের ভাল লাগে না।

অ। ভাই দিগম্বর, এখনই রাগ করিও না। তুমি এতদিন পরে আমাকে দেখিতে আসিয়াছ, আমি তোমাকে সন্তোষ করিতে ইচ্ছা করি। বিষ্ণুমায়া বলিলে কি ক্ষুদ্রতা হয় ? ভগবান বিষ্ণু পরম চৈতন্য স্বরূপ একমাত্র সর্ব্বেশ্বর।

সকলেই তাঁহার শক্তি। শক্তি বলিলে কোন বস্তু হয় না। শক্তি বস্তুর ধর্ম্ম। শক্তিকে সকলের মূল বলিলে নিতান্ত তত্ত্ববিরুদ্ধ হয়। শক্তি বস্তু হইতে পৃথক থাকিতে পারেন না। কোন চৈতন্য স্বরূপ বস্তু আগে স্বীকার করা চাই। বেদান্ত বলেন যে শক্তি শক্তিমতোরভেদ অর্থাৎ শক্তি পৃথক্ বস্তু নয়, শক্তিমান পুরুষ এক বস্তু। শক্তি তাঁহার ইচ্ছাধীন গুণ বা ধর্ম্ম। যতক্ষণ শুদ্ধ চৈতন্য আশ্রয় করিয়া শক্তি আপনার কার্য্য পরিচয় দেন, ততক্ষণই সেই শক্তিকে শক্তিমান বস্তু হইতে অভেদ মনে করিয়া চৈতন্যরূপিণী বা ইচ্ছাময়ী ত্রিগুণাতীতা বলিলে ভ্রম হয় না। ইচ্ছা ও চৈতন্য পুরুষাশ্রিত। শক্তিতে ইচ্ছা থাকিতে পারে না। পুরুষের ইচ্ছায় শক্তি কার্য্য করে। তোমার চলচ্ছক্তি আছে, তোমার ইচ্ছা হইলে সেই শক্তির কার্য্য হয়। শক্তি চলিতেছে বলিলে কেবল শক্তিমানের চলাই বুঝায়। শব্দ ব্যবহার কেবল রূপক। ভগবানের একই শক্তি। চিৎকার্য্যে তিনি চিচ্ছক্তি। অচিৎ বা জড় কার্য্যে তিনি জড়শক্তি বা মায়া। বেদ বলেন

পরাস্যশক্তি র্বিবিধৈব শ্রূয়তে।

ত্রিগুণধারিণী শক্তি জড় শক্তি। ব্রহ্মাণ্ড সৃজন ও ব্রহ্মাণ্ড চালন সেই শক্তিরই কার্য্য। এই শক্তিকে পুরাণ ও তন্ত্রে বিষ্ণুমায়া, মহামায়া মায়া ইত্যাদি নামে উক্তি করিয়াছেন। রূপক ভাবে সেই শক্তির বিধি-হরি-হর-জননীত্ব ও শুম্ভ-নিশুম্ভ-নাশকত্ব প্রভৃতি অনেক ক্রিয়া বর্ণিত আছে। যে পর্য্যন্ত জীব বিষয় মগ্ন থাকে সে পর্য্যন্ত সেই শক্তির অধীন। জীবের শুদ্ধ জ্ঞান উদয় হইলে নিজের স্বরূপ বোধ সহকারে সেই শক্তির পাশ হইতে মোচন হয় এবং জীব তখন চিচ্ছক্তির অধীন থাকিয়া চিৎসুখ লাভ করেন।

দি। তোমরা কোন শক্তির অধীন কি না?

অ। হাঁ আমরা জীবশক্তি। মায়া শক্তির পাশ ছাড়িয়া চিচ্ছক্তির অধীনে আছি।

দি। তবে তোমরাও শাক্ত।

অ। হাঁ, বৈষ্ণবগণ প্রকৃত শাক্ত। আমরা চিচ্ছক্তি স্বরূপিণী রাধিকার অধীন। তাঁহার আশ্রয়ে আমাদের কৃষ্ণ ভজন। সুতরাং আমাদের তুল্য আর শাক্ত কে আছে। শাক্ত বৈষ্ণবে আমরা কোন ভেদ দেখি না। চিচ্ছক্তিকে আশ্রয় না করিয়া কেবল মায়া শক্তিতে যাঁহাদের রতি তাঁহারা শাক্ত হইয়াও বৈষ্ণব নহেন, অর্থাৎ কেবল বিষয়ী। শ্রীনারদ পঞ্চরাত্রে শ্রীদুর্গা দেবী

বলিয়াছেন "তববক্ষসি রাধাঽহং রাসে বৃন্দাবনে বনে।" দুর্গাদেবীর বাক্যে বেশ জানা যায় যে শক্তি দুই নন। একই শক্তি চিৎস্বরূপে রাধিকা ও জড় স্বরূপে জড়শক্তি। বিষ্ণুমায়া নির্গুণ অবস্থায় চিচ্ছক্তি ও সগুণ অবস্থায় জড় শক্তি।

দি। তুমি কহিয়াছ, যে তুমি জীব শক্তি, সে কি প্রকার?

অ। গীতায় ভগবান বলিয়াছেন ;—

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনোবুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাং।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥

ভূমি, জল, অনল, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার এই আটটী আমার অপরা অর্থাৎ জড়া প্রকৃতির পৃথক্ পৃথক্ অষ্ট প্রকার পরিচয়। জড় মায়ার অধিকারে এই আটটী আছে। এই জড়া প্রকৃতি হইতে শ্রেষ্ঠা ও পৃথক্ আমার জীব স্বরূপা আর একটী প্রকৃতি আছে যে প্রকৃতি দ্বারা এই জড় জগৎ উপলব্ধ বা দৃষ্ট হয়। দিগম্বর! তুমি ভগবদ্গীতার মাহাত্ম্য জান? এই গ্রন্থখানি সর্ব্ব শাস্ত্রের নিষ্কর্ষ উপদেশ ও সর্ব্বপ্রকার বিতর্কের মীমাংসা। ইহাতে স্থির হইয়াছে যে জড় জগৎ হইতে তত্ত্বত পৃথক্ একটী জীবতত্ত্ব আছে। সে তত্ত্বই ভগবানের একপ্রকার শক্তি। তাহাকে পণ্ডিতেরা তটস্থশক্তি বলেন। সে শক্তি জড় শক্তি হইতে শ্রেষ্ঠ এবং চিচ্ছক্তি হইতে লঘু। অতএব জীব মাত্রেই কৃষ্ণের শক্তি বিশেষ।

দি। কালীদাস! তুমি ভগবতীগীতা দেখিয়াছ?

অ। হাঁ আমি পূর্ব্বে সে গ্রন্থ পড়িয়াছিলাম।

দি। তাহাতে কেমন তত্ত্ব কথা?

অ। ভাই দিগম্বর! যে পর্য্যন্ত লোকে মিশ্রি না খায় সে পর্য্যন্ত গুড়ের অধিক প্রশংসা করে।

দি। ভাই! এটা তোমার গোঁড়ামী। দেবী ভাগবত ও দেবীগীতা সর্ব্ব লোকে আদর করে, কেবল তোমারই সেই দুই গ্রন্থের নাম শুনিতে পার না।

অ। ভাই! তুমি দেবীগীতা পড়িয়াছ?

দি। না মিথ্যা কেন বলিব, আমি ঐ দুইখানি গ্রন্থ নকল করিতে গিয়াছিলাম কিন্তু পাই নাই।

অ। যে গ্রন্থ পড় নাই, তাহা ভাল কি মন্দ কি করিয়া বলিবে? এটা আমার গোঁড়ামী হইল কি তোমার?

দি। ভাই! তোমাকে আমি চিরদিন একটু ভয় করি। তুমি বড় বাচাল ছিলে। আবার এখন বৈষ্ণব হইয়া বিশেষ বাচাল হইয়া পড়িয়াছ। আমি যে কথা বলি তুমি কাটিয়া দিতেছ।

অ। আমি দীন হীন মূর্খ বটে, কিন্তু আমি দেখিয়াছি যে বৈষ্ণবধর্ম্ম ব্যতীত আর শুদ্ধ ধর্ম্ম নাই। তুমি চিরদিন বৈষ্ণব সঙ্গে বিদ্বেষ করিয়া, নিজের মঙ্গল পথ দেখিলে না।

দি। (একটু চটিয়া) হাঁ আমি এত ভজন সাধন করি। তুমি বল কোন মঙ্গল পথ দেখিলে না। আমি কি এতদিন ঘোড়ার ঘাস কাটছি? এই দেখ তন্ত্র সংগ্রহ খানা কি কম পরিশ্রমে হইয়াছে। তুমি সভ্যতা ও বিজ্ঞানকে নিন্দা করিয়া বৈষ্ণবগিরি করিবে, ইহাতে আমি কি করিতে পারি। চল, সভ্যমণ্ডলি তোমাকে ভাল বলে কি আমাকে, দেখা যাউক।

অ। (মনে মনে, প্রায় কুসঙ্গ ঘোচে) ভাল ভাই! তুমি যখন মরিবে, তোমার সভ্যতাও প্রাকৃত বিজ্ঞান তোমার কি কাজ করিবে?

দি। কালীদাস! তুমিও যেমন, মরণের পর কি আর কিছু আছে? যতক্ষণ বেঁচে থাক সভ্যতার সহিত লোকের যশ গ্রহণ কর, পঞ্চ মকারাদি দ্বারা আনন্দ কর, মা নিস্তারিণী মরণের সময়ে যথায় যেমন করিয়া থাকা উচিত সেইরূপ রাখিবেন। মরণ হইবে বলিয়া এখনকার ক্লেশ কেন সহ্য কর বলা যায় না। যখন পঞ্চে পঞ্চ মিশাইবে, তখন আর তুমি কোথায় থাকিবে। এই সংসারই মায়া, যোগমায়া, মহামায়া। ইনিই তোমাকে সুখ দিতে পারেন এবং মরণান্তে অবশ্যই মুক্তি দিবেন। শক্তি ব্যতীত আর কিছুই নাই। শক্তি হইতে উঠিয়াছ, শক্তিতে পুনরায় যাইবে। শক্তি সেবা কর। বিজ্ঞানে শক্তির বল দেখ। যত্ন করিয়া নিজ যোগবল বৃদ্ধি কর। শেষে সেই অব্যক্ত শক্তি ব্যতীত আর কিছুই নাই। তোমরা কোথা থেকে এক গাঁজাখুরী চৈতন্য পুরুষের গল্প আনিয়াছ। সেই গল্প বিশ্বাস করিয়া ইহকালে কষ্ট পাইতেছ ও পরকালে আমাদের অপেক্ষা কি অধিক পাইবে তাহা জানি না। পুরুষের সহিত কাজ কি? শক্তি সেবা কর, শক্তিতে লয় হইয়া নিত্য অবস্থান করিবে।

অ। ভাই! তুমি ত জড়শক্তি লইয়া মুগ্ধ হইলে। যদি চৈতন্য পুরুষ থাকে তবে মরণের পর তোমার কি হইবে? সুখ কাহাকে বল? মনের সন্তোষের নাম সুখ। আমি সমস্ত জড়ীয় সুখ বর্দ্ধন করিয়া মনের সন্তোষরূপ সুখ পাইতেছি। যদি পরে কিছু থাকে তাহাও আমার। তুমি সন্তুষ্ট নও। যত ভোগ কর, ততই ভোগতৃষ্ণা বৃদ্ধি হয়। সুখ যে কি বস্তু তাহা বুঝিলে না। কেবল সুখ সুখ করিয়া ভাসিতে ভাসিতে এক দিন পতন হইয়া দুঃখের সমুদ্রে পড়িবে।

দি। আমার যা হয় হবে। তুমি ভদ্র সঙ্গ ত্যাগ করিলে কেন?

অ। আমি ভদ্রসঙ্গ ত্যাগ করি নাই। বরং তাহাই লাভ করিয়াছি। অভদ্র সঙ্গ ত্যাগ করিবার চেষ্টা করিতেছি।

দি। অভদ্র সঙ্গ কিরূপ?

অ। রাগ না করিয়া শুন অমি বলি;—

একাদশে;—

যাবত্তে মায়য়াস্পৃষ্টা ভ্রমাম ইহ কর্ম্মভিঃ।
তাবৎ ভবৎপ্রসঙ্গানাং সঙ্গঃ স্যান্নভবেভবে॥

হে ভগবন্! যে পর্য্যন্ত তোমার অপারমায়া দ্বারা স্পৃষ্ট হইয়া এই কর্ম্মমার্গে ভ্রমণ করিব সে পর্য্যন্ত তোমার প্রসঙ্গবিৎ সাধুদিগের সঙ্গ জন্মে জন্মে ঘটিবে না। সপ্তমে;—

অসদ্ভিঃ সহ সঙ্গস্তু ন কর্ত্তব্যঃ কদাচন।
যস্মাৎসর্ব্বার্থহানিঃ স্যাদধঃপাতশ্চজায়তে॥

কাত্যায়ন বাক্যে,—

বরং হুতবহজ্বালা পঞ্জরান্তর্ব্ব্যবস্থিতিঃ।
ন শৌরি চিন্তা বিমুখ জনসম্বাস বৈশসং॥

বরং অগ্নিতে পুড়িয়া মরি বা পঞ্জর মধ্যে চির আবদ্ধ হইলেও ভাল তবুও কৃষ্ণ চিন্তা বিমুখ জনের সঙ্গ দুঃখ যেন না হয়। তৃতীয়ে;—

সত্যং শৌচং দয়া মৌনং বুদ্ধি হ্রীঃশ্রীর্যশঃক্ষমা।
শমো দমো ভগশ্চেতি যৎসঙ্গাদ্ যাতি সংক্ষয়ং॥

তেষ্বশান্তেষু মূঢ়েষু যোষিৎক্রীড়া মৃগেষুচ।
সঙ্গং ন কুর্য্যাচ্ছোচ্যেষু খণ্ডিতাত্মস্বসাধুষু॥

যে সকল লোক অশান্ত মূঢ় ও স্ত্রীলোকদিগের ক্রীড়া মৃগ তাহাদের সঙ্গে সত্য শৌচ দয়া মৌন বুদ্ধি লজ্জা শ্রী যশ ক্ষমা শম দম ও ভগ সমস্তই ক্ষয় প্রাপ্ত হয় সেই সকল আত্মবিরোধী অসাধু শোচ্য পুরুষদিগের সহিত কখন সঙ্গ করিবে না। গারুড়ে ;—

অন্তং গতোপি বেদানাং সর্ব্বশাস্ত্রার্থবেদ্যপি।
যো ন সর্ব্বেশ্বরে ভক্ত স্তং বিদ্যাৎপুরুষাধমং॥

ষষ্ঠে ;—

প্রায়শ্চিত্তানি চীর্ণানি নারায়ণপরাঙ্মুখং।
ন নিষ্পুনন্তি রাজেন্দ্র স্বরাকুম্ভমিবাপগাঃ॥

স্কান্দে ;—

হন্তি নিন্দতি বৈ দ্বেষ্টি বৈষ্ণবান্নাভিনন্দতি।
ক্রুধ্যতে যাতিনোহর্ষং দর্শনে পতনানিষট্॥

দিগম্বর! এই সকল অসৎ সঙ্গ করিলে জীবের মঙ্গল হয় না। এই সকল লোকের সমাজ সংগ্রহে কি লাভ আছে ?

দি। ভাললোকের সহিত আলাপ করিতে আসিয়াছিলাম। আমরা সকলেই অভদ্র হইয়া পড়িলাম। এখন তুমি শুদ্ধ বৈষ্ণব সঙ্গ কর, আমি নিজ গৃহে গমন করি।

অ। (মনে মনে, হয়ে এসেচে, এখন একটু মিষ্ট কথা ভাল) ঘরে ত অবশ্যই যাইবে। তুমি আমার বাল্য বন্ধু, তোমাকে ছাড়িতে ইচ্ছা করে না। কৃপা করিয়া যদি আসিয়াছ, তবে এখানে কিয়ৎকাল থাকিয়া কিছু প্রসাদাদি পাইয়া যাও।

দি। কালীদাস! তুমি ত জান, আমার কিছু খাওয়া দাওয়া সয় না। আমি হবিষ্যাশী। হবিষ্যান্ন পাইয়া আসিয়াছি। তোমাকে দেখিয়া আনন্দ লাভ করিলাম। আবার যদি অবকাশ হয় আসিব। রাত্রে থাকিতে পারিব না। গুরুদত্ত পদ্ধতিমত কিছু ক্রিয়া আছে। আজ ভাই বিদায় হইলাম।

অ। চল, আমি তোমাকে নৌকা পর্য্যন্ত উঠাইয়া দিয়া আসি।

দি। না না তুমি আপনার কর্ম্ম কর। আমার সঙ্গে কএকটী লোক

আছে। এই বলিয়া দিগম্বর শ্যামা বিষয় গান করিতে করিতে চলিয়া গেলেন। অদ্বৈতদাস আপন কুটীরে তখন নির্ব্বিঘ্নে নাম করিতে লাগিলেন।

ইতি নবম অধ্যায়।

সার্ব্বভৌমের উপদেশ।

[পূর্ব্ব প্রকাশিত ১৬০ পৃষ্ঠার পর]

এই খানে যতিশিরোমণি প্রবোধানন্দ সরস্বতী কৃত শ্রীচৈতন্য চন্দ্রামৃতের একটী শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি। যথা;—

ভ্রাতঃ কীর্ত্তয় নাম গোকুলপতে রুদ্দাম নামাবলীং,
যদ্বা ভাবয় তস্য দিব্যমধুরং রূপং জগন্মঙ্গলং।
হন্ত প্রেম মহারসোজ্জ্বলপদে না শাপিতে সম্ভবেৎ,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভো র্যদি কৃপাদৃষ্টিঃ পতন্নস্ত্বয়ি॥

অর্থাৎ—হে ভ্রাতঃ! তুমি ব্রজপতিসুতের প্রস্তাববতী অসংখ্য নামশ্রেণী কীর্ত্তনই কর, অথবা তাঁহার মধুময় মূর্ত্তির ভাবনাই কর, কিন্তু যদি তোমার প্রতি শ্রীচৈতন্য প্রভুর কৃপাদৃষ্টি পতিত না হয়, তবে সেই মহাপ্রেমরসোজ্জ্বল বিষয়ে তোমার আশা নাই।

সে যাহা হউক, এতৎ প্রমাণাদিতেও সার্ব্বভৌমের "অনন্যবেত্তেতি" বাক্যের যাথার্থ্য প্রতিপাদিত হইতেছে, অতএব শ্রীগৌরাঙ্গের সুশীতল চরণ কমল আশ্রয় করাই কলিজীবের পরম লাভ। অতএব শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ও বলিতেছেন;—

"ওরে ভাই ভজ মোর গৌরাঙ্গ চরণ।"
"গৌরাঙ্গ দ্বিজ নট রাজে, বান্ধহ হৃদয় মাঝে,
কি করিবে সংসার শমন।
নরোত্তম দাসে কয়, গোরা সম কেহ নয়,
না চাহিতে দেন প্রেম ধন॥"

বৈষ্ণবদাসানুদাস—শ্রীঅচ্যুত চরণ দাস চৌধুরী।

শ্রীশ্রীনন্দোৎসব।*

বৃন্দাবনে আজু কি আনন্দ। অবতীর্ণ হইলা গোবিন্দ॥
ব্রজবাসী নয়ন চকোর। প্রেমানন্দে হইল বিভোর॥
নিরখিয়ে মুখ শশধর। জুড়াইল তাপিত অন্তর॥
কিবা সে সুন্দর তনুশোভা। ত্রিজগত জন মনোলোভা॥
পদ্মপত্র জিনিয়া নয়ন। হেরি মোহ পায় দেবগণ॥
শ্রুতিযুগ অতি সুগঠিত। বিম্বজ্যোতি অধরে বিম্বিত॥
অতুল সুচারু নাসাদেশ। হেরিয়ে মদন পায় ক্লেশ॥
নিলোৎপল নিন্দি মনোহর। সুকোমল শিশু কলেবর॥
সুবলিত সুগঠিত দেহ। হেরি না ধৈরজ ধরে কেহ॥
বক্ষঃস্থল অতি পরিসর। রত্নহার শোভে তদুপর॥
অতি সুললিত ভুজদ্বয়। মৃণাল গৌরব কৈল ক্ষয়॥
অজ-ভব-বিরিঞ্চি বন্দিত। পাদপদ্ম নানা চিহ্নযুত॥
মুনিজন মানস মোহন। ভক্তজন নয়ন রঞ্জন॥
কি ছার সে কমলের ফুল। হিঙ্গুল বাঁধুলী নহে তুল॥
যাবদীয় শোভার আকর। শিশু পদ অতিমনোহর॥
যার ছায়ে জগৎ জুড়ায়। ভক্তজন আতপত্র প্রায়॥
ত্রিভুবনে নাহি উপমান। সে পদের সেই সে প্রমাণ॥
নিরখিলে শিশুর চরণ। অন্যত্রে না যায় দুনয়ন॥
নন্দরাজ কতই আদরে। বিভূষিত করিয়াছে তারে॥
কোটিদেশ সিংহ শিশু জিনি। রত্নভূষা তাহার সাজনী॥
ত্রিজগৎ শ্রেষ্ঠ শিল্পী আনি। দিয়া নানা রত্নাদিক মণি॥
অশেষ ভূষণ মনোরম। ত্রিজগতে নাহি যার সম॥
হেন সে ভূষণ মনোহর। গড়ায়েছে নন্দ নৃপবর॥
হীরক বলয়া চুড়ী আনি। প্রকোষ্ঠে পরায় নন্দরাণী॥

---

* এই পদ্যটী আমাদের হস্তে আসিয়াও উপযুক্ত সময়ে ছাপা হয় নাই। লেখিকা কিছু মনে করিবেন না।

হীরকের বাজু বাজুবন্ধ। অনন্তাদি যতেক প্রবন্ধ॥
আনি শিশু বাহুতে পরায়। পরশিতে পুলকিত কায়॥
স্বরস্বতী পতির গলায়। স্বরস্বতী হার শোভা পায়॥
হীরকের পদকের সনে। মুকুতা গাঁথিয়া সযতনে॥
পরিসর বক্ষের উপর। দিল রাণী অতি মনোহর॥
আনি নোলকের গজমতি। নাসিকায় পরাইল মতি॥
নিরুপম শ্রবণের মাঝে। হীরকের কর্ণভূষা সাজে॥
কাল অঙ্গে কিবা শোভা পায়। হরকর শ্যামাকালী গায়॥
কিন্তু সেই অঙ্গের কিরণে। হীন প্রভ যত আভরণে॥
অপ্রাকৃত বিশুদ্ধ লাবণ্য। তার কাছে কোথা লাগে অন্য॥
হস্তি দন্ত নির্ম্মিত সুন্দর। কারুকার্য্যে অদ্বিতীয় বর॥
চারি ভিতে রতনাদি সাজে। গৃহ মাঝে পর্য্যঙ্ক বিরাজে॥
কিংখাপের শয্যা অনুপাম। চারিভিতে মুকুতার দাম॥
মখমল চাদর সুন্দর। পাতিয়াছে শয্যার উপর॥
লোহিত সে শয্যা মনোহারী। নীলকান্তমণী বক্ষে ধরি॥
শোভিল অদ্ভুত সে কেমন। ভক্ত হৃদে গোবিন্দ যেমন॥
অনুরাগ রক্ত সেই স্থান। লোহিদ্বর্ণ শয্যার সমান॥
প্রভু ভৃত্য ভৃত্য প্রভুগুণে। বন্দীপ্রায় রহে চির দিনে॥
এইরূপে হৃদি সিংহাসনে। বিরাজ করহে সঙ্গোপনে॥

শ্রীকাদম্বরী দাসী। বীরভূম।

সমালোচন।

আমরা শ্রীযুত বিশ্বেশ্বর ভাগবত শিরোমণি প্রণীত "গুণনিধি সদাচার" নামক সংস্কৃত গদ্য গ্রন্থ পাঠ করিয়া প্রীতি লাভ করিলাম। সংস্কৃত রচনা প্রাঞ্জল ও মনোরম হইয়াছে। যাঁহারা রীতিমত সংস্কৃত পড়েন নাই, তাঁহারাও এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া সুখ লাভ করিতে পারেন। পরমারাধ্য পার্ব্বতীপতি মৃত্যুঞ্জয়ের উপাসনার মাহাত্ম্য বর্ণন করাই এই গ্রন্থের প্রধান উদ্দেশ্য। স্থানে স্থানে স্মার্ত্ত সদাচারও লিখিত হইয়াছে। যে কয়েকটী উপদেশ দেওয়া হইয়াছে তন্মধ্যে ২৭ পত্রে বিবেকানন্দ প্রদত্ত গুরুপাদাশ্রয় সম্বন্ধে যে উপদেশ তাহা সর্ব্বোত্তম

বলিয়া বোধ হয়। মহাযম নামক একটী বকব্রতী বৈষ্ণব চিহ্নধারীর প্রশ্ন যথা ;—মমতু হটাদ্ ভক্তিভূষণো গুরুরস্তি, তেন দীক্ষিতঃ শিক্ষিতঃ শাসিতশ্চ স কিমস্মান্ ভব পারাবারং নেতুং ন শক্নুয়াৎ ? বিবেকানন্দের উত্তর এই যে, "মহাযম ! নতে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুং, দুরাশয়া যে বহিরর্থমানিনঃ। অন্ধা যথান্ধৈরুপনীয়মানা, স্তেপীশ তন্ত্র্যামুরু দাম্নিবদ্ধাঃ॥" অন্যচ্চ "গুরবো বহবঃ সন্তি শিষ্য বিত্তাপহারকাঃ। দুর্লভোয়ং গুরুর্দেবি শিষ্য-সন্তাপহারকঃ॥ এতে স্বয়মেবাসিদ্ধা গুরবঃ কথং পরান্ সাধয়ন্তি। এতে চর্ব্বিত চর্ব্বণাঃ শঠোত্তমাঃ পতিতা নিতরামন্যানপি পাতয়ন্তি।" আমাদের শৈব শাক্তভ্রাতৃগণও এরূপ সদ্গুরুপাদাশ্রয়ের আবশ্যকতার আলোচনা করেন দেখিয়া শুদ্ধ বৈষ্ণবগণ অতিশয় আনন্দ লাভ করিবেন সন্দেহ নাই।

জীব-হিংসাসম্বন্ধে বিবেকানন্দ ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩ এবং ৩৪ পত্রে গল্পছলে যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহা সমীচিন। "মা হিংস্যাৎ সর্ব্বানি ভূতানি" "বায়ব্যং শ্বেত ছাগল মালভেত" "দেবেভ্যঃ পশূন্ হন্যাৎ" "যজ্ঞার্থে পশবঃ সৃষ্টাঃ স্বয়মেব স্বয়ম্ভুবা। অত স্বাং ঘাতয়িষ্যামি তস্মাদ্ যজ্ঞে বধোঽবধঃ॥" ইত্যাদি শাস্ত্র বাক্যের যথাযথ সিদ্ধান্ত হইয়াছে। আমাদের বামাচারী ভ্রাতৃবর্গ শিরোমণি মহাশয়ের সিদ্ধান্ত আদর পূর্ব্বক গ্রহণ করতঃ আমাদিগকে সুখী করুন।

গ্রন্থের ৪৮, ৪৯, ৫০ এবং ৫১ পত্রে যে শূদ্র বর্ণের শালগ্রামার্চ্চানাধিকার সম্বন্ধে প্রশ্ন এবং অর্থলোভী স্মার্ত্তদিগের ব্যবস্থা ও বিবেকান্দের সিদ্ধান্ত লিখিত হইয়াছে, তাহাতে বিষয়টীর সম্পূর্ণ বিচার পরিষ্কার হয় নাই। এ বিষয়টী উত্থাপিত না করিলেই ভাল হইত, কেননা ভাগবত শিরোমণি মহাশয় শ্রীহরি-ভক্তি বিলাসের সপ্রমাণ সিদ্ধান্ত বাক্য সকল অবশ্যই অবগত আছেন। প্রশ্ন-কর্ত্তা যখন শূদ্রজাত অথচ বিশুদ্ধ ভগবদ্ভক্ত নন, তখন বিশুদ্ধ ভক্ত সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা ঋষিগণ শাস্ত্রে লিখিয়াছেন তাহা দেখাইবার অবসর হয় নাই। বিশুদ্ধ বৈষ্ণবগণ মনে করিতে পারেন যে ভাগবত শিরোমণি মহাশয় বিজ্ঞাপনের শেষ ভাগে আপনাকে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রিয় বৈষ্ণবদাসানুদাস বলিয়া পরিচয় দিয়াও বুঝি স্বার্থ পর পণ্ডিতদিগের ন্যায় হরিভক্তি বিলাসের বিরোধী। এই-রূপ সন্দিগ্ধ স্থলে সিদ্ধান্ত পরিষ্কার না হইতে পারিলে, এত বড় বিষয় উত্থাপন করাই অসুবিধা জনক।

গুণনিধির শেষ জীবনে শ্রীশিবনাম ও শিবচতুর্দ্দশী ব্রত মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিয়া বিশুদ্ধ বৈষ্ণবগণ অবশ্য পরমানন্দ লাভ করিবেন।

নামাভাসের এইরূপ মাহাত্ম্য। নিরপরাধে শিব নাম করিতে পারিলে, নির্ব্বাণ সুখ তিরস্কারি পরমানন্দময় ভগবন্নাম রস শীঘ্রই সম্পূর্ণরূপে উদয় হয় এবং জীব তখন 'স্বে মহিম্নি মহীয়তে' এই বাক্যোদিত চরমানন্দ লাভ করিতে পারেন।

তত্ত্ববিবেক

বা শ্রীসচ্চিদানন্দানুভূতিঃ।

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ১২০ পৃষ্ঠার পর]

বস্তুনঃ পরিণামাদ্বা বিবর্ত্তভাবতঃ কিল।
জগদ্বিচিত্রিতা সাধ্যা জগদন্যং ন বর্ত্ততে॥ ৩১॥

একমতে পরিণাম মানাই স্থির হইল। তখন আর একটী অদ্বৈতবাদী বলিয়া উঠিলেন কি? ব্রহ্মের দোষস্বীকার করা উচিত নয়। ব্রহ্মকে পরিণামী বলিলে তাহার ব্রহ্মতা বজায় থাকিবে না। পরিণামবাদ দূর করিয়া বিবর্ত্তবাদ গ্রহণ কর। ব্রহ্মের অবস্থান্তর নাই, অতএব পরিণাম অসম্ভব। তত্ত্বজ্ঞানে ব্রহ্মের স্থিতিমান; এবং তত্ত্বজ্ঞানের অভাব স্থলে অন্যথা বুদ্ধিরূপ বিবর্ত্ত প্রতীতি মানিলে আমাদের মতটী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইবে। রজ্জুতে সর্পজ্ঞান হইতে ভয়াদি বিচিত্রতা হয়। শুক্তিতে রজতজ্ঞানে আশাদি বিচিত্রতা দেখিতে পাই। অতএব বিবর্ত্ত মানিলে আর ব্রহ্মেও দোষ হয় না এবং জগৎ যে মিথ্যা; কেবল অজ্ঞান প্রতীতি মাত্র এই মাত্র সিদ্ধ হয়। জগৎ নাই জীবন নাই। ব্রহ্ম আছেন এবং জগৎ প্রতীতির একটী ভাণ মাত্র আছে। ঐ ভাণকে বিশেষরূপে বুঝিতে গিয়া তাহার নাম অবিদ্যা মায়া ইত্যাদি অভিধানে পাওয়া গেল। ভাণ কখনই তত্ত্বান্তর নয়, অতএব বস্তু একই রহিল, অধিক হইল না। বস্তু পারমার্থিক ও ভাণ ব্যবহারিক ইহাই স্থির হইল। ব্যবহারিক বুঝি পারমার্থিক জ্ঞান কর্ত্তৃক পরাজিত হইলে এক বস্তু সিদ্ধির সহিত ব্যবহারিক ভাণ বিনষ্ট হইয়া যায়; এবং মুক্তি আসিয়া উপস্থিত হয়॥ ৩০॥

[ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

মাঘ ১৩০০। জানুয়ারি ১৮৯৪। শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্রাব্দাঃ ৪০৮।

সজ্জনতোষণী।

পরমার্থ সাধক সমস্ত বিষয় সমালোচনী মাসিক পত্রিকা।

৫ম খণ্ড। ১০ম সংখ্যা।

শ্রীকেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ

সম্পাদক।

অশেষ-ক্লেশ-বিশ্লেষি-পরেশাবেশ-সাধিনী।
জীয়াদেষা পরাপত্রী সর্ব্ব সজ্জনতোষণী॥

বিষয় বিবরণ।

কার্য্যাধ্যক্ষ

শ্রীরাধিকাপ্রসাদ দত্ত।

(ভক্তিভবন, ১৮১ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট,—রামবাগান)

কলিকাতা;

১৩৩ নং মস্‌জিদ্‌বাড়ী ষ্ট্রীট "হরি যন্ত্রে"

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা এক টাকা মাত্র। স্বতন্ত্র ডাকমাশুল নাই।

প্রাপ্তি স্বীকার।

৫ম খণ্ডের বার্ষিক ভিক্ষাপ্রদাতা গ্রাহকগণের নাম সজ্জনতোষণীর মলাটে প্রকাশিত হয়। যথা—

শ্রীযুত ভুবনচন্দ্র ভড়	চন্দননগর।
„ মদনমোহন অধিকারী	চিকন্দি।
„ নবকিশোর দে	উত্তর ইটিলী।
„ গোবিন্দলাল সরকার	ভাগলপুর।
„ নকুড়চন্দ্র পাল	গার্ডেন রিচ্।
„ বৈদ্যনাথ সাউ	সাবড়া।
„ ভুবনচন্দ্র সরকার	মাধেপুরা।
„ রামহরি দেব	মেদিনীপুর।
„ কেশবচন্দ্র ভুইঞা,	মেদিনীপুর।
„ অম্বিকাচরণ চক্রবর্ত্তী	সানমুড্‌ড়া।
„ সত্যচরণ লাহিড়ী	কৃষ্ণনগর।
„ বিপিনবিহারী মিত্র	খররাসোল।
„ আশুতোষ মালাকার	বেলডাঙ্গা।
„ জগচ্চন্দ্র চৌধুরী	দিনাজপুর।

শ্রীশ্রীগৌরক্রমচন্দ্রায় নমঃ।

সজ্জনতোষণী।

জৈব-ধর্ম্ম।

দশম অধ্যায়।

নিত্যধর্ম্ম ও ইতিহাস।

অগ্রদ্বীপ নিবাসী অধ্যাপক শ্রীহরিহর ভট্টাচার্য্যের মনে একটী সন্দেহ উদয় হইল। অনেক লোকের সহিত বিচার করিয়াও তাঁহার সন্দেহটী গেল না, বরং তাঁহার চিত্তকে অধিক ক্লেশ দিতে লাগিল। তিনি একদিবস অর্কটীলা গ্রামে শ্রীচতুর্ভুজ ন্যায়রত্নকে জিজ্ঞাসা করিলেন; ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলুন দেখি বৈষ্ণব-ধর্ম্ম কতদিন হইয়াছে ?; হরিহর ভট্টাচার্য্য বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত ও গৃহে কৃষ্ণসেবা করেন। ন্যায়রত্ন মহাশয় ন্যায়শাস্ত্রে প্রায় বিংশতি বৎসর পরিশ্রম করিয়া ধর্ম্মের প্রতি অনেকটা উদাসীন হইয়াছেন। ধর্ম্মের কচকচি ভাল বাসেন না। কেবল শক্তিপূজার সময়ে কিছু কিছু ভক্তি প্রকাশ করেন। হরিহরের প্রশ্নে তাঁহার মনে এই উদয় হইল যে হরিহর বৈষ্ণবধর্ম্মের পক্ষপাতী করিয়া আমাকে একটা লট খটিতে ফেলিবে। এ বিপদ দূর করাই ভাল; এই মনে করিয়া ন্যায়রত্ন মহাশয় বলিলেন, হরিহর, আজ আবার এ কি প্রকার প্রশ্ন ? তুমি মুক্তিপাদ পর্য্যন্ত পড়িয়াছ। দেখ ন্যায় শাস্ত্রে বৈষ্ণবধর্ম্মের কোন কথাই নাই। তবে আমাকে কেন ঐ প্রশ্ন করিয়া বিব্রত কর।

হরিহর বলিলেন, ভট্টাচার্য্য মহাশয়! আমি পুরুষানুক্রমে বৈষ্ণবমন্ত্রে দীক্ষিত। কখনই বৈষ্ণবধর্ম্ম সম্বন্ধে আমার কোন সন্দেহ ছিলনা। আপনি বিক্রমপুরের তর্কচূড়ামণিকে জানেন। তিনি আজকাল বৈষ্ণবধর্ম্মকে নির্ম্মূল করিবার অভিপ্রায়ে দেশ বিদেশে বিরুদ্ধ শিক্ষা দিয়া অনেক অর্থ উপার্জ্জন

করিতেছেন। কোন শাক্তপ্রধান সভায় তিনি বলিয়াছেন যে বৈষ্ণব ধর্ম্মটা নিতান্ত আধুনিক। ইহাতে কোন সার নাই, নীচ জাতীয় লোকেরাই বৈষ্ণব হয়। উচ্চ জাতীয় লোকেরা বৈষ্ণবধর্ম্মকে আদর করে না। সেরূপ বড়-লোকের এইরূপ সিদ্ধান্ত শুনিয়া প্রথমে আমার মনে একটু বেদনা হইয়াছিল। পরে নিজে নিজে চিন্তা করিয়া দেখিলাম যে বঙ্গভূমিতে প্রভু চৈতন্যদেব আসি-বার পূর্ব্বে কোন স্থলেই বৈষ্ণবধর্ম্ম ছিল না। প্রায় সকলেই শক্তিমন্ত্রে উপা-সনা করিতেন। আমাদের মত কতকগুলি বৈষ্ণবমন্ত্রের উপাসক ছিল বটে। কিন্তু সকলেই চরমে ব্রহ্মতত্ত্বকে লক্ষ্য করিত এবং মুক্তির জন্য বিশেষ ব্যস্ত থাকিত। সেরূপ বৈষ্ণবধর্ম্মে পঞ্চোপাসকদিগের সকলেরই সম্মতি ছিল। কিন্তু প্রভু চৈতন্যদেবের পর বৈষ্ণবধর্ম্ম একটী নূতন আকার লাভ করিয়াছে। বৈষ্ণ-বেরা মুক্তি ও ব্রহ্ম এই দুইটী নাম শুনিতে পারেন না। ভক্তিকে যে কি বুঝিয়াছেন তাহা বলিতে পারি না। কানা গরুর ভিন্ন গোঠ, ইহাই এখনকার বৈষ্ণবদের ভিতর দেখিতেছি। আমার প্রশ্ন এই যে এরূপ বৈষ্ণবধর্ম্ম পূর্ব্ব হইতে আসিতেছে, না চৈতন্যদেবের সময় হইতে উদয় হইয়াছে?

ন্যায়রত্ন মহাশয় দেখিলেন যে হরিহরের মনের ভাব আর এক প্রকার। অর্থাৎ হরিহর বৈষ্ণবদের গোঁড়া নয়। ইহা মনে করিয়া মুখটী প্রফুল্ল হইল। বলিলেন হরিহর! তুমি যথার্থ ন্যায় শাস্ত্রের পণ্ডিত বটে। তুমি যাহা মনে করিয়াছ, আমিও তাহাই বিশ্বাস করি। আজ কাল নবীন বৈষ্ণবধর্ম্মের যে ঢেউ উঠিয়াছে তাহাতে তাহাদের বিরুদ্ধে কিছু বলিতে গেলে ভয় হয়। কলি-কাল, আমাদের একটু সাবধান থাকা চাই। এখন অনেক ধনী ভদ্র লোক চৈতন্যমতে প্রবেশ করিয়াছে। তাহারা আমাদিগকে অত্যন্ত অশ্রদ্ধা করে। এমত কি আমাদিগকে শত্রু বলিয়া মনে করে। আমার বোধ হয়, অল্পদিনের মধ্যেই আমাদের ব্যবসায় উঠিয়া যাইবে। আবার তেলী, তাম্লী, সুবর্ণ বণিক সকলেই শাস্ত্র কথা লইয়া বিচার করে, তাহাতে আমাদের বড়ই কষ্ট হইয়াছে। দেখ অনেকদিন হইতে ব্রাহ্মণগণ এমত একটী কল করিয়াছিলেন, যে ব্রাহ্মণ ব্যতীত অপর বর্ণের কোন লোকেই শাস্ত্র পড়িত না। এমত কি ব্রাহ্মণের নিচেই যে কায়স্থ বর্ণ তাহারাও প্রণব উচ্চারণ করিতে সাহস করিত না। আমাদের কথাই সকলে মানিত। কিন্তু আজকাল বৈষ্ণব হইয়া সকলেই তত্ত্ব বিচার করে। তাহাতে আমাদের অত্যন্ত পরাজয় হইতেছে। নিমাই পণ্ডিত হইতেই ব্রাহ্মণের ধর্ম্মটা লোপ হইল। হরিহর! তর্কচূড়ামণি পয়সার খাতিরেই

বলুক্ আর দেখে শুনেই বলুক্ ভাল বলিয়াছে। বৈষ্ণববেটাদের কথা শুনিলে গা জ্বলিয়া যায়। এখন বলে কি যে শঙ্করাচার্য্য ভগবানের আজ্ঞায় মিথ্যা মায়াবাদ শাস্ত্র রচনা করিয়াছেন। বৈষ্ণবধর্ম্মই অনাদি। আজও শতবৎসর হয় নাই যে ধর্ম্মের উৎপত্তি, তাহা আবার অনাদি হইল। উদোর পিণ্ডি, বুধোর ঘাড়ে! বলুক্ যত বলিতে পারে। নবদ্বীপ যেমন ভাল ছিল তেমনই মন্দ হইয়া পাড়য়াছে। বিশেষত নবদ্বীপের মধ্যে গাদিগাছায় কএকটা বৈষ্ণব বসিয়াছে। তাহারা আজ কাল পৃথিবীকে সরার মত দেখিতেছে। তাহাদের মধ্যে দুই তিনটা ভালরকম পণ্ডিত আছে। তাহাদের উৎপাতেই দেশটা উচ্ছন্ন গেল। বর্ণধর্ম্ম, নিত্য মায়াবাদ, দেব দেবীর পূজা সমস্তই লোপ করিতেছে। দেখ আজ কাল আর শ্রাদ্ধ শান্তি অধিক হয় না। অধ্যাপকদিগের কিরূপে চলে ?

হরিহর বলিলেন ভট্টাচার্য্য মহাশয়! ইহার কি প্রতিকার নাই ? এখনও মায়াপুরে পাঁচ সাতজন বড় বড় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আছেন। অপর পারে কুলিয়া গ্রামে অনেকগুলি স্মার্ত্ত ও নৈয়ায়িক আছেন। সকলে মিলিয়া গাদিগাছা আক্রমণ করিলে কি হয় না।

ন্যায়রত্ন বলিলেন হাঁ তাহা হইতে পারিত যদি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের মধ্যে ঐক্য থাকিত। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ ব্যবসায়ছলে পরস্পর হিংসা করিয়া থাকেন। শুনিয়াছি কএকটী পণ্ডিত কৃষ্ণচূড়ামণিকে লইয়া গাদিগাছায় বিচার উত্থাপন করিয়াছিলেন। পরাজয় হইয়া আপন আপন টোলে বসিয়া যাহা কিছু বলিতে হয়, তাহাই বলিতেছেন।

হরিহর বলিলেন, ভট্টাচার্য্য মহাশয়! আপনি আমাদের অধ্যাপক এবং অনেক অধ্যাপকের অধ্যাপক। আপনার কৃত ন্যায় টীকা দেখিয়া অনেকে ফাঁকি শিক্ষা করেন। আপনি গিয়া একবার বৈষ্ণব পণ্ডিতদিগকে পরাজয় করুন। বৈষ্ণবধর্ম্মকে যে আধুনিক ও বেদ সম্মত নয় ইহাই স্থাপন করুন। তাহা হইলে আমাদের পূর্ব্বসম্মত পঞ্চোপাসনা বজায় থাকে।

চতুর্ভুজ ন্যায়রত্নের মনে একটু ভয় আছে। কৃষ্ণচূড়ামণি প্রভৃতি যেখানে পরাজয় লাভ করিয়াছেন, সেখানে গেলে পাছে সেই দশা হইয়া পড়ে। তিনি বলিলেন হরিহর! আমি ছদ্মবেশে যাইব, তুমি অধ্যাপক হইয়া গাদিগাছায় তর্কানল উদ্দীপ্ত কর। হরিহর বলিলেন, আমি অবশ্যই আপনার আজ্ঞা পালন করিব। আগামী সোমবারে ব্যোম্‌মহাদেব বলিয়া গঙ্গাপার হইব।

সোমবার আসিয়া উপস্থিত। হরিহর, কমলাকান্ত, সদাশিব এই তিনজন

অধ্যাপক, অর্কটীলা হইতে শ্রীচতুর্ভুজ ন্যায়রত্নকে লইয়া জাহ্নবী পার হইলেন। বেলা সার্দ্ধ তিন প্রহরের সময় শ্রীপ্রদ্যুম্নকুঞ্জে আসিয়া হরিবোল হরিবোল বলিতে বলিতে দুর্ব্বাসা মুনির ন্যায় মাধবীমণ্ডপে বসিলেন। শ্রীঅদ্বৈতদাস বাহির হইয়া তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনাপূর্ব্বক পৃথক্ পৃথক্ আসন দিয়া বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন আপনাদের আজ্ঞা কি? হরিহর বলিলেন আমরা বৈষ্ণবদিগের সহিত কএকটী বিষয় আলোচনা করিতে আসিয়াছি। অদ্বৈতদাস বলিলেন অত্রস্থ বৈষ্ণবগণ কোন বিষয়ে বিতর্ক করেন না, তবে যদি আপনারা কোন কোন কথা সরলরূপে জিজ্ঞাসা করেন তবে ভাল। সে দিবস কএকটী অধ্যাপক জিজ্ঞাসা ছলে অনেক বিতর্ক করিয়া শেষে মনে মনে কষ্ট পাইয়াছিলেন। আমি পরমহংস বাবাজী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিয়া উত্তর দিব। এই বলিয়া বাবাজী মহাশয়ের কুটীরে প্রবেশ করিলেন।

অদ্বৈতদাস অল্পক্ষণের মধ্যেই আসিয়া আসন সকল পাতিয়া ফেলিলেন। পরমহংস বাবাজী মহাশয় শ্রীমণ্ডপে আসিয়া প্রথমে বৃন্দাদেবীকে, পরে আগন্তুক ভদ্র ব্রাহ্মণগণকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া করযোড়ে জিজ্ঞাসা করিলেন। মহাশয়গণ! আমরা আপনাদের কি সেবা করিতে পারি, আজ্ঞা করুন।

তখন ন্যায়রত্ন বলিলেন আমরা দুই একটী কথা জিজ্ঞাসা করিব, উত্তর করুন। তাহা শুনিয়া পরমহংস বাবাজী মহাশয় শ্রীবৈষ্ণবদাস বাবাজী মহাশয়কে আকর্ষণ করিয়া আনাইলেন। বৈষ্ণব সকল স্থির হইয়া বসিলে ন্যায়রত্ন মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন যে বলুন দেখি, বৈষ্ণবধর্ম্ম পুরাতন কি আধুনিক?

পরমহংস বাবাজী মহাশয়ের ইচ্ছাক্রমে বৈষ্ণবদাস বলিলেন। শ্রীবৈষ্ণব ধর্ম্ম সনাতন ও নিত্য।

ন্যা। বৈষ্ণবধর্ম্ম দুইপ্রকার দেখিতেছি। একপ্রকার বৈষ্ণবধর্ম্ম এই যে ব্রহ্ম নিরাকার। নিরাকার ভজন হয় না। একটী কল্পিত সাকার নিরূপণ করিয়া ভজন করিতে করিতে চিত্ত শুদ্ধ হয়। চিত্ত শুদ্ধ হইলে নিরাকার ব্রহ্মজ্ঞান উদয় হয়। মায়া-কল্পিত রাধাকৃষ্ণরূপ বা রামরূপ বা নৃসিংহরূপ ভজিতে ভজিতে ব্রহ্মজ্ঞান হয়। এই বুদ্ধির সহিত যাহারা বিষ্ণুমূর্ত্তি পূজা করেন ও তন্মন্ত্রে উপাসনা করেন, তাঁহারা পঞ্চোপাসকগণের মধ্যে আপনাদিগকে বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় দেন। আর একপ্রকার বৈষ্ণবধর্ম্ম এই যে ভগবান বিষ্ণু বা রাম বা কৃষ্ণ নিত্য সাকার। সেই সেই মন্ত্রে উপাসনা করিয়া সেইরূপের নিত্য

জ্ঞান ও প্রসাদ লাভ হয়। নিরাকার মত মায়াবাদ, অতএব শাঙ্করী ভ্রম। এই দুইপ্রকার বৈষ্ণবের মধ্যে কোন প্রকারটী সনাতন ও নিত্য।

বৈ। আপনি যেটী শেষে উল্লেখ করিলেন তাহাই বৈষ্ণবধর্ম্ম। তাহা সনাতন। অপরটী নাম মাত্র বৈষ্ণবধর্ম্ম অথচ বৈষ্ণবধর্ম্মের বিপরীত, অনিত্য এবং মায়াবাদের সহিত প্রচলিত হইয়াছে।

ন্যা। এখন বুঝিলাম যে আপনারা চৈতন্যদেব হইতে যে মতটী লাভ করিয়াছেন তাহাই আপনাদের মতে বৈষ্ণবধর্ম্ম। কেবল রাধাকৃষ্ণ রাম নৃসিংহ উপাসনাদ্বারা বৈষ্ণবধর্ম্ম হয় না। চৈতন্যের মত লইয়া রাধাকৃষ্ণাদি উপাসনা করিলে বৈষ্ণবধর্ম্ম হয়। ভাল তাহাই হইল। কিন্তু এরূপ বৈষ্ণবধর্ম্মকে আপনারা কিরূপে সনাতন বলিয়া স্থাপন করেন।

বৈ। বেদশাস্ত্রে এই প্রকার বৈষ্ণবধর্ম্মের শিক্ষা আছে। সমস্ত স্মৃতি শাস্ত্রে এই প্রকার বৈষ্ণবধর্ম্মের উপদেশ। সমস্ত আর্য্য ইতিহাস এই বৈষ্ণবধর্ম্মের গুণ গান করিতেছে।

ন্যা। চৈতন্যদেবের জন্ম আজও দেড়শত বৎসর হয় নাই। তিনিই দেখিতেছি এই মতের প্রবর্ত্তক। তাহা হইলে এ মতটী কিরূপে সনাতন হইতে পারে?

বৈ। যে সময় হইতে জীব হইয়াছে সেই সময় হইতে এই মতও হইয়াছে। জড়ীয়কালে জীবের আদি পাওয়া যায় না; অতএব জীব অনাদি ও জৈবধর্ম্ম রূপ বৈষ্ণবধর্ম্মও অনাদি। ব্রহ্মা সকলের আদি জীব। ব্রহ্মা প্রাদুর্ভূত হইবামাত্রই বৈষ্ণব ধর্ম্মের ভিত্তি মূল যে বেদ সংহিতা বাণী, তাহা উদয় হয়। তাহাই চতুঃশ্লোকীতে লিপিবদ্ধ আছে। মুণ্ডক উপনিষদে এইরূপ কথিত আছে;—

ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ সম্বভূব
বিশ্বস্য কর্ত্তা ভুবনস্য গোপ্তা।
স ব্রহ্মবিদ্যাং সর্ব্ববিদ্যা প্রতিষ্ঠাং
অথর্ব্বায় জ্যেষ্ঠ পুত্রায় প্রাহ॥

সে ব্রহ্ম বিদ্যা কি শিক্ষা দেয় তাহা ঋগ্বেদ সংহিতায় কথিত আছে এবং কঠাদি উপনিষদেও কথিত আছে;—

তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ।
দিবীব চক্ষুরাততং। বিষ্ণোর্যৎ পরমং পদং॥

শ্বেতাশ্বতরে;—

একো দেবো ভগবান্ বরেণ্যো
যোনি স্বভাবানধিতিষ্ঠত্যেকঃ ॥

তৈত্তিরীয়ে।

সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম। যোবেদ নিহিতং গুহায়াং পরমে ব্যোমন্। সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা ॥

ন্যা। আপনি যে তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং বেদ বাক্যদ্বারা বৈষ্ণবধর্ম্ম বলিতেছেন তাহা মায়াবাদান্তর্গত বৈষ্ণবধর্ম্ম নয় ইহা কিরূপে বুঝাইতে পারেন ?

বৈ। মায়াবাদান্তর্গত বৈষ্ণবধর্ম্মে নিত্য আনুগত্য নাই। জ্ঞানলাভ স্থলে নিজের ব্রহ্মতা লাভ স্বীকৃত হইয়া থাকে, কিন্তু কঠে বলিয়াছেন যে ;—

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য স্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনুং স্বাং ॥

আনুগত্য ধর্ম্মই একমাত্র ধর্ম্ম, তদ্দ্বারা সেই পরব্রহ্মের কৃপা হইলে তাঁহার নিত্য রূপ দেখা যায়। ব্রহ্ম জ্ঞানাদি দ্বারা সেরূপ লভ্য হয় না। এই এক দৃঢ় বেদ বাক্যের দ্বারা শুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্মের বেদ মূলত্ব বুঝিতে পারিবেন। যে বৈষ্ণব ধর্ম্ম শ্রীমন্মহাপ্রভু শিক্ষা দিয়াছেন তাহাই সর্ব্ব বেদ সম্মত ধর্ম্ম. ইহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই।

ন্যা। চরমে ব্রহ্মজ্ঞান নয়, কৃষ্ণ ভজনই সাররূপে পাওয়া যায় এরূপ কি বেদ বাক্য পাওয়া যায় ?

বৈ। রসো বৈ সঃ শ্যামাচ্ছবলং প্রপদ্যে, শবলাচ্ছ্যামং প্রপদ্যে এইরূপ বহুতর বেদ বাক্যে চরমে কৃষ্ণ ভজনই লভ্য, তাহা বলিয়াছেন।

ন্যা। কৃষ্ণনাম বেদে আছে কি ?

বৈ। শ্যাম শব্দে কি কৃষ্ণ নয় ? অপশ্যং গোপা মণিপদ্য মানমা ইত্যাদি বেদ বাক্যে গোপ তনয় কৃষ্ণকেই উল্লেখ করেন।

ন্যা। এসব টেনে টুনে অর্থ হয় মাত্র।

বৈ। আপনি যদি বেদ ভালরূপে আলোচনা করেন তবে দেখিবেন যে সকল বিষয়েই বেদ এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকেন। পরবর্ত্তী ঋষিগণ ঐ সকল বেদ বাক্যের যে অর্থ করিয়াছেন তাহাই আমাদের মান্য কর্ত্তব্য।

ন্যা। এখন বৈষ্ণবধর্ম্মের ইতিহাস বলুন।

বৈ। আমি বলিয়াছি যে বৈষ্ণবধর্ম্ম জীবের সঙ্গে সঙ্গে উদয় হইয়াছে।

ব্রহ্মা প্রথম বৈষ্ণব। শ্রীমন্মহাদেব বৈষ্ণব। আদি প্রজাপতিগণ সকলেই বৈষ্ণব। ব্রহ্মার মানস পুত্র শ্রীনারদ গোস্বামী বৈষ্ণব।. এখন দেখিলেন, বৈষ্ণবধর্ম্ম সৃষ্টির সময় হইতে ছিল কি না ? মূল কথা এই যে সকলেই নির্গুণ প্রকৃতি হয় না। যে জীবের প্রকৃতি যতদূর নির্গুণ সে জীব ততদূর বৈষ্ণব। মহাভারত রামায়ণ ও পুরাণ এই সকল গ্রন্থই আর্য্যদিগের ইতিহাস। প্রথম সৃষ্টিকালে বৈষ্ণবধর্ম্ম দেখিলেন। আবার যখন দেব, নর, দৈত্য প্রভৃতি পৃথক্ পৃথক্ বর্ণিত হইয়াছে তখন প্রথম হইতেই আমরা প্রহ্লাদ ও ধ্রুবকে পাই। যে সকল ব্যক্তিরা বিশেষ যশস্বী তাহাদেরই নাম ইতিহাসে লিখিত হইয়াছে। বস্তুত প্রহ্লাদ ও ধ্রুবের সময় আরও কতশত বৈষ্ণব ছিলেন তাহা বলা যায় না। ধ্রুব মনু পুত্র এবং প্রহ্লাদ কশ্যপ প্রজাপতির পৌত্র। ইহাঁরা অত্যন্ত আদিকালের লোক ইহাতে সন্দেহ নাই। ইতিহাসের আরম্ভ কালেই শুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্ম দেখিতে পাইতেছেন। পরে চন্দ্র সূর্য্য বংশীয় রাজাগণ ও ভাল ভাল মুনি ও ঋষিগণ সকলেই বিষ্ণু পরায়ণ হইয়াছিলেন। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর তিন যুগেই এরূপ উল্লেখ আছে। কলিকালে দাক্ষিণাত্য প্রদেশে শ্রীরামানুজ, শ্রীমধ্বাচার্য্য ও শ্রীবিষ্ণু স্বামী এবং পাশ্চাত্য প্রদেশে শ্রীনিম্বাদিত্য স্বামী বহু সহস্র ব্যক্তিগণকে বিশুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্মে আনয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের কৃপায় বোধ হয় ভারতের অর্দ্ধ সংখ্যক মনুষ্য মায়া সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া ভগবচ্চরণাশ্রয় লাভ করিয়াছেন। এই বঙ্গদেশে আমার হৃদয়নাথ শ্রীশচীনন্দন দেখুন কত দীন ও পতিত লোককে উদ্ধার করিলেন ! এ সমস্ত দেখিয়াও আপনার বৈষ্ণবধর্ম্মের মাহাত্ম্য নয়ন গোচর হয় না !

ন্যা। হাঁ কিন্তু প্রহ্লাদাদি কি প্রকার বৈষ্ণব বলা যায় না।

বৈ। শাস্ত্র বিচার করিলে অবশ্য জানা যায়। যখন ষণ্ডামার্কের শিক্ষিত মায়াবাদ দূষিত ব্রহ্মজ্ঞান ত্যাগপূর্ব্বক হরিনাম সার করিয়াছিলেন, তখন প্রহ্লাদ যে শুদ্ধ ভক্ত ছিলেন ইহাতে সন্দেহ নাই। মূল কথা এই যে একটু নিরপেক্ষ ও সূক্ষ্ম দৃষ্টি ব্যতীত শাস্ত্র তাৎপর্য্য বুঝা যায় না।

ন্যা। যদি বৈষ্ণবধর্ম্ম এইরূপে চিরকাল আসিতেছে তবে চৈতন্য মহাপ্রভু কি নূতন কথা শিক্ষা দিলেন যাহাতে তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতে হইবে।

বৈ। বৈষ্ণবধর্ম্ম একটী পদ্মপুষ্পের ন্যায় কাল সহকারে প্রস্ফুটিত হইতে-ছেন। প্রথম কলিকা পরে একটু বিকচিতভাবে এবং ক্রমশঃ পূর্ণ বিকচিত ভাব প্রাপ্ত পুষ্পবৎ। ব্রহ্মার সময়ে শ্রীভাগবতের চতুঃশ্লোকী সম্মত ভগবজ্জ্ঞান

মায়াবিজ্ঞান, ভক্তি সাধন ও প্রেম কেবল অঙ্কুর রূপে জীব হৃদয়ে প্রকাশ হইতেছিল। প্রহ্লাদাদির সময়ে কলিকা আকার দেখা গেল। ক্রমশঃ বাদরায়ণ ঋষির কালে কলিকা গুলি বিকচিত হইতে আরম্ভ হইয়া বৈষ্ণব ধর্ম্মের আচার্য্যগণের সময়ে পুষ্পাকারে দেখা গেল। শ্রীমন্মহাপ্রভু উদয় হইলে প্রেম পুষ্প সম্পূর্ণ বিকচিত হইয়া জগজ্জনের হার্দ্দ নাশিকায় পরম রমণীয় সৌরভ প্রদান করিতে লাগিল। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীবৈষ্ণব ধর্ম্মের পরম নিগূঢ় ভাব সে নাম প্রেম তাহাই জগজ্জীবের ভাগ্যে প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীনাম সংকীর্ত্তন যে পরম আদরের ধন তাহা কি আর কেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন ? যদিও শাস্ত্রে ছিল তথাপি জীবচরিত গত হয় নাই। আহা! শ্রীমন্মহা প্রভুর উদয় হইবার পূর্ব্বে প্রেম রস ভাণ্ডার কি এরূপে কখন বিতরিত হইয়াছিল ?

ন্যা। ভাল যদি আপনাদের প্রেম কীর্ত্তনাদি এত উপাদেয় হয়, তাহা হইলে পণ্ডিত মণ্ডলীতে ইহার আদর হয় না কেন ?

বৈ। কলিকালে পণ্ডিত শব্দের অর্থ বিপর্য্যয় হইয়াছে। শাস্ত্রে উজ্জ্বলা বুদ্ধির নাম পণ্ডা তাহা যাঁহাদের আছে তাঁহাদিগকেই পণ্ডিত বলা যায়। কিন্তু এ সময়ে যিনি ন্যায়ের নিরর্থক ফাঁকি ও স্মৃতি শাস্ত্রের লোক রঞ্জক অর্থ করিতে পারেন তাঁহাকেই পণ্ডিত বলে। এরূপ পণ্ডিতগণ কিরূপে ধর্ম্মতাৎপর্য্য ও শাস্ত্রের যথার্থ অর্থ বুঝিতে বা বুঝাইতে পারিবেন ? নিরপেক্ষ ভাবে সর্ব্ব শাস্ত্র আলোচনা করিলে যাহা পাওয়া যায় তাহা কি ন্যায়ের ফাঁকি সিদ্ধান্তে লাভ হয়। বস্তুতঃ যাহারা আত্মবঞ্চনা ও জগদ্বঞ্চনায় পটু তাঁহারাই কলিকালে পণ্ডিত। এই সকল পণ্ডিত মণ্ডলিতে ঘট পট লইয়া বিতর্ক হয়। বস্তুজ্ঞান ও সম্বন্ধ তত্ত্ব এবং জীবের চরম প্রয়োজন ও তাহার উপায় লইয়া কোন বিচার উঠিবার সম্ভব নাই। তত্ত্ব বিচার হইলে, তবে প্রেম কীর্ত্তনাদি যে কি বস্তু তাহা জানা যায়।

ন্যা। ভাল, পণ্ডিত ভাল নাই তাহা মানিলাম ; কিন্তু উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ কেন আপনাদের বৈষ্ণবধর্ম্ম স্বীকার করেন না। ব্রাহ্মণবর্ণ সাত্ত্বিক। স্বভাবতঃ সত্যপথে ও উচ্চধর্ম্ম ব্রাহ্মণের রুচি হয়। তবে কেন ব্রাহ্মণগণ অধিকাংশই বৈষ্ণবধর্ম্মের বিরোধী হন ?

বৈ। আপনি জিজ্ঞাসা করিতেছেন বলিয়া আমি বলিতে বাধ্য হইতেছি। বৈষ্ণবগণ স্বভাবতঃ অন্য লোকের চর্চ্চা করেন না। দেখুন যদি আপনার

মনে দুঃখ ও ক্রোধ না হয় এবং সত্য জানিবার ইচ্ছা জন্মে, তবে আমি আপনকার শেষ প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করি।

ন্যা। যাহা হউক আমরা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া শম দম তিতিক্ষার পক্ষপাতী। আমরা আপনার কথা সহ্য করিতে পারিব না এমত নয়। আপনি স্পষ্টরূপে বলুন আমি অবশ্য ভাল কথা স্বীকার করিব।

বৈ। দেখুন শ্রীরামানুজ, মধ্ব, বিষ্ণুস্বামী ও নিম্বাদিত্য ইহারা সকলেই ব্রাহ্মণ। তাঁহাদের সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণশিষ্য। আবার গৌড়দেশে আমার মহাপ্রভু বৈদিক ব্রাহ্মণ। আমার নিত্যানন্দ প্রভু রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ। আমার অদ্বৈতপ্রভু বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ। আমার গোস্বামী ও মহান্তগণ অধিকাংশই ব্রাহ্মণ। সহস্র সহস্র ব্রহ্ম কুলতিলক শ্রীবৈষ্ণব ধর্ম্মের আশ্রয় লইয়া এই নির্ম্মল ধর্ম্ম জগতে প্রচার করিতেছেন। আপনি কেন বলেন যে উচ্চ শ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা বৈষ্ণব ধর্ম্মে আদর করেন না? আমরা জানি যে সকল ব্রাহ্মণগণ বৈষ্ণবধর্ম্ম আদর করেন, তাঁহারা অতি উচ্চ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। তবে কুল দোষে, সংসর্গ দোষে ও অসৎ শিক্ষা দোষে, কতকগুলি ব্রাহ্মণ বংশীয় লোক বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষ করেন। তদ্দ্বারা তাঁহারা যে ব্রাহ্মণত্বের পরিচয় দেন তাহা নয়। নিজের নিজের অসৌভাগ্যের ও অপগতির পরিচয় দিয়া থাকেন। বিশেষতঃ শাস্ত্রমতে কলিকালে সদ্ব্রাহ্মণ অল্প। সেই অল্প ভাগই বৈষ্ণব। ব্রাহ্মণ যে সময়ে বেদ মাতা বৈষ্ণবী গায়ত্রী লাভ করেন সেই সময় হইতেই তিনি দীক্ষিত বৈষ্ণব। কাল দোষ বশতঃ পুনরায় অবৈদিক দীক্ষা দ্বারা বৈষ্ণবতা পরিত্যাগ করেন। অতএব বৈষ্ণব ব্রাহ্মণের সংখ্যা অল্প দেখিয়া কোন অপসিদ্ধান্ত করিবেন না।

ন্যা। নীচ জাতির মধ্যে অধিকাংশই কেন বৈষ্ণব ধর্ম্ম স্বীকার করে?

বৈ। তাহাতে কোন সন্দেহের কারণ নাই। নীচ জাতির মধ্যে অনেকে দৈন্য স্বীকার করায় বৈষ্ণব দিগের দয়ার পাত্র হন। বৈষ্ণব কৃপা ব্যতীত বৈষ্ণব হওয়া যায় না। জাতিমদ, ধনমদ ইত্যাদি মদে মত্ত থাকিলে দৈন্য হয় না। সুতরাং বৈষ্ণব কৃপা সে সকল লোকের পক্ষে দুর্ল্লভ।

ন্যা। এ বিষয় আর জানিতে ইচ্ছা করি না। আপনি দেখিতেছি ক্রমশঃ কলির ব্রাহ্মণের সম্বন্ধে শাস্ত্রে যে সকল কঠিন কথা আছে, তাহাই বলিবেন। রাক্ষসাঃ কলিমাশ্রিত্য জায়ন্তে ব্রহ্ম যোনিষু ইত্যাদি শাস্ত্র বাক্য শুনিলে আমাদের মনে বড় দুঃখ হয়। এই জন্য আর ও সব কথা উঠাইব না। এখন

বলুন আপনারা অপার জ্ঞান সমুদ্র স্বরূপ শ্রীশঙ্কর স্বামীকে কেন আদর করেন না ?

বৈ। এ কথা কেন বলেন ? আমরা শ্রীশঙ্কর স্বামীকে শ্রীমন্মহাদেবের অবতার বলিয়া জানি। শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহাকে আচার্য্য বলিয়া সম্মান করিবার শিক্ষা দিয়াছেন। আমরা কেবল তাঁহার প্রকাশিত মায়াবাদ স্বীকার করি না। মায়াবাদ বেদোদিত ধর্ম্ম নয়। ইহা প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমত। আসুরিক প্রবৃত্তির লোকদিগকে ঐ মতে স্থির করিয়া রাখিবার জন্য ভগবানের আজ্ঞায় বেদ, বেদান্ত, গীতাদির অর্থান্তর করিয়া আচার্য্য অদ্বৈত বাদ প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাতে আচার্য্যের দোষ কি, যে তাঁহাকে নিন্দা করা যাইবে ? বুদ্ধদেব ও ভগবদবতার। তিনি বেদ বিরুদ্ধ মত প্রকাশ ও প্রচার করিয়াছেন বলিয়া কোন্ আর্য্যসন্তান তাঁহাকে নিন্দা করিয়া থাকেন ? যদি বলেন শ্রীভগবানের ও শ্রীমহাদেবের এরূপ কার্য্য সুন্দর নয়, কেন না ইহাতে বৈষম্য দোষ পড়ে। তবে তদুত্তরে আমরা এই কথা বলি যে বিশ্বপাতা ভগবান ও তাঁহার কর্ম্ম সচিব শ্রীমহাদেব সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ব মঙ্গল ময়। তাঁহাদের বৈষম্য দোষ হইতে পারে না। তাঁহাদের কার্য্যের গম্ভীরার্থ ক্ষুদ্র জীব বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাদিগকে নিন্দা করে। যে বিষয়ে মানবের চিন্তা শক্তি যাইতে পারে না, সে কথা উত্থাপন করিয়া ঈশ্বরের এরূপ কার্য্য ভাল হয় নাই, এরূপ হইলে ভাল হইত এমন কথা বলা সুবিজ্ঞ লোকের পক্ষে উচিত নয়। আসুরিক স্বভাব ব্যক্তিদিগকে মায়াবাদে আবদ্ধ রাখার যে কি প্রয়োজন তাহা সেই সর্ব্ব নিয়ন্তা পরমেশ্বরই জানেন। জীব সৃষ্টি করা ও প্রলয়ে সর্ব্ব জীবের ধ্বংশ করার যে কি প্রয়োজন তাহা আমাদের জানার উপায় নাই। সমুদায়ই ভগবল্লীলা। যাঁহারা ভগবৎ পরায়ণ তাঁহারা ভগবল্লীলা শ্রবণেই আনন্দ লাভ করেন। তাহাতে বিতর্ক করেন না।

ন্যা। ভাল, মায়াবাদ যে বেদ, বেদান্ত ও গীতা বিরুদ্ধ তাহা আপনারা কেন বলেন ?

বৈ। আপনি যদি উপনিষদ্গুলি ও বেদান্ত সূত্রগুলি ভাল করিয়া বিচার করিয়া থাকেন তবে বলুন কোন্ মন্ত্র ও কোন্ সূত্রে মায়াবাদ পাওয়া যায় ? আমি সেই সকল মন্ত্র ও সূত্রের যথার্থ অর্থ দেখাইয়া দিব। কোন কোন বেদ মন্ত্রে মায়াবাদের আভাস মাত্র পাওয়া যায়, কিন্তু অগ্র পশ্চাৎ দেখিলে সে অর্থ অতি অল্পক্ষণেই দূর হয়।

ন্যা। ভাই! আমার উপনিষদ্ ও বেদান্ত সূত্র পড়া নাই। আমরা ন্যায় শাস্ত্রের কথা হইলে সকল বিষয়ে কোমর বাঁধিতে পারি। ঘটকে পট করিতে পারি, পটকে ঘট করিতে পারি। গীতা কিছু কিছু পড়া আছে, কিন্তু তাহাতে বিশেষ প্রবেশ নাই। আমি কাযে কাযেই এখানে নিরস্ত হইলাম। ভাল আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। আপনি বড় পণ্ডিত। ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিবেন। বৈষ্ণবগণ বিষ্ণু প্রসাদ ব্যতীত অন্যান্য দেব দেবীর প্রসাদে কেন অশ্রদ্ধা প্রকাশ করেন?

বৈ। আমি পণ্ডিত নই। নিতান্ত মূর্খ। যাহা বলিতেছি, তাহা ঐ পরমহংস গুরুদেবের কৃপা বলে, ইহাই জানিবেন। শাস্ত্র অপার। কেহই সকল শাস্ত্র পড়েন নাই। গুরুদেব শাস্ত্র সমুদ্র মন্থন করিয়া যে সার অর্পণ করিয়াছেন তাহাই সর্ব্ব শাস্ত্র সম্মত বলিয়া জানি। আপনার প্রশ্নের উত্তর এই। বৈষ্ণবগণ অপর দেব দেবীর প্রসাদে অশ্রদ্ধা করেন না। শ্রীকৃষ্ণ এক মাত্র পরমেশ্বর। অন্যান্য দেব দেবী তাঁহার অধিকৃত ভক্ত। ভক্ত প্রসাদে শ্রদ্ধা ব্যতীত বৈষ্ণবের অশ্রদ্ধা নাই। ভক্ত প্রসাদ গ্রহণে শুদ্ধ ভক্তি লাভ হয়। ভক্তদিগের পদরজ, ভক্তদিগের চরণামৃত ও ভক্তদিগের অধরামৃত এই তিনটী পরম উপাদেয় বস্তু। মূল কথা এই যে মায়াবাদী যে দেবতারই পূজা করুন ও অন্নাদি যে দেবতাকেই অর্পণ করুন, মায়াবাদ নিষ্ঠা দোষে সে দেবতা সে পূজা ও খাদ্য দ্রব্য গ্রহণ করেন না। ইহার ভূরি ভূরি শাস্ত্র প্রমাণ আছে. জিজ্ঞাসা করিলে বলিতে পারি। অন্যদেব পূজকগণ প্রায়ই মায়াবাদী। তাঁহাদের প্রদত্ত দেব প্রসাদ লইলে ভক্তির হানি হয় ও ভক্তি দেবীর নিকট অপরাধ হয়। কোন শুদ্ধবৈষ্ণব যদি কৃষ্ণার্পিত প্রসাদান্ন অন্য দেব দেবীকে দেন, সেই দেব দেবী বড় আনন্দের সহিত তাহা স্বীকার করিয়া নৃত্য করেন। পুনরায় তাঁহার প্রসাদ ও বৈষ্ণব জীব মাত্রেই পাইয়া আনন্দ লাভ করেন। আরো দেখুন, শাস্ত্র আজ্ঞাই বলবান। যোগ শাস্ত্রে লিখিত আছে যে যোগাভ্যাসী ব্যক্তি কোন দেবতার প্রসাদ গ্রহণ করিবেন না। ইহাতে এ কথা বলা যাইতে পারে না যে যোগাভ্যাসী ব্যক্তি, অন্য দেবতাদের প্রসাদে অশ্রদ্ধা করেন। যোগ কার্য্যে প্রসাদ পরিত্যাগ করিলে একান্ত ধ্যানের উপকার হয়। তদ্রূপ ভক্তি সাধনে উপাস্য দেব ব্যতীত অন্য দেবের প্রসাদাদি লইলে অনন্য ভক্তি সাধিত হয় না। ইহাতে অন্য দেব দেবীর প্রসাদে যে কেহ অশ্রদ্ধা করে, এরূপ নয়। শাস্ত্র আজ্ঞামতে আপন আপন প্রয়োজন সিদ্ধিতে যত্ন করে, এই মাত্র জানিবেন।

ন্যা। ভাল, একথাও বুঝিলাম। আপনারা কেন শাস্ত্র সম্মত যজ্ঞ পশু বধে আপত্তি করেন ?

বৈ। পশু বধ করা শাস্ত্রের তাৎপর্য্য নয়। "মা হিংসেৎ সর্ব্বানি ভূতানি" এই বেদ বাক্যের দ্বারা পশু হিংসার নিষেধ হইতেছে। মানব স্বভাব যে পর্য্যন্ত তামসিক ও রাজসিক থাকে। যে পর্য্যন্ত স্বভাবতই মানব স্ত্রী সঙ্গ লিপ্সা আমিষ ভোজন ও আসব সেবাতে রত থাকে। তাহাদের পক্ষে তত্তৎ কার্য্যে বেদের আজ্ঞার অপেক্ষা নাই। বেদের তাৎপর্য্য এই যে, যে পর্য্যন্ত মানবগণ সাত্বিক হইয়া পশুবধ স্ত্রীসঙ্গ লালসা ও আসব সেবা পরিত্যাগ না করে, ততদিন সেই সেই প্রবৃত্তি খর্ব্ব করিবার উপায় স্বরূপ বিবাহের দ্বারা স্ত্রীসঙ্গ, যজ্ঞে পশু হনন এবং ও বিশেষ বিশেষ ক্রিয়াতে সুরা পান করুক। ঐ ঐ উপায় দ্বারা প্রবৃত্তি সঙ্কোচিত হইলে ক্রমশঃ ঐ সকল ক্রিয়া হইতে নিবৃত্তি হইবে। বেদের এই মাত্র তাৎপর্য্য। পশু বধ করা বেদের আদেশ নয়, যথা ;—

লোকে ব্যবায়ামিষ মদ্য সেবা
নিত্যাস্তু জন্তোর্নহি তত্র চোদনা।
ব্যবস্থিতি স্তেষু বিবাহ যজ্ঞ
সুরাগ্রহৈ রাশু নিবৃত্তি রিষ্টা॥

বৈষ্ণবদিগের এইমাত্র সিদ্ধান্ত যে তামসিক রাজসিক লোকেরা যে পশু হনন করে, তাহাতে কোন আপত্তি নাই। কিন্তু সাত্বিক ব্যক্তির এ কার্য্য কর্ত্তব্য নয়। জীব হিংসা পশুবৃত্তি যথা শ্রীনারদ বাক্যে ;—

অহস্তানি সহস্তানা মপদানি চতুষ্পদাং।
লঘূনি তত্র মহতাং জীবো জীবস্য জীবনং॥

মনুবাক্য যথা ;—

প্রবৃত্তি রেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা॥

ন্যা। ভাল, পিতৃ ঋণ পরিশোধের জন্য যে শ্রাদ্ধাদি করা যায় তাহাতে বৈষ্ণব কেন আপত্তি করেন ?

বৈ। কর্ম্ম পর ব্যক্তিগণ যে কর্ম্ম কাণ্ডীয় শ্রাদ্ধ করেন তাহাতে বৈষ্ণবের কোন আপত্তি নাই। শাস্ত্র এই কথা মাত্র বলেন ;—

দেবর্ষি ভূতাপ্ত নৃণাং পিতৃণাং
ন কিঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন্।

সর্ব্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং
গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্ত্তং ॥

অর্থাৎ যাঁহারা সর্ব্বস্বরূপে ভগবানের শরণাগতি লইয়াছেন, তাঁহারা আর দেব. ঋষি ভূত, আপ্ত, মনুষ্য ও পিতৃ লোকের কিঙ্কর নন অর্থাৎ তাঁহারা শরণাগতি দ্বারা তাঁহাদের ঋণ পরিশোধ করিয়াছেন। অতএব শরণাগত ভক্তের পক্ষে পিতৃঋণ পরিশোধের জন্য কর্ম্ম কাণ্ডীয় শ্রাদ্ধ নাই। ভগবৎ পূজা করিয়া পিতৃলোককে প্রসাদ অর্পণপূর্ব্বক স্বগণের সহিত প্রসাদ সেবন করাই তাঁহাদের পক্ষে বিধি।

ন্যা। এ অবস্থা ও অধিকার কোন সময় হইতে ধরা যায়?

বৈ। হরি কথা ও হরি নামে যে দিবস হইতে শ্রদ্ধা হয়, সেই দিবস হইতে বৈষ্ণবের এই অধিকার জন্মে যথা;—

তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
মৎ কথা শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে ॥

ন্যা। আমি বড় আনন্দিত হইলাম। পাণ্ডিত্য ও সূক্ষ্ম বিচার দেখিয়া বৈষ্ণবধর্ম্মে আমার শ্রদ্ধা হইল। মনে মনে আমি সুখলাভ করিলাম। হরিহর! আর কেন বিতর্ক! ইহাঁরা মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত। শাস্ত্র বিচারে বিশেষ পটু। আমাদের ব্যবসায় রক্ষার জন্য যাহাই বলি শ্রীনিমাই পণ্ডিতের ন্যায় যশস্বী পণ্ডিত ও সুবৈষ্ণব আর বঙ্গ ভূমিতে বা ভারতে জন্মিয়াছেন কি না সন্দেহ। অদ্য চল জাহ্নবী পার হই। বেলা অবসান হইল। হরি বোল হরি বোল বলিয়া ন্যায়রত্নের দল চলিলেন; বৈষ্ণবগণ জয় শচীনন্দন বলিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন।

ইতি দশম অধ্যায়।

তত্ত্ববিবেক

বা শ্রীসচ্চিদানন্দানুভূতিঃ।

[পূর্ব্ব প্রকাশিত ১৮০ পৃষ্ঠার পর]

অথবা জীব চিন্তায়াং জাতং সর্ব্বং জগদ্ ধ্রুবং।
জীবেশ্বরে ন ভেদোঽস্তি জীবঃ সর্ব্বেশ্বরেশ্বরঃ ॥ ৩২ ॥

তখন আর একদল পণ্ডিত উঠিয়া ভাণপ্রবল মতকে তত তাত্ত্বিকমনে করিলেন না। তাঁহারা বলিলেন জগৎটা স্বতঃসিদ্ধ ভাণ নয়। জীবরূপ অন্ত

একপ্রকার ভাগকে অবলম্বন করিয়া জগদ্রূপ ভাগের উৎপত্তি হইয়াছে। জীব তবে কি পৃথক্ তত্ত্ব। তাহাও নয়। তাহা বলিলে অদ্বৈত হানি হইবে। জীবই ভাগ। ঐ পণ্ডিতগণ দুইভাগে বিভক্ত হইয়া দুইটী মত স্থির করিলেন। একদল বলিলেন, মহাকাশ ব্রহ্ম ও জীব অবিদ্যা পরিচ্ছেদ দ্বারা ঘটাকাশরূপ পৃথক্ প্রতীত হন। অন্যদল তাহাতে এই প্রতিবাদ করেন যে তাহা হইলে ব্রহ্মকে বিব্রত করা হইবে। ব্রহ্মের সাক্ষাৎ অংশ পরিচ্ছিন্ন করিয়া মায়ায় বশীভূত করিতে হইবে। তাহা না করিয়া জীবকে ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব বলিয়া স্বীকার কর। রৌদ্রের প্রতিফলন বা জলচন্দ্রের ন্যায় জীবকে কল্পনা কর। জীব অবিদ্যাময় মিথ্যা তত্ত্ব হইয়াও অবিদ্যার ধর্ম্মক্রমে প্রাধানিক জগতকে কল্পনা করেন। বস্তুতঃ ব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয়। জীব পৃথক্ নয়। জগতও পৃথক্ তত্ত্ব নয়। এই সমস্ত মতের ভিতরে একটী মহা প্রমাদ আছে তাহা মতবাদ অন্ধকারাচ্ছন্ন পণ্ডিতগণ দেখিতে পান না এবং দেখিতেও চান না। প্রমাদটী এই যে ব্রহ্ম অদ্বিতীয় তত্ত্ব এবং তাহা হইতে পৃথক্ তত্ত্ব নাই। যে পর্য্যন্ত সেই ব্রহ্মের অচিন্ত্য শক্তি স্বীকার না করা যায় যে পর্য্যন্ত পূর্ব্বোক্ত সমস্ত মীমাংসাই অকিঞ্চিৎকর হয়। একজন মায়া, একজন অবিদ্যা, একজন ভাগ আর একজন ভাগের ভাগ মানিয়া কিরূপে নিঃশক্তি ব্রহ্মকে একতত্ত্ব বলিয়া স্থাপন করিতে পারেন। এই সমস্ত মতে অবশ্যই অদ্বৈত হানি দোষ লক্ষিত হয়। অচিন্ত্য শক্তি মানিলে আর ব্রহ্মকে একতত্ত্ব বলিয়া বজায় রাখিয়া তত্ত্বান্তরের আশ্রয় লইতে হয় না। বস্তুশক্তি বস্তু হইতে কখনই পৃথক্ নয়। সবিকার, নির্ব্বিকার, নিরাকার ও সাকার, সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ ইহারা পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্ম হইলেও অচিন্ত্যশক্তির নিকট সর্ব্বদা যুগপৎ অবস্থিত হইয়াও পরস্পর অবিরোধী। মানব যুক্তি সীমা বিশিষ্ট, অতএব অবিচিন্ত্য শক্তিকে ভালরূপে উপলব্ধি করিতে পারে না। সেই জন্যই কি অচিন্ত্য শক্তি অস্বীকৃত হইবে। অচিন্ত্য শক্তি মৎ ব্রহ্মের মহিমা কেবল নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম মহিমা অপেক্ষা অনন্ত গুণে শ্রেষ্ঠ। আমরা পর ব্রহ্মেরই প্রতিষ্ঠা করি। পরাশক্তি বিশিষ্ট ব্রহ্মই পরব্রহ্ম। নিঃশক্তি নির্ব্বি-শেষ ব্রহ্ম পর ব্রহ্মের একদেশ মাত্র। এরূপ স্থলে পরব্রহ্ম ত্যাগ করিয়া একদেশ প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মের চিন্তা হীনতর চিত্ত হইতে হয় সন্দেহ নাই। কেবল অদ্বৈতবাদ সৎযুক্তিকে পরিতুষ্ট করিতে পারে না। বেদের সমস্ত বাক্যের সামঞ্জস্য করিতে পারে না। জীবের চরম মঙ্গল বিধান করিতে অক্ষম ॥ ৩২ ॥

[ক্রমশঃ প্রকাশ্য ।

শরণাগতি।

[পূর্ব্ব প্রকাশিত ১২০ পৃষ্ঠার পর]

(২৬)

তুয়াভক্তি প্রতিকূল ধর্ম্ম যাতে রয়।
পরম যতনে তাহা ত্যজিব নিশ্চয়॥ ১॥
তুয়া ভক্তি বহির্ম্মুখ সঙ্গ না করিব।
গৌরাঙ্গ বিরোধী জন মুখ না হেরিব॥ ২॥
ভক্তি প্রতিকূল স্থানে না করি বসতি।
ভক্তির অপ্রিয় কার্য্যে নাহি করি রতি॥ ৩॥
ভক্তির বিরোধী গ্রন্থ পাঠ না করিব।
ভক্তির বিরোধী ব্যাখ্যা কভু না শুনিব॥ ৪॥
গৌরাঙ্গ বর্জ্জিত স্থান তীর্থ নাহি মানি।
ভক্তির বাধক জ্ঞান কর্ম্ম তুচ্ছ জানি॥ ৫॥
ভক্তির বাধক কালে না করি আদর।
ভক্তি বহির্ম্মুখ নিজ জনে জানি পর॥ ৬॥
ভক্তির বাধিকা স্পৃহা করিব বর্জ্জন।
অভক্ত প্রদত্ত অন্ন না করি গ্রহণ॥ ৭॥
যাহা কিছু ভক্তি প্রাতিকূল বলি জানি।
ত্যজিব যতনে তাহা এ নিশ্চয় বাণী॥ ৮॥
ভকতি বিনোদ পড়ি প্রভুর চরণে।
মাগয় শকতি প্রাতিকূল্যের বর্জ্জনে॥ ৯॥

(২৭)

বিষয় বিমূঢ় আর মায়াবাদী জন।
ভক্তিশূন্য দুঁহে প্রাণ ধরে অকারণ॥ ১॥
এই দুই সঙ্গ নাথ না হয় আমার।
প্রার্থনা করিয়ে আমি চরণে তোমার॥ ২॥
সে দুয়ের মধ্যে বিষয়ী তবু ভাল।
মায়াবাদী সঙ্গ নাহি মাগি কোন কাল॥ ৩॥

বিষয়ী হৃদয় যবে সাধু সঙ্গে পায়।
অনায়াসে লভে ভক্তি ভক্তের কৃপায়॥ ৪ ॥
মায়াবাদ দোষ যার হৃদয়ে পশিল।
কুতর্কে হৃদয় তার বজ্র সম ভেল॥ ৫ ॥
ভক্তির স্বরূপ আর বিষয় আশ্রয়।
মায়াবাদী অনিত্য বলিয়া সব কয়॥ ৬ ॥
ধিক্ তার কৃষ্ণ সেবা শ্রবণ কীর্ত্তন।
কৃষ্ণ অঙ্গে বজ্র হানে তাহার স্তবন॥ ৭ ॥
মায়াবাদ সব ভক্তি প্রতিকূল নাই।
অতএব মায়াবাদী সঙ্গ নাহি চাই॥ ৮ ॥
ভকতি বিনোদ মায়াবাদ দূর করি।
বৈষ্ণব সঙ্গেতে বৈসে নামাশ্রয় ধরি॥ ৯ ॥

[ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

বৈরাগী বৈষ্ণবদিগের চরিত্র বিশেষতঃ নির্ম্মল হওয়া চাই।

শ্রীমন্মহাপ্রভু এইরূপ উপদেশ করিয়াছেন। এই উপদেশ অনুসারে সমস্ত বৈষ্ণবগণ আপন আপন চরিত্র পবিত্র করিবেন। বিশেষতঃ বৈরাগী বৈষ্ণবগণ এ বিষয়ে বিশেষ সাবধান থাকিবেন।

শুক্ল বস্ত্রে মসিবিন্দু যৈছে না লুকায়।
সন্ন্যাসীর অল্প ছিদ্র সর্ব্ব লোকে গায়॥
প্রভু কহে পূর্ণ যৈছে দুগ্ধের কলস।
সুরা বিন্দু পাতে কেহ না করে পরশ॥

বৈষ্ণব দুই প্রকার, গৃহস্থ ও সন্ন্যাসী। মন্ত্রাচার্য্য গোস্বামীগণ এবং ভগবন্মন্ত্র প্রাপ্ত গৃহস্থ সকলেই বৈষ্ণব। তাঁহারা গৃহস্থ বৈষ্ণব। যাঁহারা ভেক গ্রহণ করিয়া বৈষ্ণব হন তাঁহারা সন্ন্যাসী বৈষ্ণব। বৈষ্ণব গৃহস্থই হউন বা সন্ন্যাসী হউন, অন্য সকলের পূজনীয়। বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ হউন বা চণ্ডাল হউন, সকলেরই আদরণীয়। এই জন্যই বৈষ্ণবগণকে জগদ্গুরু বলা যায়। বৈষ্ণব-

গণ যেরূপ উচ্চ পদস্থ জীব, তাঁহাদের চরিত্র তদ্রূপ উচ্চ ও অনুকরণ যোগ্য হওয়ার আবশ্যক। বৈষ্ণবদিগের চরিত্র মন্দ হইলে, অন্যান্য দুর্ব্বল জীব কিরূপে সচ্চরিত্রতা শিক্ষা করিবে? এ সকল কথা বিবেচনা করিয়া আদৌ মন্ত্রাচার্য্য গোস্বামী মহোদয়গণ নিজ নিজ চরিত্র নির্দ্দোষ করিতে বিশেষ যত্ন করিবেন। পর স্ত্রী, পরের ধন, পরের সম্পত্তি এই সমস্ত বিষয়ে কিছুমাত্র লোভ করিবেন না। যাঁহারা যথার্থ বৈষ্ণব, তাঁহারা স্বভাবতঃ ঐ সকল কার্য্যে কখনই রত হন না। ভণ্ড তপস্বী ও বৈড়াল ব্রতীগণেরাই মন্ত্রাচার্য্য পদের ছলে নানাবিধ পাপ কার্য্য করেন। গুরুদিগের কর্ত্তব্য যে তাঁহারা শিষ্যগণকে নিজ সন্তানের ন্যায় স্নেহ করেন। অর্থ লালসায় পাকে চক্রে তাহাদিগকে বিব্রত করিয়া না ফেলেন। শিষ্যগণের পরিবারদিগকে নিজ কন্যার ন্যায় পবিত্র চক্ষে দেখিবেন। সাধারণ গৃহস্থ বৈষ্ণবগণ সর্ব্বদা নিষ্পাপ চরিত্রে, ন্যায় দ্বারা অর্থ উপার্জ্জন করিয়া কৃষ্ণের সংসার নির্ব্বাহ করিবেন। মন্ত্রাচার্য্যদিগকে যথাযোগ্য সম্মান করিবেন। নিকটস্থ প্রতিবেশীদিগকে সদুপদেশ ও উপকার দ্বারা ভ্রাতৃবৎ ব্যবহার করিবেন। ভেকধারী বৈষ্ণব পবিত্র থাকিলে তাঁহাকে যথোচিত বৈষ্ণব সৎকার করিবেন। অবকাশ পাইলে বৈষ্ণব শাস্ত্রের আলোচনা করিবেন। ভেকধারী বৈষ্ণবগণ মাধুকরী বৃত্তি দ্বারা মাগিয়া যাচিয়া শরীর যাত্রা নির্ব্বাহ করিবেন। কোন স্ত্রীলোকের সহিত সম্ভাষণ করিবেন না। স্ত্রীলোক রাজা ও কালসর্পকে সমান দেখিয়া ঐ তিনের সংসর্গ হইতে দূরে থাকিবেন।

যদিও সকল প্রকার বৈষ্ণবকে সচ্চরিত্র থাকিতে অবশ্যই হইবে, তথাপি ভেকধারী বৈষ্ণব বিশেষরূপে সচ্চরিত্রতা অবলম্বন করিবেন ইহাই মহাপ্রভুর শিক্ষা। ভেকধারী বৈষ্ণব সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন, অতএব তাঁহার চরিত্রে যদি কোন প্রকার দোষ দেখা যায় তাহা হইলে বড়ই দুঃখের বিষয় হয়।

কতকগুলি ভেকধারীর দোষে আজ কাল ভেকধারী বৈষ্ণব মাত্রেরই নিন্দা হইয়া উঠিয়াছে। আমরা ইচ্ছা করি যে বিশুদ্ধ ভেকধারী বৈষ্ণবগণ পতিত ভেকধারীদিগের সংসর্গ একবারে পরিত্যাগ করিয়া জগৎকে সৎ শিক্ষা দিবার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিবেন। পতিত ভেকধারীর সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে। তাঁহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক্ করিয়া দেওয়ার প্রয়োজন।

ভেকধারী বৈষ্ণব স্বভাবতঃ বিরল। কেন না সমস্ত সংসার সুখ পরিত্যাগ করিয়া সচ্চরিত্রের সহিত অহঃরহ হরিনাম না করিতে পারিলে ভেকধারীর পদ

পবিত্র রাখা যায় না। অতএব ভেকধারী বৈষ্ণব সংখ্যা বাড়িলে অবশ্যই আশঙ্কা করিতে হইবে যে কলির কোন প্রকার দুষ্ট কার্য্য ইহাতে আছে। আজ কাল ভেকধারীর সংখ্যা বাড়িবার কারণ এই যে ভেক গ্রহণকালে অধিকার বিচার করা যায় না। অনধিকারী ব্যক্তিকে ভেক দিলে শেষে উৎপাত বই আর কি হইতে পারে। এ বিষয়ে একটু সাধারণের মনোযোগ না হইলে আর বৈষ্ণবধর্ম্ম রক্ষা হয় না।

সাধু শিক্ষা।

প্রাচীন কাল হইতে বৈষ্ণবধর্ম্মে সাধু শিক্ষার উপদেশ আছে। সাধু শিক্ষা দুই প্রকার অর্থাৎ বাক্যের দ্বারা উপদেশ এবং চরিত্র দ্বারা অপরকে সাধু চরিত্র শিক্ষা দেওয়া। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এই উপদেশটী পাওয়া যায় ;—

তুমি ভাল করিয়াছ শিখাও অন্যেরে।
এই মত ভাল কর্ম্ম সেও যেন করে॥

শ্রীমন্মহাপ্রভু বৈষ্ণবদিগকে বলিতেছেন হে বৈষ্ণবগণ! তোমাদের সাধু চরিত্র অপরকে শিক্ষা দেও। তুমি ভাল কার্য্য করিতেছ, উত্তম। কিন্তু জগজ্জীব তোমার ভ্রাতৃগণ। তাহারা অসৎ কার্য্যের দ্বারা পতন হইতেছে। তোমার কর্ত্তব্য এই যে তোমার সাধু চরিত্র দেখাইয়া তাহাদিগকে তোমার চরিত্র অনুকরণ করাও। তুমি যদি গৃহত্যাগী বৈষ্ণব হও তবে ত্যাগী বৈষ্ণবের সম্বন্ধে আমি যে সকল উপদেশ দিয়াছি তাহা আচরণপূর্ব্বক অন্য গৃহত্যাগী বৈষ্ণবকে শিক্ষা দেও। তুমি যদি গৃহস্থ বৈষ্ণব হও, তবে গৃহী বৈষ্ণবকে আমি যে সকল উপদেশ দিয়াছি ও স্বীয় চরিত্রের দ্বারা দেখাইয়াছি তাহা আচরণ কর এবং অন্যান্য গৃহীদিগকে শিক্ষা দেও। বৈষ্ণব চরিত্র নিষ্পাপ। তাহার কোন অংশ গোপন করিবার যোগ্য নয়। সরলতাই বৈষ্ণবের জীবন। স্বীয় চরিত্র সর্ব্বত্র প্রকাশ পূর্ব্বক শিক্ষা দেও। চরিত্র শুদ্ধ না হইলে বৈষ্ণব পদবী পাইবার কেহ যোগ্য হন না। তোমরা শুদ্ধ চরিত্র অতএব সর্ব্বদাই ভাল আচরণ করিয়া থাক। তাহা জগতকে শিক্ষা দেও। সকল বৈষ্ণবই জগতের গুরুপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। কেবল কথার দ্বারা শিক্ষা দিলে যথেষ্ট হয় না। চরিত্র দ্বারা শিক্ষা দেওয়াই প্রধান কার্য্য। দেখ আমার জন্য কোন বিধি নাই। আমি স্বেচ্ছাময় ঈশ্বর। যাহা ইচ্ছা হয় তাহাই করিতে পারি। তথাপি আমি দুরন্ত কলিকালে

জীবের চরিত্র শোধন করিবার জন্য শ্রীশচীদেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া শিক্ষা দিতেছি। আমি বাল্য চরিত্রের দ্বারা বালকদিগকে শিক্ষা দিয়াছি গৃহস্থ চরিত্রের দ্বারা গৃহীগণকে শিক্ষা দিয়াছি। সন্ন্যাস চরিত্রের দ্বারা গৃহত্যাগী জনগণকে শিক্ষা দিয়াছি। তোমরা আমার চরিত্র অনুকরণপূর্ব্বক অন্যান্য জীবগণকে শিক্ষা দেও। যখন যে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ হয় তখন আমার চরিত্র আলোচনা করিয়া স্বীয় চরিত্রের গঠন কর। শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই উপদেশটী সকল বৈষ্ণবের পালন করা উচিত। যিনি এই উপদেশ পালন করিতে চান না, তিনি মহাপ্রভুর বিরোধী।

আমরা পাঠকবর্গের সহজে আলোচনা করিবার জন্য কএকটী প্রধান প্রধান উপদেশ এই স্থলে দিলাম।

গৃহত্যাগী বৈষ্ণবের প্রতি বিশেষ।

ভাল কৈল বৈরাগ্য ধর্ম্ম আচরিলা।
বৈরাগীর ধর্ম্ম সদা নাম সংকীর্ত্তন।
মাগিয়া খাইয়া করে জীবন রক্ষণ॥
বৈরাগী হইয়া যেবা করে পরাপেক্ষা।
কার্য্য সিদ্ধি নহে কৃষ্ণ করেন উপেক্ষা॥
বৈরাগী হইয়া করে জিহ্বার লালস।
পরমার্থ যায় আর হয় রসের বশ॥
বৈরাগীর কৃত্য সদা নাম সংকীর্ত্তন।
শাক পত্র ফল মূলে উদর ভরণ॥
জিহ্বার লালসে যেই ইতি উতি ধায়।
শিশ্নোদর পরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়॥

গ্রাম্য কথা না শুনিবে, গ্রাম্য বার্ত্তা না কহিবে।
ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে॥
অমানী মানদ কৃষ্ণ নাম সদা লবে।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ সেবা মানসে করিবে॥

বিষয়ীর অন্ন খাইলে মলিন হয় মন।
মলিন মন হৈলে নহে কৃষ্ণের স্মরণ॥

বিষয়ীর অন্নে হয় রাজস নিমন্ত্রণ ॥
দাতা ভোক্তা দোঁহার মলিন হয় মন ॥

প্রভু কহে ভাল হৈল ছাড়িল সিংহদ্বার।
সিংহ দ্বারে ভিক্ষা বৃত্তি বেশ্যার আচার ॥
ছত্রে গিয়া যথা লাভ উদর ভরণ।
অন্য কথা নাহি মুখে কৃষ্ণ সংকীর্ত্তন ॥

প্রভু কহে বৈরাগী করে প্রকৃতি সম্ভাষণ।
দেখিতে না পারি আমি তাহার বদন ॥

গৃহস্থ বৈষ্ণবের প্রতি।

ন গৃহং গৃহমিত্যাহুর্গৃহিণী গৃহমুচ্যতে।
তয়াহি সহিতঃ সর্ব্বান্ পুরুষার্থান্ সমশ্নুতে ॥

গৃহস্থ হয়েন ইহ চাহিয়ে সঞ্চয়।
সঞ্চয় নহিলে কুটুম্ব ভরণ না হয় ॥

গৃহস্থ হঞা করি পিতৃ মাতৃ সেবন।
ইহাতে সন্তুষ্ট হবে লক্ষ্মীনারায়ণ ॥

ভারত ভূমিতে হৈল মনুষ্য জন্ম যার।
জন্ম সার্থক কর করি পর উপকার ॥

নাচ গাও ভক্ত সঙ্গে কর সংকীর্ত্তন।
কৃষ্ণ নাম উপদেশি তার সর্ব্বজন ॥
দীনে দয়া করে এই সাধু স্বভাব হয়।

দেহ ত্যাগাদি এই সব তামস ধর্ম্ম।
তমো রজো ধর্ম্মে কৃষ্ণের না পাইয়ে মর্ম্ম ॥ [ক্রমশঃ।

ফাল্গুন ১৩০০। ফেব্রুয়ারি ১৮৯৪। শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্রাব্দাঃ ৪০৮।

সজ্জনতোষণী।

পরমার্থ সাধক সমস্ত বিষয় সমালোচনী মাসিক পত্রিকা।

৫ম খণ্ড। ১১শ সংখ্যা।

শ্রীকেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ

সম্পাদক।

অশেষ-ক্লেশ-বিশ্লেষি-পরেশাবেশ-সাধিনী।
জীয়াদেষা পরাপত্রী সর্ব্ব সজ্জনতোষণী॥

বিষয় বিবরণ।

কার্য্যাধ্যক্ষ

শ্রীরাধিকাপ্রসাদ দত্ত।

(ভক্তিভবন, ১৮১ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট,—রামবাগান)

কলিকাতা;

১৩৩ নং মস্‌জিদ্‌বাড়ী ষ্ট্রীট "হরি যন্ত্রে"

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা এক টাকা মাত্র। স্বতন্ত্র ডাকমাশুল নাই।

ভক্তিগ্রন্থ নিচয়।

নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি সজ্জনতোষণীর কার্য্যাধ্যক্ষ মহাশয়ের নিকট প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, মূল, শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত ভাষ্য ও শ্রীযুত কেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ মহাশয় কৃত বিশদ বঙ্গানুবাদ সহ। মূল্য ১॥০ ডাঃ মাঃ ৶০। ভিঃ পিতে ১৸/০ মাত্র। কাপড়ে বাঁধাই ১৸/০ ডাঃ মাঃ ।০ ভি পিতে ২৶০ মাত্র।

২। সজ্জনতোষণী-চতুর্থ খণ্ড (১২৯৯ সাল) দ্বাদশ সংখ্যা একত্রে বাঁধাই মূল্য ১।০ ডাঃ মাঃ ।০ ভি পিতে ১॥৵০।

৩। সজ্জনতোষণী ২য় খণ্ড; একত্রে মূল্য ১৲ ডাঃ মাঃ ৵০।

৪। শ্রীশ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত—মূল্য ৸০ ডাঃ মাঃ ৶০।

৫। শ্রীশ্রীবিষ্ণুসহস্রনাম,—মূল বিদ্যাভূষণ কৃত ভাষ্য ও বিশদ বঙ্গানুবাদ, মূল্য ১॥০ ডাঃ মাঃ ⁄১০ ভি পিতে ৸০।

৬। শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয়—বঙ্গভাষায় আদি কাব্য। কৃষ্ণলীলা বিবরণ, মূল্য ১॥০ ডাঃ মাঃ ⁄১০ ভি পিতে ৸০।

৭। শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য,—পরিক্রমা ও প্রমাণ খণ্ড— মূল্য ।০ ডাঃ মাঃ ৴১০।

৮। শিক্ষাষ্টক, ভাবাবলী ও মনঃশিক্ষা,—মূল্য ।০ ডাঃ ৴১০।

৯। শ্রীশ্রীচৈতন্যোপনিষদ্, মূল, সংস্কৃত ভাষ্য ও বঙ্গানুবাদ মূল্য ৴১০ ডাঃ মাঃ ৴১০।

১০। বৈষ্ণবসিদ্ধান্তমালা—প্রতিগুটী ৴৫; ১০ খানি একত্রে ৴১০ মাশুলে যায় [৩য়—নাম, ৪র্থ—নামতত্ত্বশিক্ষাষ্টক, ৫ম—নাম মহিমা, ৬ষ্ঠ—নাম প্রচার]।

শ্রীশ্রীগোদ্রুমচন্দ্রায় নমঃ।

সজ্জনতোষণী।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম প্রচারিণী সভা।

কৃষ্ণনগর, আমিনবাজার, এ, ভি স্কুল প্রাঙ্গনে ২রা মাঘ রবিবারে অপরাহ্ণে সর্ব্ব বর্ণ সংযুক্ত হিন্দুদিগের একটী বৃহৎ সভা হয়। নিম্নলিখিত মহোদয়গণও অনেকানেক ভদ্র ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন ;—

শ্রীযুত পণ্ডিত	অজিতনাথ ন্যায়রত্ন।	
শ্রীযুত বাবু	রামগোপাল চট্টোপাধ্যায়।	উকিল
„	যদুনাথ চট্টোপাধ্যায়।	ঐ
„	প্রসন্নচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।	মোক্তার
„	তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়।	উকিল
„	অক্ষয়কুমার মৈত্র।	ঐ
„	নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য।	
„	হরিনাথ চক্রবর্ত্তী।	জমিদার
„	কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়।	পেন্সানার
„	অভয়ানন্দ রায়।	জমিদার
„	জীবনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়।	মহারাজার কর্ম্মচারী
„	কুমারনাথ রায়।	জমিদার
„	জ্যোতিপ্রসাদ রায়।	জমিদার ও কর্ম্মচারী
„	নীলকণ্ঠ বন্দ্যোপাধ্যায়।	
„	সত্যচরণ লাহিড়ী।	ডাক্তার
„	সত্যজীবন লাহিড়ী।	ঐ
„	বিজয়গোপাল মুখোপাধ্যায়।	জমিদার

শ্রীযুত বাবু নরেন্দ্রলাল রায়।	শিক্ষক ও ভূম্যধিকারী
” সর্ব্বসুখ সান্যাল।	কর্ম্মচারী
” রজনীকান্ত মুখোপাধ্যায়।	ঐ
” সত্যজীবন মুখোপাধ্যায়।	ঐ
” মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।	ঐ
” গোপালচন্দ্র রায়।	ডাক্তার
” বিধুভূষণ চট্টোপাধ্যায়।	কর্ম্মচারী
” শ্রীনাথ চক্রবর্ত্তী	কর্ম্মচারী
” ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।	মোক্তার
” শরচ্চন্দ্র রায়।	
” পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়।	ব্যবসায়ী
” যজ্ঞেশ্বর ভট্টাচার্য্য।	
” বিহারীলাল হালদার।	
” বিপিনবিহারী রায়।	
” কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য।	জমিদার
” প্রসন্নচন্দ্র চৌধুরী।	কর্ম্মচারী
” রামলাল বক্সী।	পেন্সানার
” নফরচন্দ্র পাল চৌধুরী।	জমিদার
” রামগোপাল চেতলাঙ্গী।	ঐ
” প্রসন্নকুমার বসু।	উকিল
” বারাণসী রায়।	ঐ
” মোহিনীমোহন গুপ্ত।	ঐ
” বেণীমাধব দাস।	মহাজন
” রজনীকান্ত দাস।	কর্ম্মচারী
” পূর্ণচন্দ্র মিত্র।	ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট
” মুরলীমোহন ঘোষ।	জমিদার
” রামচন্দ্র ঘোষ।	সবরেজেষ্টার
” হরিপদ সাহা।	জমিদার
” দ্বারকানাথ সরকার।	ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনিয়ার
” মহেন্দ্রনাথ মজুমদার।	ওভারসিয়ার

শ্রীযুক্ত বাবু হরিশচন্দ্র তরঙ্গ।	উকিল
„ গোপালচন্দ্র ভদ্র।	শিক্ষক
„ রামলাল দাস।	কর্ম্মচারী
„ প্রহ্লাদচন্দ্র দাস।	মোক্তার
„ চন্দ্রমোহন ঘোষ।	ডাক্তার
„ গিরীন্দ্রনাথ বিশ্বাস।	কর্ম্মচারী
„ কেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ।	ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট
„ মন্মথনাথ সরকার।	সবডেপুটি কালেক্টর
„ গিরিশচন্দ্র দাস।	কর্ম্মচারী
„ অক্ষয়চন্দ্র ঘোষ	ঐ
„ প্রসন্নচন্দ্র সরকার।	ঐ
„ ভুবনমোহন মিত্র।	ঐ
„ কিশোরীমোহন অধিকারী।	ছাত্র
„ সুরেন্দ্রনাথ দাস।	ঐ
„ রাখালচন্দ্র সরকার।	কর্ম্মচারী
„ শশীভূষণ বিশ্বাস।	গায়ক
„ ফলাহারী সিংহ।	জমিদার

শ্রীযুত পণ্ডিত অজিতনাথ ন্যায়রত্ন মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং ভক্তিবিনোদ শ্রীযুক্ত কেদারনাথ দত্তের অনুমোদনে শ্রীযুত বাবু নফরচন্দ্র পাল চৌধুরী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

সভাপতি মহাশয় কার্য্যারম্ভ করিলে, শ্রীযুত কেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ প্রস্তাব করিলেন যে শ্রীনবদ্বীপধাম প্রচারিণী নামে একটী সভা সংস্থাপিত হয়। শ্রীনবদ্বীপধামের উন্নতি সাধন ও সাধারণতঃ তন্মাহাত্ম্য প্রচার করণই ঐ সভার উদ্দেশ্য। একজন সভাপতি ও একজন সহকারী সভাপতি নিযুক্ত হন। মৈমনসিংহ, সেরপুরের ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত রাধাবল্লভ চৌধুরী রায় বাহাদুর ঐ সভার সাধারণ সম্পাদক হন। শ্রীযুত তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ঐরূপ সভার আবশ্যকতা দেখাইয়া উক্ত প্রস্তাবের অনুমোদন করিলেন।

শ্রীযুত বাবু কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে ঐ সভার অন্তর্গত দুইটি সমিতি থাকে। সেবা সমিতি ও কার্য্য সমিতি। সেবা সমিতি সেবা প্রকাশাদি করিবেন। কার্য্যকরী সমিতি অর্থ সংগ্রহ, গৃহ নির্ম্মাণ, কর্ম্মচারী

নিয়োগ ও আবশ্যক হইলে সাধারণ, সভা আহ্বান করিবেন। ঐ সেবা সমিতির সভ্যগণ কার্য্যকরী সভায় উপস্থিত থাকিলে সেই সমিতির সভ্যের ন্যায় কার্য্য করিতে পারিবেন শ্রীযুত বাবু রামগোপাল চট্টোপাধ্যায় মহাশয় উক্ত প্রস্তাবের অনুমোদন করিলেন।

শ্রীযুত বাবু নফরচন্দ্র পাল চৌধুরী মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে গোস্বামী-প্রভুগণ ও পণ্ডিত ব্রাহ্মণ কএকজন সেবা সমিতির সভ্য হউন। আপাততঃ নিম্নলিখিত মহোদয়গণ ঐ সভার সভ্য হইবেন।

১। শ্রীযুত প্রভু শ্যামলাল গোস্বামী।
২। শ্রীযুত প্রভু রাধিকানাথ গোস্বামী।
৩। শ্রীযুত প্রভু বিপিনবিহারী গোস্বামী।
৪। শ্রীযুত পণ্ডিত প্যারীলাল গোস্বামী।
৫। শ্রীযুত পণ্ডিত শশীভূষণ গোস্বামী।
৬। শ্রীযুত পণ্ডিত তারকব্রহ্ম গোস্বামী।

সভাপণ্ডিত শ্রীযুত অজিতনাথ ন্যায়রত্ন মহাশয় সম্পাদক শ্রীযুত বাবু মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যারণ্য এমএ, বিএল, সহকারী সম্পাদক শ্রীযুত সত্যচরণ লাহিড়ী। ইঁহারা অন্যান্য উপযুক্ত ব্যক্তিকে সভ্য শ্রেণীভুক্ত করিবেন। কোন সভ্য কর্ম্মে অপারক হইলে অন্য সভ্য নিযুক্ত করিতে পারিবেন। ইহাঁদিগের কার্য্য বিবরণ নিয়মিত রূপে কার্য্যকরী সভার সম্পাদককে পাঠাইবেন। ইহারা সেবা সম্বন্ধে সমস্ত বিধি:লিপিবদ্ধ করিবেন। সেবাএত নিযুক্ত করিয়া সেবা কার্য্য চালাইবেন। প্রয়োজন মত কার্য্যকরী সমিতির সম্পাদকের সহিত সমস্ত বিষয় পত্র দ্বারা আলোচনা করিতে পারিবেন।

শ্রীযুত বাবু চন্দ্রমোহন ঘোষ মহাশয় এই প্রস্তাবের অনুমোদন করিলেন।

শ্রীযুত বাবু সত্যজীবন লাহিড়ী মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ কার্য্যকরী সমিতির সভ্য হউন।

১। শ্রীযুত বাবু বনমালী রায়, রায়বাহাদুর।
২। " রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী।
৩। " গোবিন্দকুমার চৌধুরী ;
৪। " দ্বারকানাথ সরকার।
৫। " সুরেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী।
৬। " মহেন্দ্রনাথ মজুমদার।

৭। শ্রীযুত বাবু শিশিরকুমার ঘোষ।
৮। „ মতিলাল ঘোষ।
৯। „ কিশোরীলাল সরকার।
১০। „ নলিন্যাক্ষ দত্ত।
১১। „ জগচ্চন্দ্র রায়।
১২। „ রমণীমোহন মল্লিক।
১৩। „ হরসুন্দর চক্রবর্ত্তী।
১৪। „ কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়।
১৫। „ রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।
১৬। „ কেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ।
১৭। „ সীতানাথ দাস মহাপাত্র।
১৮। „ ক্ষেত্রনাথ সরকার ভক্তিনিধি।
১৯। „ বিপিনবিহারী সরকার ভক্তিরত্ন।
২০। „ রামসেবক চট্টোপাধ্যায় ভক্তিভৃঙ্গ।
২১। „ হেমচন্দ্র মিত্র।
২২। „ অভয়ানন্দ রায়।
২৩। „ বিজয়গোপাল মুখোপাধ্যায়।
২৪। „ তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়।
২৫। „ রায় কানাইলাল দে বাহাদুর সি, আই, ই।
২৬। „ ব্রজেন্দ্রকুমার ভৌমিক।
২৭। „ নবকিশোর দে।
২৮। „ নবীনচন্দ্র সেন ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট।
২৯। শ্রীযুত রায় সুরেন্দ্রনারায়ণ ঘোষ।

জমীদার দিনাজপুর।

সম্পাদক শ্রীযুত বাবু নফরচন্দ্র পাল চৌধুরী।

সহকারী সম্পাদক শ্রীযুত বাবু রজনীকান্ত দাস।

কোষাধ্যক্ষ ও একাউণ্টেণ্ট শ্রীযুত বাবু সত্যজীবন লাহিড়ী।

কার্য্যকরী সভার সভ্যগণ যেখানে সুবিধা বোধ করেন তথায় আবশ্যকমত অধিবেশন করিবেন এবং সভ্য সংখ্যা আবশ্যকমত বৃদ্ধি করিবেন।

শ্রীযুত বাবু অভয়ানন্দ রায় মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে সাধারণের নিকট

হইতে অর্থ সাহায্য সংগ্রহ করিয়া কার্য্যকরী সমিতি শ্রীমায়াপুরে শ্রীমূর্ত্তি স্থাপন এবং সেবা সমিতি যথারীতি শ্রীমূর্ত্তির সেবা প্রকাশ করাইবেন।

শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ সরকার মহাশয় এই প্রস্তাবের অনুমোদন করিলেন।

সমাগত মাহাত্মাগণের মধ্যে শ্রীযুত বাবু যদুনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় শ্রীমায়াপুর সম্বন্ধে কিছু কথা শুনিতে ইচ্ছা প্রকাশ করায় সভাপতি মহাশয় শ্রীযুত কেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ মহাশয়কে তদ্বিষয় কিছু বলিতে বলিলেন। ভক্তিবিনোদ মহাশয় বলিলেন এই বঙ্গ ভূমিতে শ্রীমন্ নবদ্বীপধামই সর্ব্ব প্রধান তীর্থ। এই ধামের পরিধি ১৬ ক্রোশ ও ব্যাস প্রায় পঞ্চক্রোশ। নিম্নলিখিত প্রাচীনগণ ধৃত বচনের অর্থানুসারে শ্রীমায়াপুরই শ্রীনবদ্বীপ ধামের মধ্যস্থল।

ধ্যেয়ং মহর্ষয়ঃ প্রাহুঃ শ্রীনবদ্বীপধামকং।
বৃন্দাবনমিদং নিত্যং বিভ্রাজজ্জাহ্নবীতটে॥
শিব পঞ্চস্থিতং শক্তি সহিতং ভক্তি ভূষিতং।
অন্তর্মধ্যাদি নবধা দ্বীপদিব্যম্মনোহরং॥
তৎ পঞ্চ যোজনং কেচিদ্বদন্তি ক্রোশষোড়শং।
মায়াপুরঞ্চ তন্মধ্যে যত্র শ্রীভগবদ্‌গৃহং॥

ত্রিস্রোতময়ী গঙ্গাদেবীর উভয় পারে শ্রীনবদ্বীপের আয়তন। শ্রীমায়াপুরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্ম স্থান। সেই মায়াপুরেই প্রাচীন কাল হইতে শ্রীনবদ্বীপ গৌরব দীপ্তিমান। তথায় ব্রাহ্মণ মণ্ডলী বাস করিতেন। সেই স্থানেই শ্রীরঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য স্মৃতিতত্ত্ব লিখিয়াছিলেন শ্রীরঘুনাথ শিরোমণি ন্যায় শাস্ত্রের জগদ্বিখ্যাত টীকা রচনা করেন। বাগ্দেবীর স্রোত পরিবর্ত্তন সময়ে সেই মায়াপুরের অধিকাংশ ভগ্ন হওয়ায় পণ্ডিত সকল শ্রীমায়াপুরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী প্রৌঢ়ামায়া ও ক্ষেত্রপাল শ্রীবৃদ্ধ-শিবলিঙ্গ লইয়া গঙ্গার অপর পারে প্রথমে পুরাতন গঞ্জে পরে বর্ত্তমান নবদ্বীপে গমন করেন। এইরূপ হইলেও শ্রীমায়াপুরকে সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করা উচিত হয় নাই সেই স্থানে যে উচ্চ যোগপীঠ ভূমি আছে* তথায় প্রভুর জন্ম হইয়াছিল। ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। তৎকালীন গ্রন্থে যে বর্ণন আছে এবং এখনকার স্থান মাহাত্ম্য দর্শনে এবিষয় সিদ্ধান্ত হইয়াছে সেই যোগপীঠে একটী সেবা প্রকাশ হইলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্ম ভূমি আর কথনই লোপ হইবে না। পরমার্থ দৃষ্টিতেই করুন লৌকিক দেশ হিতৈষীতা ক্রমেই করুন সমস্ত বঙ্গবাসী হিন্দু মহাত্মাদের এই বিষয়ে যোগ দেওয়া আবশ্যক।

ভক্তিবিনোদ মহাশয় কথা শেষ করিলে শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ সরকার

মহাশয় অতি সুন্দররূপে দেখাইলেন যে পূর্ব্ব বর্ণন, জনশ্রুতি এবং স্থান পরিমাপ-দ্বারা সেই যোগপীঠকেই প্রভুর জন্ম স্থান বলিয়া স্থির হয়। শ্রীবাস অঙ্গন অর্থাৎ প্রসিদ্ধ খোল ভাঙ্গার ডেঙ্গা পঞ্চলিঙ্গের স্থান অর্থাৎ এখনকার শিবের ডোবা এবং কাজী মহাশয়ের বাটী এই তিনটী স্থান হইতে বিচার করিলে উক্ত সিদ্ধান্ত বিশেষরূপে দৃঢ় হয়।

শ্রীযুত অজিতনাথ ন্যায়রত্ন মহাশয় অবশেষে এই সভার প্রয়োজনতা বিশেষ রূপে ব্যাখ্যা করিলে সভাপতি ও প্রবর্ত্তক মহাশয়দিগকে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীনফরচন্দ্র পাল চৌধুরী সম্পাদক।

সাধুশিক্ষা।

[পূর্ব্ব প্রকাশিত ২০০ পৃষ্ঠায়, গৃহস্থ বৈষ্ণবের প্রতি]

"নীচ জাতি নহে কৃষ্ণ-ভজনে অযোগ্য।
সৎকুল বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য ॥
যেই ভজে সেই বড় অভক্ত-হীন ছার।
কৃষ্ণ-ভজনে নাহি জাতি কুলাদি বিচার ॥"

"ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধ ভক্তি।
কৃষ্ণপ্রেম কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি ॥
তার মধ্যে, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাম সংকীর্ত্তন।
নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন ॥"

"আচার প্রচার নামের কর দুই কার্য্য।"

প্রভু কহে বৈষ্ণব দেহ প্রাকৃত কভু নয়।
অপ্রাকৃত দেহ ভক্তের চিদানন্দময় ॥

[বৈষ্ণব-শরীর পীড়িত হইলে তাহা ঘৃণা করা বৈষ্ণবের উচিত নয়।]

সন্ন্যাসী পণ্ডিতগণের করিতে গর্ব্বনাশ।
নীচ শূদ্র দ্বারা করে ধর্ম্মের প্রকাশ ॥

রাজার বর্ত্তন খায় আর চুরি করে।
রাজদণ্ড্য হয় সেই শাস্ত্রের বিচারে॥

ব্যয় না করিও কভু রাজার মূলধন।
অসদ্ব্যয় না করিও যাতে দুই লোক যায়॥

বৈষ্ণবের শেষ ভক্ষণের এতেক মহিমা।
কালীদাসে পাওয়াইল প্রভুর কৃপা সীমা॥

ভক্ত-পদ-ধুলি আর ভক্ত-পদ-জল।
ভক্ত ভুক্ত শেষ এই তিন মহাবল॥

সেবা লাগি কঠিন অপরাধ নাহি গণি।
স্বনিমিত্ত অপরাধ আভাসে ভয় মানি॥

গুরু উপেক্ষা করিলে ঐছে ফল হয়।
ক্রমে ঈশ্বর পর্য্যন্ত অপরাধ ঠেকয়॥

এক কুঁজা জল আর তুলসী মঞ্জরী।
সাত্বিক সেবা এই শুদ্ধভাবে করি॥

দুই দিকে দুই পত্র মধ্যে কোমল মঞ্জরী।
এই মত অষ্ট মঞ্জরী দিবে শ্রদ্ধা করি॥

রস রসাভাস যার নাহিক বিচার।
ভক্তি সিদ্ধান্ত সিন্ধু নাহি পায় পার॥

নিরপেক্ষ না হৈলে ধর্ম্ম না যায় রক্ষণে।

অতএব ভাগবত করহ বিচার।
ইহা হৈতে পাবে সূত্র শ্রুতির অর্থ সার॥

অসৎ-সঙ্গ ত্যাগ এই বৈষ্ণব আচার।
স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু কৃষ্ণাভক্ত আর॥
শরণ লঞা কর কৃষ্ণে আত্ম সমর্পণ॥ [ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

বৈষ্ণবের সঞ্চয়।

প্রায় লোকে বলিয়া থাকেন, যে বৈষ্ণবের সঞ্চয় করা উচিত নয়। একথা আমরা স্বীকার করিতে পারি না যেহেতু জীব গুরু শ্রীশ্রীমহাপ্রভু আমাদিগকে এইরূপ উপদেশ করিয়াছেন;—

গৃহস্থ হয়েন ইহা চাহিয়ে সঞ্চয়।
সঞ্চয় নহিলে কুটুম্ব ভরণ না হয়॥

বৈষ্ণব দুই প্রকার অর্থাৎ গৃহস্থ ও গৃহত্যাগী। উভয়বিধ বৈষ্ণবের মাহাত্ম্য সমান। গৃহত্যাগী বৈষ্ণবগণ মনে না করুন যে তাঁহারা গৃহস্থ বৈষ্ণব অপেক্ষা সম্মানে শ্রেষ্ঠ। বৈষ্ণব সম্মানের যে তারতম্য আছে তাহা কেবল উত্তম বৈষ্ণব ও মধ্যম বৈষ্ণব ভেদে, ইহা জানা উচিত। গৃহস্থের মধ্যে উত্তম ও মধ্যম উভয়-বিধ বৈষ্ণব দৃষ্ট হয়। গৃহত্যাগীর মধ্যেও তদ্রূপ। গৃহত্যাগী বৈষ্ণবদিগের মাহাত্ম্য এই যে তাঁহারা স্ত্রী সঙ্গ ও অর্থলালসা পরিত্যাগ পূর্ব্বক অনেক প্রকার শারীরিক সুখ ছাড়িয়াছেন। গৃহস্থ বৈষ্ণবের ও বিশেষ মাহাত্ম্য আছে। অনেকে কায় ক্লেশে অর্থ সঞ্চয় করিয়া কৃষ্ণ সেবা পূর্ব্বক তাঁহারা গৃহস্থ ও গৃহ-ত্যাগী উভয়বিধ বৈষ্ণব সেবা করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ বৈষ্ণব, গৃহস্থই হউন বা গৃহত্যাগী হউন, ভক্তি সমৃদ্ধিই তাঁহার সমস্ত সম্মানের কারণ। যাঁহার যত-দূর ভক্তি সম্পত্তি হইয়াছে, তাঁহাকে ততই বৈষ্ণব বলিয়া সম্মান করিতে হয়। অন্য কোন কারণে বৈষ্ণবের তারতম্য নাই।

গৃহত্যাগী বৈষ্ণব স্ত্রী সম্ভাষণ, অর্থ সঞ্চয়, গ্রাম্য কথা, উত্তম আহার, উত্তম আচ্ছাদন ও বহ্বারম্ভ সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া যে স্থলে সুখে হরিভজন হয় সেই স্থানে কালাতিপাত করিবেন। সচ্ছন্দে হরিভজন হয়, এরূপ স্থান অন্বেষণ করিতে গিয়া অনেকে আখড়া, মঠ, ও গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। সে সমস্তই বহ্বারম্ভ ও অর্থ সাধ্য। তাহা করা উচিত নয়। গৃহস্থ বৈষ্ণবেরা যে সেবা প্রকাশ করেন তথায় গৃহত্যাগী বৈষ্ণবগণ অল্প অল্প কাল থাকিতে পারেন। বহু-দিন এক স্থানে থাকিলে যদি কোন অপদার্থে আসক্তি না হয় তাহা হইলে দোষ নাই। যে সকল গৃহত্যাগী বৈষ্ণব অর্থসাধ্য বহ্বারম্ভে প্রবৃত্ত হয় তাহারা অনধিকার চর্চ্চা দোষে পড়িয়া অবশেষে অর্থ লালসায় ভজন ত্যাগী হইয়া পড়ে। তাঁহারা এ বিষয়ে সতর্ক থাকিবেন।

গৃহস্থ বৈষ্ণবগণ কৃষ্ণ সেবার জন্য বৈষ্ণব সংসার পত্তন করিবেন। ভজন

প্রতিকূল না হয় এরূপ সমস্ত কার্য্যে তাঁহাদের অধিকার আছে। ধর্ম্ম শাস্ত্র সম্মত বিবাহ করিয়া সন্তান উৎপত্তি করিতে পারেন। সংসারে জীবন নির্ব্বাহের জন্য যতপ্রকার কার্য্য আছে সকলই যথা শাস্ত্র করিতে পারেন। ধর্ম্মশাস্ত্র সম্মত অর্থোপার্জ্জন করিয়া কুটুম্ব ভরণ করা ও অতিথি সেবাদি করা তাঁহাদের পক্ষে কর্ত্তব্য। সংসারে সর্ব্বপ্রকার ব্যবহারে সত্য, সরলতা ও ধর্ম্মকে আশ্রয় করিবেন। পরোপকার যতদুর সাধ্য সর্ব্বদা করিবেন। গৃহত্যাগী অকিঞ্চন শুদ্ধ বৈষ্ণবদিগকে সমাদর পূর্ব্বক সেবা করিবেন। কেবল এই মাত্র দৃষ্টি রাখিবেন যে কোন প্রকার হরিভজন প্রতিকূল কার্য্যে প্রবৃত্ত না হন। অকর্ম্ম বিকর্ম্ম ও কর্ম্ম না করিয়া শ্রীকৃষ্ণচরণে শরণাপত্তি সহকারে ভজন অনুকূল সমস্ত সাংসারিক কার্য্য করিবেন। গীতার চরম শ্লোকে ভগবান ইহাই উপদেশ করিয়াছেন ;—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্ব পাপেভ্যোমোক্ষয়িষ্যামি মাশুচঃ।

অর্জ্জুন গৃহস্থ বৈষ্ণব। তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া ভগবান বলিতেছেন। কর্ম্ম প্রবৃত্তি জ্ঞান প্রবৃত্তি ও যোগ প্রবৃত্তি রূপ সমস্ত ধর্ম্ম কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমার শরণাগতি প্রবৃত্তির সহিত দেহ যাত্রা ও সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ কর। তাহা হইলে তোমার আর পাপ পুণ্য বন্ধন ও প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন থাকিবে না। তোমাকে ক্রমশ মায়া বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া আমার বিশুদ্ধ প্রেমের অধিকারী করার ভার আমার থাকিল।

পূর্ব্বে যে কথিত হইয়াছে যে গৃহস্থ বৈষ্ণব ধর্ম্মশাস্ত্র সম্মত বিবাহ, সন্তান উৎপত্তি অর্থোপার্জ্জনাদি করিবেন, তাহার তাৎপর্য্য এই যে ভগবৎ শরণাপত্তির সহিত যাঁহারা সংসার নির্ব্বাহ করেন তাঁহাদের স্বীয় রুচিতেই সমস্ত কার্য্যকৃত হয়, তথাপি কোন কার্য্যই ধর্ম্মশাস্ত্র বিরুদ্ধ হয় না, যেহেতু ধর্ম্মশাস্ত্র কারেরা শরণাপত্তি প্রবৃত্তি ক্রমে নিজে নিজে যাহা করিয়াছিলেন, তাহাই অজ্ঞ লোকের শাসন জন্য শাস্ত্রকারেরা লিপিবদ্ধ করিয়া জগতের বিশেষ উপকার সাধন করিয়াছেন। যদি কোন গৃহস্থ বা গৃহত্যাগী বৈষ্ণবের ধর্ম্মশাস্ত্র বিরুদ্ধ কার্য্য দেখা যায় তাহা হইলে তাঁহার চরিত্র বিষয়ে বিতর্ক হইতে পারে। মধ্যমাধিকারী বৈষ্ণব সম্বন্ধে ইহাই সিদ্ধান্ত। উত্তমাধিকারী প্রেমী বৈষ্ণবের কোন বৈগুণ্য বিচার নাই। ইহাতেও অনেক বিচার আছে।

শচী আর গৌর।

—:*:—

একদিন বিশ্বম্ভর রায়, অশুচি স্থানেতে চলে যায়।
আঁস্তাকুড়ে হাঁড়ি'পরে, বসে গোরা ধীরে ধীরে; দেখে শচী করে হায় হায়॥
তনুরুচি বিচিত্র-শোভন, বর্ণ যেন কসিত কাঞ্চন।
যথা সরোজিনী জলে, উজলে ফুটিতা হলে; সেই স্থান হাসিল তেমন॥
লাগিল হাঁড়ির কালি গায়, চন্দ্রে যেন কলঙ্ক দেখায়।
অথবা কমল দলে, ভ্রমর বসিয়া রলে; সেই রূপই শোভা হৈল তায়॥
শচী বলে আরে বাপ একি, আচরণ বিপরীত দেখি।
তুমি ব্রাহ্মণের ছেলে, অপবিত্র স্থানে গেলে; বলিবেক লোকেই বা কি॥
কহি বলে গোরা দ্বিজরাজ, তোরা যত অজ্ঞের সমাজ।
শুদ্ধাশুদ্ধ ভাব যত, পঞ্চভূতে সে সবই ত; তবে ভেদ বিচারে কি কায॥
যত কিছু এ জগতে হয়, আমিই সে সবারি আশ্রয়।
তাই শুদ্ধাশুদ্ধ জ্ঞান, মনের সে অভিমান; তত্ত্বে এ সকল কিছু নয়॥
আমি এই জগতের পতি, কুস্থানেতে নহে মোর স্থিতি।
যেখানেতে আমি যাই, তার সম তীর্থ নাই; গঙ্গাদি সবার আমি গতি॥
যদি কিছু অপবিত্র রয়, মোর স্পর্শে শুদ্ধ সত্ত্বময়।
পরিত্যক্ত হাঁড়ি-মূলে, দুষ্ট নহে কোন কালে; যাহাতে বিষ্ণুর অন্ন হয়॥
এতবলি হাসে বাল্যাবেশে, ভুলিলা সকল মায়াবশে।
শচীর বিনয় শুনি, স্নান করি দ্বিজমণি; জননীর কোলে আসি বসে॥
এই যে চঞ্চল দ্বিজরায়, বাল্যভাবে স্বতত্ত্ব শিখায়।
তাঁর পদরজে আশ, করে এ বৈষ্ণবদাস; ভরসা সে তাঁহার কৃপায়॥

শ্রীঅচ্যুতচরণ দাসচৌধুরী।

শ্রীশ্রীগদাধর গৌরাঙ্গ।

—:*:—

শ্রীশ্রীরাধা ঋণের কি পরিশোধ নাই ?

ব্রজলীলায় শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার নিকট যেরূপ চিরঋণে আবদ্ধ শ্রীনবদ্বীপ লীলায় শ্রীগৌরাঙ্গ অবতার রূপ ধারণ করিয়াও শ্রীশ্রীগদাধর পণ্ডিতের নিকট চিরঋণী।

কোন সময়ে সে ঋণের উল্লেখ আর "শ্রীগদাধর গৌরাঙ্গ" নাম প্রকাশ হয়, কোন ভক্তের প্রশ্নানুসারে প্রসঙ্গক্রমে তাহা বলিতেছি ;—

(১) শ্রীপ্রয়াগ ধাম হইতে শ্রীবল্লভ ভট্ট তীর্থ পর্য্যটন মানসে শ্রীনীলাচল ক্ষেত্রে আগমন করিয়া প্রতিদিন শ্রীগৌরাঙ্গ সভায় গমন, আর সকলের সহিত বিচার ইচ্ছা করিতেন। আপনার মত সমর্থন করিতেই ভট্টের ইচ্ছা। কিন্তু তাঁহাকর্ত্তৃক কোন প্রশ্ন উথাপিত হইলেই চারিদিক হইতে সকলে তাঁহার কথার প্রতিবাদ করিয়া টীটকারী দিতেন। কাজে কাজেই ভট্ট অপদস্থ হইয়া— "হংস মধ্যে বকোযথা" শ্রীমদ্গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর সভায় ম্লানবদনে বসিয়া থাকিতেন।

একদিন, তিনি শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য প্রভুকে জিজ্ঞাসা করেন ;—

"পতিব্রতা হ'য়ে, পতির নাম নাহি লয়।
তোমরা পতির নাম লও, কোন ধর্ম্ম হয়॥ "শ্রীচৈ, চ, অ, (৭)।

হে, আচার্য্য! বলুনদেখি, জীব-প্রকৃতি কৃষ্ণকে পতি বলিয়া স্বীকার করিয়া তাঁহার নাম করে কেন? পতিব্রতা রমণী কথন ত পতির নাম লয় না। আপনারা কৃষ্ণ নাম লইয়া কেমন করিয়া ধর্ম্ম রক্ষা করেন?

শ্রীআচার্য্যদেব শ্রীচৈতন্যদেবকে দেখাইয়া দিয়া বলিলেন ;—তোমার অগ্রে ঐ মূর্ত্তিমান ধর্ম্ম বিরাজ করিতেছেন। উহাঁকে জিজ্ঞাসা করিলে সদুত্তর পাইবে।

শ্রীচৈতন্যদেব নিজ রশ্মি বিস্তার করিয়া সভামধ্যে বসিয়া ছিলেন। ভট্টের প্রশ্ন আর আচার্য্যের ইঙ্গিত বুঝিয়া মৃদুভাষে বলিলেন ;—

"প্রভু কহে তুমি, না জান ধর্ম্মাধর্ম্ম।
স্বামী আজ্ঞা পালে এই, পতিব্রতা ধর্ম্ম॥
পতির আজ্ঞা নিরন্তর, তাঁর নাম লৈতে।
পতি আজ্ঞা পতিব্রতা, না পারে লঙ্ঘিতে॥
অতএব নাম লয়, নামের ফল পায়।
নামের ফল কৃষ্ণ প্রেমে, প্রেম উপজায়॥

হে, ভট্ট, তুমি ধর্ম্মের মর্ম্ম বুঝ নাই। স্বামীর আজ্ঞা পালন করা পতিব্রতার প্রধান ধর্ম্ম। পতির আজ্ঞা নিরন্তর তাহার নাম লইতে, সেই আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে না পারিয়া নাম লইয়া থাকেন। নামের ফলে আপনা হইতেই কৃষ্ণ প্রেমোৎপত্তি হয়।

ভট্ট নিরুত্তর হইয়া দুঃখিত মনে সেদিন বাসায় গমন করিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন ;—

শ্রীগৌরাঙ্গ সভায় নিত্যই আমার কথা খণ্ডিত হয়। একদিন যদি সকলকে হারাইয়া লজ্জা দিতে পারি, তাহা হইলে এ দুঃখ যায়, আর সুখ হয়। যাহা হউক, আবার চেষ্টা করিব। মনে মনে ইহা স্থির করিয়া পরদিন পূর্ব্ববৎ সভায় গমন করিয়া শ্রীচৈতন্যদেবের শ্রীচরণ বন্দনা করতঃ গর্ব্ব করিয়া বলিলেন ;—

শ্রীধর স্বামীর ভাগবতের টীকা অগ্রাহ্য। আমি তাহা মানি না ; তাহা খণ্ডন করিয়া আমি নূতন টীকা রচনা করিয়াছি। স্বামী যেথানে যেমন সেখানে তেমন ব্যাখ্যা করেন নাই ; ইত্যাদি।

শ্রীচৈতন্যদেব, তৎশ্রবণে বিরক্তির হাসি হাসিয়া "যে স্বামীকে মানে না" সে বেশ্যার মধ্যে গণ্য, এই বলিয়া মৌন ব্রত হইলেন।

ভট্ট স্বীয় অভিমানে বাধা পাইয়া রোষ কষায়িত মনে বাসায় আসিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন ;—

শ্রীমহাপ্রভু ত পূর্ব্বে প্রয়াগে আমাকে বহু কৃপা করিয়াছিলেন ; এমন কি, নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া আমার আশ্রমে আগমন করিয়া ভোজন করিয়াছিলেন ; এখন কেন এত নিগ্রহ করিতেছেন ?

কিয়ৎক্ষণ মনে মনে এই চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। ভট্ট, সামান্য ব্যক্তি নহেন ;—"সাক্ষাৎ শুকদেব" যথা গৌর গণোদ্দেশ দীপিকায়াং ;

"ভট্ট বল্লভ নামাভুচ্ছুকো দ্বৈপায়নাত্মজঃ ॥"

জ্ঞানী, বুদ্ধিমান এবং সদ্ভক্ত। চিন্তা করিয়া শেষে বুঝিলেন। নিজেরই ত্রুটী। যথা ; "আমি জ্ঞানের গর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া মহানুভব সাধুদিগকে বিচারে পরাস্ত করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। অভিমানে অন্ধ হইয়া আমিই সর্ব্বাপেক্ষা জ্ঞানী ও বিজ্ঞ ইহা জানাইতে গিয়াছি। জগদ্গুরু শ্রীশ্রীধর স্বামীকে অবজ্ঞা করিয়াছি। এই সব অপরাধ বুঝিয়া প্রভু কি আমাকে সংশোধন করিবার জন্যই অপমান করেন নাই।"

পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ ইন্দ্ররাজের অহিত না করিয়া তাঁহার হিত করিয়াছিলেন। ইনিও, সেইরূপ আমার হিতাকাঙ্ক্ষী, আমি মূর্খ তাই বুঝিতে পারি নাই। যাহাই হউক, এখন দূর হও অভিমান ? দূর হও জ্ঞান গর্ব্ব ? হায়, আমি কি ঘোর অপরাধী ? ভক্তাপরাধ হইতে আমি কিসে পরিত্রাণ পাইব।

এইরূপ আপনাকে আপনি ধিক্কৃত হইয়া মনশ্চিন্তা অপনীত হইলে প্রাতঃকালে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর নিকেতনে উপস্থিত হইয়া প্রভুর শ্রীচরণে প্রণত এবং, ভূমে পতিত হইয়া এবং বালকের ন্যায় কাঁদিতে কাঁদিতে নিজ অপরাধ স্বীকার করিয়া ক্ষমা যাচিঞা করিয়া বলিলেন ;—

প্রভো ! এখন আপনার কৃপায় আমার গর্ব্বান্ধকার দূরে গিয়াছে। এখন প্রসন্ন হইয়া আমায় উপদেশ দিন্, যাহাতে আমার হিত হয়। শ্রীচৈতন্যদেব প্রেমভাবে উত্তর করিলেন ;—

তুমি মহা পণ্ডিত, ও পরম ভাগবত, "যেখানে উভয় গুণ থাকে সেখানে গর্ব্ব পর্ব্বত স্থান পায় না।" তবে কেন গর্ব্বিত হইয়া শ্রীধর স্বামীকে নিন্দা করিয়াছ ? শ্রীধর জগৎগুরু তাঁহার কৃপা ভিন্ন ভাগবতার্থ জ্ঞান হয় না।

তাঁহাকে লঙ্ঘন করিয়া যে ভাগবতের টীকা লিখিতে ইচ্ছা করে; তাঁহার ব্যাখ্যা কেহ মানিবে না ; আর শ্রীধরের অনুগত হইয়া যে অর্থ করিবে সেই অর্থ পরম সুখদ হইবে।

যাও ; অভিমান ত্যাগ করিয়া, স্বামীর অনুগত হ'য়ে টীকা লেখ গে, সব মন বাঞ্ছা পূর্ণ হইবে। সাধু অপরাধ মহাপাপ ; এ পাপ থাকিতে শ্রীকৃষ্ণ ভজন হয় না। সে অপরাধ গর্ব্ব পরিত্যাগ ক'রে নিরভিমান চিত্তে শ্রীকৃষ্ণ ভজন কর গে অচিরে কৃতার্থতা লাভ করিতে পারিবে।

ভট্ট শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর নিকট এইরূপে প্রসন্নতা লাভ করিয়া এবং ভক্তগণের নিকট আত্মদোষ ক্ষালন করিয়া সেই দিন সকলকে মহাপ্রসাদ ভোজনের নিমন্ত্রণ করেন। শ্রীগৌরচন্দ্র তাঁহাকে সুখ দিতে তাঁহার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া সদলে ভট্টের বাসায় আগমন করিয়া পরমানন্দে মহাপ্রসাদ ভোজন করিলেন।

(২)। বল্লভভট্ট বালগোপালের উপাসক। মধ্যে মধ্যে শ্রীশ্রীপণ্ডিত গদাধরের বাসায় গমন করিতেন। পণ্ডিতের সঙ্গ লাভে তাঁহার মন পরিবর্ত্তন হয়। তিনি, কিশোর গোপালের উপাসনা করিবার জন্য পণ্ডিতের নিকট মন্ত্রদীক্ষা যাচিঞা করেন। গদাধর উত্তর করিলেন ;—

এ কর্ম্ম আমা হইতে হইবে না। আমিত স্বাধীন নই, প্রভু গৌরচন্দ্র আমার পরিচালক ; তাঁহার আজ্ঞা ব্যতীত আমার কোন সাধ্য নাই। তুমি যে, আমার নিকট যাতায়াত কর তাহাতেই আমি তিরস্কৃত হইয়া থাকি। ইত্যাদি।

(৩) বৈষ্ণবীয় ধৰ্ম্মে শক্তি ও ভাবের অবতরণ সমর্থিত হইয়াছে। বিশেষ বিশেষ পাত্রে বিশেষ বিশেষ ভাব ও শক্তি অবতীর্ণ হইয়া ভগবল্লীলার সহায়তা করে। এ সত্য কে না স্বীকার করিবে?

যেমন সনকাদিতে শান্ত ভাব, ধ্রুব প্রহ্লাদে দাস্যভাব, রুক্মিণী সত্যভামায় প্রেমা-ভাব. তেমনি আমার সনকাদির শান্তভাব শাক্য সিংহ প্রভৃতিতে, প্রহ্লাদের দাস্যভাব শ্রীহরিদাসে ও রুক্মিণী সত্যভামার ভাব শ্রীগদাধর পণ্ডিত ও শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিতে অবতীর্ণ।

পরন্তু, রুক্মিণী সত্যভামা উভয়েরই প্রেমা-ভাব হইলেও উভয়ের প্রেমের প্রকৃতি-গত তারতম্য অনেক। সত্যভামার প্রেম স্বভাবতঃ কুটিল; তাহা প্রণয় কলহে ও খট্‌মটী কোন্দলে পরিস্ফুট; জগদানন্দ এই ভাবের লোক। শ্রীচৈতন্যের সহিত তিনি অনুদিন প্রেমের ঝগ্‌ড়া করিতেন।

কিন্তু রুক্মিণীর প্রেম অন্য ধরণের। তাহা বিশুদ্ধ ও প্রগাঢ় দাক্ষিণ্যে অর্থাৎ আত্মসমর্পণ ও সহিষ্ণুতায় তাহার প্রকাশ। শ্রীকৃষ্ণ উপহাস করিয়া ছাড়িয়া যাইব বলিলে, রুক্মিণীর বড়ই ত্রাস হইত। "গৌর গদাধরের" প্রেম সেই প্রকার।

একদা, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পরীক্ষা করিবার জন্য দিনকতক শ্রীগদাধরের সঙ্গে ভাল করিয়া কথা কন্ নাই; গদাধর নিরবে তাহা সহ্য এবং শ্রীচৈতন্যের সভায় যাতায়াত বন্ধ করিয়া ঘরে বসিয়া নির্জ্জনে সাধন ভজন করিতেন।

যেদিন শ্রীবল্লভ ভট্টের বাসায় ভক্তগণের মহাপ্রসাদ ভোজনের নিমন্ত্রণ হয়, সেই দিন শ্রীশ্রীমহাপ্রভু শ্রীগদাধরকে আনিবার নিমিত্ত শ্রীস্বরূপ দামোদর প্রভৃতিকে শ্রীগদাধরের নিকট পাঠাইয়া দেন।

তদনুসারে শ্রীস্বরূপ প্রভৃতি শ্রীপণ্ডিতের বাসায় আগমন করিয়া পণ্ডিতের নিকট প্রভুর আহ্বান বিজ্ঞপ্তি করিলেন;—

একে, স্বরূপ প্রভৃতির আগমন তায় আবার প্রভুর আহ্বান পণ্ডিত মহা সৌভাগ্য মানিয়া, তন্মুহূর্ত্তেই স্বরূপের সঙ্গে যাইতে সুসজ্জিত হইলেন।

পথে একত্রে যাইতেছেন, তখন (শ্রীস্বরূপ পুরুষের অর্থাৎ ললিতার ভাবে) পণ্ডিতকে বলিলেন;—

তোমাকে (শ্রীমহাপ্রভু) যেমন উপেক্ষা করিয়াছেন, তুমি নিরবে সহ্য না করিয়া দশ কথা শুনাইয়া দিলে না কেন?

শ্রীগদাধর দন্তে জিহ্বা কাটিয়া উত্তর করিলেন;—

তাও কি পারি? তাঁহার সঙ্গে ঝগড়া করা কি ভাল? রাগের মাথায় না হয় দুকথা ব'লেছেন। কথা কন নাই এই বৈত নয়, কোন দোষ ক'রে থাকি, রাগ মিটিলেই ইহার পর বুঝে আপনিই কৃপা করিবেন।

এইরূপ কথা কহিতে কহিতে পশ্চাৎ সকলে সভায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীগদাধর শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর শ্রীচরণ কয়েক দিন দর্শন করেন নাই; অত্যন্ত উৎকণ্ঠা ছিলেন; শ্রীচরণ দর্শন মাত্রেই অভিমান ও উৎকণ্ঠা দূর হইল। রোদন করিতে লাগিলেন।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাহা অবলোকন করিয়া অমনি সাদর সম্ভাষণ-পূর্ব্বক গাঢ় আলিঙ্গন পূর্ব্বক মধুর ভাষে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন;—

"আমি তোমাকে কতই ব'লেছি, তুমি একটী কথারও উত্তর না করিয়া নিরবে সহ্য করিয়াছ; জগদানন্দ হ'লে আমাকে কতই শুনাইত। ধন্য, তোমার প্রেম; ধন্য, তোমার সহগুণ; যাহা হউক, এই সরল সুদৃঢ় প্রেমে আমি চিরঋণী। এখন ক্ষমা করিয়া দুঃখ ত্যাগ কর।

(৪) শ্রীগদাধর ও শ্রীগৌরাঙ্গের ভাব দেখিয়া বৈষ্ণবগণ পুলকিতান্তঃকরণে শ্রীগৌরাঙ্গকে "গদাধরের" প্রাণনাথ বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন এবং উভয়ের নাম একত্রে যোগ করিয়া "গদাই গৌরাঙ্গ" নাম প্রকাশ করিলেন। যেমন "রাধাকৃষ্ণ" যুগল নাম ভক্তগণের জীবনের-জীবন, তেম্নি "গদাধর গৌরাঙ্গ" এই যুগল নাম পথের সম্বল। শ্রীশ্রীকবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন ও বলিয়াছেন;—

"পণ্ডিতের ভাব মুদ্রা, কহনে না যায়।
গদাধর প্রাণনাথ, নাম হৈল হায়॥
পণ্ডিতে প্রভুর প্রসাদ, কহনে না যায়।
গদাই গৌরাঙ্গ বলি, যারে লোকে গায়॥" শ্রীচৈ, চ, অ,(৭)

শ্রীশ্রীসরকার নরহরি ঠাকুর পদে বলিয়াছেন;—

"গোর গদাধর লীলা, আদ্রব করয়ে শিলা, কার সাধ্য করয়ে বর্ণন।
সারদা লিখেন যদি, নিরন্তর নিরবধি, আর সদাশিব পঞ্চানন॥" ইত্যাদি

প্রভুর অবতার সম্বন্ধে শ্রীব্রজসুন্দরী উক্তি শ্রীজগদানন্দ ঠাকুর বলিয়াছেন;—যথা শ্রীকৃষ্ণাবতারে;—শ্রীরাধাকৃষ্ণ বিলাসে;—

"নিভৃত নিকুঞ্জবনে, শুতি রহু দুইজনে, নিদ্রাযান কিশোর কিশোরী।
হেনকালে স্বপ্ন দেখি, নিদ্রাত্যজি শশিমুখি, জাগাইছেন আপন শ্রীহরি॥

"শুন প্রভু অপরূপ কথা।
স্বপনে দেখিলাম আমি, নবদ্বীপে যেন তুমি, ভক্তসঙ্গে অবতীর্ণ তথা ॥
শ্রীগোদ্রুম নাম ধামে, সংহতি সব ভক্তগণে, নাচিয়া গাইয়া বলহরি।
মৃদঙ্গ বাদ্য আদি করি, আনন্দেতে গৌরহরি, প্রেমাবেশ ত্রিজগত ভরি ॥
শুন বঁধু গুণমণি, স্বপনে যা দেখিলাম আমি, দ্বিজমণি আমি যেন তুমি।
তবে আমি একা কেনে, তুমি যাবে কার সনে,
ইহা আমি কিছুই না জানি ॥
নারায়ণ মূর্ত্তি দেখি, তাথে আমি নহি সুখী, গৌরাঙ্গ হরিল মোর মন।
বড় সাধ আছে মনে, তোমালয়ে একাসনে, হরি বলি করিব কীর্ত্তন ॥
কীর্ত্তনানন্দে সুখ, ঘুচিবে মনের দুঃখ, বিরহ উৎকণ্ঠা যাবে দূরে।
মোর প্রেমে ঋণী আছ, আপনি তা কহিয়াছ, সাধুরূপে শোধ দিব তোরে ॥
অতএব স্বপ্ন গুপ্ত, কহিলাম সকল সত্য, গোরারূপ দেখিলাম পহিলে।
চূড়াটী নাহিক মাথে, বাঁশীটী নাহিক হাতে, প্রতীত না যাইবে কহিলে ॥
তবে হাসি কৃষ্ণচন্দ্র, কস্তুরির প্রতিবিম্ব, দেখাইলেন শ্রীমতীর অঙ্গে।
আপনি তায় প্রবেশিয়া, দুইরূপ এক হয়ে, পরকিয়া রসের তরঙ্গে ॥
নিকুঞ্জেতে পরস্পর, দুইরূপ এক হয়, নবদ্বীপে হইয়া প্রকট।
জগদানন্দ দাসে কহে, বৃথা জন্ম হৈল মোহে,
না রহিলাম, গৌরগদাই নিকট ॥"

পদ সমুদ্র।

ঋণ পরিশোধের কথা, পদকর্ত্তা ধীরচন্দ্র পদে বলিয়াছেন;
"শুন শুন বিনোদিনী রাই।
এ ঋণ শোধিতে, সন্ন্যাসী হইব, কলেঃ প্রথম সন্ধ্যায় ॥
ত্যজি কাল বরণ, করিব ধারণ, তোমার অঙ্গের কান্তি।
তব ভাব লয়ে, বেড়াব কাঁদিয়া, অশ্রুজলে হব শ্রান্তি ॥
ভাবি তব ভাব, হবে প্রেম ভাব, স্বভাব ছাড়িবে দেহ।
এ বংশী ত্যজিয়ে, হব দণ্ড ধারী, রাখিতে নারিবে কেহ ॥
লয়ে ভক্তগণ, করিব কীর্ত্তন, রাধা রাধা ধ্বনি করি।
ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছা, হইব তখন, অচেতনে রব পড়ি ॥
অমূল্য রতন, তব প্রেমধন, অযাচকে বিলাইব।
"কলিযুগ যাবে, কৃত যুগ আসিবে, তবে সে খালাস হব ॥
।।। ৫ম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা।

ধীরচন্দ্র কয় (*) সেই সত্য হয়, নতুবা প্রেমের ঋণী।
ভকত হৃদয়ে, থুয়ে সেই প্রেম, গুপত গৌর মণি॥ (পদ সমুদ্র)

বৈষ্ণব দাসানুদাস শ্রীহারাধন দত্ত।

তত্ত্ববিবেক

বা শ্রীসচ্চিদানন্দানুভূতিঃ।

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৯৪ পৃষ্ঠার পর]

এতেষু বাদ জালেষু তৎসদেব বিনিশ্চিতং।
অন্বয় ব্যতিরেকাভ্যামদ্বয় জ্ঞানমেব যৎ॥ ৩৩॥
ইতি শ্রীসচ্চিদানন্দানুভূতৌ সদনুশীলনং নাম প্রথমোঽনুভবঃ।

এই সমস্ত বাদ জাল অর্থাৎ মতবাদীদিগের কুসংস্কার মাত্র। এই সমস্ত মতবাদের মধ্যে সত্য নিহিত রূপে অবস্থিত করেন। অসত্য সমূহকে নির্দ্ধারিত করিয়া দূর করতঃ সত্যকে সাক্ষাৎ অনুসন্ধান পূর্ব্বক সংগ্রহ করার নাম সত্য নির্ণয়। ভিক্টর কুজাঁ নামক একজন ফরাসী পণ্ডিত এই উপায়টী বুঝিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। তাঁহার কৃতকার্য্য না হইবার কারণ এই যে তিনি পাশ্চাত্য বুদ্ধি নিঃসৃত তত্ত্ববিদ্যার মধ্যে সার গ্রহণ করিতে যত্ন করিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য বুদ্ধি অত্যন্ত জড়নিষ্ঠ। আত্মা ও অনাত্মার সূক্ষ্ম পার্থক্য উপলব্ধি করিতে না পারিয়া জড় জনিত মনকেই অর্থাৎ লিঙ্গ পদার্থকেই আত্মা বলিয়া স্থির করিয়াছেন। তুষ কুটিয়া চাউল বাহির করার চেষ্টা যেরূপ নিষ্ফল, কুঁজার সার সংগ্রহও চরমে সেইরূপ হইল।

ঈশাবাস্য উপনিষদে বলিয়াছেন যে,—

হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখং।
তত্ত্বম্পূষন্নবা বৃণু সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে॥

হে চিৎসূর্য্যস্বরূপ ভগবন্, তোমার পরম তত্ত্বরূপ সত্যের মুখ তোমার অঙ্গ-

---

(*) এই পদকর্ত্তা ধীর চন্দ্রের নাম মহারাজ ধীর হাম্বিরদেব। ইনি, শ্রীশ্রীশ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর কৃপাপাত্র মল্লবংশাবতংশ বিষ্ণুপুরাধিপতি শ্রীশ্রীরাজা বীরহাম্বিরের পুত্র; শ্রীশ্রীপ্রভু বীরভদ্র গোস্বামীর কৃপাপাত্র। সারাবলী নামে একখানি বৈষ্ণবগ্রন্থ ইনি প্রকাশ করেন।—শ্রীহ্ঃ।

জ্যোতিরূপ নির্ব্বিশেষ ও দুর্ব্বিশেষাত্মক পাত্রের দ্বারা চিৎকণরূপ জীবের নিকট আচ্ছাদিত আছে। তুমি কৃপা করিয়া সেই আচ্ছাদন দূর কর। ইহারই নাম বেদ বিহিত বৈষ্ণব ধর্ম্মানুসন্ধান। পুনশ্চ ভাগবতে,—

অনুভ্যশ্চ বৃহদ্ভ্যশ্চ শাস্ত্রেভ্যঃ কুশলো নরঃ।
সর্ব্বতঃ সারমাদদ্যাৎ পুষ্পেভ্য ইব ষট্‌পদঃ॥

ভ্রমর যেমন ফুলের অসার পরিত্যাগ করিয়া পুষ্পের মধুমাত্র সংগ্রহ করে, পণ্ডিত ব্যক্তি তদ্রূপ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সমস্ত শাস্ত্র হইতে সার গ্রহণ করিয়া থাকেন। এবম্ভূত বেদ ও ভাগবত অনুমোদিত সারগ্রাহী প্রবৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক বৈষ্ণব পণ্ডিতগণ জড়তত্ত্ব নির্ণায়ক ক্ষুদ্র শাস্ত্র সকল হইতে এবং আত্মতত্ত্ব নির্ণায়ক বৃহৎ শাস্ত্র সকল হইতে একমাত্র পরমতত্ত্ব ও নিষ্কৃষ্ট সত্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাহার নাম অদ্বয় জ্ঞান। সচ্চিদানন্দ তত্ত্বের সদংশই সেই অদ্বয় জ্ঞান। সৎ শব্দেই তাহার প্রতিষ্ঠা। সৎপ্রকাশিত হইলে অসৎ কাযে কাযেই দূর হয়। সৎশব্দে অখণ্ড চিজ্জগৎ বুঝিতে হয়। এই মায়িক জগৎ সেই চিজ্জগতের অসৎ প্রতিফলন মাত্র।

তত্ত্ববিবেক সদনুশীলনরূপ প্রথমানুভব।

শরণাগতি।

[পূর্ব্ব প্রকাশিত ১৯৬ পৃষ্ঠার পর]

[২৮]

আমিত অনঙ্গ রঙ্গদ বাসী। রাধিকা মাধব চরণ দাসী॥ ১॥
দুহাঁর মিলনে আনন্দ করি। দুহাঁর বিয়োগে দুখেতে মরি॥ ২॥
সখী স্থলী নাহি হেরি নয়নে। দেখিলে শৈব্যাকে পড়য়ে মনে॥ ৩॥
যে যে প্রতিকূল চন্দ্রার সখী। প্রাণে দুখ পাই তাহারে দেখি॥ ৪॥
রাধিকা কুঞ্জ আঁধার করি। লইতে চাহে সে রাধার হরি॥ ৫॥
শ্রীরাধা গোবিন্দ মিলন সুখ। প্রতিকূল জন না হেরি মুখ॥ ৬॥
রাধা প্রতিকূল যতেক জন। সম্ভাষণে কভু না হয় মন॥ ৭॥
ভকতিবিনোদ শ্রীরাধা চরণে। সঁপেছে পরাণ অতিব যতনে॥ ৮॥

ষষ্ঠতঃ আনুকূল্য সঙ্কল্প ।

[২৯]

তুয়া ভক্তি অনুকূল যে যে কার্য্য হয় ।
পরম যতনে তাহা করিব নিশ্চয় ॥ ১ ॥
ভক্তি অনুকূল যত বিষয় সংসারে ।
করিব তাহাতে রতি ইন্দ্রিয়ের দ্বারে ॥ ২ ॥
শুনিব তোমার কথা যতন করিয়া ।
দেখিব তোমার ধাম নয়ন ভরিয়া ॥ ৩ ॥
তোমার প্রসাদে দেহ করিব পোষণ ।
নৈবেদ্য তুলসী ঘ্রাণ করিব গ্রহণ ॥ ৪ ॥
কর দ্বারে করিব তোমার সেবা সদা ।
তোমার বসতি স্থলে বসিব সর্ব্বদা ॥ ৫ ॥
তোমার সেবায় কামে নিয়োগ করিব ।
তোমায় বিদ্বেষী জনে ক্রোধ দেখাইব ॥ ৬ ॥
এইরূপে সর্ব্ববৃত্তি আর সর্ব্বভাব ।
তুয়া অনুকূল হয়ে লভুক প্রভাব ॥ ৭ ॥
তুয়া ভক্ত অনুকূল যাহা যাহা করি ।
তুয়া ভক্তি অনুকূল বলি তাহা ধরি ॥ ৮ ॥
ভকতিবিনোদ নাহি জানে ধর্ম্মাধর্ম্ম ।
ভক্তি অনুকূল তার হউ সব কর্ম্ম ॥ ৯ ॥

[৩০]

গোদ্রুমধামে ভজন অনুকূলে । মাথুর শ্রীনন্দীশ্বর সমতূলে ॥ ১ ॥
তঁহি মাহ সুরভি কুঞ্জ কুটীরে । বৈঠবুঁ হাম সুর তটিনী তীরে ॥ ২ ॥
গৌর ভকত প্রিয়বেশ দধানা । তিলক তুলসীমালা শোভমানা ॥ ৩ ॥
চম্পক বকুল কদম্ব তমাল । রোপত নিরমিব কুঞ্জ বিশাল ॥ ৪ ॥
মাধবী মালতী উঠাওবুঁ তাহে । ছায়া মণ্ডব করবুঁ তহি যাহে ॥ ৫ ॥
রোপবুঁ তত্র কুসুম বনরাজী । যুথি জাতি মল্লী বিরাজব সাজি ॥ ৬ ॥
মঞ্চে বসাওবুঁ তুলসী মহারাণী । কীর্ত্তন সজ্জ তঁহি রাখব আনি ॥ ৭ ॥
বৈষ্ণব জন সহ গাওবুঁ নাম । জয় গোদ্রুম জয় গৌর কি ধাম ॥ ৮ ॥
ভকতিবিনোদ ভক্তি অনুকূল । জয় কুঞ্জ মুঞ্জ সুরনদী কূল ॥ ৯ ॥

[ক্রমশঃ প্রকাশ্য

সজ্জনতোষণী।

পঞ্চম খণ্ড।

পরমার্থ সাধক সমস্ত বিষয় সমালোচনী মাসিক পত্রিকা।

শ্রীকেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ

সম্পাদক।

অশেষ-ক্লেশ-বিশ্লেষি-পরেশাবেশ-সাধিনী।
জীয়াদেষা পরাপত্রী সর্ব্ব সজ্জনতোষণী।

কার্য্যাধ্যক্ষ

শ্রীরাধিকাপ্রসাদ দত্ত।

(ভক্তিভবন, ১৮১ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট,—রামবাগান।)

কলিকাতা।

শ্রীশ্রীচৈতন্যাব্দাঃ ৪০৮।

বাং ১৩০০। ইং ১৮৯৩।৯৪।

সূচীপত্র।

—:*:—

সূচীপত্র।

ইতি সজ্জনতোষণীর পঞ্চমখণ্ডের সূচীপত্র।

শ্রীশ্রীগোদ্রুমচন্দ্রায় নমঃ।

সজ্জনতোষণী।

শ্রীধাম মায়াপুর।

মায়াপুরে মহেশানি ভবিষ্যামি শচী সুতঃ এইরূপ তন্ত্র ও পুরাণ বাক্য অনেক পাওয়া যায়। সেই পরমধাম মায়াপুর কোথায় ইহা সকলেই জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন। শাস্ত্রে ইহাও কথিত আছে যে "মায়াপুরে নবদ্বীপে বারমেকং শচীসুতঃ।" এখন সম্পূর্ণ বোধ হইল শ্রীমায়াপুর শ্রীনবদ্বীপের অন্তবর্ত্তী। পুরাতন বৈষ্ণবগণ লিখিয়াছেন;—

নবদ্বীপ মধ্যে মায়াপুর নামে স্থান।
যথা জন্মিলেন গৌরচন্দ্র ভগবান॥
যৈছে বৃন্দাবনে যোগপীঠ সুমধুর।
তৈছে নবদ্বীপে যোগপীঠ মায়াপুর॥
গঙ্গা পূর্ব্ব পশ্চিম তীরেতে দ্বীপ নয়।
পূর্ব্বে অন্তর্দ্বীপ শ্রীসীমন্ত দ্বীপ হয়॥
গোদ্রুম দ্বীপ ও শ্রীমধ্যদ্বীপ চতুষ্টয়।
কোলদ্বীপ ঋতু জহ্নু মোদদ্রুম আর।
রুদ্রদ্বীপ এই পঞ্চ পশ্চিমে প্রচার॥

শ্রীভক্তি রত্নাকরে পাওয়া যায় যে অন্তর্দ্বীপ গঙ্গার পূর্ব্বভাগে এবং সেই অন্তর্দ্বীপের মধ্যেই শ্রীমায়াপুর। অন্তর্দ্বীপ হইতে শ্রীসুবর্ণ বিহার দৃষ্ট হয়।

জন সমাজে যে প্রচলিত প্রবাদ আছে তদ্দারা অতি পূর্ব্বে দেওয়ান গঙ্গা-গোবিন্দ সিংহ মহাশয় মায়াপুর বলিয়া একটী ভূমি নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন। কতিপয় নিঃস্বার্থ ভক্ত বহুতর প্রমাণ আলোচনা করত শ্রীমায়াপুরে তুলসী কানন পরিসেবিত একটী বিশেষ চিন্ময় লক্ষণান্বিত ভূখণ্ডকে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর জন্মভূমি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। সেই ভূখণ্ডের উপর কতিপয় গৃহ নির্ম্মাণ

করত তথায় শ্রীশ্রীগৌরকিশোর ও শ্রীশ্রীভক্তিস্বরূপিণী চিচ্ছক্তিগত ভূশক্তি স্বরূপা বিষ্ণুপ্রিয়ার শ্রীযুগল মূর্ত্তি স্থাপনা করিতেছেন। এই কার্য্য প্রদর্শন পূর্ব্বক ভক্তমণ্ডলী আনন্দে পরিপ্লুত হইয়া আনন্দে জয় জয় ধ্বনি করিতেছেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু যাহা বলিয়াছিলেন যে (প্রভুর জন্মের চতুঃশতাব্দীর পর পুনরায় শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের মন্দিরে শ্রীগৌরাঙ্গ মূর্ত্তি প্রকট হইবেন) তাহাই সিদ্ধ হইল। হে ভক্তমণ্ডলি! হে মহামহোপাধ্যায়গণ! হে ধনশালী মহাজনগণ! হে সৌভাগ্যবান বঙ্গবাসীগণ! আপনারা আগামী ৮ই চৈত্রে সবান্ধবে সেই জগন্মোহিনী শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিয়া নয়নকে পরিতৃপ্ত করুন ও জন্ম সফল করুন। গ্রহণযুক্ত ফাল্গুনী পূর্ণিমা প্রভুর জন্মের পর আর হয় নাই। ৪০৮ চারিশত আট বৎসর পরে এইবার হইয়াছে। শ্রীমায়াপুরে শ্রীমূর্ত্তি প্রকট হইবার জন্য এই যোগ হইয়াছে জানিবেন।

এই মহাযোগে মহাযোগপীঠে শ্রীমূর্ত্তি দর্শন ও তৎসম্মুখে শ্রীগঙ্গানগরের ঘাটে গঙ্গা স্নানে জীবের পক্ষে কত ফল তাহা শাস্ত্র নির্ণয় করিতে পারেন না। যাঁহারা ঐ তিথি পালন করত যোগপীঠে দর্শন ও গঙ্গানগরে স্নান করিবেন তাঁহাদিগকে চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা পর্য্যন্ত জয়ধ্বনি দিবেন। আহা! শ্রীমায়াপুরে শ্রীগৌরাঙ্গের প্রকট দর্শন আকাঙ্ক্ষায় শ্রীনবদ্বীপ মণ্ডলের সমস্ত ভক্তবৃন্দ আনন্দে নৃত্য করিতেছেন। এমত কি গঙ্গাদেবীর অপর পারেও ঐ সময় এবার অভূতপূর্ব্ব কীর্ত্তন ও নানাবিধ উৎসব হইবে। স্থানে স্থানে অনেক প্রকার বাদ্যভাণ্ডের উদ্যোগ দেখিতেছি। অহো! শ্রীমায়াপুর প্রকটের কি মহিমা!

শ্রীমায়াপুরে কি কি হইতেছে।

আমরা বিশ্বস্ত বন্ধুগণের নিকট শুনিয়াছি যে বহুতর বিশুদ্ধ গৌরভক্ত কৃত-সঙ্কল্প হইয়াছেন যে শ্রীমায়াপুর যোগপীঠে শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের বাস্তু ভূমিতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাকা মন্দির, নাট মন্দির, ভোগ মন্দির, ভাণ্ডার গৃহ ও পাকা তোরণ আদি প্রস্তুত করিবেন। এবং তন্নিকটস্থ শ্রীবাসের অঙ্গনে শ্রীপঞ্চতত্ত্ব মন্দির ও সংকীর্ত্তন প্রাঙ্গনাদি প্রস্তুত করিবেন। তজ্জন্য বঙ্গভূমির সর্ব্বত্র শ্রীরাজা, মহারাজা, মহাজন ও অন্যান্য ভক্তগণের নিকট অর্থ সাহায্য প্রার্থনায় গমন করিবেন। সম্প্রতি মহাযোগ উপস্থিত হওয়ায় ইষ্টক প্রস্তর নির্ম্মিত গৃহাদি নির্ম্মাণের অবসর অভাবে সেই সেই স্থানে অস্থায়ী গৃহাদি

নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তথায় যথাস্থানে শ্রীগৌরাঙ্গ বিষ্ণুপ্রিয়ার যুগল মূর্ত্তি প্রকট করাইতেছেন। আমরা আরও শুনিয়াছি যে তথায় শ্রীকিশোরগোপাল ও কিশোরীজীর শ্রীমূর্ত্তি বসিবেন। কি যে অপূর্ব্ব দর্শন হইবে তাহা আমরা এখন বলিতে পারি না। শুনিয়াছি যে শ্রীগোস্বামীবৃন্দ ও শ্রীঅভ্যাগত বৈষ্ণবগণ একত্রে মিলিত হইয়া প্রতিষ্ঠা পূজাদি কার্য্য করাইবেন। ৭ই চৈত্র সন্ধ্যাকালে অধিবাস ও অন্যান্য মঙ্গলাচরণ ক্রিয়া হইবে। ৮ই চৈত্র প্রাতে প্রতিষ্ঠা ক্রিয়ার পর পূজা ও ভোগ। তৎপরে শ্রীনাম সংকীর্ত্তনাদি হইবে। অপরাহ্নে ফাগু খেলার পর সন্ধ্যা আরাত্রিক হইলে গ্রহণ সময়ে জন্ম পূজা, নগর সংকীর্ত্তন ও সমস্ত রাত্র গান কীর্ত্তন হইবে। ৯ চৈত্র প্রাতে শ্রীমিশ্রোৎসব শ্রীনন্দোৎসবের বিধিমতে হইবে। পরে মহোৎসব আদি হইবে ও নিরন্তর আনন্দময় গান হইবে। শুনিতেছি যে শ্রীমন্দির হইতে শ্রীগঙ্গাতীর পর্য্যন্ত একটী মেলা বসিবে। গঙ্গার ঘাটে স্থানে স্থানে নহবত বসিবে ও নানাবিধ বাদ্যভাণ্ড হইবে। আরও শুনিয়াছি যে গ্রহণ সময়ে দর্শন পরিতৃপ্ত ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত, গোস্বামী ও ভক্তগণ যখন জাহ্নবীর জলে স্নান করিতে করিতে বলিতে থাকিবেন আহা! এমন প্রকট বিহার ত কখন দেখি নাই তখন শ্রীগৌরহরি নামের তুমুল সংকীর্ত্তন ও মধ্যে মধ্যে বাজীর শব্দ ও চাকচিক্য আসিয়া তাঁহাদের কর্ণ ও নয়নকে সুখ দান করিবে। আহা! এ দর্শন লাভ করিবার আমাদের কি ভাগ্য হইবে! শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপা হইলে আমরা অবশ্য দর্শন পাইব।

সাধুশিক্ষা।

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ২০৮ পৃষ্ঠার পর।]

পড়ে কেন লোক কৃষ্ণ ভক্তি জানিবারে।
সে যদি নহিল তবে বিদ্যায় কি করে॥

প্রভু বলে বিপ্র সব দম্ভ পরিহরি।
ভজ গিয়া কৃষ্ণ সর্ব্বভূতে দয়া করি॥

গৃহস্থেরে মহাপ্রভু শিক্ষায়েন ধর্ম্ম।
অতিথির সেবা গৃহস্থের মূল কর্ম্ম॥

অকৈতবে চিত্তসুখে যার যেন শক্তি।
তাহা করিলেই বলি অতিথিরে ভক্তি॥
অতএব কলিযুগে নাম যজ্ঞ সার।
আর কোন ধর্ম্ম কৈলে নাহি হয় পার॥
রাত্রি দিন নাম লয় খাইতে শুইতে।
তাহার মহিমা বেদে নাহি পারে দিতে॥
শুন মিশ্র কলিযুগে নাহি তপ যজ্ঞ।
যেই জন ভজে কৃষ্ণ তার মহা ভাগ্য॥
অতএব গৃহে তুমি কৃষ্ণ ভজ গিয়া।
কুটিনাটী পরিহরি একান্ত হইয়া॥
তিলক না থাকে যদি বিপ্রের কপালে।
সে কপাল শ্মশান সহসা বেদে বলে॥

(হরিদাস দ্বারা উপদেশ।)

শুন বাপ সবারই একই ঈশ্বর।
নাম মাত্র ভেদ করে হিন্দুরে যবনে।
পরমার্থ এক কহে কোরাণে পুরাণে॥
এক শুদ্ধ নিত্য বস্তু অখণ্ড অব্যয়।
পরিপূর্ণ হৈয়া বৈসে সবার হৃদয়॥
সে প্রভুর নাম গুণ সকল জগতে।
হইল সকল মাত্র নিজ শাস্ত্রমতে॥
যে ঈশ্বর সে পুনী সবার ভাবলয়।
হিংসা করিলেও সে তাহার হিংসা হয়।

(বৈষ্ণবদিগের অন্য প্রকার ধর্ম্মে বিদ্বেষ থাকিতে পারে না)

বৈষ্ণবের প্রতিজ্ঞা।

খণ্ড খণ্ড যদি হই যায় দেহ প্রাণ।
তবু আমি বদনে না ছাড়ি হরিনাম॥

(কেহ দ্রোহ করিলে তাহার প্রতি)

এ সব জীবের প্রভু করহ প্রসাদ।
মোরে দ্রোহে নহু এ সবার অপরাধ॥

বড়লোক করি লোক জানুক আমারে।
আপনারে প্রকটই ধর্ম্ম কর্ম্ম করে॥
এ সকল দাম্ভিকের কৃষ্ণে প্রীতি নাই।
অকৈতব হইলে সে কৃষ্ণ ভক্তি পাই॥

অধম কুলেতে যদি কৃষ্ণ ভক্ত হয়।
তথাপি সেই সে পূজ্য সর্ব্ব শাস্ত্রে কয়॥
উত্তম কুলেতে জন্ম শ্রীকৃষ্ণ না ভজে।
কুলে তার কি করিবে নরকেতে মজে॥

ভক্তিহীন কর্ম্মে কোন ফল নাহি পায়।
সেই কর্ম্ম ভক্তি হীন পরহিংসা যায়॥

যত পাপ হয় প্রজা জনেরে হিংসিলে।
তার শতগুণ হয় বৈষ্ণব নিন্দিলে॥

যে পাপিষ্ঠ বৈষ্ণবের জাতি বুদ্ধি করে।
জন্ম জন্ম অধম যোনিতে ডুবি মরে॥

যে পাপিষ্ঠ এক বৈষ্ণবের পক্ষ হয়।
অন্য বৈষ্ণবেরে নিন্দে সেই যায় ক্ষয়॥

প্রভু বলে তোরা আর না করিস পাপ।
জগাই মাধাই বলে আর নারে বাপ॥

প্রভু বলে হৈল আজি পাষণ্ডী সম্ভাষ।
এই বা কারণে নহে প্রেমের প্রকাশ॥

অগ্রে হয় মুক্তি তবে সর্ব্ববন্ধ নাশ।
তবে সে হইতে পারে শ্রীকৃষ্ণের দাস॥

গুরু যথা ভক্তি শূন্য তথা শিষ্যগণ।

যে বৈষ্ণব স্থানে অপরাধ হয় যার।
পুন সেই ক্ষমিলে সে ঘুচে নহে আর॥
প্রভু বলে তপ করি না করিহ বল।
বিষ্ণু ভক্তি সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ জানিহ কেবল॥

শুন মাতা ঈশ্বরের অধীন সংসার।
স্বতন্ত্র হইতে শক্তি নাহিক কাহার॥

যেতে মতে কেনে কোটি যত্ন নাহি করে।
ঈশ্বরের ইচ্ছা হৈলে সেই ফল ধরে॥

বৈষ্ণবের ভক্তি এই দেখান সাক্ষাৎ।
গৃহাশ্রমী বৈষ্ণবেরে করে দণ্ডবৎ॥

প্রভু বলে জান লক্ষেশ্বর বলি কারে।
প্রতিদিন লক্ষ নাম যে গ্রহণ করে॥

গৃহস্থ বৈষ্ণবের প্রতি যে সকল উপদেশ সংগ্রহ হইল অনেক স্থলে সে সকল উপদেশ গৃহস্থ ও গৃহত্যাগী উভয় বিধ বৈষ্ণবের পক্ষে বলিয়া জানিবেন। উপদেশগুলি অনেক স্থলে কষ্ট বোধ্য। আমরা পরে তত্তদ্বিষয়ে বিশেষরূপ ব্যাখ্যা করিব।

শ্রীজয়ন্তী-ব্রত।

শ্রীভগবান যে তিথি অবলম্বনে অবতীর্ণ হন, তাহাকে জয়ন্তী বলে। জয়ন্তী যোগে উপবাসাদি করা বিধি। যথা বরাহে—

জয়ন্তী সা সমাখ্যাতা যস্যাং জাতঃ জনার্দ্দনঃ।
উপোস্যা সা তিথিশ্রেষ্ঠা সর্ব্বপাপ হরাযতঃ॥

যিনি অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ডের নাথ যাঁহার ইচ্ছামাত্রে এ বিশ্বব্যাপার অবাধে সম্পাদিত হইতেছে, তিনি কি জন্মগ্রহণ করেন? তাঁহার জন্মগ্রহণের প্রয়োজন? এরূপ প্রশ্ন অনেকের মনে উদিত হইয়া থাকে বটে, ইহাতে কিন্তু সংশয়ের কারণ কি আছে?—যেহেতু তিনি দয়াময়।

"যদি তাঁহার সহিত মানবের সম্মিলন প্রয়োজন হয়, আর মানুষ যখন তাঁহার কাছে যাইতে পারে না, তখন তাঁহার দয়া তাঁহাকেই হেথা আনিয়া থাকে।"

বস্তুতঃ তাহাতে ভগবানের কোনও আয়াস নাই,—বাধা নাই। আমরা বুঝিতে পারি না, তাই সংশয় করি যে, তিনি আজ্ঞামাত্রে জীবের দুঃখ মোচন না করিয়া কেন গর্ভযাতনাদি সহ্য করিবেন?

এই মাত্র বলা গিয়াছে,—তাঁহার দয়াই তাঁহাকে এ জড়-জগতে আনিয়া থাকে। অতএব ভগবান যদি গর্ভযন্ত্রণাদি সহই করেন, তবে তাহাতে তাঁহার হীনত্ব নহে, মহত্বই প্রকাশ পাইতেছে। বাস্তবিক কথা—ভগবান ক্লেশ কর্ম্মাদির অতীত বস্তু; এ সমুদায় তাঁহার দাসকেও স্পর্শ করে না। যথা পাতঞ্জল সূত্রে;—

"ক্লেশ কর্ম্ম বিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ॥ ২৫॥"

এ বিশ্ব সৃজন পালনাদি ব্যাপার তৎপক্ষে যেমন সামান্য একটী খেলা বই নহে—ইহাও তদ্রূপ। তবে তাঁহার জন্মাদির বিশেষত্ব এই যে, তাহা দিব্য। যথা;—

"জন্ম কর্ম্ম চমে দিব্যং" ইতি গীতা।

ভগবান স্বীয় চিচ্ছক্তি অবলম্বন পূর্ব্বক আবির্ভূত হন; তদীয় চিৎ শরীর জীবের ন্যায় লিঙ্গ ও স্থূলদেহ দ্বারা আচ্ছাদিত হয় না। ভগবান স্বীয় অচিন্ত্য শক্তিবলে আপন নিত্যদেহ এ প্রাপঞ্চিক জগতে প্রকাশ করিয়া থাকেন।

অতএব ভগবান যে দেহ ধারণ করেন, তাহা প্রাপঞ্চিক নহে; কিন্তু নিত্য চিদ্ঘন এবং আনন্দময়। যথা শ্রীমুরারী গুপ্তকৃত কড়চায়াং শ্রীভগবদ্বাক্যং;—

"ইদং শরীরং পরমং মনোজ্ঞং,
সচ্চিদ্ঘনানন্দময়ং মমৈব।
জানীত যূয়ং নহি কিঞ্চিদন্য,
দ্বিনাস্তি ভূমৌ স ইতীদমূচে॥

এই যে ভগবানের সচ্চিদ্ঘনানন্দময় মনোজ্ঞ দেহ, তাহা তিনি কিরূপে এ জড় জগতে প্রকাশ করেন; তাহা মানব বুদ্ধির অগম্য। তদ্বিষয়ে তর্ক করা বৃথা। যথোক্তমুদ্যমপর্ব্বাণি;—

"অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ।
প্রকৃতভ্যঃ পরং যচ্চ তদচিন্ত্যস্য লক্ষণং॥"

প্রকৃতির অতীত যাহা তাহাই অচিন্ত্য বা অপ্রাকৃত। অচিন্ত্য বিষয় মানবের পরিমিত বুদ্ধিকে মিমাংসিত হইবার নহে। অতএব অবিচিন্ত্য শক্তিবলে ভগবান যে দেহ প্রকট করেন, তাহা জড়নেত্রে ঐরূপ প্রতীয়মান হইলেও অপ্রাপঞ্চিক—দিব্য। এবং তদীয় জন্ম কর্ম্মাদি সমস্তই দিব্য—অলৌকিক। যথা শাণ্ডিল্যসূত্রে;—

"তচ্চ দিব্যং স্বশক্তি মাত্রোদ্ভবাৎ॥ ১। ৪৮॥"

গীতার টীকায় শ্রীস্বামীপাদবাক্যং, যথা;—"স্বেচ্ছয়া কৃতং জন্মকর্ম্ম চ ধর্ম্ম পালন রূপং দিব্য মলৌকিকং।"

"স্বশক্তি" অর্থাৎ লীলাময়ী স্বরূপ শক্তি অবলম্বন করিয়া "স্বেচ্ছায়" যে তিনি জন্মগ্রহণ করেন, তাহা দিব্য। ইচ্ছাপূর্ব্বক ভগবান জন্মগ্রহণ করেন, এ ইচ্ছায় তাঁহার করুণাগর্ভ। স্বীয় জন্মগ্রহণের কারণ ভগবান বলিতেছেন, যথা গীতায়াং—

"পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥"

কর্ম্মাধীন মায়াবদ্ধ জীবের যেরূপ জন্মাদি ক্রিয়া, মায়াধীশ ভগবানের সেরূপ নহে, তবে যখন ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হয়, যখন তদীয় দাসগণ (জীব) ক্লিষ্ট হইতে থাকে, যখন ভক্তগণ করুণস্বরে ক্রন্দন করিতে থাকেন, তখনই

দয়াময়ের আসন টলে, তখনই তিনি অস্থির হইয়া এ ধরাধামে আসিয়া থাকেন; তাই শাণ্ডিল্যসূত্রে ঋষি বলিয়াছেন ;—

"মুখ্যং তস্যহি কারুণ্যং ॥ ১ । ৪৯ ॥"

ভগবানের করুণাই তাঁহার জন্মাদির মুখ্য কারণ। অতএব ভগবান দয়াময়, সরলপ্রাণে ইহা বিশ্বাস করিতে পারিলে ইহাও বিশ্বাস হইবে যে, তিনি আসিয়া থাকেন। সর্ব্বশক্তিমান ভগবানের আসিতে কোনও প্রতিবন্ধক নাই। বৃথা তর্ক করিয়া কে তাঁহার সর্ব্বশক্তিমত্তা গুণের অস্বীকার করিবে?

সে যাহা হউক, ভগবান যে তিথিতে জন্ম গ্রহণ করেন, তাহা জয়ন্তীবাসর নামে অভিহিত। এইরূপ শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী প্রভৃতি জয়ন্তী। এইরূপে শ্রীফাল্গুনী পূর্ণিমাও জয়ন্তী।

ফাল্গুনী পূর্ণিমায় শ্রীগৌরাঙ্গ জন্মগ্রহণ করেন। ফাল্গুনী পূর্ণিমায় সন্ধ্যাকালে যেমন চন্দ্রগ্রহণ হইল, নদীয়ার সহস্র সহস্র লোক হরিধ্বনি পূর্ব্বক গঙ্গাস্নান করিতে লাগিল, আর অমনি হরিনাম অগ্রে করিয়া গৌরহরি আবির্ভূত হইলেন।

এই ফাল্গুনী পূর্ণিমা—বৈষ্ণব মাত্রের পরম আরাধ্য তিথি, সম্মুখে আসিতেছে। ৮ই চৈত্র তারিখে এবার শ্রীশ্রীজন্মোৎসব। এবার সুধু পূর্ণিমা নহে। কিন্তু গ্রহণও হইবে। এ হেন শুভযোগ জীবের ভাগ্যে বহুদিনে আসিল!

ফাল্গুনী পূর্ণিমা জয়ন্তীবাসর, অতএব এই ব্রতের ব্যবস্থা কৃষ্ণজন্মাষ্টমী বৎ।

"ফাল্গুনে পৌর্ণমাস্যান্তু চৈতন্যজন্মবাসরে।
উপোষণম্পূজনঞ্চ চৈতন্যস্য সমাহিতম্ ॥"

ইতি শ্রীসার্ব্বভৌমকৃত স্তোত্রে।

তথাচোক্তং গারুড়ে

"জয়ন্ত্যাং পূর্ব্ববিদ্ধায়ামুপবাসং সমাচরেৎ।
তিথ্যন্তে চোৎসবান্তে বা ব্রতী কুর্ব্বীত পারণং ॥"

উপবাসাদি যাহা জয়ন্তী ব্যবস্থা, তাহার অপ্রতিপালনে প্রত্যবায় আছে। যথা বিষ্ণুরহস্যে ;—

"জয়ন্তী বাসরে প্রাপ্তে করত্যুদরপূরণং।
পীড্যতে তিলমাত্রং হি যমদূতৈর্কলেবরং ॥" ইত্যাদি।

। । ৫ম বর্ষ. ১২শ সংখ্যা।

বিষ্ণুরহস্য পুনঃ বলিতেছেন যে, এ বিধি যে পরিপালন না করে, সে মূঢ়ের নরক হইতে পরিত্রাণোপায় নাই। যথা ;—

"যো ভুংক্তে চ বিমূঢ়াত্মা জয়ন্তীবাসরে নৃপ।
ন তস্য নরকোত্তারো দ্বাদশীঞ্চ প্রকুর্ব্বত ॥" ইতি।

অপর ভক্তিরত্নাকরাদি গ্রন্থে দেখিতে পাই যে, ঐ তিথি উপলক্ষে শ্রীখেতুরে মহামহোৎসব হইত। ঐ দিবস শ্রীনিবাসাচার্য্য, শ্রীঠাকুর মহাশয়, শ্যামানন্দ-পুরী এবং অসংখ্য গৌর পার্ষদ ও ভক্তগণ উপবাসী ও কীর্ত্তন সুখে মগ্ন থাকিতেন; অপর সমুদয় কার্য্য জন্মাষ্টমীর ন্যায় হইত, আর পরাহে মহোৎ-সব সম্পাদিত হইত। ইহাঁরা মহাজন, ইহাঁদের কার্য্য অবহেলনীয় নহে। ইহাঁরা মহাজন, ইহাঁদের দৃষ্টান্তই বৈষ্ণবজনের অনুসরণীয় এবং আদর্শ। শ্রীমহাভারতে ঋষি বাক্য এই ;—

"মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা।"

অনন্তর ফাল্গুনী পূর্ণিমা সম্বন্ধে ভক্তজনমান্য অতি প্রামাণ্য অনন্তসংহিতা গ্রন্থে শ্রীমহাদেবের যে উক্তি আছে, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিয়া এই প্রস্তাবের উপসংহার করিলাম। যথা অনন্তসংহিতায়াং শ্রীমহাদেব বাক্যং ;—

"ফাল্গুনস্য পৌর্ণমাস্যাং শ্রদ্ধাভক্তি সমন্বিতং।
নিশামুখে জগন্নাথং শ্রীগৌরাঙ্গং শচীসূতং ॥
নানোপচারৈঃ সংপূজ্য শচীং মিশ্রপুরন্দরং।
তথা ভক্তগণান্ শ্রীমন্নিত্যানন্দমুখান্ প্রিয়ে ॥
ততঃ জন্মকথা শৃণ্বন্ গৌরাঙ্গগত মানসং।
পরাহে চোৎসবং কৃত্বা মুচ্যতে ভববন্ধনাৎ ॥ ইতি

মহাযোগপীঠে শ্রীমায়াপুরে—যেখানে প্রভু জন্ম গ্রহণ করেন, বর্ত্তমান নব-দ্বীপের ওপারে—পরিত্যক্ত সেই পবিত্র ক্ষেত্রে জন্মযোগে শ্রীগৌরমূর্ত্তি সংস্থাপিত হইবেন। ইহা বড় শুভ সম্মিলন। এ শুভ সম্মিলনে যোগ দেওয়া, যথা শক্তি সাহায্য করাই ভক্তবর্গের পরম লাভ। এই জন্যই যাঁহারা শ্রীমূর্ত্তি প্রকাশের প্রধান উদ্যোগী, যাহাতে সকলে কিছু কিছু দিয়া পবিত্র ও কৃত কৃতার্থ হইতে পারেন, এই জন্যেই তাঁহারা চাঁদা গ্রহণ প্রথা প্রবর্ত্তিত করিয়া-

ছেন। যাঁহার যে ইচ্ছা, এ সময়েই তাহা দেওয়া কর্ত্তব্য। এই পত্রিকার কার্য্যাধ্যক্ষ মহাশয়ের কাছে পাঠাইতে পারেন। ইতি—

বৈষ্ণব দাসানুদাস
শ্রীঅচ্যুতচরণ দাস চৌধুরী।

শরণাগতি।

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ২২০ পৃষ্ঠার পর।]

[৩১]

শুদ্ধ ভকত, চরণ রেণু, ভজন অনুকূল।
ভকত সেবা, পরমসিদ্ধি, প্রেমলতিকার মূল ॥ ১ ॥
মাধব তিথি, ভক্তি জননী, যতনে পালন করি।
কৃষ্ণ বসতি, বসতি বলি, পরম আদরে বরি ॥ ২ ॥
গৌর আমার, যে সব স্থানে, করল ভ্রমণ রঙ্গে।
সে সব স্থান, হেরিব আমি, প্রণয়ী ভকত সনে ॥ ৩ ॥
মৃদঙ্গবাদ্য, শুনিতে মন, অবসর সদা যাচে।
গৌর বিহিত, কীর্ত্তন শুনি, আনন্দে হৃদয় নাচে ॥ ৪ ॥
যুগল মূর্ত্তি, দেখিয়া মোর, পরম আনন্দ হয়।
প্রসাদ সেবা, করিতে হয়, সকল প্রপঞ্চ জয় ॥ ৫ ॥
যেদিন গৃহে, ভজন দেখি, গৃহেতে গোলক ভায়।
চরণ সীধু, দেখিয়া গঙ্গা, সুখ না সীমা পায় ॥ ৬ ॥
তুলসী দেখি, জুড়ায় প্রাণ, মাধবতোষিণী জানি।
গৌর প্রিয়, শাক সেবনে, জীবন সার্থক মানি ॥ ৭ ॥
ভক্তিবিনোদ, কৃষ্ণ ভজন, অনুকূল পায় যাহা।
প্রতি দিবসে, পরম সুখে, স্বীকার করহে তাহা ॥ ৮ ॥

[৩২]

রাধাকুণ্ড তট কুঞ্জ কুটীর। গোবর্দ্ধন পর্ব্বত যামুনতীর ॥ ১ ॥
কুসুম সরোবর মানস গঙ্গা। কলিন্দনন্দিনী বিপুল তরঙ্গা ॥ ২ ॥
বংশীবট গোকুল ধীর সমীর। বৃন্দাবন তরুলতিকা কনীর ॥ ৩ ॥
খগ মৃগকুল মলয় বাতাস। ময়ূর ভ্রমর মুরলী বিলাস ॥ ৪ ॥

বেণু শৃঙ্গ পদ চিহ্ন মেঘমালা। বসন্ত শশাঙ্ক শঙ্খ করতালা ॥ ৫ ॥
যুগল বিলাসে অনুকূল জানি। লীলা বিলাস উদ্দীপক মানি ॥ ৬ ॥
এ সব ছোড়ত কাঁহি নাহি যাঁউ। এ সব ছোড়তু পরাণ হারাঁউ ॥ ৭ ॥
ভকতিবিনোদ কহে শুন কান। তুয়া উদ্দীপক হামারা পরাণ ॥ ৮ ॥

শরণাগতি সমাপ্ত।

মায়াবাদী কাহাকে বলি।

—:*:—

যিনি শুদ্ধ বৈষ্ণব হইতে বাসনা করেন তিনি যেন মায়াবাদী না হন। শ্রীশ্রীমহাপ্রভু বলিয়াছেন ;—

প্রভু কহে মায়াবাদী কৃষ্ণ অপরাধী।
ব্রহ্ম আত্মা চৈতন্য কহে নিরবধি ॥
অতএব তার মুখে না আইসে কৃষ্ণনাম।
কৃষ্ণনাম কৃষ্ণস্বরূপ দুইত সমান ॥
নাম বিগ্রহ স্বরূপ তিন এক রূপ।
তিনে ভেদ নাহি তিন চিদানন্দরূপ ॥
দেহ দেহী নাম নামী কৃষ্ণে নাহি ভেদ।
জীবের ধর্ম্ম নাম দেহ স্বরূপ বিভেদ ॥
অতএব কৃষ্ণের নাম দেহ বিলাস।
প্রাকৃতেন্দ্রিয় গ্রাহ্য নহে হয় স্বপ্রকাশ ॥
কৃষ্ণনাম কৃষ্ণগুণ কৃষ্ণলীলা বৃন্দ।
কৃষ্ণের স্বরূপ সম হয় চিদানন্দ ॥
অতএব কৃষ্ণ নাম না আইসে তার মুখে।
মায়াবাদীগণ যাহে মহা বহির্ম্মুখে ॥

যিনি মায়াবাদী তিনি স্বরূপতঃ কৃষ্ণ অপরাধী। তিনি বলেন যে কৃষ্ণমূর্ত্তি, কৃষ্ণনাম ও কৃষ্ণলীলা মায়িক। মায়িক শব্দের অর্থ এই যে মায়ামিশ্রিত অর্থাৎ জড়ময়। মায়াবাদীরমতে শুদ্ধ তত্ত্ব নিরাকার ও নির্ব্বিশেষ। কার্য্য উপরোধে সেই শুদ্ধ তত্ত্ব মায়াকে আশ্রয় করিয়া রাম কৃষ্ণাদি জড়ীয় শরীর স্বীকার করেন। শুদ্ধ তত্ত্বের নাম ব্রহ্ম, পরমাত্মা বা চৈতন্য। রাম কৃষ্ণাদি মূর্ত্তি জড়োদিত।

রাম কৃষ্ণাদি নাম ও জড় শব্দাধীন। রাম কৃষ্ণাদির বিলাস জড়াশ্রিত। তবে জীবে ও রাম কৃষ্ণাদিতে ভেদ এই যে জীব কর্ম্ম দোষে বা গুণে জড় শরীর পাইতে বাধ্য হন। কিন্তু চৈতন্য নিজ ইচ্ছাতে জড় শরীর গ্রহণ করিয়া জগতে কার্য্য করেন এবং নিজ ইচ্ছামতে পুনরায় জড় শরীর ত্যাগ করেন। অতএব রাম কৃষ্ণাদির নাম, স্বরূপ ও লীলা মায়া আশ্রয় হইতেই হয়। যে পর্য্যন্ত সাধক জ্ঞান লাভ না করেন, সে পর্য্যন্ত রাম কৃষ্ণাদির উপাসনা করিবেন। জ্ঞান লাভ হইলে ব্রহ্ম, পরমাত্মা, চৈতন্য এইমাত্র জপ করিবেন। আর রাম-কৃষ্ণরূপ জড়ীয় নাম ও ধ্যানে তখন প্রয়োজন হয় না। মায়াবাদী সুতরাং রামকৃষ্ণ স্বরূপকে শুদ্ধতত্ত্ব অপেক্ষা হেয় জ্ঞান করেন। এই জন্যই মায়াবাদী কৃষ্ণ অপরাধী। মায়াবাদীর মুখ হইতে যে কৃষ্ণনাম নিস্তৃত হয় তাহা কৃষ্ণনাম নয়। তাহা কেবল কৃষ্ণনামের প্রতিবিম্ব আভাস মাত্র। অতএব তাহা উচ্চারণ করিয়াও মায়াবাদী নামাপরাধ দোষে পতিত।

বস্তুত কৃষ্ণনাম কি তাহা কথিত হইতেছে। কৃষ্ণনাম ও কৃষ্ণস্বরূপ ও কৃষ্ণ বিগ্রহ তিনই এক তত্ত্ব, অর্থাৎ সচ্চিদানন্দ স্বরূপ। তিনই জড়াতীত ও মায়াতীত অতি শুদ্ধ তত্ত্ব। কৃষ্ণ বিগ্রহের কান্তি বিস্তৃত হইয়া মায়াবাদীর অনুসন্ধেয় ব্রহ্ম কল্পিত হইয়াছে। কৃষ্ণনামের নির্ব্বিশেষ নামান্তর ব্রহ্ম আত্মা বা চৈতন্য। কৃষ্ণ স্বরূপের এক অংশ পরমাত্মা। অতএব মায়াবাদীর দোষ এই যে তিনি শুদ্ধতত্ত্ব যে কৃষ্ণতত্ত্ব তাহা জানেন না। বদ্ধ জীবের দেহ ও জীবরূপ দেহী পৃথক্। বদ্ধ জীবের নাম ও সিদ্ধনাম যে কৃষ্ণদাস তাহা পৃথক্। যেহেতু বদ্ধ জীবে একটী সিদ্ধতত্ত্ব ও একটী মায়িকতত্ত্ব মিশ্রিত আছে। কৃষ্ণে সেরূপ নাই। কৃষ্ণে সেরূপ থাকারও প্রয়োজন নাই। কৃষ্ণ চিচ্ছক্তি দ্বারা স্বীয় অতীন্দ্রিয় নাম, রূপ ও বিগ্রহ জীবের ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য করিয়াছেন। তাঁহাকে কর্ম্মবশ জীবের ন্যায় মায়াশক্তি অর্থাৎ জড় মায়ার আশ্রয় লইতে হয় না। তিনি স্বীয় যোগ মায়ার দ্বারায় সমস্ত লীলা করিয়াছেন। সেই সব লীলা তাঁহার কৃপানুগত যোগ মায়াকৃত জড় জগতে প্রকট হইয়াছে। তাহা কেবল কৃষ্ণের অবিচিন্ত্য শক্তির পরিচয়। নির্ব্বোধ জীব আপনার ন্যায় কৃষ্ণকে হীনবল বুঝিয়া তাঁহাতে জড় শক্তির ক্রিয়া আরোপ করে এবং শক্তি তত্ত্বের অনভিজ্ঞতা প্রযুক্ত মায়াশক্তি ব্যতীত তিনি জড় জগতে প্রকট হইতে পারেন না এই সিদ্ধান্ত করিয়া মায়াবাদী হয়।

বস্তুতঃ কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণদেহ ও কৃষ্ণবিলাস নিত্য স্বপ্রকাশ তত্ত্ব। কোন

জড়ীয় সূর্য্য, চন্দ্র বা তারকা বা জড়েন্দ্রিয় চক্ষু কর্ণাদি দ্বারা তিনি প্রকাশ হন না। মানবের প্রাকৃতেন্দ্রিয় কৃষ্ণরূপ দেখিতে পায় না ও প্রাকৃত জিহ্বা কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিতে পারে না। তাহারা যাহা দেখে ও উচ্চারণ করে সমস্তই জড় তত্ত্ব। ভক্তি একটী অতীন্দ্রিয় ব্যাপার। জীবের চিদ্বিভাগে তাঁহার অধিষ্ঠান। যখন ভক্তি বলবতী হইয়া জীবের চক্ষু কর্ণ নাশিকা ও জিহ্বাকে স্বীয় শক্তিতে ভাবিত করেন, তখন তত্তৎ ইন্দ্রিয়ে চিচ্ছক্তির আবির্ভাব হইয়া চিন্ময় ইন্দ্রিয়গণকে প্রকাশ করে। তখনই যে কৃষ্ণ বিগ্রহ দর্শন ও কৃষ্ণনাম উচ্চারণ হয়, তাহা প্রকৃত রূপ ও নাম হইয়া থাকে। মায়াবাদী শুদ্ধ ভক্তি-বিহীন, কেবল পার্থিব জ্ঞানের চালনায় ব্রহ্মাদি তত্ত্ব ব্যতিরেক পথে অনুশীলন করেন। সুতরাং অন্বয় পথ লব্ধ ভক্তির কোন ক্রিয়া তাঁহাতে সম্ভব হয় না। অতএব মায়াবাদী নিরন্তর কৃষ্ণ বহির্ম্মুখ ও কৃষ্ণাপরাধী।

ইহাতে বুঝিতে হইবে যে, মায়াবাদী সাধনকালে যে কৃষ্ণকীর্ত্তনাদি করেন তাহাও অপরাধ। তাঁহার কৃষ্ণকীর্ত্তনে শুদ্ধভক্তের অনুমোদন করা উচিত নয়। কেন না তাঁহার সংসর্গে নামাপরাধ সম্ভব। মায়াবাদী যদিও কীর্ত্তনে অশ্রু-পুলকাদি ও অন্যান্য সাত্ত্বিকভাব প্রকাশ করেন, তাহা শুদ্ধ নয়। তাহা কেবল সাত্ত্বিক ভাবাভাস, প্রতিবিম্ব লক্ষণ অপরাধবিশেষ। ইহার উদাহরণ শ্রীভক্তি-রসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে যথা ;—

বারাণসীনিবাসী কশ্চিদয়ং ব্যাহরন্ হরেশ্চরিতং।
যতি গোষ্ঠ্যামুৎপুলকঃ সিঞ্চতি গণ্ডদ্বয়ীমস্রৈঃ ॥

বারাণসীনিবাসী সন্ন্যাসীগণ প্রসিদ্ধ মায়াবাদী। তাঁহারাই যে কেবল মায়া-বাদী এরূপ নয়। তাঁহাদের মতস্থ পঞ্চোপাসক গৃহস্থ সকলও মায়াবাদী। যিনি মায়াবাদ মত স্বীকার করিয়াছেন, তিনিই মায়াবাদী। বৈষ্ণবমন্ত্রে দীক্ষিত হইলেও ঐ মতবাদীগণকে মায়াবাদী বলা যায়। এমত কি মহাপ্রভু চৈতন্য-দেবের অন্তরঙ্গ বলিয়া যাঁহারা পরিচয় দেন, তাঁহাদের মধ্যেও অনেক মায়া-বাদী আছেন। অনেক বাউল দরবেশের মত মায়াবাদ।

নামাভাস-দোষ-যুক্ত অনেকেই মায়াবাদী। তন্মধ্যে যাঁহারা মায়াবাদী তাঁহারা অপরাধী। যাঁহারা কোন বাদ জানেন না, অথচ শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা লাভ না করিয়াও বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছেন, তাঁহারা ছায়া নামাভাসী। ছায়া-নামাভাসী কনিষ্ঠ বৈষ্ণব বলিয়া পরিচিত। কিন্তু নির্ম্মায়িক ভগবদ্ভাব যে পর্য্যন্ত

না পাওয়া যায়, সে পর্য্যন্ত শুদ্ধ বৈষ্ণব পদবী লাভ করিতে পারেন না। মধ্যম অধিকারী ও উত্তম অধিকারীগণ শুদ্ধ বৈষ্ণব। কনিষ্ঠ অধিকারীগণ ছায়া নামাভাসী। তাঁহারাও সাধুসঙ্গক্রমে মধ্যম অধিকারী শীঘ্রই হইয়া থাকেন।

মায়াবাদী প্রতিবিম্ব নামাভাসী; অতএব অপরাধী। ইহাঁদের পক্ষে শুদ্ধ বৈষ্ণব হওয়া বড়ই কঠিন। যতই সাত্বিকভাবের আভাস প্রকাশ করুন না কেন, তাঁহাদিগকে বৈষ্ণব বলা যাইবে না।

মায়াতীত চিচ্ছক্তিসম্পন্ন ভগবৎস্বরূপ বিগ্রহ ও নামকে এক অখণ্ড তত্ত্ব জানিয়া এবং তদ্রূপ তত্ত্বে বিশ্বাসরূপ বৈষ্ণবকে ভ্রাতৃস্নেহ পূর্ব্বক যিনি বৈষ্ণব ধর্ম্মের শ্রদ্ধা করেন তাঁহার শ্রদ্ধার নাম শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা। এইরূপ শ্রদ্ধা যাঁহার নাই, তিনি মায়াবাদ দূষিত না হইলেও শুদ্ধ বৈষ্ণব পদবী লাভ করিতে পারেন না। মায়াবাদ মত যাঁহার আছে তিনি অবৈষ্ণব। মায়াবাদীর অষ্ট সাত্বিক বিকারাদিও কাজের নয়। শুদ্ধ বৈষ্ণবের যদি কৃষ্ণনামে একটু চক্ষু আর্দ্র হয়, তাহাও বাঞ্ছনীয়।

আজ কাল এ সম্বন্ধে অনেক ভেল চলিতেছে বলিয়া আমরা এই বিষয়টী এত স্পষ্ট করিয়া লিখিলাম। পরের চর্চ্চা করা বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য নয়, অতএব আমরা পর চর্চ্চা করিতেছি না। কেবল শুদ্ধ বৈষ্ণবদিগকে স্বীয় পদে দৃঢ় রাখিবার জন্য এই কয়টীর এতদূর আলোচনা করিলাম।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপ শতক।

—:*:—

শ্রীরাধার ভাবে যিনি সুবর্ণ বরণ।
সঙ্গোপাঙ্গে নবদ্বীপে যাঁর সংকীর্ত্তন।
কলিতে উপাস্য সেই কৃষ্ণ গৌরহরি।
নবধা ভক্তিতে তাঁরে উপাসনা করি॥ ১॥

নিগম যাঁহারে ব্রহ্মপুর বলিগান।
পরব্যোম শ্বেতদ্বীপে বর্ণয় পুরাণ॥
রসিক পণ্ডিত যাঁরে ব্রজবলি কয়।
বন্দি সেই নবদ্বীপ চিদানন্দময়॥ ২॥

কবে আমি নবদ্বীপে ভ্রমিতে ভ্রমিতে।
অন্তর্দ্বীপ বন মাঝে পাইব দেখিতে॥
সপার্ষদে গৌরচন্দ্র নর্ত্তন বিলাস।
দেখি প্রেম মূর্চ্ছাবশে ছাড়িব নিশ্বাস॥ ৩॥
নবদ্বীপ মহিম যে শাস্ত্রে নাহি কয়।
স্বপ্নে ও সে শাস্ত্র যেন শুনিতে না হয়॥
এ ধাম বৈভবে যার না হয় উল্লাস।
তারে যেন নাহি দেখি না করি সম্ভাষ॥ ৪॥
স্ত্রীগর্দ্দভী সঙ্গ রঙ্গে আর কিবা কাজ।
বিত্ত পুত্র বিদ্যা যশে শীঘ্র পড়ু বাজ॥
আর দুঃখ কেন বহু সাধনের জন্য।
অন্তর্দ্বীপাশ্রয়ে এবে হও ভাই ধন্য॥ ৫॥
যথা রত্নচ্ছটাময়ী ভূমি সুকোমল।
খগ মৃগ যথা অনুরাগেতে বিহ্বল॥
বৃক্ষ লতা ফুল ফলে অদ্ভুত দর্শন।
সেই মায়াপুর হয় আমার জীবন॥ ৬॥
কোটী চিন্তামণি যদি মিলে অন্য স্থানে।
শ্রীহরির বহির্দৃষ্টি যদিও সেখানে॥
তথাপি গোদ্রুম ধূলি ছাড়ি এ শরীর।
অন্যত্র না যায় যেন এই বুদ্ধি স্থির॥ ৭॥
সেই মধ্যদ্বীপে গৌরলীলা মধ্যদিনে।
সেই দ্বীপ লীলা কৃপা কর এই হীনে॥
ব্রহ্মকুণ্ড কর মোরে কৃপা বিতরণ।
তব কৃপা কল্পলতা ফল মহাধন॥ ৮॥
খগ মৃগ তরু লতা কুঞ্জ বাপী নগ।
জল স্থল হ্রদ আদি সমস্ত সৌভগ॥
[illegible] কাননময় দেবতা দুর্লভ।
[illegible] দ্বীপ বৈকুণ্ঠ বৈভব॥ ৯॥